বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১৩৫
৩

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১ সংখ্যা] শ্রাবণ, ১৩০৪; আগষ্ট ১৮৯৭। [৩য় ভাগ।

মহিলার তৃতীয় বর্ষ।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় মহিলা দ্বিতীয় বৎসর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত হইলেন। গত বৎসর নানা বিপদ্ বিঘ্ন অন্তরায়ের মধ্যে পড়িয়া এই মহিলাযোগে যে আমরা বিশ্বজননীর কন্যা বঙ্গীয় মহিলাদিগের যথাসাধ্য সেবা করিতে পারিয়াছি তজ্জন্য সেই পরম পাতাকে ধন্যবাদ দিতেছি ও সকৃতজ্ঞ নমস্কার করিতেছি, এবং যাঁহারা এই সেবাকার্য্যে নানা উপায়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আশা করি বর্ত্তমান বর্ষেও আমরা নারীহিতৈষী বন্ধুদিগের সাহায্য লাভ করিয়া উপকৃত হইব।

একটী সুপত্নী।

যিনি পতির ধর্ম্মপথে সহায়, তাঁহার চরিত্রের সমুন্নতিবিধান ও আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনে সর্ব্বদা নিরত, বিপথগামী দুশ্চরিত্র স্বামীকে যিনি স্বীয় চরিত্রপ্রভাবে ও ধর্ম্মবলে সংশোধিত করিয়া ভগবানের চরণতলে আনিয়া স্থাপন করেন, তাঁহাকে সুপত্নী বলা যায়। জগতে এরূপ সুপত্নী বিরল। পতিকে সংসারকূপে ডুবাইতে, নীচ ইন্দ্রিয়সুখভোগে আসক্ত করিয়া তুলিতে, মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে অনেক পত্নী সুনিপুণা; তাঁহাদিগকে সুপত্নী বলা যাইতে পারে না, তাঁহারা কুপত্নী নামে বাচ্যা হইবার উপযুক্তা। একটী সুপত্নীর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত মহিলার তৃতীয় বৎসরের প্রারম্ভেই আমরা পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি। সেই সুপত্নী মণিকা দেবী।

আফ্রিকার উত্তরাংশে শিকাভিলিয়া নামক এক প্রদেশ আছে, উহা পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই প্রদেশের অন্তর্গত টাজেষ্টি গ্রামে ৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে মণিকা দেবী জন্ম গ্রহণ

করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা খ্রীষ্টবাদী ছিলেন ও তাঁহাদের দারিদ্র্যাবস্থা ছিল। তিনি বহু দুঃখক্লেশে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সেই পরিবারে ধর্ম্মানুগতা একটী বৃদ্ধা দাসী ছিলেন। তিনি বাল্যকালে মণিকাকে সযত্নে ধর্ম্ম ও নীতিভূষণে ভূষিতা করেন। মণিকা তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেন। বাল্যাবস্থায় মণিকার অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ও সাধুসজ্জনের প্রতি ভক্তিভাব প্রস্ফুটিত হয়। তিনি উপাসনা-মন্দিরে যাইয়া এক প্রান্তে বসিয়া নিয়ত ধ্যান-ধারণা ও প্রার্থনা করিতেন। কখন বা নির্জ্জনবনে তরুমূলে বসিয়া ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার হৃদয় দয়ার ভাণ্ডার ছিল, দীন দুঃখীর সেবাতে তিনি প্রাণ মন উৎসর্গ করিতেন। তাঁহার পবিত্র মুখশ্রী ও সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে কেহ স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিত না। মণিকার বিনয়, অধ্যবসায়, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও আত্মসংযমক্ষমতা এবং ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগ ভক্তি দর্শনে সকলে তাঁহাকে দেবকন্যা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মণিকাকে তাঁহার পিতা অতি দুশ্চরিত্র পাত্রের হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহার স্বামীর নাম পেটরিশিয়স। তিনি উচ্চবংশসম্ভূত লোক, কিন্তু চরিত্রে অতিশয় নীচ পাপাসক্ত ছিলেন। বিবাহান্তে মণিকা শ্বশুরালয়ে যাইয়া তথাকার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে কম্পিতা হইলেন। তাঁহার শাশুড়ী অতিশয় ক্রুদ্ধপ্রকৃতি, গর্ব্বিতা, কটুভাষিণী ছিল, কুৎসিত আলাপন ও কুৎসিত আচরণে তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সেই শ্বশ্রূ ও দুরাচার স্বামী কর্ত্তৃক তিনি পদে পদে লাঞ্ছিতা ও বিড়ম্বিতা হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার স্বামী তাঁহার ধর্ম্মপথের বিষম অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনা এবং নানাবিধ দয়ার কার্য্যে পেটরিশিয়স বাধা দিতে লাগিলেন, এমন কি অনেক সময় জঘন্যরূপে গালি দিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। সেই অবস্থায় মণিকা আশ্চর্য্য ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। তিনি নানা প্রকারে নিপীড়িত হইয়া নির্জ্জনে যাইয়া অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক ব্যাকুল অন্তরে স্বামীর আত্মার কল্যাণ জন্য প্রার্থনা করিতেন। সতীর অবিশ্রান্ত ব্যাকুল প্রার্থনার ফল ফলিল। পেটরিশিয়স নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত হইলেন, মণিকার পবিত্র জীবন ও সতীত্বের প্রভাবে স্বীয় নীচ চরিত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তিনি ঈশ্বরের একান্ত শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তদবধি তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন হইল। পেটরিশিয়স ইতিপূর্ব্বে সাধ্বী পত্নীর ধর্ম্মপথের বিষম অন্তরায় ছিলেন, এক্ষণ পরম সহায় হইলেন। এখন হইতে তিনি ঈশ্বরের পদাশ্রিত হইয়া ধর্ম্মপত্নী সহ পরম সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সরলগামী দুশ্চরিত্র পুত্রকে উদ্ধার করিয়া এই সাধ্বী মণিকা যে প্রকার সুমাতৃত্বের পরিচয় দান করিয়াছিলেন তাহা আগামীতে বর্ণন করিব এরূপ ইচ্ছা রহিল।

চপলার মাতার বৈবাহিকের বাড়ীর তত্ত্ব।

চপলার বাবা রামবাবু একদিন আফিস হইতে আসিয়া বৈঠকখানায় নির্জ্জনে বসিয়া তামাক খাইতেছেন, এবং কি ভাবিতেছেন। সেই সময় যদি কেহ তাঁহাকে দেখিতেন তাহা হইলে অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার মনের মধ্যে গভীর ভাবনা ছিল; কারণ কখন কখন তিনি নিজের গালে হাত দিতেছিলেন, কখন বা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছিলেন, কখনবা অজ্ঞাতসারে মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন, এবং তামাকের ধোঁয়া কখন বাহির হইতেছিল, কখন বা হইতেছিল না, কিন্তু তাঁহার তাতে হুঁস ছিল না। এমন সময় চপলার মা আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন;—"বলি ওগো, দুর্গাপূজা তো আসিয়া উপস্থিত, আর পোনের দিন বই তো নাই। চপলার শ্বশুর বাড়ীর পূজার তত্ত্বের কি করিতেছ? প্রথম তত্ত্ব, তাতে আবার বড় মানুষ কুটুম্ব, তত্ত্বটি খুব ভাল করে করিতে হইবে, যাতে খোসনাম হয়।" রামবাবু বলিলেন, "দেখ, যাহা কিছু জমাইয়া ছিলাম, তাহা চপলার বিবাহেতে গিয়াছে, এবং তাহার উপর প্রায় ৩০০৲ হাজার টাকা দেনা হইয়াছে। এখন আবার ভাল করে তত্ত্ব করিব কি করে? আমি যেমন লোক তেমনি করিব। বেই বড় মানুষ তা আমার কি? তিনি তাঁহার সঙ্গতি অনুসারে তত্ত্ব করিবেন, আমি আমার সঙ্গতি অনুসারে করিব।" গৃহিণীর সে কথা ভাল লাগিল না। তিনি বুদ্ধিমতী এবং অনেক বিষয়ে ভাল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটি দৌর্ব্বল্য ছিল। খোঁড়াইয়া বড় হবার তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল। এরূপ ইচ্ছা অনেকেরই আছে। বিশেষ "যাকু প্রাণ থাক মান" এইটী স্ত্রীলোকদের মধ্যে একটী চলন কথা। কেবল কথা কেন, এই ভাবে তাঁহারা অনেক কাজ করে থাকেন। এ ভাবটি অভিমানের কন্যা অলক্ষ্মীর সহচরী। ইহার কুহকে কত গৃহস্থের ধন, মান, সুখ স্বচ্ছন্দতা যে চলে গেছে তা কে গণনা করিতে পারে? কিন্তু অভিমানের এমনিই কুহকী শক্তি যে তাহার কুহকজালে পড়ে না এমন লোক অতি বিরল। তবে কেহ অল্প কেহ বা অধিক পরিমাণে জড়াইয়া যায়। অভিমানের একটী সহচরী আছে। তার নাম "চক্ষু লজ্জা।" এই চক্ষু লজ্জার প্রভাব বড় দুর্দ্দম, ইহার প্রভাবে কত কপটতা, কত মিথ্যাচার এবং কত প্রকার অনিষ্ট এই সংসারমধ্যে হইতেছে। কিন্তু ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন এমন বীরপুরুষ এবং বীরাঙ্গনা অতি বিরল। কোথায় লোকে শ্রীহরি এবং ধর্ম্মের চরণে আপনাদিগকে বিক্রয় করিবে, না অভিমান এবং চক্ষু লজ্জার চরণে আপনাদের বিক্রয় করে। সে কথা এখন থাক। চপলার মা বলিলেন, "তুমি বল কি? তুমি সাহেব বুঝাইয়া টাকা আন আর এটা বুঝ্‌তে পার না যে, বড় ঘরে বড় তত্ত্ব করিতে হয়, তা নইলে আমার চপলার যে জ্বালার ঘর হবে? সে আমার সোণার বাছা, ননীর পুঁতলি, একটু তাপে গলে যায়, সে

আমার কথা সহিতে পারিবে না। যেমনই স্ত্রী হউক না কেন আর পুরুষ যতই বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান হউক না কেন "ইভের কন্যার" পরামর্শ শুনিতেই হইবে। তাহা না হইলে আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লিটন সাহেব প্রকাশ্য সভায় তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে (Commanding Officer) সেনাপতি বলে পরিচয় দেবেন কেন? স্ত্রীদের পরামর্শ পুরুষদের শুনিতেই তো হইবে। তাই বলি যে, তাঁহাদের এরূপ ভাবে শিক্ষিতা করা উচিত যেন তাঁহারা কেবল সৎপরামর্শই দিতে পারেন। সংসারসমিতির সম্পাদক পুরুষ, সহকারী সম্পাদিকা স্ত্রী, উভয়েরই বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান না থাকিলে কার্য্য ভালরূপে চলিবে কেন?

চপলার মার কথায় রামবাবুর মত উল্টে গেল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা তবে তুমি বল কি করিতে হবে? এ সকল কথা আমরা ততো বুঝি না, কিসে মান সম্ভ্রম থাকে আর যায়, তা তোমরাই ভাল বুঝিতে পার। তুমিই আমার গুরু ঠাকুরাণী, আমি তোমারই কথা শুনিব।" মৃদু মন্দ হাসিতে চপলার মার মুখখানিতে যেন জ্যোৎস্না ফুটিল, তিনি বলিলেন, 'মিষ্টি কথায় সৃষ্টি মজে,' তোমার আর অত মিষ্টি কথা বলে আমার মান বাড়াতে হবে না। তুমিই তো আমার আদর বাড়াইয়াছ। এখন মাথায় সিন্দুর, হাতে লোহা নিয়ে যেতে পারিলে হয়।" রামবাবু বলিলেন, "অমন কথা বলো না। তুমি গেলে কি আমি আর সংসারে থাকিব, সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া যাইব।" চপলার মা বলিলেন, "উঃ কত লোক সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। পুরুষদের ভালবাসার কথা বলো না। কেবল চোখের ভালবাসা, চোখের আড়াল হলে আর কিছু থাকে না।" রাম বাবু উত্তরে বলিলেন, "এ সকল কথা বলা তোমাদের বড় অন্যায়। দেখ, শ্রীরামচন্দ্র সীতা দেবীকে বনবাস দিয়া কি দারুণ শোক এবং দুঃখে কাল কাটাইয়াছিলেন।" চপলার মা হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তুমি তো আমার সে রাম নও। আর যদি হতে তবে আমাকে তো বিনা দোষে বনে পাঠাতে, তার পর কাঁদিতে। যাক্ দেবতাদের কথা যাক্। আমি কত পুরুষকে দেখেছি যে, স্ত্রীর জন্য পাগল। সেই স্ত্রী ম'লে তিন মাসের মধ্যে আবার বিবাহ করে বসে।" রামবাবু বলিলেন, "তাহারা মূর্খ, কা-পুরুষ।" চপলার মা উত্তর করিলেন, "তা আর বলিতে হয় না। আমি জানি তোমাদের একজন এম্ এ পাশ করা বাবুর স্ত্রী কাশরোগে ছয় মাস ভুগিয়া মরে যায়। বাবু পীড়ার সময়ই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে রাখেন, এবং অশুচ গেলেই বিবাহ করেন। এমন কত লোকের কত জানি।"

চপলার বাবা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "ও সকল কথা থাক্। এখন কাজের কথা বল, তত্ত্ব কিরূপ করিতে হবে, কত খরচ হবে, এবং টাকাই বা কিরূপে সংগ্রহ হইবে?" চপলার মা বলিলেন, "তা আমি সমস্ত ঠিক্ করে দিতেছি। এমন দেওরানজী থাকিতে তোমার কোন কষ্ট পেতে হবে না। শুন আমার ই

লালের (জামাতার) জন্য একটি বেনারশীর যোড়, ঢাকাই ধুতি উড়ানী, আর এক জোড়া খুব ভাল শিমুলার ধুতি উড়ানী, সাটিনের জামা, রেশমি রুমাল, মোজা, ইংরাজের বাড়ীর জুতা, আর কতকগুলা গন্ধদ্রব্য। বেইয়ের গরদের জোড়, বেনের আসল বোম্বাই শাটী দুইটী, বেই পোদের ঢাকাই ধুতি, ঢাকাই উড়ানী আর সাটিনের জামা। বেনঝির দুটী বোম্বাই শাটী, বেইএর মার গরদের ঠেঁটী, আর অন্যান্য আত্মীয় এবং লোকজন দের যে যেমন তেমনি বুঝে কাপড় কিনিতে হবে, সে বড় বেশী নয় পচিশ খানা কিনিলেই হবে। এর সঙ্গে জামাইকে পূজা দেখিতে ৫০৲ টাকা নগদ দিতে হইবে।" রামবাবু বলিলেন, "এ তো গেল তত্ত্ব, আর আমাদের নিজেদেরও তো পূজার কাপড় চোপড় করিতে হবে কি না? না, বেইয়ের বাটী থেকে যা আস্‌বে তাতেই হবে?" চপলার মা, "বা! তুমি বুঝি আমাদের ফাঁকি দিতে চাও? আমাদের জন্যে প্রতিবৎসর যেমন কাপড় চোপড় কেন তেমনিই কিনিবে। তা তোমার কতই খরচ হয়, হদ্দ ২০০৲ টাকা। তোমার এক মাসের মাহিনা। কাপড় চোপড় ছাড়া সন্দেশ মিঠাই মেওয়া জিনিষ আর কাবুলি মেওয়া ও ফল ফলারি দই ক্ষীরে হদ্দ ১৫০৲ টাকা পড়িবে। এ রকম করিলে বেশ সুখ্যাতি হইবে।" রামবাবু বলিলেন, "যা ফর্দ্দ দিলে তাতে তো ৫০০।৬০০৲ শত টাকার কথা। এতো টাকা এখন পাই কোথায়?" চপলার মা বলিলেন, "তা কি আমি আর ভাবিনি, মনে মনে সকল ঠিক করেছি। হরি বাবুর কাছে যে দুই হ্যাণ্ডনোটে হাজার টাকা করিয়া দেনা আছে তা ও পরিশোধ করে দিব। বাড়ী বাঁধা দিয়া ৪০০০৲ হাজার টাকা ধার কর। হরি বাবুর ২০০০৲ হাজার টাকা শোধ কর, বাজার দেনা ৬০০৲ শত টাকা শোধ, এবার তত্ত্বের জন্য ৬০০।৭০০ শত যাহা খরচ হয়, তা কর, আর বাকি টাকা শীতের তত্ত্বের জন্য রাখ। পাঁচ জায়গায় দেনা থাকার চেয়ে এক জায়গায় দেনা ভাল। ক্রমে ধীরে সুস্থে শোধ দিতে পারিবে। আর মা কালীর ইচ্ছায় এর মধ্যে যদি তোমার মাহিনা বাড়ে আরও ভাল হবে।" গুরু ঠাকুরাণীর মতেই কাজ হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বেহন ঠাকুরাণী তত্ত্ব দেখে খুসি না হইয়া তাঁহার বড় বড় মুক্তাসংযুক্ত নথ্‌ওয়ালো নাক সিট্‌কিয়া কত কথা বলে ছিলেন। এই ঘটনার পর এখন প্রায় চারি বৎসর অতিক্রম হইয়া গিয়াছে, রামবাবু মারা গেছেন। তাঁহার বাড়ী দেনায় বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। চপলার মা তাঁহার চারটী অবগুণ্ড সন্তান লইয়া তাঁহার ভাইয়ের বাড়ীর ভাইজের লাথি ঝেটা খেয়ে দুখের জলে নাকের জলে দিন কাটাইতেছেন।

পৃথিবী।

সরলা এবং তাহার পিতা।

স। বাবা, তুমি আমাকে আকাশের বিষয় বলিবে বলিয়াছিলে, আজ তা বল।

বা। আকাশের বিষয় বলিবার পূর্ব্বে তোমাকে সূর্য্যের বিষয় আরও কিছু বলিব, কারণ এ পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যের এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ যে এখানকার প্রায় সকল প্রকার ঘটনার মূলে সূর্য্য।

স। বাবা, সূর্য্য তো অনেক দূরে থেকে রৌদ্র দেয়, তার সঙ্গে পৃথিবীর এত ঘনিষ্ঠ যোগ কেমন করে হইল?

বা। সে সকল কথা ক্রমে বলিব। সূর্য্য যে কি, আগে তাই শুন। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, আকাশে যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখ্‌তে পাও তাহার মধ্যে আমাদের সূর্য্য একটি মাত্র। তাহাদের অপেক্ষা আমাদের নিকটে আছে বলে এত বড় দেখায়, এবং এত জ্যোতি এবং তেজ প্রকাশ করে। ৯২॥ মিলিয়ন অর্থাৎ নয় কোটী পঁচিশ লক্ষ মাইল সূর্য্য আমাদের হইতে দূরে। কিন্তু এক একটি নক্ষত্র যে কত দূরে তা অঙ্কবিদ্যায় আসে না বল্লিলেই হইল। এক একটি নক্ষত্র আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা অনেক বড়।

স। উঃ বাবা! ভাব্‌তে গেলে যেন মন ফেটে যায়।

বা। এই অসীম বিশ্বসংসারে আমাদের পৃথিবী কত ক্ষুদ্র এবং মানুষ আবার তার ভিতরে কত ক্ষুদ্র। এ সকল বলে আর আমাদের অহঙ্কার করিবার কিছুই থাকে না। সে সব কথা এখন থাক্‌। সূর্য্য ভয়ঙ্কর অগ্নিময় গোলাকার পদার্থ। এত বড় যে ১৫ লক্ষ পৃথিবী একত্র করিলে অনেক পরিমাণে ইহার সমান হইতে পারে। ৮,৫৫,৪৬৭ মাইল ইহার ব্যাস। প্রকৃত সূর্য্য অর্থাৎ তাহার ঘন বিভাগ এত বড় নয়। সেটী আমাদের পৃথিবী অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। আমরা যে সূর্য্য দেখিতে পাই তাহা কেবল ঘন বিভাগ। ইহার চতুর্দ্দিকে কোটী কোটি মাইল ব্যাপি যে উজ্জ্বল উত্তপ্ত বাষ্পরাশি আছে তাহা আমরা দেখিতে পাই না।

স। বাবা, বাষ্প তো জল হইতে হয়। সূর্য্যে কি আবার জল আছে?

বা। না সূর্য্যের বাষ্প ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়। আমাদের পৃথিবীতে যে সকল ধাতু আছে, সূর্য্যে সে সমস্ত আছে, এবং তাছাড়া আর অনেক প্রকার পদার্থ আছে। পণ্ডিতেরা এরূপ অনুমান করেন, সূর্য্যের তেজে সে সমস্ত বাষ্প আকার ধারণ করিয়া আছে।

স। আচ্ছা বাবা, এ সমস্ত কেমন করে জানা গেল?

বা। বিজ্ঞানবিদ্‌ সাহেবগণ বুদ্ধিবলে এমন একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেছেন যাহার দ্বারা সূর্য্যের আলোক বিশ্লেষণ ক'রে তাঁহারা এ সমস্ত জান্‌তে পেরেছেন। এ যন্ত্রের নাম Spectroscope। এতে এক প্রকার কাঁচ থাকে।

স। বাবা, সাহেবদের খুব বুদ্ধি বিদ্যা!

বা। হাঁ মা, তাঁহাদের অত্যন্ত বুদ্ধি এবং অধ্যবসায়, তা না হলে তাঁহারা কি এমন অসীম রাজ্যের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিতে এবং কয়েক শত বৎসর মধ্যেই এত উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন? আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন সভ্যতার

বহু দূরে উঠিয়াছিলেন তাঁহারা তখন নিতান্ত অসভ্য ছিলেন। কিন্তু আজ দেখ তাঁহারা কোথায় এবং আমরাই বা কোথায়? আমাদের বাবুরা "আমরা আর্য্যসন্তান আমরা আর্য্যসন্তান" বলে কেবল জাঁক আর চিৎকার করিতে পারেন। তাঁহাদের উন্নতিসাধনের চেষ্টা প্রায় কিছুই নাই বলিলেই হয়। আচ্ছা সর, বল দেখি যে সূর্য্যের বিষয় বুঝিতে কত বুদ্ধি জ্ঞানের প্রায়োজন, সেই সূর্য্যকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁহার কত জ্ঞান এবং বুদ্ধি তাহা কি তুমি ভাবিতে পার?

স। না না বাবা, কিছুই ভাব্‌তে পারি না। ভেবাচাকা লেগে যায়।

বা। এই জন্য ঈশ্বরকে লোকে বুদ্ধি মনের অগোচর বলে। বাস্তবিক যে, তাঁহার কিছুই জানা যায় না তাহা নয়; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কোন বিষয় জানা দূরে থাক্‌ ভাবাও যায় না। তাঁহার জ্ঞান, শক্তি বা প্রেম কিংবা অন্য কোন বিষয় ভাবিতে গেলে শেষ না পেয়ে মন বিস্মিত হইয়া যায়। এজন্য আমরা তাঁহাকে অনন্ত বলি। সূর্য্যের বিষয় আরও দুই একটী কথা বলি শুন।

স। আচ্ছা, বাবা বল।

বা পৃথিবী যেমন আপন মেরুদণ্ডের উপর ঘোরে, সূর্য্যও সেইরূপ আপন মেরুদণ্ডের উপরে ঘোরে, এবং একবার ঘুরিতে ২৫ দিন লাগে।

স। বাবা, একথা কেমন করে জানা গেল।

বা। ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিয়াছেন যে, সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া একটি জ্যোতির্ম্ময়মালা আছে। তাহাকে Photosphere বলে। এই মালায় মধ্যে মধ্যে কাল কাল দাগ (spot) আছে। এই দাগ সকল স্থান পরিবর্ত্তন করে। প্রথমে একটি দাগকে যে স্থানে দেখা যায় আবার সেই দাগটিকে ২৫ দিন পরে সেই খানেই দেখা যায়।

স। এমন উজ্জ্বল সূর্য্যের ভিতর কাল কাল দাগ হয় কেমন করে?

বা।—পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, এ দাগগুলি সূর্য্যের Photosphere এর মধ্যে এক একটি বৃহৎ গহ্বর। সেই গহ্বর এক প্রকার বাষ্পে পূর্ণ, এবং সেই বাষ্পই গহ্বরের তলস্থিত ঘন সূর্য্যের আলোক রোধ করে।

স। শুনিতে শুনিতে অবাক্‌ হয়ে যেতে হয়। সূর্য্যের এ সমস্ত বিষয় আমি কিছুই জানিতাম না। ইংরাজদের বুদ্ধি ও বিদ্যাবলে আমরা এ সমস্ত জানিতে পারিতেছি।

বা। তা বটে। আমাদেরও পুরাতন জ্যোতির্বিজ্ঞান আছে। কিন্তু সাহেবেরা খুব উন্নতি করেছেন, এবং এমন সহজ সহজ পুস্তক লিখেছেন, এমন সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করেছেন যাহার দ্বারা সকলেই এ বিষয়ের জ্ঞান কিছুকিছু পেতে পারে। সেই জন্য তোমাকে ইংরাজী পড়িতে এতো বলি

স। আচ্ছা বাবা! এখন হইতে আমি ইংরাজি শিখিতে খুব যত্ন করিব। তা হলে আমি নিজে বই পড়ে এ সমস্ত বিষয় জানিতে পারিব?

বা। হাঁ! ইংরাজী ভাষায় আমাদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বিষয় জানিবার অনেক সহজ সহজ পুস্তক আছে। সে সকল পড়িলে এবং সেই সকল পুস্তকে লিখিত বিষয় সকল যথাসাধ্য কাজে করিতে পারিলে সুস্থ শরীরে এবং স্বচ্ছন্দ মনে কাল কাটাইতে পারিবে। সূর্য্যের বিষয় আর একটী কথা বলে আজ শেষ করি। আমাদের পৃথিবীর যেমন আকাশ(Atmosphere) আছে। সূর্য্যের তেমনি আকাশ (Chromosphere) আছে। আমাদের আকাশের বিষয় পরে বলিব। আজ এই পর্য্যন্ত।

কন্যার প্রতি উপদেশ।

আমরা সকল জ্ঞানই পরমেশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেছি। মনুষ্য যে জ্ঞান দ্বারা বিচিত্র কার্য্য সকল সম্পন্ন করে সে জ্ঞান তাহার নিজের নহে। পরমেশ্বর যে জ্ঞান দান করিতেছেন তাহা লইয়া মানুষ সুজ্ঞানী। জগদীশ্বরের নিকট হইতে আমাদিগের নিকট জ্ঞান আসিবার দুইটি পথ আছে। একটি আন্তরিক আর একটি বাহ্য। তিনি আমাদিগের মনের মন হইয়া যে চৈত্যন্যের মূল হইয়া আমাদের অন্তরে তাঁহার জ্ঞান বা বাণী প্রকাশ করিতেছেন, এবিষয় পরে বলিব। তিনি বাহ্য জগতের দ্বারা যে জ্ঞান প্রকাশ করিতেছেন তাহারই বিষয় লইয়া আরম্ভ করিতেছি। শিশুকালে শিখিয়াছ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহার অর্থ এই যে আত্মার ভিন্ন সকল বস্তুর জ্ঞান কেবল এই পঞ্চেন্দ্রিয় যোগেই হইয়া থাকে। চক্ষু না থাকিলে বর্ণের জ্ঞান হইতে পারে না, কর্ণ না থাকিলে শব্দ ও অর্থ বুঝিতে পারিতাম না, নাসিকা না থাকিলে ঘ্রাণ আছে কিনা জানিতে পারিতাম না, এবং স্পর্শজ্ঞান না থাকিলে উষ্ণতা শীতলতা,কাঠিনতা কোমলতা আদি কিছুই জানিতে পারিতাম না। বাহ্য জগতে যে সকল বস্তু দেখিতে পাই প্রধানতঃ তাহা দ্বারাই আমাদিগের দেহ গঠিত। দেহ প্রতিমুহূর্ত্তে বিন্দু বিন্দু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, এবং এই সকল বস্তুর মধ্যে যখন যেটি প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিয়া আমরা শরীর রক্ষা করিতেছি। শরীরমধ্যে অবস্থাঘটিত শরীরের অপকারী বস্তুও আছে। পরমেশ্বরের অদ্ভুত নিয়মে এই সকল প্রয়োজনীয় বস্তুগ্রহণে ও অপকারী বস্তু হইতে নিষ্কৃতি লাভে আমাদিগের অন্তরে সুখ হয়, এবং এই সকল বাহ্য বস্তুর সহিত আমাদিগের চক্ষু শ্রোত্রাদির এরূপ সম্বন্ধ আছে যে, তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সমাবেশ আমাদিগের বিশেষ বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সুখকর হয়। দৃশ্য বস্তুর এক এক রূপ পরিগ্রহ চক্ষুর অত্যন্ত প্রীতিকর হয়, শব্দের এক এক রূপ অনুবর্ত্তন বিমল সুখ প্রদান করে। যে পৃথিবী কেবল আমাদিগের শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন প্রথম মনে হয়, পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাতে মনের শিক্ষার বিষয় অনেক আছে। জ্ঞান তৃষ্ণা প্রবল হইলে জড় জগৎ হইতে বহুবিধ জ্ঞানলাভ হয়।

যদি শিক্ষা করিবার ইচ্ছা তোমার প্রবল হয় তবে চারি দিকে নিত্য নিত্য যাহা ঘটিতেছে, শীতগ্রীষ্মাদি যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা হইতে বহুজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। এই রূপে জ্ঞান লাভ করিবার দুইটি উপায় আছে, পরীক্ষা ও অনুধাবন। কোন বস্তু কেবল দেখিলেই সে বস্তুর বিষয় জ্ঞান হয় না, তাহার বিষয় যথাসম্ভব পরীক্ষা ও অনুধাবন করা প্রয়োজন। ইহাদ্বারাই মানুষের বিদ্যা হয়। বিদ্যাও দুই প্রকার; এক প্রকার বিদ্যা লাভ করিয়া সংসারের বস্তু সকলের উত্তরোত্তর উত্তম ব্যবহার শিক্ষা করিয়া আমাদিগের সকল প্রকারের ক্লেশ দূর করা যায়, অপর প্রকার বিদ্যা দ্বারা সংসারের বস্তুর স্বভাব বুঝিতে পারিয়া পরমার্থ যে পরমেশ্বর তাঁহাকে পাইতে মন জাগ্রৎ ও ব্যাকুল হয়। পরীক্ষা ও অনুধাবনের অভাবে মানুষ বহুদর্শন করিয়াও অজ্ঞ থাকে, এবং বার্দ্ধক্যেও শিশুর মত অবোধ থাকে। আমার প্রথম এই উপদেশ যে জড়জগৎ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, বন,প্রান্তর, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র, বৃক্ষলতা, পুষ্প পত্র সকলেই তোমার গুরু, তাহাদিগের নিকট উপদেশ গ্রহণ কর।

পৃথিবীতে আমি ব্যতীত যে বস্তু তাহাই আমার নিকট বাহ্য বস্তু। বৃক্ষ লতা গৃহপ্রাঙ্গণাদি বাহ্য বস্তুর মধ্যে,অন্য মানুষও আমার নিকট একটি বাহ্য বস্তু, কিন্তু মানুষকে সে ভাবে লইলে শিক্ষার ব্যাঘাত হইবে। মানুষের মন আত্মা প্রভৃতি আমার মন আত্মার ন্যায়, মানুষের সুখ দুঃখানুভূতি আমার সুখ দুঃখানুভূতির সহিত এক রূপ; এজন্য মানুষ তোমার বিশেষ শিক্ষার স্থল। তুমি এখন বুঝিতে পারিবে না যে, মানুষ মানুষের পক্ষে কত প্রয়োজনীয়। চিন্তা কর,দেখিতে পাইবে যে মানুষ না থাকিলে আমরাও মানুষ থাকিতে পারি না। মানুষ আছে বলিয়াই আমাদিগের সমস্ত বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম সমাজ প্রভৃতি। অন্যবস্তুর বিষয় পরীক্ষা ও অনুধাবন করিলে সেই বস্তুর বিষয় জ্ঞান জন্মে, কিন্তু মনুষ্যের বিষয় পরীক্ষা ও অনুধাবন করিলে নিজের বিষয়েও জ্ঞান লাভ হয়। মনুষ্যের চরিত্রে দোষ দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইবে, তাহাতে তুমি তোমার নিজের দোষ ও দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া সংশোধন করিতে পারিবে। মনুষ্যের মহত্ত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইবে, কিন্তু ইহা সত্য যে একজন মনুষ্যের মধ্যে যে মহদ্‌গুণ আছে তোমাতে তাহা হওয়া কখন অসম্ভব নহে। মনুষ্যজীবন দ্বারা দুই বিষয়ই সমান শিক্ষা লাভ হইবে। যেটি দোষের সেটি ত্যাজ্য ও যেটি গুণ তাহা অবশ্য গ্রহণীয়। এই ভাবে প্রত্যেক মনুষ্য তোমার গুরু, যেমন জড়জগৎ গুরু তেমন মনুষ্যগণও তোমার গুরু। অন্তরে ভগবান্ নিজের আত্মায়, বাহিরে ভগবান্ মনুষ্য ও জড়জগতে প্রকাশিত। এই দুই স্থানে তাঁহাকে দেখিয়া যদি তুমি নিজজীবন গঠন করিতে নিত্য সচেষ্ট থাক, তোমার চেষ্টা কখনও বিফল হইবে না। বিদ্যাপ্রাপ্তির দিকে যদি ক্রমে অগ্রসর।

ইলে তুমি অবশ্য আমরণ পাপ দুর্ব্বলতা দেখিবে ও অনুতাপেও হয়ত দগ্ধ হইতে থাকিবে, অথচ প্রাণে নির্ভাবনা ও শান্তি পাইবে। যখন মরিয়া পরলোকে চলিয়া যাইবে তখন মানুষ বলিবে এব্যক্তি পৃথিবীতেই স্বর্গ লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ক্রীত দাসকে কন্যা সম্প্রদান *।

(ঐতিহাসিক তত্ত্ব।)

মার্ব নগরে নুহানামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন, তিনি সেই নগরের দলপতি ও কাজি ছিলেন। তাঁহার ধন সম্পদ্ মান সম্ভ্রম যথেষ্ট ছিল। তাঁহার এক পরমা সুন্দরী ও গুণবতী কন্যা ছিলেন, ধন সম্পৎশালী গণ্য মান্য বহুযুবক তাঁহার পাণিগ্রহণের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন, কিন্তু নুহা তাঁহাদের কাহাকেও কন্যাদানে সম্মত হন নাই। সকলে এই ব্যাপারে একান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মবারক-নামক একজন কৃষ্ণকায় হিন্দুস্থানী ক্রীত দাস ছিল, এবং তাঁহার ফলবান্ তরুরাজিতে পূর্ণ অনেক উদ্যান ছিল। একদা তিনি সেই দাসকে এরূপ আদেশ করেন যে, তুমি উদ্যানে যাও ও তাহার ফল সকল রক্ষা কর। তদনুসারে সে উপবনে চলিয়া যায়, এবং তথায় দুইমাস কাল স্থিতি করে। তদনন্তর তাঁহার প্রভু সেখানে উপস্থিত হন, এবং তাহাকে বলেন, "মবারক, আমার জন্য এক থলো দ্রাক্ষাফল লইয়া আইস।" আজ্ঞামাত্র দাস তাহা উপস্থিত করে। একটি আঙ্গুর রসনায় স্পর্শ করিয়া অম্লাস্বাদ প্রাপ্ত হইলেন, উহা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তুমি অন্যরূপ দ্রাক্ষা দেখিয়া লইয়া আইস।" তখন মবারক অন্য দ্রাক্ষালতা হইতে দ্রাক্ষা চয়ন করিয়া লইয়া আসিল। উহারও অম্লাস্বাদ ছিল। তাহার স্বাদগ্রহণ করিয়া কাজি বলিলেন, "তুমি কেন অম্লাস্বাদ আঙ্গুর লইয়া আসিতেছ, উদ্যানে প্রচুর আঙ্গুর ফল রহিয়াছে।" তখন দাস বলিল, "স্বামিন্, এই সকল উদ্যানের কোন্ আঙ্গুর টক এবং কোন্‌টি বা মিষ্ট আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।" ইহা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, "আশ্চর্য্য কথা, তুমি দুই মাস যাবৎ বাগানে আছ, কোন্ দ্রাক্ষা টক কোন্‌টা মিষ্ট তাহা বুঝিতে পার না!" তখন দাস বলিল, "প্রভো, আমি এই উদ্যানের কোন ফলের স্বাদ গ্রহণ করি নাই।" নুহা বলিলেন, "কেন তুমি ফল ভক্ষণ কর নাই?" ইহা শুনিয়া মবারক বলিল, "মহাশয়, আপনি আমাকে উদ্যানের তত্ত্বাবধান ও রক্ষার জন্য পাঠাইয়াছেন, ইহার কিছু ভক্ষণের জন্য পাঠান নাই। আমি আপনার সম্পত্তির কোন রূপ অপচয় ও আপনার আজ্ঞার বিপরীত আচরণ করিতে পারি না।" ক্রীত দাসের এরূপ বিশ্বস্ততা ও উচ্চ নীতি দেখিয়া তাহার প্রভু নুহা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং তাহাকে বলিলেন, "মবারক, তোমার প্রতি আমার অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে। আমি তোমার নিকট কোন বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছি, ভরসা করি তোমাকে যাহা আদেশ করিব অবশ্য তুমি তাহা পালন করিবে।" তখন দাস বলিল, "আমি ঈশ্বরের ও আপনার আজ্ঞানুগত।" ইহা শুনিয়া কাজি বলিলেন, "আমার একটী পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, বহু ধনী সম্ভ্রান্ত লোক তাহার পরিণয়প্রার্থী হইয়াছেন। আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, কাহার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিব। এ বিষয়ে তুমি যাহা সঙ্গত বোধ কর আমাকে পরামর্শ দাও।" তখন মবারক বলিল, "স্বামিন্, পৌত্তলিকতার যুগে লৌকিক ধর্ম্ম, কুল মর্য্যাদা ও ধন সম্পদের প্রতি লোকে লক্ষ্য করিয়াছে, ইহুদি ও খ্রীষ্টবাদী লোকেরা রূপ লাবণ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকেন, মহাপুরুষ মোহম্মদের সমকালীন লোকেরা ধর্ম্ম ও অনাসক্তির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের সময়ের লোকেরা ধনমানের প্রতি আগ্রহযুক্ত। এই সকলের মধ্যে আপনার যে বিষয়ে অভিরুচি ও অনুরাগ স্বীয় দুহিতার জন্য তাহা অবলম্বন করুন।" ইহা শ্রবণ করিয়া কাজি বলিলেন, "আমি ধর্ম্ম ও অনাসক্তির অভিলাষী, আমার কন্যার বিবাহার্থী ধনী মানী লোকদিগের ধর্ম্ম ও চরিত্র নাই। আমি তোমার সঙ্গে আমার প্রিয়তমা কন্যাকে উদ্বাহসূত্রে সম্বদ্ধ করিতে সমুৎসুক, যে হেতু আমি তোমার জীবনে উচ্চনীতি, ধর্ম্ম ও হিতৈষণা এবং বিশ্বস্ততা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।" এতৎ শ্রবণে দাস মবারক বলিলেন, "মহাশয়, আমি কৃষ্ণকায় নীচ ক্রীত দাস, আপনি আমাকে মূল্যদানে ক্রয় করিয়াছেন, আপনি মহামান্য লোক, এমন অবস্থায় কেমন করিয়া মহাশয় স্বীয় কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিবেন, এবং আপনার কন্যাই বা কেন আমার পত্নী হইতে সম্মত হইবেন।" তখন কাজি বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে আমার আবাসে আগমন কর, এবিষয়ের কি মীমাংসা হয় দেখা যাউক।" পরে কাজী দাসকে সঙ্গে করিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "এই দাস সংসারবিরাগী সাধু সচ্চরিত্র, আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, তাহার সঙ্গে আমার কন্যাকে উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ করি, এ বিষয়ে তোমার কি মত?" তখন স্ত্রী বলিলেন, "এ সম্বন্ধে তোমারই কর্ত্তৃত্ব, কিন্তু আমি কন্যার নিকটে যাইতেছি, তাহাকে ইহা জ্ঞাপন করিতেছি, ইহাতে তাহার কি মত জানিয়া তোমাকে জানাইতেছি"। ইহা বলিয়া নুহার স্ত্রী স্বীয় কন্যার নিকট চলিয়া গেলেন, স্বামী যাহা বলিয়াছেন তাঁহাকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। কন্যা সেই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "এ বিষয়ে তোমাদের দুই জনের কর্ত্তৃত্ব, তোমাদের মতই মত, আমি অবাধ্যা হইব না, তোমাদের বিপরীত মত আশ্রয় করিব না।" এই কথা শুনিয়া কাজী-পত্নী কাজীর নিকটে ফিরিয়া আসিয়া ইহা জানাইলেন। পরিশেষে কাজী নুহা দাস মবারকের হস্তে স্বীয় কন্যাকে অর্পণ করিলেন, এবং উভয়কে প্রচুর ধন সম্পত্তি যৌতুকস্বরূপ দিলেন। পরে সেই কুমারী সুলক্ষণাক্রান্ত একটি পুত্রবর প্রসব করেন। সেই বালক অবদোল্লা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। উক্ত বালক পাণ্ডিত্যে ও সাধুতায় জগদ্বিখ্যাত হন।

* ইহা বিশেষ হইতে সঙ্কলিত।

বৈধব্য ব্রত।

জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য দৃঢ়নিষ্ঠ ও দৃঢ়সংকল্প হইয়া নির্দ্দিষ্ট সাধন অবলম্বন করা ব্রত শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য। বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের মহিলায় "চিত্রসাধন ব্রতের" সাধনপ্রণালী আমরা নবসংহিতা পুস্তক হইতে বঙ্গীয় মহিলা-দিগের আলোচনার জন্য উদ্ধৃত করিয়াছি। বিধবা হইয়া যে সকল যুবতী নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবেন না সংকল্প করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রতধারিণী হইয়া বিনম্র হৃদয়ে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা পূর্ব্বক চির জীবনের জন্য বৈধব্যব্রত গ্রহণ করিলে চরিত্রে সাত্ত্বিকতা, জীবনে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা রক্ষা পাইতে পারে। উক্ত নবসংহিতা পুস্তক হইতে বৈধব্য ব্রত সাধনের প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—

"হে করুণাময় পিতঃ, এই দুঃখিনী পতিবিয়োগকাতরা, নিরাশ্রয়া, শান্তিহীনা বিধবা তোমার পদতলে পতিত হইতেছে, এবং তোমার কৃপাপ্রদত্ত শান্তি ও পবিত্রতা অন্বেষণ করিতেছে। আমার স্বামী এক উৎকৃষ্ট জগতে গমন করিয়াছেন, তাঁহার গমনে আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। একান্ত অসহায়া হইয়া কেবল তোমারই পানে চাহিতেছি, তুমি আমার একমাত্র আশা ও আশ্রয় স্থল।

"হে বিধবার বন্ধু, পতিহীনার গতি, যে ব্রত তুমি আমার জন্য বিধান করিয়া রাখিয়াছ, তাহা গ্রহণের নিমিত্ত আমি তোমার নিকটে উপস্থিত হইলাম। আমার স্বামী এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তিনি উৎকৃষ্ট জগতে থাকিয়া সৌভাগ্যশালী হউন, এবং তোমাতে নিত্যানন্দ সম্ভোগ করুন। আমি তাঁহার দুঃখিনী বনিতা, যদিও আমি বাহ্যভাবে তাঁহা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু আত্মাতে যেন চিরকাল তাঁহার সঙ্গে এক হইয়া থাকিতে পারি। তুমি অনুমতি কর যেন এখন হইতে আমি তোমাকেই যথার্থ স্বামী জানিয়া তোমাকে পূর্ণ প্রেম এবং ঐকান্তিক আনুগত্য প্রদান করি। আমাকে তুমি চির দিনের জন্য আপনার করিয়া লও। অমুক শকে অমুক মাসে অমুক দিবসে তোমার পবিত্র সন্নিধানে আমি বৈধব্য ব্রত গ্রহণ করিলাম। আমি আর পুনর্ব্বার বিবাহ করিব না, দ্বিতীয় পতি আর আমি কখন গ্রহণ করিব না। মঙ্গলময় ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার জীবন চির দিন বিধবার উপযোগী সামান্য, আত্মত্যাগযুক্ত, ভোগশূন্য, বিনীত, ক্ষমাশীল, দানশীল, সহিষ্ণু, উপাসনাশীল, সাধন ও প্রার্থনায় অর্পিত হইতে পারে, এবং নিয়ত প্রভুর সেবায় নিরত থাকে। তোমার কৃপায় এইরূপে আমার এই সামান্য জীবন আমার এবং অন্যের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে। হে আমাদের প্রিয়তম নবধর্ম্মমণ্ডলীর ঈশ্বর, তোমার জয় হউক।"

ভাই বোন।

মানুষের ভাই ভগ্নীই প্রথম সঙ্গী। নিজের মত অন্য জীব কেবল ভাই ভগ্নী,

মানুষ প্রথমে ইহাই অনুভব করে। পিতা মাতা দাস দাসী অন্য সব লোককে প্রথমে সমশ্রেণীর জীব বলিয়া বোধ হয় না। ছোট বড় ভাই ভগ্নীরা একত্র আহার করে, পান করে, শয়ন করে, ইহাতেই সমান বলিয়া পরস্পরকে চেনে। এক জনের কোন প্রিয় সামগ্রী অন্যে গ্রহণ করে, অথবা এক জন অন্যকে কোন সুন্দর বস্তু দেয়, ইহা লইয়াই প্রথম সংসার আরম্ভ হয়। ভাই ভগ্নী যাহার যত অধিক তাহার সংসার তত বড়। যে সকল বালক বালিকার অনেকগুলি ভাই ভগ্নী তাহারা অনেক বিষয়ে উদার হয়। আহারের সামগ্রী ভাগ করিয়া খাইতে শিক্ষা করে, একের জন্য অন্যে অসুবিধা ভোগ করিতে পারে, একের কষ্টে অন্যে কষ্ট অনুভব করিতে পারে, সংক্ষেপত সামাজিক জীবনে সুখে সকলকে লইয়া বাস করিতে পারে। বিশ্ববিধাতা মানুষকে পরে যে অবস্থায় সংসারে বাস করাইবেন, ভাই ভগ্নী লইয়া বাস করাইয়া তাহারই জন্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন শিশু, তেমনই পূর্ণবয়স্ক এবং তেমনই বৃদ্ধ হইয়া থাকে। বয়সের জ্ঞানের ও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও মূলচরিত্র প্রায় একরূপই থাকিয়া যায়। চরিত্রগঠন করিতে হইলে শিশুকাল হইতে গঠন প্রয়োজন। বয়স যত অধিক হইতে থাকে ততই নূতন ভাব গ্রহণ করা কঠিন হইতে থাকে, এ জন্য শিশুকালে ভাই ভগ্নীর নিকটে যে নানা বিষয় জানিতে ও গ্রহণ করিতে থাকে, তাহাতে অন্যের নিকট শিক্ষা করিবার ভাব বৃদ্ধি হয়। অদ্ভুত শিল্পী ভগবান্ মনুষ্যচরিত্র এরূপ গঠন করিয়াছেন যে, চরিত্রগঠনের জন্য যে সকল ঘাত প্রতিঘাত প্রয়োজন তাহা নিজ ভাই ভগ্নীর মধ্যেই প্রথম পাওয়া যায়। যাহারা তিন ভাই, তিন বোন তাহাদিগের প্রত্যেকের চরিত্র এমন সুন্দর হইয়া উঠে যে, কোন সমাজে যাইয়া নিজ ব্যবহারে লজ্জিত হইতে হয় না। ভাই বোন এক সঙ্গে খেলা করে, আহার করে, বেড়ায়, তাহাতে ভাইর একটু কক্ষ ব্যবহারে ভগ্নীর অতিমৃদুভাব একটু কমিয়া আসে ও ভগ্নীর অতিমৃদু ভাবে ভ্রাতার কঠোর ভাব কমিয়া আসে। ইহাতে সাধারণতঃ এই হয় যে, মেয়েদের ন্যাকামী কম হয় ও ছেলেদের ঔদ্ধত্য কম হয়। যে পরিবারে ছেলের সংখ্যা অধিক বা মেয়ের সংখ্যা অধিক সে পরিবারের ছেলে মেয়েদের ভাব তেমন লোকের প্রীতিকর হয় না। যাহাদের ছোট ভগ্নীটির অল্প বয়সে মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের চরিত্র স্বাভাবিকরূপে সুন্দর হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ বলিয়াছেন, শিশু মনুষ্যের পিতা। এ কথা বড় সুন্দর ও সত্য। যেমন পিতার মত পুত্র হয়, তেমনি শিশুর মত প্রায়ই মানুষ হইয়া থাকে। আজ যে মানুষ শিশুভাই, বোন পাইয়া সুখে ক্রীড়া করিতেছে, পঁচিশ বৎসর পরে সেই আবার প্রবীণ হইয়া দশজনকে লইয়া সুখে সংসার করিবে। ভাই বোনকে ভাল বাসিতে পারা পরে ভাল লোক হইবার চিহ্ন। যখন আমি দেখি ভাই বোনেরা একজনের দোষ অন্যে সহ্য করিতে পারে না, বোনের

জন্য ভাই একটু কষ্ট স্বীকার করিতে পারে না, তখন আমার মনে বড় কষ্ট হয়। আর যখন দেখি এক জন কিছু খাবার পাইলে অন্যকে না দিয়া খায় না, তখন আমার বড় সুখ হয়।

ভাই বোন সকলে একত্র খেলা করিবে ইহা ভগবানের ইচ্ছা, এবং সেই সঙ্গে একান্ত মনে ভাল বাসিতে শিখিবে ইহা তাঁহার অভিপ্রায়। ফলে আমাদের উচিত যে, আমরা ভাই বোনের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করি। সকল শিক্ষা অপেক্ষা ভাল বাসিতে শিক্ষা দেওয়া শ্রেষ্ঠ। আমি নিজে বড় সমবয়সী ভাই বোন পাই নাই। আমার জ্যেষ্ঠ একটি ভাই ছিলেন, আমি শিশু থাকিতেই তাঁহার মৃত্যু হয়, আমার মনে হয় সেই জন্যই আমার সাহস কম। আমার বড় ভাই যদি আরও কিছু দিন আমার সহিত খেলা করিতেন, বেড়াইতেন, তবে হয়ত আমার সাহস অনেক বেশি হইত। এক মাত্র কনিষ্ঠা ভগ্নীর সহিত খেলা করিতাম, তাঁহার নিকট অনেক শিক্ষা করিয়াছি। সেই শিশুকালে আমার ছোট ভগ্নীর নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছি, তাঁহার ভালবাসায় আমার মনের যে পবিত্রতা শিক্ষার সুবিধা হইয়াছে, এত দিনের জ্ঞানোপার্জ্জনে ও ধর্ম্মোপদেশে তাহা হয় নাই। এ বিষয়ে আর আমার সন্দেহ নাই, পরীক্ষা দ্বারা পরিষ্কাররূপে এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে। জীবনে এমন কঠিন কঠিন পরীক্ষার স্থল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যেখানে অন্য কিছুতেই কোন উপকার হয় নাই, কিন্তু আমার সেই কনিষ্ঠা ভগিনীর কথা মনে হইলেই বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। এ কথা বলিবার অন্য কোন কারণ নাই, কেবল এই জন্য বলিতেছি যে, ভাই বোন, তোমাদের পরস্পর একান্ত ভালবাসা হউক। ইহাতে বোন, তোমারও ভাল হইবার পক্ষে, উচ্চ জীবনযাপন পক্ষে সুবিধা হইবে, এবং তোমার ভ্রাতাও চিরজীবন, অনন্ত জীবন তোমার ভালবাসা স্মরণ করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হইবে। ভাই বোনদের বয়সে অনেক পার্থক্য থাকিলে চরিত্রগঠন বিষয়ে তেমন সুবিধা হয় না। আমার বড় ভগ্নী আছেন, তাঁহার নিকট অনেক বৎসর থাকিয়াছি, কিন্তু আমার শৈশবে তাঁহাকে তেমন দেখি নাই, দেখিয়া থাকিলেও মাতৃস্থানীয়া দেখিয়াছি। ভাইও বয়সে অনেক বড় হইলে পিতৃস্থানীয় হইয়া যায়, তাহাতে শিশু তাঁহাকে নিজ জাতীয় বলিয়া মনে করিতে পারে না। আমার মনে হয়, যাঁহারা মানুষকে ভাল করিতে চাহেন তাঁহাদিগের উচিত যে, ভাই বোনের সম্পর্কটা খুব ভাল করিতে চেষ্টা করেন। ছোট ছোট শিশুগুলির মধ্যে নিঃস্বার্থ বিশুদ্ধ ভাব অনেক অনেক পরিমাণে আছে, এখন অল্প চেষ্টা করিলেই এই ভাই বোনগুলিকে পরস্পর স্বর্গীয় ভাবে বাস করান যাইতে পারে, বয়সে এ ভাব অনেক চলিয়া যাইবে। পরে কিন্তু ধর্ম্ম হইলে আবার সহজেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা হইবে ও অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইতে পারিবে। আমার ইচ্ছা তোমরা সকল গুলি ভাই

বোনে পরস্পর খুব ভালবাস ও পরস্পরের সকল দোষ মার্জ্জনা করিতে থাক। আজ তোমার ভাইগণ তোমাকে বিরক্ত করিতেছে বলিয়া যদি অধৈর্য্য হও, তবে জানি সংসারে অন্য সকল লোক তোমাকে ইহা অপেক্ষা শত গুণ বিরক্ত করিবে, এবং তোমার অধৈর্য্য হইবার আর শেষ থাকিবে না।

পচম্বার দৃশ্য।

(একজন ভ্রমণকারী বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

অবকাশ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ঘটিলেও অনেকে সম্ভোগ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ ভারতবাসী তত পর্য্যটনপ্রিয় নন। একস্থানে বসিয়া থাকাই যেন তাঁহাদের জীবনের কার্য্য। কিন্তু আজ কাল রাজজাতির অনুকরণে অনেকে এবিষয়ে একটুকু অগ্রসর হইয়াছেন। রমণীদের কথা বলিবারত কোন প্রয়োজনই নাই। তাঁহারা অন্তঃপুরবাসিনী, অসূর্য্যম্পশ্যা ভারতরমণী, তাঁহাদের কিছুমাত্র দোষ নাই। আমরা যেমন, আমাদের সমাজ যেরূপ তাহাতে তাঁহাদের দোষ কি? ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশের লোকের ন্যায় অবকাশ পাইলেই যে আমাদের দেশের পুরুষ কিম্বা রমণী দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা এবার নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও মে মাসে পচম্বা দেখিবার জন্য বাহির হইলাম, আমরা যথাসময় তথায় পৌঁছিলাম। সেখানে বেশ বন্দোবস্ত হইল, কিন্তু একটী পাচক মিলিল না, আমাদের মধ্যে একটী বন্ধু রান্নায় বড় সুপক্ক। বিশ্বাস ছিল না যে তিনি এত সুন্দর রান্না করিতে জানেন। যাহা হউক তিনিই যেন গৃহিণী সাজিয়া বসিলেন। সাধ্যমত খাবার পরিপাটীর দিকে তিনি দৃষ্টি করিলেন। এর পর পাচক মিলিয়াছিল, সুতরাং রান্নার জন্য নিজেদের কষ্ট করিতে হয় নাই। তখন বঙ্গমহিলাদের কথা মনে হইল। আজকাল নানা প্রকার শিক্ষা প্রাবল্যে সুশিক্ষিতা বিদুষী বঙ্গমহিলা রান্নাঘরে যাওয়া পছন্দ করেন না। এসব কাজ পাচকের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া তিনি মনোমত নাটক উপন্যাসাদি পাঠ করেন। বঙ্গমহিলা যতই জ্ঞান ও ধর্ম্মে সমুন্নতা হইবেন ততই ভারতে সুদিন আসিবে, কিন্তু যে জ্ঞানে মন চঞ্চল হয়, প্রাণ ভোগবিলাসের দিকে ধাবিত হয়, এবম্ভূত জ্ঞান অনর্থের মূল। ইহাদ্বারা সংসারে বিষময় ফল সমুৎপন্ন হয়। সুতরাং এখানে বলিয়া রাখি বঙ্গমহিলা ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার সহিত যদি আবশ্যকীয় গৃহাদি কার্য্যের দিকে বিশেষতঃ পাকাদি অত্যাবশ্যকীয় গৃহকার্য্যের দিকে সাধ্যমত মনোনিবেশ করিতে পারেন নিশ্চয়ই ভারতভূমি পূর্ব্বের ন্যায় কীর্ত্তিশালিনী মহিলাদ্বারা পরিপূর্ণ হইবে, এবং ভারতের লুপ্ত গৌরব আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পচম্বা একটী সামান্য পল্লীগ্রাম। কিন্তু ইহা স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া ক্রমশঃ নগরে পরিণত হইতেছে। এখানে এখন অট্টালিকা শোভা পায়। বিদেশীয় লোক জন

হাওয়াপরিবর্ত্তনের জন্য এখানে বাস করাতে পচম্বার শ্রীবৃদ্ধি ক্রমশঃ হইতেছে। এস্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী পচম্বাকে যে কি প্রকার রমণীয় স্থান করিয়া তুলিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। বর্ষা ইহ শরৎ কালে নাকি পচম্বার দৃশ্য আরোও মনোহর হয়। এরূপ স্থানে গমন করিলে আর সংসারের ধূলী মাটীর কথা ভুলিয়া যায়, উহা অনন্ত মহান্ পরমেশ্বরের কারু কার্য্য ও শক্তির কথা মনে করিয়া দেয়। ঐ যে দূরে বিহঙ্গগণ গভীর অরণ্যে রব করিতে করিতে কুলায়ের দিকে চলিয়া যাইতেছে, এই দৃশ্যই বা কি মনোহর! মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে সংসারে ঘর বাঁধে, কিন্তু মন তুমি একবার ভাবিয়া দেখ কি ঐ বিহঙ্গ কাহার গুণ গাহিতেছে? ঐ নির্ঝরণী কলস্বরে কাহার কথা আমাদের কাণে বলিয়া যাইতেছে? ঐ পর্ব্বত স্থিরভাবে বসিয়া কাহার ধ্যান করিতেছে?

এ সকলই আমাদের ইঙ্গিত করিতেছে যে, হে মানব, তুমি "সংসার" "সংসার" বলিয়া খাটিতেছ, কিন্তু এ যে সৎ—সার তাহার জলন্ত সাক্ষ্য আমাদের নিকট গ্রহণ কর। ঐ যে নরনারী বিষয়সুখে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু প্রকৃতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে উহা "সুখ নয়।" সুখ কেবল "তাঁহাতে" সুখ কেবল "পরসেবায়", সুখ কেবল "স্বার্থনাশে"। নিজে মরিতে পারিলে তবে আত্মা বাঁচিয়া উঠিবে। নতুবা প্রত্যহ মরিতে মরিতে এক দিন সাধের দেহ একবারে মরিয়া যাইবে। এখানে উৎসাহী খ্রীষ্ট ভক্তদের কার্য্যকলাপের বিষয় না বলিলে সব অসম্পূর্ণ রহিবে। খ্রীষ্টপ্রচারক ও প্রচারিকারা যে কিরূপ ভাবে মানবমণ্ডলীর সেবা করিতেছেন দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। মনে হয়, খ্রীষ্টমহিলা, চরণধূলি দেও, আমরা অঙ্গে মাখি। আর মনে হয়, খ্রীষ্টমহিলা, তোমার এত শক্তি, কিন্তু তুমি তোমার দুঃখিনী ভগিনী বঙ্গমহিলাদেরে জাগাইলে না। তাঁহারা যে নিদ্রিতা। তাঁহারা যে এখন কত সুখ স্বপন দেখিতেছেন। তুমি বুকে ক্রুশ বাঁধিয়া দেশ বিদেশে রক্ত দিয়া পিতার কার্য্য করিতেছ, আর তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তোমার দুঃখিনী ভগিনী কি করিতেছেন? তিনি এখনও অন্তরে ভীতির গান বাঁধিতেছেন। এখনও অন্তরে কেবল কয়েক জন লোকের চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাদের মন গৃহেই আবদ্ধ রহিয়াছে, প্রশস্ত আকাশে ভ্রমণ করিতেছে কৈ।

পচম্বায় সাঁওতাল ও অন্যান্য অসভ্য মেয়েদের একটী ছাত্রীনিবাস আছে। শুনিতে পাইলাম একটী খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারিকা তাহাদের সুশিক্ষা ও সেবার জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। ঐ সকল মেয়ে এখন বেশ লেখাপড়া শিখিতেছে, তাহাদের আচার ব্যবহার ক্রমশঃ ভদ্রভাব ধারণ করিতেছে। যে পাশ্চাত্য প্রদেশ ভোগ লালসার জন্য বিখ্যাত, সেই দেশের মহিলা আমাদের দেশের নর নারীর জন্য

জীবনোৎসর্গ করিতেছেন, আর বঙ্গমহিলা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের কি করিবার কোন কাজ নাই? তাঁহারা ছাই সংসার লইয়া মত্ত থাকিবেন? পরপোকারব্রতের জন্য কি খ্রীষ্ট মহিলাদের ন্যায় জীবনোৎসর্গ করিতে পারিবেন না? ভারতমহিলাগণ চিরকাল ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু সময়ের প্রবল পরাক্রমে আমাদের সব আশা ভরসা মন্দীভূত হইয়াছে। খ্রীষ্ট মহিলাদের ন্যায় ভারতমহিলাগণ কি জাগ্রৎ হইবেন না? ইহাঁরা কি স্বদেশবাসী ভগিনীদের জন্য জীবনোৎসর্গ করিবেন না? ঐ যে কত ভগিনী সংসারে নির্ম্মমনির্য্যাতনে অস্থি চর্ম্ম সার হইতেছেন। ইহাঁদের চক্ষের জল মুছাইবার জন্য কি কেহ নিজদের ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করিবেন না? কত নৃশংস পাশব অত্যাচারে ইহাঁরা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া নিজেদের দুঃখ ক্লেশের বিষয় তাঁহাদের নিকট বলিতে পারিতেছেন না। বঙ্গমহিলাদের পরস্পরের ভিতর প্রেমের টান কি বাড়িবে না? যদি উপযুক্ত বঙ্গমহিলা ভোগ বিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন, নিশ্চয়ই আমাদের হতভাগ্য দেশে অনেক পুণ্যবতী রমণী জীবনোৎসর্গ করিতে পারিবেন, অনেকে বৈরাগ্যের কঠোর ব্রত পালন করিতে করিতে হাস্যমুখে ধরাধাম পরিত্যাগ করিবেন, অনেকে ভগ্নীদের উপর সমাজের অত্যাচারের কথা শুনিয়া নিজেদের জীবন তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য উৎসর্গ করিয়া ভারতরমণীর মুখোজ্জ্বল করিবেন। এখন পর্য্যন্ত ভারতভূমি রসাতলে যায় নাই। আর্য্যশোণিত এখনও ভারতের নর নারী সকলের হৃদয়ে বহিতেছে। তাঁহারা যদি সত্যভাবে কার্য্য আরম্ভ করেন এখনও শত শত ভগিনী কার্য্যক্ষেত্র আসিয়া যোগ দান করিবেন, শত শত ভগিনী ছ সংসারের কল্পনার বিষয় পরিত্য করিয়া পরপোকারযজ্ঞে নিজেদের জী আহুতি দান করিতে পারিবেন। ইচ্ছ করিলে তাঁহারা খ্রীষ্ট মহিলাদের অপেক্ষ শতগুণে ভারতরমণী ও ভারতবাসীদে রক্ষা করিতে পারিবেন। খ্রীষ্ট প্রচার ও প্রচারিকাদের এখানে আরোও অন্য প্রকারের কাজ কর্ম্ম আছে, তাহা বিবৃতকরা নিষ্প্রয়োজন।

পচম্বায় কয়লার খনি দেখিবার উপযুক্ত সামগ্রী বটে। এক একটী খনি প্রায় ৩০০ ফুট গভীর। ইহার অভ্যন্তরে দিবারাত্রি নরনারী কার্য্য করিতেছে। কপিকল দিয়া ইহার ভিতরে লোক যাতায়ত করে। নিম্নদেশ ঘোর অন্ধকার, কিন্তু, উপরিস্থান অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত শীতল। লোকে বাতি জ্বালিয়া ইহার ভিতর কার্য্য করে। এক একটী কয়লার খনি এক একটী ছোট গ্রামবিশেষ। ইহার ভিতর রেল লাইন আছে। কয়লা পূর্ণ গাড়ী লাইনের উপরদিয়া ঠেলিয়া লইয়া যায়। নিম্নদেশের বায়ু উপরের বায়ু অপেক্ষা অবিশুদ্ধ। সুতরাং অবিশুদ্ধ বায়ুতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য ভাল চলে না। এই জন্য নল দ্বার উপর হইতে নিম্নদেশে বায়ু চলাচলে

হাওয়া
বন্দোবস্ত আছে। আমরা যে রসায়ন শাস্ত্রে
করা
কয়লার বিষয় পড়িয়া ছিলাম, এবার স্বচক্ষে
তে
দেখিলাম, ইহা কিরূপ ভাবে ভূগর্ভে নিহিত
রমণী
কে। আমাদের মধ্যে দুইটি বন্ধু
পচ
কয়লার খনির ভিতর প্রবেশ করেন, কপি-
রিয়
ল দ্বারা তাঁহারা এক মিনিটের মধ্যে
ইহ
শর
গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভিতরে
ণীয়
বেশ করিবার সময় অনেকের বুক কাঁপে,
ন স
এমন কি ভীরু ও ক্ষীণজীবী লোক প্রায়ই
য়,
র্চ্ছিত হয়। দেওঘরে শুনিলাম একটি
কার্য্য
৫ বৎসরের বালক তাহার পিতার সঙ্গে
যে
নয়দেশে কয়লা করিবার সময় মূর্চ্ছিত হইয়া
করিতে
ড়িয়াছিল। খনিতে কুলীদের হাতে
তেছে
এক একটী বাতি থাকে। এইরূপ
সুখে
ঘর
ভা
গা
ক
ক্র
করি

যে,
বি
তা
গ্রহ
ব্যা
উ
সুখ
সেবা
মরিতে
তুবা

বাতিদ্বারা তাহারা অন্ধকারে কাজ করিতে সুক্ষম হয়। খনিতে কুলীরা ডেভি সাহেব প্রবর্ত্তিত বাতি লইয়া কার্য্য করে, কিন্তু এখানে সেরূপ দৃষ্ট হইল না। পচম্বার গোরস্থানটী অতি সুন্দর। প্রকাণ্ড মাঠে নিঃশব্দে কতক গুলি আত্মা যেন বসিয়া রহিয়াছেন। দর্শক দেখিয়াই চমকিত হন। কে যেন কি গভীর বিষাদবার্ত্তা কাণে বলিয়া দিতেছে, কি জানি কি সংবাদ বুকের ভিতর ধাক্কা মারিতেছে। আস্তে আস্তে ক্ষীণস্বরে কে যেন বলিতেছে ;—"ইহাই সকলের চরম গতি। ঐ দেখ উহারাও একদিন যৌবনমদে বিষয়তৃষ্ণায় ছঠফট করিয়া সংসার মরুতে সুখ অন্বেষণ করিয়াছিল, কিন্তু সুখ মিলিয়াছিল কি? হয়ত প্রাণের ভিতর অনেক সুখ তরঙ্গ নৃত্য করিতে করিতে প্রাণের বেলা-ভূমিতে ধাক্কা মারিয়া সেই খানেই ইহার শেষ হইয়াছিল। নর নারী সকলেরই এই এক গতি, সকলকেই স্বদেশে চলিয়া যাইতে হইবে। যিনি ধার্ম্মিক যিনি ধার্ম্মিকা, কবরে দেহ মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেলেও অনন্ত কাল তাঁহার নাম পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিবে। কবরের এক একটী বালুকাকণার সহিত তাঁহার সুযশ দেশ দেশান্তরে বিক্ষিপ্ত হইবে।"

রমণীর দয়ার কার্য্য।

রমণীর হৃদয় সুকোমল, স্বাভাবিক অবস্থায় উহা দয়া ও স্নেহের ভাণ্ডার। পরের দুঃখ অভাব দেখিলেই সাধ্বী রমণীগণ সেই দুঃখ অভাব মোচনজন্য প্রাণপণ করেন। আমাদের দেশের অন্তঃপুররুদ্ধা ধর্ম্মনিষ্ঠানারীগণ নানা কারণে বিশেষ দয়ার কার্য্য করিতে পারেন না, তাঁহাদের কোমল মনোবৃত্তির বিকাশ হইতে পারে না, তাঁহারা স্নেহ প্রেম দয়া অনেক সময় চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হন। ইংলণ্ড ইত্যাদি সভ্যতম দেশে অধিকাংশ দয়ার কার্য্যে নারীরাই অগ্রসর হইয়া থাকেন। কোথাও অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ধর্ম্মহীন বর্ব্বর জাতির মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মালোক বিকীর্ণ করিবার জন্য কতিপয় জ্ঞানসম্পন্ন ধর্ম্মগতপ্রাণ প্রচারক পাঠাইতে হইবে, কোন অস্বাস্থ্যকর স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপন ও দুর্ভিক্ষনিপীড়িত দেশে অন্ন বিতরণ করিতে হইবে, তজ্জন্য দানসংগ্রহার্থ সভা-সমিতি হইল, দেখিবে সেই সভা নারীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ। ইংলণ্ড হইতে

নবাগত আমাদের একজন যুবক বন্ধু সে দিন এরূপ বলিলেনযে, "এক স্থানে কয়েক জন ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইতে হইবে, তাঁহাদের পাথেয় ও গন্তব্য স্থানে অবস্থিতির ব্যয়াদি নির্ব্বাহার্থ দানসংগ্রহের জন্য ইংলণ্ডের এক নগরে সভাধিশেন হইয়াছিল। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই সভা দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, সভায় যাইয়া দেখি বহু শত লোকের মধ্যে ২।৩ জন পুরুষ ব্যতীত সমুদায়ই স্ত্রীলোক। সভায় পুরুষ এত অল্প স্ত্রীলোক এতাধিক কেন? একজন পাদরি সাহেবকে এরূপ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, এদেশে দাতব্যের কার্য্যে—দয়ার কার্য্যে স্ত্রীলোকেরাই অগ্রসর হইয়া থাকেন। ইহার একটী প্রধান কারণ, স্বামী অর্থোপার্জ্জন করিয়া পত্নীর হস্তে তাহা ন্যস্ত করেন, উপযুক্ত স্থলে সেই অর্থ ব্যবহারের ভার পত্নীর উপরই অর্পিত থাকে। নারীগণ দয়াপরবশা হইয়া দাতব্যে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। পরে আমাদের বন্ধু সেই সভায় দানসংগ্রহকালে দেখিলেন যে, রমণীগণ মুক্তহস্তে দান করিলেন। কেহই তাম্রমুদ্রা বা রজতমুদ্রা প্রদান করিলেন না, সকলেই স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি যে, কাশীপুরস্থ দরিদ্র ভদ্রপরিবারের একটী মহিলা প্রতি দিন দুই বেলা রন্ধনের সময় দুই মুষ্টি তণ্ডুল এবং টাকা ভাঙ্গাইবার সময় একটি পয়সা দুর্ভিক্ষভাণ্ডারের জন্য রক্ষা করিয়া থাকেন। কিছু দিন হইল তাঁহা কর্ত্তৃক এরূপে সঞ্চিত ৵৫ চাউল ও একটি টাকা দুর্ভিক্ষভাণ্ডারের জন্য আমাদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেও তিনি অনেক বার এইরূপে সঞ্চিত অর্থ ও তণ্ডুল পাঠাইয়াছেন। ইহাঁর এই ক্ষুদ্র দানকে আমরা সহস্র মুদ্রাদানের ন্যায় গণ্য করি। এই দানশীলা মহিলার স্বামীর নির্দ্ধারিত আয় মাসিক ১৭৲ মাত্র, ইঁহার হৃদয়ের জন্য দানের মূল্য অধিক। এইরূপে অর্থ ও তণ্ডুল প্রতিদিন সঞ্চয় করিয়া অনেক দরিদ্র গৃহিণীও দয়ার কার্য্য করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন কষ্ট পড়িতে হয় না। এক হৃদয়ের অভাবে উহা হইতেছে না।

সম্প্রতি ভারতের দুর্ভিক্ষনিপীড়িত লোকদিগের সাহায্য জন্য আমেরিকার একজন খ্রীষ্টীয় প্রচারক ৬৫ সহস্র মণ ভুট্টায় একখানা জাহাজ বোঝাই করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ভুট্টা পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগের অতি পুষ্টিকর প্রিয় খাদ্য। তাহারা তাহার আটা করিয়া রুটি প্রস্তুত করিয়া থাকে। আমেরিকার কৃষক নরনারীগণ ভারতের অন্নদুঃখী দরিদ্রদিগের জন্য দয়া করিয়া এ সকল ভুট্টা প্রদান করিয়াছেন, পাদরী সাহেব তাহা লইয়া আসিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য দয়ার কার্য্য! পৃথিবীর অপর পার্শ্বস্থ সুদূর আমেরিকার সঙ্গে ভারতের কি সম্পর্ক? অথচ সেখানকার কৃষক ও কৃষককামিনীরা দুঃখী ভারতের জন্য বহু লক্ষ টাকার খাদ্য পাঠাইলেন। আমরা স্বদেশের দুঃখ মোচনের জন্য কি করিতেছি? এস্থলে আমরা পারস্য কবি শেখ সাদির গ্রন্থবিশেষ হইতে এক জন দয়ালু

লোকের বৃত্তান্ত পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা পারস্য ভাষা হইতে অনুবাদিত।

"একদা দামস্ক নগরে এরূপ ঘোরতর অন্ন কষ্ট উপস্থিত হয় যে, জনক জননী পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহশূন্য হইয়া পড়েন। আকাশ ভূমির প্রতি কৃপণ হয়, একবারও জলবর্ষণ দ্বারা ক্ষেত্র ও উদ্যানের মুখ সিক্ত করে না। জলাশয় সকল জলবিহীন হইয়া যায়, অনাথ জনের দুঃখাশ্রু ব্যতীত জল থাকে না। অন্নক্লিষ্ট বিধবার দীর্ঘনিঃশ্বাসসম্ভূত ধূম ব্যতীত কোন গৃহে রন্ধন-ধূম দেখা যায় না। সর্ব্বত্যাগী যোগীর ন্যায় বৃক্ষ সকল ফলপুষ্প-পত্রশূন্য, পর্ব্বত, ভূমি তৃণলতিকাবিহীন হয়। দুর্ভিক্ষের গুরুআক্রমণে ক্ষমতাশালী বলবান্ লোকেরা নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ক্ষুধার জ্বালায় অনেকে পঙ্গপাল ভক্ষণ করিতে থাকে। এই ভয়ঙ্কর দুরবস্থার সময় সে স্থানের এক বন্ধু আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম তাঁহার শরীর কঙ্কালমাত্রাবশেষ। তাঁহাকে অন্নদুঃখীর ন্যায় ক্ষীণ মলিন দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম, যেহেতু তিনি এক জন উচ্চ অবস্থার লোক, তাঁহার ধন সম্পত্তি ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'প্রিয় বান্ধব, বল, তোমার কি কষ্ট উপস্থিত?' তিনি ইহা শুনিয়া অনুযোগ করিয়া বলিলেন, 'সাদি, তোমার এ কেমন বুদ্ধি? যখন বিশেষ জান, তখন এপ্রকার প্রশ্ন করাই অন্যায়। দেখিতেছ না যে ক্লেশ যাতনার এক শেষ হইয়াছে? আকাশ বারি বর্ষণ করিতেছে না, উপায়হীন বিপন্নদিগের কাতরধ্বনি ঈশ্বরের নিকটে পঁহুছিতেছে না।' আমি বলিলাম, তাহা সত্য, কিন্তু অন্ততঃ তোমার ভয় নাই, বিষ তাহাকেই বিনাশ করে যে বিষঘ্ন ঔষধ রাখে না। যদিচ অন্নাভাবে লোকপুঞ্জ মৃত্যুমুখে পতিত, তোমার জীবন ধারণোপযোগী অন্ন সঞ্চিত আছে, ভয় কি? অটল পর্ব্বত বাত্যাকে ভয় করে না। বন্ধু ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, এবং আমার প্রতি ঈষদ্দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, 'মিত্র, যখন দেখিতে পাওয়া যায় বন্ধুগণ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, তখন নদীকূলে নিরাপদে থাকিয়াও সুখী হইতে পারা যায় না। অনশনে আমার মুখ মলিন হয় নাই, অন্নক্লিষ্ট বিপন্ন লোকদিগের শোকভারই আমার হৃদয়কে ভগ্ন করিয়াছে। আমি যেমন আপনাকে বিপন্ন দেখিতে ভাল বাসি না, তদ্রূপ অন্যকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিতেও কষ্ট বোধ করি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার অন্নাভাব হয় নাই, নিরাপদে আছি, কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িত স্বদেশীয় লোকদিগকে দেখি, আমার শরীর বিকম্পিত হয়। যাহার পার্শ্বে রোগী আর্ত্তনাদ করে, সুস্থকায় হইয়াও সে ব্যক্তি কি সুখী হইতে পারে? যখন দেখি স্বদেশস্থ দীন দুঃখিগণ আহার পাইতেছে না, তখন আমার মুখে অন্ন বিষের ন্যায় কটু বোধ হয়। যদি কাহার বন্ধুকে কারাগারে বদ্ধ কর, সেই ব্যক্তি উদ্যানে থাকিয়াও সুখী হইবে না।"

স্বর্গগতা কুসুমকুমারী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

কুসুম পুনরায় ফেণীতে চলিয়া গেলেন। তথায় প্রথম সন্তানের সম্ভাবনা হয়। এই অবস্থায় মাঘোৎসবের সময় অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার গর্ভ নষ্ট হওয়াতে শরীর রুগ্ন হইয়া পড়ে। উৎসব ইত্যাদিতে কুসুম একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, এবং তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই বিষম কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ইহার এক বৎসর কাল পর তাঁহার একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুত্র লাভ হয়। এই হইতে বিষম সূতিকা রোগে তাঁহার শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া যায়। তাঁহার স্বামী তাঁহার স্বাস্থ্য পুনর্লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। অবশেষে তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন। কুসুম পিত্রালয়ে আসিতে এ জন্য অনিচ্ছুক ছিলেন যে, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণের ধন পুত্রটি বাঁচিবে না। কিন্তু স্বামীর একান্ত অনুরোধে এবং পিতৃদর্শন লালসায় পুত্রসহ তিনি গত আষাঢ় মাসে বিহারী বাবুর সঙ্গে কিশোরগঞ্জে পিত্রালয়ে আগত হয়েন। পিতৃগৃহে আসিয়া কুসুমের শরীরে কিঞ্চিৎ উন্নতির লক্ষণ দৃষ্ট হইল। ইতিমধ্যে ব্রণ কাইটিস এবং রক্তামাশয়ে প্রাণাধিক শিশু বালকের মৃত্যু হয়। পুত্রের সেবাতে চারিদিন রাত্রি অনাহার ও অনিদ্রায় ভগ্ন শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া যায়। পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর দেবালয়ে যে উপাসনা হয় তাহাতে তিনি এইরূপ প্রার্থনা করেন, "ও (বালকটী) তোমার নিকটে ভাল আছে, আমি তোমা অপেক্ষা উহাতে অধিক আসক্ত হইয়াছিলাম। তাহাতেই তুমি উহাকে সরাইয়া নিলে।" ইহার পরই বলিতে লাগিলেন, "আমি বাঁচিব না, ও যখন গিয়াছে তখন আমিও যাইব।" কালীকান্ত কিশোরগঞ্জে আসিয়া পুত্রের শোকে একান্ত অধীর হইয়াছিলেন তাঁহাকে তিনি বলিলেন, "উহার শোকেই এ উতালা, না জানি আমার মৃত্যুতে ইহাঁর কি দশা হইবে।" ইহার পর কুসুম ঢাকার উৎসবে যাইয়া যোগ দেন। তরুণ পুত্রশোক, তদ্বস্থায় উৎসবে মত্তভাবে যোগ দান, তাহার ২০।২৫ দিন পরে যোগেশের পুত্রের নাম করণে গৃহ কাজে সহায়তা করা, এই সকলের মধ্যে ব্রহ্মে অটল ভক্তি নির্ভরই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ফেণীতে পৌঁছিয়া আপন শ্বশ্রূমাতাকে ধর্ম্মবিষয়ে অনেক সঙ্গীত করিয়া শুনাইয়াছেন। এ স্থলে একটি বিষয় উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি; বিষয়টি এই যে, বিবাহের পর নরসিংহপুরে পতিগৃহে গেলে পর পতি সহ প্রতিদিন তাঁহার একত্র উপাসনা হইত, এবং তিনি শ্বাশুড়ীকে ভক্তি এবং সৌজন্যে একান্ত বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পীড়িত অবস্থায় তাঁহার শ্বশ্রূমাতা তাঁহার সেবা করেন। বাড়ীর চাকর তাঁহাকে (কুসুমকে) মা বলিয়া সম্বোধন করিত। তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া পুত্রবৎ ভৃত্যকে শীতবস্ত্র খরিদ করিয়া দিলেন। যখন সুবিধা হইত তখনই তিনি শ্বশ্রূমাতাকে সঙ্গীত শুনাইতেন। শ্বশ্রূমাতা "এই কি করুণা তব করুণানিধান"

ই সঙ্গীতটী শুনিতে চাহিতেন, তিনি হা গাইয়া শুনাইতেন।

মৃত্যু হইলে সৎকার বাহিরের প্রাঙ্গণে য়। সেই ভৃত্যটি সেই স্থানে বেড়া রা ঘেরিয়া পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিয়াছে, বং প্রতিদিন প্রাতে সেই স্থান বিলেপন ইবং সন্ধ্যার সময় তথায় ধূপ দীপ দান রে। এইরূপে ভৃত্য মাতৃভক্তি প্রদর্শন রিতেছে।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় কুসুম বাবানের প্রেমে মগ্ন ছিলেন, এবং পিতা বিহারী বাবু এবং দীনবাবু (দীননাথ র্ম্মকার) প্রভৃতিকে দেখিতে চাহিয়া লেন। ফলতঃ এমন ভক্তিপূর্ণ ও স্নেহ- ল জীবন অতি বিরল।

মহিলার রচনা।

রাজা রামমোহন।

হে দেব,
যবনাচরণে যবে,
ব্যতিব্যস্ত ছিল সবে,
জ্বলিত অশান্তি-বহ্নি প্রতি ঘরে ঘরে;
উদিলে হে এ ভারতে দেবরূপ ধরে।
দীন আমি ক্ষুদ্র অতি,
কোথা মোর সে শকতি,
বর্ণিব তোমার গুণ, সৌন্দর্য্য অপার;
প্রকাশিতে সে মাধুর্য্য অসাধ্য ভাষার।
ম্যাট্‌সিনী পার্কার বীর,
আমেরিকা ইটালীর,
দেখায়েছে ঐশীশক্তি যেরূপ জগতে,
সেইরূপ ছিলে তুমি এ দীন ভারতে।
কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী,
কেহ ভক্ত, কেহ গুণী,
এ সব নিয়ত দেব দেখিত সংসারে;
এত গুণ দেখে নাই কভু একাধারে।
নদী অবিরাম স্রোতে,
ধায় যথা লক্ষ্য পথে,
ভ্রান্ত শত বাধা পানে ফিরে নাহি চায়;
কার সাধ্য কেবা পারে রোধিতে তাহায়?
সেরূপ তুমিও ছিলে,
সব বিঘ্ন বাধা ঠেলে,
সাধন করেছ লক্ষ্য অমানুষী গুণে,
তোমার উপমা বল সাজে কার সনে?
মহামতি সুনিপুণ,
একেতে অশেষ গুণ,
পার্থিব ধনের রাজা ছিলে না ভারতে;
জ্ঞানে ধর্ম্মে বীর বলি পূজিত জগতে।
ধর্ম্ম, প্রেম, পুণ্য, নীতি,
পবিত্র স্বদেশপ্রীতি,
যে সময়ে ছিল দেব অন্ধকারময়,
ভারতে উদিলে তুমি ওহে মহোদয়।
যেই ভাষা ছিল পদ্যে,
প্রবর্ত্তিলে তারে গদ্যে,
তুমি ত প্রধান নেতা এ বঙ্গ ভাষার,
রাজনীতিবিশারদ প্রথমে ভবার।
ধর্ম্মসংস্কারক তুমি,
উদ্ধারিলে জন্মভূমি,
একেশ্বরবাদ দেব করিয়ে প্রচার।
ভারত ঋষির যাহা ছিল অলঙ্কার।
প্রজ্বলিত চিতানলে,
ভস্মীভূতা হবে বলে,
নারী যবে ব্যোমস্পর্শী ক্রন্দন তুলিত,
বাদ্য ভাণ্ড বাজায়ে তা গোপন করিত।
বিকট পাপের মূর্ত্তি,
সতীদাহ অপকীর্ত্তি,
অশেষ প্রতিভাবলে করি নিবারণ;
বঙ্গের উন্নতি পন্থা করিলে মোচন।
এমন হিতার্থী বন্ধু,
পবিত্র প্রেমের সিন্ধু,
নারীকুলে উন্নতিতে সতত চিন্তিত,
বঙ্গে আর পুনরায় হবে কি উদিত?
এবে তুমি স্বর্গবাসী,
বিস্তারিয়ে গুণরাশি,
দ্যুলোক করিছ আলো সৌন্দর্য্যে অপার,
তব জ্যোতি বর্ণে দেব সাধ্য আছে কার?
এক সত্যরক্ষা তরে,
যীশু গেল মৃত্যুঘরে,
দলে দলে লোক তাহা করিতে রক্ষণ,
অকাতরে করিয়াছে প্রাণ বিসর্জ্জন।
হে মহান্ বঙ্গরাজ,
বলিতে যে হয় লাজ,
জীবন সঞ্চার বঙ্গে করিলে যেমন,
তোমার চরিত্র বঙ্গে কে করে গ্রহণ?
অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম,
স্বীয় শাস্ত্র মত কর্ম্ম,
নিঃস্বার্থ স্বদেশসেবা করিলে যেমন,
তব সমদর্শী ভাব কে করে গ্রহণ?
তোমা হেন মহামতি,
দেশহিতে সদাব্রতী,
না পাইলে বঙ্গ দেশ উঠিবে না আর;
অস্থি চর্ম্ম সার এবে হয়েছে তাহার।
প্রেম, ভক্তি, ধর্ম্মে বীর,
সাধু কাজে মতি স্থির,
মানব দেবতা তুমি ছিলে এ জগতে,
শুন কি হিতৈষী হেন পাইবে ভারতে?
আঠারশ তেত্রিশ সাল,
বঙ্গে এল মহাকাল,
এ বর্ষে সৌভাগ্য রবি হল অস্তমিত,
অন্ধতামসেতে পূর্ণ করি এ ভারত।
বারই আশ্বিন মাসে,
মধ্য রাত্রি অবকাশে,
নিঃশব্দে আইল কাল বিষ্টল নগরে,
বঙ্গরত্ন হায়! হায়! নিয়ে গেল হরে।
এস ভাই ভগ্নীগণ,
হয়ে এক প্রাণ মন,
উদ্দীপিত হই মোরা তাঁর গুণগানে,
প্রীতিভরে করি পূজা অশ্রুকণাদানে।

শ্রীমতী বি—
গৌহাটী।

কুসুমহার।

ললনে! তুমি কি জন্য লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া থাক? যদি কুৎসিত কাব্য নাটকাদি পড়িয়া আমোদ করিয়া সময় কাটান উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে এরূপ লেখা পড়া শিক্ষা না করা—বর্ণজ্ঞানহীন মূর্খ হইয়া থাকা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। উচ্চ বিষয় সকলেরও অপব্যবহারে জীবনের অধোগতি হইয়া থাকে।

তোমার বিদ্যা শিক্ষা তোমার বিভিন্ন মনোবৃত্তি ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সকলের উন্মেষসাধনজন্য হউক, এবং ভগবানের অচিন্ত্য মহিমার পরিচয় পাইবার জন্য হউক।

তুমি জ্ঞান লাভ করিয়া আত্মগৌরব অন্বেষণ করিবে না, জীবন ও চরিত্র দ্বারা জ্ঞানদাতা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করিবে। তোমা হইতে জ্ঞানালোক পাইয়া তোমার পুত্র কন্যাগণের মুখ যেন সমুজ্জ্বল হয়।

সংবাদ।

বিগত ২৩শে শ্রাবণ রমানাথ মজুমদারের লেন ৩ সংখ্যক ভিক্টোরিয়া কলেজ-

ভবনে ইংলণ্ড হইতে নবাগত বারিষ্টার শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বি, এ, "ইংলণ্ডীয় লোকদিগের পারিবারিক জীবন" এইবিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ৪০।৫০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাশ্রবণে সকলে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। আপাততঃ পক্ষান্তে ভিক্টোরিয়া কলেজে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দান হইবে।

বিগত ১৩ই শ্রাবণ মহিলা কার্য্যালয়ে নবসংহিতানুসারে একটি অসবর্ণ বিধবা বিবাহ হইয়াছে। পাত্রীর নাম শ্রীমতী চারুবালা, ৯ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, ৬ মাস অন্তেই তিনি বিধবা হন। তিনি কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত বৈদ্যকুলোদ্ভবা, জননীর একমাত্র কন্যা, ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী। হিন্দু-পরিবারের দুঃখিনী বিধবা মাতা অনেক বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে পাত্রস্থ করিয়াছেন। এখন তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর। যশোহর জিলারঅন্তর্গত ফুল-বাড়িয়া গ্রামে বরের নিবাস, বর পিরেলি বংশোদ্ভব। তাঁহার নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার।

মূল্য প্রাপ্তি।

১ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার ঘোষ, ময়মনসিং ২৲
" " রজনীকান্ত বসু, " ২৲
" " লোকনাথ দত্ত, বাঁকিপুর ২৲

২য় বৎসর।

শ্রীমতী সুশীলা মজুমদার, নির্ম্মলি ১৲
" স্নেহলতা সেন, বাঁকিপুর ২৲
" কুমুদিনী দাস, কলিকাতা ২৲
" স্বর্ণপ্রভা বসু " ২৲
" শরৎকুমারী দেবী, টাঙ্গাইল ২৲
" কুসুমকুমারী রায়, পিঙ্গনা ২৲
" সুশীলা পান, কলিকাতা, ২৲
শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী দাস, চট্টগ্রাম ২৲
" সারদাসুন্দরী ঘোষ, লক্ষ্ণৌ ২৲
" স্নেহলতা দত্ত, চুঁচড়া ২৲
" সরোজিনী গুপ্ত, পাঁচদোনা ২৲
" ইন্দুমতী দাস, পালেমা ২৲
" নিশিতারা সেন, বোয়ালিয়া ২৲
" নগেন্দ্রবালা অগস্তি, নওয়াখালি ২৲
" কুমুদিনী সেন, কলিকাতা ২৲
" সরলাসুন্দরী দাস, শিলচর ২৲
শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পিঙ্গনা ২৲
" " কালীনাথ মিত্র, কলিকাতা ২৲
" " নলিনবিহারী সরকার " ২৲
" " শ্যামাচরণ বন্দ্যো, চুঁচড়া ১৲
" " মনীন্দ্রলাল মিত্র, হুগলি ২৲
" " নন্দলাল গোস্বামী, শ্রীরামপুর ২৲
" " ভুবনমোহন রায়, লক্ষ্ণৌ ২৲
" " সুরেন্দ্রনাথ রায়, পুরা ২৲
" " অন্নদাচরণ গুপ্ত, গয়া ২৲
" " যোগীন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত, রসা ২৲
" " বিহারীকান্ত চন্দ, ময়মনসিংহ ১৲
" " বৈকুণ্ঠনাথ দাস, বালেশ্বর ২৲
" " কালীনারায়ণ রায়, কলিকাতা ২৲
" " বরদাপ্রসাদ ঘোষ, " ২৲
" " ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার, রসা ॥০
" " জয়চন্দ্র দাস, বহরমপুর ২৲
" " উমেশচন্দ্র সেন, মেদিনীপুর ২৲
" " রজনীকান্ত বসু, ময়মনসিংহ ২৲
" " হীরালালধর মজুম, বোয়ালিয়া ২৲
" " সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, কুচবিহার ২৲
" কালিকাদাস দত্ত, দেওয়ান বাহাদুর ২৲
—— রাজেন্দ্র লাইব্রেরি, জয়দেবপুর ২৲

৩য় বৎসর।

শ্রীযুক্তবাবু রাজেন্দ্রলাল সিংহ, বর্দ্ধমান ২৲
" " রজনীকান্ত বসু, ময়মনসিংহ ২৲
" " উমেশচন্দ্র সেন, মেদিনীপুর ২৲
" " ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার, রসা ২৲

ক্রোড়পত্র।

স্বর্গগতা দেবী অঘোরকামিনীর পত্রাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা মিশন পাদরীর একটী সামান্য ঘরে অর্থাৎ সামান্য বাটীতে দুই জনে থাকিলাম। পর দিন প্রাতে দুই ভাই বোনে একখানি গাড়ী করিয়া স্কুল ঘরে গিয়া প্রার্থনা করিয়া স্কুল খুলিলাম; পরে ৬টী মেয়ে পড়িতে লাগিল। মেয়ে ছয়টী পূর্ব্বে কয়েক দিন আগে ঠিক করে ছিলাম। পরে ছয় মাসে ৩০টী মেয়ে হইল। তখন সামান্য শিক্ষা দিব মনে করিয়া ছিলাম। সংসার চালাতে পারে এমন আঁক শিখাইতাম। পরে একটী মেয়ে এনট্র্যান্স দিতে চাহিলেন। সেই হইতে এনট্র্যান্স ক্ল্যাস খুলিল; সে এই ১০ বৎসর। আজ দেখ মেয়েরা, ঈশ্বরের দয়াতে ৭০টী মেয়ে, ডে স্কুলে অর্থাৎ আসে, পড়ে ও বাটী যায় এমনও ৩০।৪০টী হইবে। এখন আমি চাই এই স্কুল এমন করে রেখে যাই যেন আমার অবর্ত্তমানে এইরূপে চলে ও উন্নতি হয়, এলে ক্ল্যাস খুলিবার ইচ্ছা রাখি। এইরূপে কার্য্য শেষ করিয়া দিলেন।

তাঁর কুঠীতে (তাঁহার কুঠী ও আমাদের কুঠী এক, আমাদের চারিদিক দেয়ালে ঘেরা। এক হাতায় ৩টী বাটী। একটীতে আমরা মেট্রন ও অন্যান্য টীচারেরা থাকেন, একটীতে স্কুল ও অন্যটীতে মেম থাকেন।) একটী ঘাসের ময়দান আছে। ৫॥টার সময় সেইখানে মেয়েরা গান ও নানারূপ খেলা করিল। দুইটী মেয়েতে একটী লাইন করিয়া গোল হইয়া ঘুরিতে আর গান করিতে লাগিলেন। মিস্ থোবরণ্ বলিলেন, "আমি আর মিসেস্ রায় এক লাইন হব।" এই বলিয়া আমাকে ধরে, আমার মত একটী চাদর মাথায় দিয়ে ঘুরিতে লাগিলেন। একটু পরে আমরা চলে এলাম, মেয়েরা ঘুরিতে লাগিল। সুসার ও সর চলে এল। নানারূপ খাবার এনে মেয়েদের খাওয়ান হইল। বাহিরের লোকের মধ্যে এবেলা পাদরী সাহেব কয়েকটীও ছিলেন। এইরূপে ৮টা পর্য্যন্ত চলিল। আমরা আপনার ঘরে এলাম। ইহা হইতেও মার অনেক লীলা দেখিলাম। মিস্ প্রবাইস বিয়ে পাস; ল্যাটিন্ পড়ান, আর বাজনা শেখান। তিনি খেলার ওস্তাদ। নিজ চকে কাপড় বেঁধে ছোট মেয়েদের সহিত চোর চোর খেলিলেন, দেখে অবাক্। যাক্।

এখন আর কি বলিব। আজ সমাজে যাইব। সন্ন্যাস দিলে যে সন্ন্যাস পাওয়া যায় ঠিক, না দিলে পাওয়া কঠিন, দিলেই পাইলে, ভুল নাই, পদে

পদে দেখিতেছি। এত বড় পত্র লিখিলাম তবুও কত কথা রহিল। ফল আমার মন শরীর খুব ভাল; গরমে বোধ হয় আমি ভালই থাকিব। মা যার সহায় ভয় কি তার, ঠিক্ কথা। প্রকাশ, তোমার মনের ভাব আমাকে লিখ। আমার কোন ক্ষতি হবে না। এইবার যদি মা পরীক্ষায় পাস করেন বড়ই আনন্দের দিন আমাদের হবে, কেমন না? আমার জন্য খুব প্রার্থনা করিও। আশীর্ব্বাদ কর মার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া ঘরে যাই, আর কি বলিব। বেশ আছি, যেন ছেলে মানুষ হইতেছি, আরও ভাল হইল, তোমার নিকট আরও কত আবদ্দার করিব, কেমন তবে যাই এখন। আর তো জায়গা নাই। ছেলেদের ভালবাসা দিও, মেয়েদের উপদেশ পূর্ণ একখানি পত্র দিও।

লক্ষ্ণৌ
১৯০৪। ৯১।

তোমার চির দিনের
ঘোরী।

মিষ্ট মা।

প্রিয় সঙ্গি,

এখন বেলা প্রায় ২টা বাজে; আহারের পর পড়িয়া এখন তোমাকে পত্র লিখিতে বসিলাম। আজ বড় পত্র লিখিব, কাল শেষ শনিবার সকলে বাড়ী যাবে। আমি তোমাকে পত্র লিখি। আজ একটী সুখের কথা বলি, আজ আমার একখানি অর্থাৎ ফাষ্ট বুক শেষ হইল। ৩০শে পর্য্যন্ত এই ফাষ্ট বুকের পুরাতন পড়া করিব। ১লা সেকণ্ড বুক আরম্ভ করিব। মার নাম জয়যুক্ত হউক। আমার আর কোন সাধ নাই। একখানি কেতাব শেষ করিলাম। তাহাতে এই সুখ যে মার নাম, মার ইচ্ছায় একটী অক্ষর শিখিলাম। ধন্য তোমার পরিশ্রম, ধন্য মার কৃপা। প্রকাশ, কর্ম্মকার মহাশয় আমাদিগকে আরও জাগ্রত করিয়া দিতেছেন। বেশ চিরকালই মার এই লীলা দেখিতেছি। যা নয় তাই বলিয়া বলিয়া তাই করাইয়া তবে ছাড়িবেন, মা জননী বলিতেছেন ভাইদের ভিতর দিয়া আরও—তবে আরও পাবে। এই লোভ মা দেখাইতেছেন। মা আমার বড় প্রশংসাপ্রিয়। তাঁহাকে যদি আমরা এই সংসারে প্রশংসা দিয়া সুখী করিতে পারি, আর কোন দুঃখ থাকিবে না। প্রকাশ, আমি তোমার সুখে সুখী হইলাম। আমার ভগিনী অনেক কালের হারাণ স্বামীকে পাইলেন। যার জন্য আমি পাগল হইয়াছি, যে যোগের লালসায় সংসারকে দূরে রাখিয়াছি। মা আমাকে সংসারে ধনে পুত্রে স্বামী সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী করিয়াছেন, কিন্তু যে আশায় আমি এ সকলকে তুচ্ছ করিয়াছি সেই যোগ

ভাই ভগিনীতে যদি হয় এর চেয়ে আর সুখের সংবাদ কি? এ সংসারে তো স্বামী স্ত্রীতে ভালবাসা হইয়াই থাকে, আমরাও তাহাতে বঞ্চিত হই নাই। কি চিরযোগ? প্রকাশ, আমি কি তোমাকে সেই যোগের সহায়তা করিতে পারিব। আমার যে বড় সাধ শেষ দিন পর্য্যন্ত তোমার সহায় হইয়া অনন্ত কালের সঙ্গিনী হই। যদি কেহ বলে স্ত্রীলোক পথে বাধার কারণ, প্রকাশ, আমার প্রাণে বড় লাগে। আমার ইচ্ছা হয় না যে, তুমি আমাকে রেখে এক পাও যাও; তা তুমি যাও না। আমি জানি তুমি আমাকে সেরূপ ভাব না, তাহাও আমি জানি, সে তোমার গুণ ও মায়ের কৃপা; আমি উপযুক্ত হইতে চাই।

এখানকার মেয়েদের দেখেও বড় দুঃখ হয়, খুব ভাল, কিন্তু আমার মাকে, যেন দূরে, খাস মা করে রেখেছেন, আমার মা যে ১১টার সময় জল গরম করে আমার জন্য বসে থাকেন যেন সে ভাবে দেখেন না; অনেক বিষয় অন্ধকার। এই সকল যখন দেখি, তখন নিজ পূর্ব্ব জীবন স্মরণ হয়। মা আমাকে কি বস্তু দিয়াছেন যাঁহার সহবাসে আমি অসার সুখকে ফেলে দিতে পারিয়াছি।

প্রকাশ, তোমার উপযুক্ত কি আমি হইতে পারিব না, তোমাকে আমি কি মাকে দেখাইয়া সুখী করিতে পারিব না? তুমি বালক হবে, অবশ্যই হবে, যদি না হবে, তবে তোমার ঘোরী কেন এ কঠিন পরীক্ষায় প্রবেশ করিবে। তোমাকে বালক না করিলে আমি মাকে কি ছাড়িব? কখনও নয়। সেই শুদ্ধতা মার নিকট হতে লইব, তবে মাকে ছাড়িব। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" প্রকাশ, মা যে আমাদের বড় ভাল মা, তোমার আশা তিনি পূর্ণ করিবেন। আর বিলম্ব নাই। তাহার প্রমাণ *

চিরসঙ্গী!

তোমার ৩খানি বড় পত্র আসিয়াছে, কোনখানিরও উত্তর আমি দিতে পারি নাই। আজও একখানি বড় পত্র পাইলাম, পত্রগুলি তো কালি কালিতে লেখা, তবে অত মিষ্ট হয় কি করিয়া? বড় সুন্দর, পত্র পড়িলে আর(ও)পড়িতে ইচ্ছা করে। যাক তোমার এক পত্রের উত্তর দি, ঠিক কথা আমিও ভাবিয়া পাই না যে, তিনি কি শেষে করিবেন, দেখা যাক কি করেন মন্দত কখন করেন নাই। করুণার মার সরলতাপূর্ণ চিটিখানি পাঠ করিয়া চক্ষের জল রাখিতে পারি নাই, সে জল দুঃখের নয় আনন্দের। আমার একটী আশা পূর্ণ হইল দেখিয়া, সে জল আসিয়াছিল। তাহা এই তোমাকে দাদা বলিয়া অমন করিয়া আর কেহ কখন ডাকেন

* এই পত্রখানা অসম্পূর্ণ, তাহার পরের কাপি হস্তগত হয় নাই।

নাই, আমিত শুনি নাই মার নামে যে সত্য ভাই বলে মেলে তাহা প্রত্যক্ষ বুঝিলাম, আর সুখ হইল, এখন তুমি দাদা হইয়া দিদীর স্থান পাইলে, আমি দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম, আমার কথা বুঝিলে ত আর তোমাকে কেহ দাদা অর্থাৎ পুরুষের মতন ভয় করিবে না, আর স্ত্রীলোকের মতন দিদীর মতন ব্যবহার করিবে, মার কত কৃপা বল দেখি। আরও শুদ্ধতা চাহি, যত সুখী হইব, আমরা ততই উভয়ে মিলিয়া এক হইব। বেশ লিখিয়াছ, ভগ্নীকে, পরীক্ষাতে সুখ, পরীক্ষায় পাশ না হইলে কেহ কখন পুরস্কার পায় না। যতই পরীক্ষা আসিবে ততই পুরস্কারের আশা বাড়িবে, তবে তো লোক্সান হইল না বরং লাভ, কি বল ? পড়িবার সময় একটু কষ্ট হয়, কিন্তু শেষে আর থাকে না যখন মেডেল লয়ে ঘরে আসে। বোধ হয় আজ তাঁহারা আসিয়াছেন, তোমার দরুন ঘরে ডাক্তার বাবু থাকিবেন, মার দরুণ ঘরে লতুর মা লতু ও বড় বুড়ী থাকিলে বেশ হবে, মাজের ঘরে দিদী ও ১টি কন্যা ২টি পুত্র থাকিবেন, বড় বুড়ীকে একটু দূরে অর্থাৎ লতুর মার ঘরে থাকিতে শিখাইতে চেষ্টা করিও, ফল যাহাতে তাঁহাদের কোন কষ্ট না হয়। যথাসাধ্য চেষ্টা করিও, ডাক্তার বাবুর খাওয়াটা যাহাতে তোমার সহিত সকাল সকাল হয় তাহারও চেষ্টা করিও। যাহা ভাল হয় তাহাই করিও, এখান হইতে আমি আর কি বলিতে পারি। বেশ মাষ্টার গিয়াছেন, সকলই তাঁহার লীলা ; আশা করি এত দিন অন্য মাষ্টার রাখা হইয়াছে। আরও উপাসনার জমাট হইবে, তোমাকে মা আর শুষ্ক হইতে দিবেন না। রোজ নূতন কার্য্য পাইলে প্রাণ রোজ তাজা হয়, তোমার রোজ নূতন কার্য্য হইতেছে শুনিয়া আমি আনন্দিত হইতেছি। এইরূপই হয় একবার বিক্রয়, একবার ক্রয়, এবার তাঁহাকে ভাল, পরিষ্কার হাল্কা ও প্রয়োজনীয় বস্তু ভিন্ন ক্রয় করিতে দিও না। গোচ্চার জবর রং না কেনেন। যাক এখন ২য় বারের পত্রের উত্তর—মার বিশেষ কৃপা আমাদের প্রতি আর সন্দেহ নাই। তোমার আশীর্ব্বাদ ও আশাপূর্ণ বাক্য শুনিলে আমি যে কত দূর অগ্রসর হই তাহা মাই জানেন, মার ধার আর শোধ দেওয়া হইল না। দিন দিন যে মা ভালবাসার ভার বাড়াইতেছেন। বেশ তাই ভাল, আমাদের আশাটা যেন দিন দিন বেড়ে চলিতেছে, সকল স্থানের ভগ্নীদের দেখিলেই প্রাণ যে কি করে, তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ। সে দিন কি আসিবে, যে দিন আমার ভগ্নীদের চক্ষের জল মুছিবে, এক এক সময় যেন প্রাণ সহিতে পারে না তাহাদের কষ্ট। এ সকল বিষয় বলিতে হইলে অনেক বলিতে হয়, এখন থাক যদি মা দিন দেন বলিব, অঘোর প্রকাশ তো সেই জন্যই প্রাণ দিতে

(ক্রমশঃ)

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

২ সংখ্যা] ভাদ্র, ১৩০৪; সেপ্টেম্বর ১৮৯৭। [৩য় ভাগ

একটী সুমাতা।

মহিলার গত সংখ্যায় একটী সুপত্নীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। এ বার সুমাতার বিবরণ বর্ণিত হইতেছে। উক্ত সুপত্নী মণিকা দেবী ছিলেন, উপস্থিত প্রবন্ধের তিনিই সুমাতা। ঘোর পাপাচারী বিপথগামী পুত্র আগষ্টিনকে তিনি দেবত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন্ত প্রার্থনায় ও অসাধারণ যত্ন চেষ্টায় এবং স্বর্গীয় জীবনের প্রভাবে ও পবিত্র চরিত্রের দৃষ্টান্তে আগষ্টিনের জীবনের পরিবর্ত্তন হয়, পরে তিনি দেব চরিত্র লাভ করিয়া সেণ্ট (সাধু) নামে জগদ্বিখ্যাত হন।

৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মণিকা দেবীর গর্ভে আগষ্টিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আগষ্টিনের বাল্যকাল হইতে মণিকা দেবী নানা উপায়ে শিক্ষা দান করিয়া তাঁহাকে নীতি ও ধর্ম্মপথে চালিত করিতে যত্নবতী ছিলেন। তিনি মধুর উপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা পুত্রকে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, সংসারের অনিত্যতা, সাংসারিক সুখভোগ ও আমোদ প্রমোদের অসারতা সরল ভাবে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দীন দুঃখী ভিক্ষার প্রার্থী হইয়া দ্বারে উপস্থিত হইলে মণিকা আগষ্টিনের হাত দিয়া ভিক্ষা দিতেন ও অন্যরূপ সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করিতেন। সমবয়স্ক বালক বালিকাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তিনি সর্ব্বদা তাঁহাকে বলিয়া দিতেন ; পরমেশ্বরের নিকটে সরল অন্তরে প্রার্থনা করিবার জন্য মণিকাদেবী বিশেষ ভাবে তাঁহাকে উপদেশ দান করিতেন। মণিকার সদুপদেশ ও দৃষ্টান্তে তাঁহার প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনগণের পর্য্যন্ত জীবনের পরিবর্ত্তন হইল, তাঁহারা অত্যন্ত উপকৃত হইলেন। মণিকা আদর্শ সতী নারী ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মজীবন অতিশয় উচ্চ ছিল। তিনি জ্ঞান ও আচরণ উভয় বিষয়ে পুত্রকে সমুন্নত করিতে যত্নবতী হইয়াছিলেন। রীতিমত শিক্ষা দান ব্যতীত

নবজীবন সর্ব্বতোভাবে উন্নত হইতে রে না, এই বিশ্বাসে তিনি লেখা পড়া শিক্ষায় পুত্রকে প্রবর্ত্তিত করেন। প্রথমতঃ আগষ্টিন স্বগ্রামে একটী পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি জন্মভূমি টাজেষ্টি পল্লীর ৬ মাইল অন্তর মাদুরা নগরের বিদ্যালয়বিশেষে বিদ্যা শিক্ষার্থ স্বীয় জননী কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তখন তাঁহার ১৩।১৪ বৎসর বয়ঃক্রম।

আগষ্টিন মাদুরায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সাধারণ ভাবে বিবিধ বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলেন। তখন প্রসিদ্ধ কার্থেজ নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল, আগষ্টিনকে সেই স্থানে পাঠাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আগষ্টিনের পিতা পেটরিশিয়স হঠাৎ পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। মণিকা বৈধব্যদশাগ্রস্তা হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিলেন। এই দুঃখের অবস্থায় পড়িয়াও তিনি পুত্রের কল্যাণ সাধনে বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্যয়ভার বহন করিয়া কার্থেজ নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পুত্রকে শিক্ষা দান করিতে পারেন তাঁহার এরূপ অর্থসম্বল ছিল না। টাজেষ্টিনিবাসী রোমনিয়স নামক একজন ধনবান্ লোক সেই ব্যয়ভার বহনে প্রস্তুত হইলেন। তাহাতে মণিকার আনন্দের সীমা রহিল না। অবিলম্বে আগষ্টিন বিদ্যাশিক্ষার্থ কার্থেজে প্রেরিত হইলেন। মণিকা স্বগৃহে থাকিয়া বিশেষ ভাবে পরসেবাতে নিযুক্ত রহিলেন। তিনি আতুরালয়ে যাইয়া রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, উপায়হীন দরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিতে লাগিলেন। নিরাশ শোকার্ত্তহৃদয় নর নারী তাঁহার নিকটে যাইয়া সান্ত্বনা লাভ করিত, সকলেই তাঁহাকে স্বর্গের দেবী বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। তিনি যে স্থানে যাইতেন, সেই স্থানেই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য লোকের ভিড় হইত। তাঁহার মধুর সংসর্গ ছাড়িয়া কেহ অন্যত্র যাইতে চাহিত না। তাঁহার সঙ্গলাভে যেন মৃত প্রাণ জীবিত হইয়া উঠিত।

এদিকে আগষ্টিন কার্থেজ নগরে গিয়া কুসঙ্গে পড়িয়া দিন দিন বিনাশের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ের কতকগুলি দুশ্চরিত্র যুবা তাঁহার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়া তাঁহাকে নানা পাপ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিল। অল্পকালের মধ্যে আগষ্টিনের চরিত্র অতিশয় ঘৃণিত ও জঘন্য হইয়া উঠিল। কতিপয় কুচরিত্র যুবার পরামর্শে তিনি খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেন। যে জননী নিরন্তর তাঁহার কল্যাণ কামনা করিতেছিলেন, প্রতিদিন প্রার্থনার সময় তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার কুশল সংবাদ শ্রবণের জন্য সর্ব্বদা সমুৎসুকচিত্তে প্রতীক্ষা করিতেন, সেই স্নেহময়ী জননীকে ঘুণাক্ষরেও স্বীয় ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সংবাদ জানাইলেন না। ধর্ম্মবিশ্বাস দ্বারা চালিত হইয়া তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন নাই, দুরভিসন্ধি সাধনই উহার কারণ ছিল। অচিরে এই দুঃসংবাদ মণিকা দেবীর কর্ণগোচর হইল। ইহা

লিতে ব্রীণ্ডিসী বলিয়া যে শহর আছে সেখানে উপস্থিত হইতে হয়। তথা হইতে রেল পথে ইংলণ্ডে যাওয়া যাই। কেবল ফ্রান্সের ক্যালে নগর হইতে জাহজে করিয়া ইংলণ্ডে ডোভার নগরে উত্তীর্ণ হইতে হয়।

এদেশ হইতে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া বাসস্থানাদি নির্দ্ধারণার্থ সকলে কি করেন জানিতে হইলে সেখানকার ঘর বাড়ীর বিষয় কিছু জানিতে হয়। আপনাদের আত্মীয় বন্ধু কেহ বিলাতে গেলে, সেখানে গিয়া [illegible] মণিকা দেবী স্পষ্ট [illegible] ইচ্ছা

পুত্র বাস্তবিক নরককূপে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক কথাতে নরকের দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। তখন দুঃখের সহিত তিনি আগষ্টিনকে বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত না তোমার জীবনের পরিবর্ত্তন হয় সে পর্য্যন্ত তুমি আমার নিকটে আসিও না।"

জননীর তিরস্কারে আগষ্টিন অভিমান করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং রোমানিয়সের ভবনে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন। মণিকা ভাবিয়া ছিলেন তাঁহার ভর্ৎসনায় চরিত্রহীন প্রাণাধিক পুত্র কুপথ ছাড়িয়া সৎপথ অবলম্বন করিবে, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল। ক্লেশ যাতনায় মণিকার হৃদয় ভগ্ন হইয়া পড়িল। তিনি সজলনেত্রে নিরন্তর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রার্থনাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। সেই দিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিলেন।

ব্যাকুল প্রার্থনান্তে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তখন স্বপ্নে দেখিলেন যে, এক

গৃহ লইলেও চলে; কিন্তু [illegible] কিম্বা কেব্রিজে যাঁহারা পড়েন দুইটি ঘর লইতে বাধ্য। এই বাড়ীর কর্ত্রীকে Landlady সেদেশে স্ত্রী বাড়ীর কর্ত্রী, স্বামী নিম্ন অধিকার করিয়া থাকেন। স্ত্রী [illegible] করেন স্বামীর কোন কথা বলিবার অ[illegible] কার নাই। এই সকল বাসাতে যাঁ[illegible] থাকেন তাঁহাদিগের আহারাদির [illegible] জানিলে সাধারণ লোকের আহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান জন্মে ইংল[illegible] [illegible] কিরূ

নিশ্চয় এক দিন আগষ্টিন সৎপথ আশ্রয় করিবে।

আগষ্টিন জননীর নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া কার্থেজে না যাইয়া টাজেষ্টিতে রোমানিয়রসের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। প্রতি দিন মণিকার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, মণিকা দেবী তাঁহাকে লইয়া ধর্ম্মালোচনা ও প্রার্থনা করিতেন। ইতিমধ্যে একজন ঈশ্বরগতপ্রাণ সাধুপুরুষ টাজেষ্টিতে উপস্থিত হন। তিনি নরনারীদিগকে গভীর ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য প্রতি দিন বহু লোক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইত। মণিকা দেবীও যাইয়া সেই সাধুর সদুপদেশ শ্রবণ করিতেন, এবং তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে আত্মদুঃখ জানাইতেন। এক দিন সেই সাধু বলেন, "মাতঃ, আপনি শান্ত হউন, গৃহে গমন করুন, ভগবানের চরণে যিনি এত অশ্রু বিসর্জ্জন করেন

নবজীবন সর্ব্বতোভাবে উন্নত হইতে
রে না, এই বিশ্বাসে তিনি লেখা পড়া
ক্ষায় পুত্রকে প্রবর্ত্তিত করেন। প্রথমতঃ
[illegible] অধ্য-
চলিয়া যান। তখন আগষ্টিনের বয়ঃক্রম
৩০ বৎসর। তিনি কার্থেজে যাইয়া পুন-
র্ব্বার অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু
তাঁহার মনে সুখ শান্তি কিছুই ছিল না।
তাঁহার মানসিক যাতনা ও অশান্তি দিন
দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি রাজ-
ধানী রোম নগরে গমনের সংকল্প করিয়া
জননীকে এইরূপপত্র লিখিলেন;—"আমার
শরীর মন দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়ি-
তেছে, এখানে থাকিলে আমার কষ্ট আরও
বৃদ্ধি পাইবে। অতএব আমি রোম নগরে
গমনে উদ্যত হইয়াছি।"

পুত্র রোম নগরে যাত্রার উদ্যোগী
হইয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া মনিকা
আকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি জানিতেন
রোম নগর ভয়ানক স্থান, সেখানে বড়
প্রলোভন, তথায় ধর্ম্মে অবিশ্বাসী স্খলিত
চরিত্র যুবক যুবতীর সংখ্যা অধিক। তিনি
ভাবিলেন, আগষ্টিন রোম নগরে গেলে
প্রলোভনে ও কুসংসর্গে পড়িয়া একেবারে
বিনাশের পথে গমন করিবেন। ইহা
করিতে লাগিলেন, উপায়হীন দরিদ্র-
দিগকে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিতে
লাগিলেন। নিরাশ শোকার্ত্তহৃদয় নর
নারী তাঁহার নিকট পুত্রের [illegible]
উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া
স্নেহালিঙ্গনদানে বলিলেন, "বৎস, হয় তুমি
রোম নগর গমনে নিবৃত্ত হও, নচেৎ
আমাকে সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া যাও।
আমি একাকী তোমাকে রোমে যাইতে
দিব না।" আগষ্টিন বলিলেন, "মা, আমি
রোমে যাইব না, একজন বন্ধু তথায় যাত্রা
করিতেছেন, তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া
আসিতেছি।" এই বলিয়া জননীর নিকট
হইতে বিদায় লইয়া তিনি জাহাজঘাটে
গেলেন, এবং অর্ণবপোত আরোহণে
রোমে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে
মনিকা সংবাদ পাইলেন যে পুত্র পোতা-
রোহণে চলিয়া গিয়াছে। আগষ্টিনের এই
প্রকার দুর্ব্যবহার ও প্রতারণায় মনিকা
একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি
কাঁদিতে কাঁদিতে স্বগৃহে ফিরিয়া আসি-
লেন। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া নিরন্তর
অশ্রু বর্ষণও ব্যাকুলাঅন্তরে প্রার্থনা করিতে
লাগিলেন।

আগষ্টিন রোমে উপনীত হইয়া অধ্যা-
[illegible] রহিল না। অবিলম্বে
বিদ্যাশিক্ষার্থ কার্থেজে প্রেরিত হইলেন।
মনিকা স্বগৃহে থাকিয়া বিশেষ ভাবে পর-
সেবাতে নিযুক্ত রহিলেন। তিনি আতুরা-
লয়ে যাইয়া রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা
বিশ্বাস দ্বারা চালিত হইয়া তিনি ধর্ম্মান্তর
গ্রহণ করেন নাই, দুরভিসন্ধি সাধনই
উহার কারণ ছিল। অচিরে এই দুঃসংবাদ
মনিকা দেবীর কর্ণগোচর হইল। ইহা

লিতে ব্রীণ্ডিসী বলিয়া যে শহর আছে
সেখানে উপস্থিত হইতে হয়। তথা
হইতে রেল পথে ইংলণ্ডে যাওয়া যাই।
কেবল ফ্রান্সের ক্যালে নগর হইতে
জাহজে করিয়া ইংলণ্ডে ডোভার নগরে
উত্তীর্ণ হইতে হয়।

এদেশ হইতে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া
বাসস্থানাদি নির্দ্ধারণার্থ সকলে কি করেন
জানিতে হইলে সেখানকার ঘরবাড়ীর বিষয়
কিছু জানিতে হয়। আপনাদের আত্মীয়
বন্ধু কেহ বিলাতে গেলে, সেখানে গিয়া
কি করেন আপনদের জানিবার ইচ্ছা
হইতে পারে। লণ্ডনে একদল লোক
আছেন তাঁহারা বাড়ী ভাড়া লইয়া সেই
বাড়ী ভাড়া দেন। এই বাড়ীতে অনেক
ঘর আছে, প্রত্যেক ঘরে একজনের উপ-
যোগী সমস্ত বস্তু রাখা হয়। এখান
হইতে ইংলণ্ডে যাইবার সময় অনেকে
খাট বাটি বিছানা প্রভৃতি লইয়া যান;
কিন্তু এসকল লইয়া যাইবার কোনও
প্রয়োজন নাই। সেই ঘরে সকলই থাকে;
একটি বিছানা, একটি আলনা, একটি
টেবিল, একটি চেয়ার, একটি আলমারি
এবং আর একটি টেবিলের উপর মুখ
ধুইবার গরমজম সকল সাজান থাকে।
সেখানে শয্যায় মশারী নাই, কারণ সেখানে
মশা নাই। এইরূপ শয্যা গৃহ। এই
ঘরের পার্শ্বে আর একটি ঘর আছে
তাহাতে বসিবার বিশ্রাম করিবার ও
পাঠাদি কর্ম্ম করিবার সমস্ত উপকরণ
সাজান থাকে। লোকে ইচ্ছা করিলে
দুটি ঘর লইতে পারেন; নতুবা একটী
গৃহ লইলেও চলে; কিন্তু [illegible] ব্যব-
কিম্বা কেব্রিজে যাঁহারা পড়েন
দুইটি ঘর লইতে বাধ্য। এই
বাড়ীর কর্ত্রীকে Landlady
সেদেশে স্ত্রী বাড়ীর কর্ত্রী, স্বামী নিম্ন
অধিকার করিয়া থাকেন। স্ত্রী
করেন স্বামীর কোন কথা বলিবার অ-
কার নাই। এই সকল বাসাতে যাঁ
থাকেন তাঁহাদিগের আহারাদির বি
জানিলে সাধারণ লোকের আহার
ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান জন্মে
ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের আহার কিরূ
আপনাদের জানিতে ইচ্ছা হইতে পা
সাধারণতঃ চার বার আহারের ব্যব
আছে; প্রথম Breakfast অথ
প্রাতরাশ। এক টুক্‌রা শূক
মাংস, দুইটি অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম
এক টুক্‌রা রুটি প্রাতর্ভোজনে প্রদ
হয়। Breakfast প্রায় আটটার স
হয়। সেখানে সকলে খুব বেলায় উঠে
আমি এমন জানি যে, অনেকে এগার
সাড়ে এগারটা এমন কি বারটার স
উঠেন। একটা, দুইটার সময় Lunc
বা সামান্য ভোজন। সুতরাং কেহ য
এগারটা, বারটার সময় উঠেন, তাঁহা
ভাগ্যে আর Breakfast ঘটিয়া উঠে ন
Lunchএ একটু মাংস, রুটী প্রভৃ
প্রদত্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গর
মাংস ব্যবহার হয়; Walesএ মেষমাংস
বেশী ব্যবহৃত হয়। ওয়েল্‌সের মেষমাংস
খুব প্রসিদ্ধ। পাঁচটা কিম্বা সাড়ে পাঁচটার
সময় চা খাইবার রীতি। চা খাইবার সময়

ভৃতিও খাওয়া হয়। Breakfast অন্য সময়েও Tea (চা) খাওয়া হয়, াহাকে Tea বলে না। Teaতে করিলে বুঝিতে হইবে সাড়ে টা কিম্বা পাঁচটার সময় যাইতে র্ব্ব শেষ আহারের নাম Dinner। টা কিম্বা সাড়ে সাতটার সময় ডিনার া থাকে। ডিনারে সর্ব্ব প্রথম ঝোল। a-Soup উৎকৃষ্ট ঝোল, ঝোলের সঙ্গে ই একটু রুটী টাকনা দেওয়া হয়; না টাকনাতেও ঝোল খাওয়া হইয়া ক। তার পর গো বা মেষ মাংস; য পুডিং ও টার্ট প্রভৃতি। ফল মূলও ষে মিলিয়া থাকে। এই চারি বার জন ব্যতীত অনেকে রাত্রিতে কাফি ইয়া থাকেন। এ তো গেল Boarding ouseএর খাওয়া। আমি লণ্ডনে বোর্ডিং টসে যখন ছিলাম, তখন আমার খাওয়া া ছিল না; কারণ আমি নিরামিষ-জী।

Boarding house এর কর্ত্রীর andlady) অনেক সময় দুই একটী া থাকেন। এখান হইতে যাইয়া হারা বোর্ডিং হাউসে থাকেন, তাঁহারা ক সময় ঐ কন্যাদের সহিত ও বোর্ডিং উসের অধিবাসী-অধিবাসিনী পুরুষ ও য়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়া থাকেন। নের Landlady অপেক্ষাকৃত বিদ্ , অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজের Land-dy সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর; অর্থাৎ তাঁহাদের স্বামীরা হয়তো কাহারও বাড়ীর চাকর। তাই বলিয়া তাঁহাদের পোষাক দেখিলে তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর লোক, তাহা বোধ করিতে পারা যায় না। যখন রবিবারে তাঁহারা চার্চ্চে যান, তখন তাঁহারা যে পোষাক পরেন, এখানকার খুব ধনী লোকেরাও বোধ হয় তেমন পোষাক পরেন না। আমরা পদ অনুসারে কাহাকেও উচ্চ কাহাকেও নীচ মনে করি। তাঁহারা জানেন, সকল পরিশ্রমই উচ্চ; ইহাতে কোনও উচ্চতা নীচতা নাই। নীচ ব্যবসায় করিলেই কি হয়? পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনে মত দিতে যেমন অন্য এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের ক্ষমতা আছে তেমনি তাঁহারও আছে। এজন্য তিনি তাঁহার ব্যবসায়কে নীচ মনে করেন না। অপেক্ষাকৃত যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর তাঁহাদের বাসস্থান অতি সুন্দর। কেহ আসিয়া দ্বারে আঘাত করিবা মাত্র দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। সে দেশে ঝি এবং রাঁধুনীর মধ্যে আমাদের দেশের মত প্রভেদ নাই। দুই জন পরিচারিকা থাকে, তাহার মধ্যে এক জন ঝির কাজ করে। প্রয়োজন হইলে রাঁধুনীও ঝির কাজ করিয়া থাকে। ইহাদেরই একজন কিম্বা এক জন চাকর আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেয় ও আগন্তুককে আনিয়া একটি ঘরে বসায়। সচরাচর আগন্তুককে কার্ড পাঠাইতে হয়, তখন বাড়ীর কর্ত্তা আসিয়া দেখা করেন। ঘনিষ্ঠতা হইলে কর্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা সকলেই আসিয়া যখন আলাপ করেন, তখন তাঁহাদিগের আত্মীয়তা, সৌজন্য গুণে মুগ্ধ হইতে হয়। সে দেশে বৎসরের অধিকাংশ সময় বিশেষতঃ শীত-

পকের পদে নিযুক্ত হন, সেখান হইতে জননীর নিকটে পত্রাদি লিখিতে থাকেন। পত্রে তাঁহার হৃদয়ের গভীর অশান্তির কথাই বর্ণিত হইত। মণিকা পুত্রকে একাকী রোমে রাখিয়া কোনরূপে সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনিও পুত্রের নিকটে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। রোম নগরে যাত্রার সঙ্গী আর কাহাকেও তিনি পাইলেন না। সুতরাং একাকিনী যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তখন টাজেষ্টি হইতে রোম নগরে গমন বহু ব্যয়সাধ্য ছিল, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে গমন অতিশয় বিপজ্জনক ছিল। মণিকা কোনরূপে যাত্রার আয়োজন করিয়া বন্দরে যাইয়া জাহাজে আরোহণ করিলেন। জাহাজ সমুদ্র পথে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে পর ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছিল, ভাগ্যক্রমে পোত রক্ষা পাইয়াছিল। মণিকা জাহাজে অনেক দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়া কয়েক দিন পর রোম নগরে উপনীত হইলেন। সেখানে যাইয়া তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার প্রিয়তম পুত্র কিয়দ্দিন পূর্ব্বে মিলান নগরে চলিয়া গিয়াছেন। মিলান নগর রোম নগর হইতে ৩০০ শত মাইল দূরে। দুরারোহ আপিনাইন পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যাত্রিকদিগকে তথায় পদব্রজে যাইতে হয়। অতিশয় দুর্গম পথ, সাহসিক যুবা পুরুষও একাকী সেই দুর্গম দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া যাইতে ভীত হয়। মণিকার পরিণত বয়স, তথনই তিনি একাকিনী পুত্র উদ্দেশে মিলান নগরে যাইতে দুঃসাহস প্রকাশ করিলেন। পথের দুর্গমতা ভাবিয়া তিনি নিরাশ ও ব্যথ-হইলেন না। প্রার্থনা তাঁহার তিনি ঐশী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া কিছুতেই বিচলিত ও শঙ্কিত হইব নহেন, দুর্জ্জয় সাহস ও বিক্রম সহকা মণিকা মিলানে যাত্রা করিলেন। ইতি পূর্ব্বে আগষ্টিন মিলানে যাইয়া তত্র ধর্ম্মাধ্যক্ষ পরম ধার্ম্মিক এম্ব্রোজের বে। গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গ লা করিয়া তাঁহার সদুপদেশ ও সদ্দৃষ্টা আগষ্টিনের জীবনের পরিবর্ত্তন হয়, তি ধীরে ধীরে সত্যের পথে অগ্রসর হই থাকেন, তাঁহার অন্তরে অনুতাপান প্রজ্বলিত হয়, পাপের প্রতি একান্ত ঘৃ জন্মে, তিনি কুসংসর্গ পরিত্যাগ করেন স্নেহময়ী জননী তাঁহার জন্য কত ক্রন্দ ও কত যাতনা ভোগ করিয়াছেন, কত প্রকার লাঞ্ছিত হইয়াছেন, কত পাপানুষ্ঠা করিয়া তাঁহার মনে ক্লেশ দান করিয়াছে এই সকল কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উ উদিত হইয়া তাঁহাকে বিষম যন্ত্রণা দ করিতে লাগিল। আগষ্টিন সঙ্কল্প কা লেন, আর কুপথে যাইব না, অ লোকের সঙ্গ করিব না, জননীর আদে উপদেশ অনুসারে চলিব, পরমেশ্বরে প্রিয় সন্তান হইব; স্বগৃহে যাইয়া মাতা চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া ক্ষমা প্রা করিব। তিনি আমাকে প্রকৃতিস্থ অনুতপ্ত দেখিয়া আহ্লাদিত হইবেন।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ আম্ব্রোজ মনস্তত্ত্বদর্শী সুপণ্ডিত ও পরম সাধু ছিলেন। তি আগষ্টিনের প্রকৃতি বুঝিয়া উপদেশ

ভূ
দ ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহার হৃদয়কে
অ
ার করিয়া বসিয়াছিলেন। কার্থেজ
হইতেও আগষ্টিনের একজন ধর্ম্ম
াসী বন্ধু মিলান নগরে গিয়াছিলেন।
টা
াগষ্টিনের কল্যাণসাধনে তিনিও যথো-
চিত সহায়তা করিয়াছিলেন। মণিকা
বী মিলানে পৌঁছিয়া পুত্রকে তদবস্থায়
প্ত হইয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন।
াঁহার অশ্রুপূর্ণ কাতর প্রার্থনা পরমেশ্বর
াহ্য করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে পুনঃ
নঃ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ক্রমে
াগষ্টিন খ্রীষ্ট জগতে অদ্বিতীয় মহা সাধু
লিয়া বিখ্যাত ও ধর্ম্মাধ্যক্ষের উচ্চ পদে
রিত হন। জননী মণিকা পুত্রের জীব-
নের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া আনন্দাশ্রু
বর্ষণ করতঃ পরলোকে যাত্রা করেন।

ইংলণ্ডের নানা বিষয় ও তত্রত্য লোকদিগের পারিবারিক জীবন *।

ইংলণ্ডসম্বন্ধে ও ইংলণ্ডে ইংরাজ
াতির মধ্যে তাঁহাদের পরিবারেব রীতি
নীতি কিরূপ, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে আমি
অনুরুদ্ধ হইয়াছি। ইংলণ্ডের সহিত
আমাদের দেশের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। ভারত
এখন ইংরাজবিজিত। তাঁহাদের আচার
ব্যবহার রীতি নীতি আমরা অনুকরণ
করিতেছি। তাঁহাদের চিন্তা পুস্তকে
অধ্যয়ন করিয়া আমাদের সেইরূপ চিন্তা
হইতেছে। একটি স্বভাবসিদ্ধ রীতি এই
এক জাতি অন্য জাতির দ্বারা পরাজিত
হইলে বিজিত জাতি ক্রমে ক্রমে বিজয়ী
জাতির আচার ব্যবহার অনুকরণ করেন।
যখন হিন্দুরা এদেশে রাজা ছিলেন তখন
সকলে হিন্দু ভাব, হিন্দু আচার ব্যবহার
অনুকরণ করিতেন। মুসলমান রাজত্বের
সময় সকলে তাঁহাদের বেশ, আচার ব্যব-
হার অনুকরণ করিতেন। এখন ইংরাজেরা
এদেশের রাজা; সকলেই তাঁহাদের অনু
করণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে
চোগা চাপকান ব্যবহার হইত; এখন
তৎপরিবর্ত্তে Trousers, coats ইত্যাদি
অনেকেই গ্রহণ করিতেছেন। এই রূপে
বিজিত জাতি জেতার অনুকরণ করিতে
প্রবৃত্ত হন।

ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড যাইতে হইলে
কোন্ পথ দিয়া যাইতে হয় অনেকের
জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। সেইজন্য
আমার হাতে একখানি মানচিত্র আছে।
জলপথে যাইতে হইলে কলিকাতা হইতে
প্রথম বঙ্গসাগর তার পর ভারতমহাসাগর
আরব সাগর, গল্‌ফ অফ এডেন, লোহিত
সাগর অতিক্রম করিয়া সুয়েজ খালে
প্রবেশ করিতে হয়; তার পর ভূমধ্য সাগর
আটলাণ্টিক মহাসাগর, বিস্‌কে উপসাগর,
ইংলিশ সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক ইংলণ্ডে
পৌঁছিতে হয়। আর খানিক স্থল পথে
খানিক জলপথে যাইতে হইলে বম্বে
হইতে জাহাজ ছাড়িয়া একেবারে ইটা-

* বিলাত হইতে প্রত্যাগত শ্রীমান্ নগেন্দ্র
নাথ মিত্রের বক্তৃতার সার, ভিক্টোরিয়া কলেজের
কোন ছাত্রী কর্ত্তৃক লিখিত।



রাজকুমার এলবার্ট।

প্রধান মন্ত্রী মেলবোরণ পদ ত্যাগ করাতে রাজকীয় গুরুতর ব্যাপারে মনের গূঢ় ভাব ব্যক্ত করিয়া একান্ত নির্ভর করিতে পারেন, সৎপরামর্শ প্রাপ্ত হন, এক্ষণ এমন সহায় ও বন্ধু তাঁহার কেহ নাই, সুতরাং উপযুক্ত হৃদয়বন্ধুর বিশেষ প্রয়োজন হইল। ইতি-পূর্ব্বে নবীনা মহারাণী তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী কয়েক জন তরল প্রকৃতি যুবক দ্বারা অতি-শয় উত্যক্ত হইয়াছিলেন। কেহ পুনঃপুনঃ তাঁহার নিকটে প্রণয়লিপি প্রেরণ করিয়া-ছিল, তিনি শকটারোহণে রাজপথে বহির্গত হইলে কেহ বা তাঁহার শকটের সঙ্গে সঙ্গে শকট চালনা করিয়া চলিয়াছিল। একদিন মহারাণী উপাসনা মন্দিরে আসনে উপ-বিষ্ট ছিলেন এমন সময়ে এক যুবক তাঁহার সম্মুখস্থ আসনে বসিয়া প্রণয়সূচক বিশেষ ইঙ্গিত করিয়াছিল। এই সকল লোক মহারাণীর রূপগুণ অতুল রাজৈশ্বর্য্যের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহার পাণি-গ্রহণার্থ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল। অচিরেই এই সমস্ত চঞ্চলপ্রকৃতি যুবক স্ব স্ব দুর্ব্যব-হারের সমুচিত শাস্তি ভোগ করিয়াছিল।

প্রিন্স এল্‌বার্ট মহারাণীর মাতুলপুত্র ছিলেন। পূর্ব্ব হইতে দুই ভ্রাতা ভগিনীর অতিশয় প্রণয় ছিল। উভয়ে পরস্পরের রূপ গুণ ও চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বে আকৃষ্ট ছিলেন। পরমরূপগুণসম্পন্ন রাজ-কুমার এল্‌বার্টকেই মহারাণী পতিত্বে বরণ করিতে সঙ্কল্প করেন। হিন্দুকুলের মহিলা-গণ অবশ্য আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, মাতুপুত্রের সঙ্গে যে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাঁহার সঙ্গে কেমন করিয়া মহারাণীর বিবাহ হইতে পারে; ইঁহারা যে পরস্পর মামাত পিসতুত ভ্রাতা ভগিনী। হিন্দুসমাজে এরূপ নিকট সম্বন্ধস্থলে বিবাহ দূষ্য, কিন্তু খ্রীষ্টবাদী সমাজে ও মোসলমান সমাজে এরূপ সম্বন্ধস্থলে উদ্বাহক্রিয়া অশাস্ত্রীয় বা অবৈধ বলিয়া গণ্য নহে। মহারাণী প্রিন্স এল্‌বার্ট অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ো-জ্যৈষ্ঠাও ছিলেন।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে আগষ্ট প্রিন্স এল্‌বার্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জর্ম্মনি রাজ্যের অন্তর্গত সেক্‌সকোবার্গ সেল্‌ ফিল্ডাধিপতি ডিয়ুক আর্ণেষ্টের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। ভিক্টোরিয়া দেবী এই কুমারের তিন মাস পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সূতিকাগারে উভয় কুমার কুমারীর এক ধাত্রীই কার্য্য করিয়াছিল। যে ধর্ম্মযাজক মহারাণীর জননীর বিবাহে পৌরহিত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন তিনিই উক্ত নব-কুমারের নামকরণ ক্রিয়া সম্পাদন করেন, কুমারের নাম এল্‌বার্ট রাখা হয়। কেল-

জিয়মের অধীশ্বর লিয়োপোল্ড ডিয়ুকঅব আর্ণেষ্টের ভ্রাতা এবং মহারাণীরজননী রাজকুমারী মেরি লুইসা তাঁহার ভগিনী ছিলেন।

শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় নবকুমারের সৌন্দর্য্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি বয়োবৃদ্ধি সহকারে যেমন অতুল সৌন্দর্য্যশালী হইয়া উঠিলেন, তদ্রূপ নানা বিদ্যা ও সদ্‌গুণরাশির অধিকারী হইলেন। ইতিহাস সাহিত্য ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে তিনি একান্ত পারদর্শী, গীত বাদ্য ও শিল্প বিদ্যায় সুনিপুণ হন। তাঁহার চিন্তাশীলতা, নানা বিষয়ে ভূয়োদর্শন, দৃঢ় অধ্যবসায়, সত্যনিষ্ঠা, লোকানুরাগ, চরিত্রের কোমলতা ও গাম্ভীর্য্য তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছিল। এরূপ রূপগুণসম্পন্ন পুরুষরত্নের প্রতি কি গুণগ্রাহিণী কোমলপ্রাণা যুবতী মহারাণীর মন আকৃষ্ট হইবে না? প্রথম হইতেই ভিক্টোরিয়া দেবীর প্রিন্স এল্‌বার্টের প্রতি হৃদয়ে গভীর অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। রাজকুমার এল্‌বার্টও তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। রাজকুমার এল্‌বার্টের পিতামহী অসাধারণ গুণবতী ও বুদ্ধিমতী ও কোমলহৃদয়া নারী এবং পিতামহও অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। রাজকুমার এল্‌বার্ট পিতামহী ও পিতামহের মহোচ্চ গুণ সকলের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার জননী রূপ লাবণ্যে বিখ্যাতা ছিলেন, জননীর অনুপম সৌন্দর্য্যরাশিও কুমারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিকসিত হইয়াছিল।

রাজকুমার এল্‌বার্টের জন্মগ্রহণের কিয়ৎকাল পর হইতেই তাঁহার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া দেবীর পরিণয়, সেক্‌সোকোবার্গের রাজপরিবারস্থ সকলের মনে এরূপ ইচ্ছার সঞ্চার হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়া দেবীর মাতামহী ও রাজকুমার এল্‌বার্টের পিতামহী স্বীয় দৌহিত্রী ভিক্টোরিয়াকে "বাসন্তী কুসুম" বলিয়া ডাকিতেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বেলজিয়মের মহারাজ লিয়োপোল্ড ভাবিয়া ছিলেন যে, ইংলণ্ডের এই বাসন্তী কুসুম বিধাতার বিধানে এক সময় তাঁহার প্রিয়তম ভ্রাতষ্পুত্র এলবার্টের হৃদয়োদ্যানকে সুশোভিত করিবে। ইংলণ্ডের রাজপরিবারস্থ লোকেরা এই বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না, রাজা ৪র্থ উইলিয়ম এই সম্বন্ধের একান্ত বিপক্ষ ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, নেদার লেণ্ডের রাজকুমার এলেক্‌জেণ্ডারের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া পরিণয়সূত্রে সংবদ্ধ হন। বিধাতার বিধিতে তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য সঙ্ঘটিত হইল।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিয়ুক অব্ আর্নেষ্ট স্বীয় পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন। তখন রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে রাজকুমার এল্‌বার্টের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়েই কুমারের প্রতি ভিক্টোরিয়ার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি রাজকুমার এল্‌বার্টের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া পরে লিখিয়া ছিলেন, "তিনি অত্যন্ত সরল, প্রফুল্ল চিত্ত ও অমায়িক স্বভাব। তাঁহার মনে উৎসাহ ও উদ্যম অতিশয় প্রবল। তিনি আমার সঙ্গে মিলিত হইয়া

কখন পিয়ানা বাজাইয়াছেন ও কখন আলেখ্যচিত্রে রত হইয়াছেন। রাজকুমার যাহা দেখিয়াছেন তাহাতেই উৎসাহ ও আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একদিন পিতৃ সমভিব্যহারে আমাকে লইয়া সেণ্টপলের উপাসনামন্দিরে গিয়া উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। গভীর মনোভিনিবেশ সহকারে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন।" এক জন ষোড়শবর্ষীয় যুবকের পক্ষে এরূপ একাগ্রতা সহকারে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ আশ্চর্য্য ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

প্রথম ইক্ষাৎকার হইতেই যে ভিক্টোরিয়া দেবী বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে রাজকুমার এল্‌বার্টের প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছিলেন এরূপ বুঝিতে পারা যায় নাই। কিন্তু রাজকুমার এলবার্টের মনে সেই ভাব জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল, নিজের অভিভাবকগণের মতামত তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া গিয়া রীতিমত ভিক্টোরিয়া দেবীর নিকটে পত্রাদি লিখিতে থাকেন। ভিক্টোরিয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে পর রাজকুমার এলবার্ট ইংরেজী ভাষায় এই মর্ম্মে তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন;—

বন্ ২৬এ জুন ১৮৩৭।

"প্রিয়তমা ভগিনী,

"তোমার বর্ত্তমান অবস্থান্তরে আমার হৃদয়ে যে কি অভূতপূর্ব্ব আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছে তাহা তোমাকে জানাইবার জন্য কয়েক পংক্তি লিখিতেছি। তুমি এক্ষণ ইউরোপের মধ্যে প্রধানা রাণী। কোটি কোটি লোকের সুখকল্যাণ সাধনের ভার তোমার হস্তে ন্যস্ত। এই অতি গুরুতর ও উচ্চতর কর্ত্তব্য সাধনে পরমেশ্বর তোমার সহায় হউন, তিনি তোমার অন্তরে বলবিধান করুন। ইহা আমি হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করি, এবং আমি এরূপ প্রার্থনা করিতেছি, যেন তোমার রাজত্ব চিরস্থায়ী ও গৌরবান্বিত এবং সুখ সম্পদে পরিপূর্ণ ও তোমার সাধু সঙ্কল্প ও চেষ্টা যত্ন সফল হয়, এবং তুমি প্রজাবর্গের আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতাভাজন হও।

"সময়ে সময়ে বন্‌নগরস্থ তোমার ভ্রাতাদ্বয়কে স্মরণ করিতে এবং এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতি যে স্নেহ প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছ তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে তোমাকে কি আমি অনুরোধ করিতে পারি না? তুমি নিশ্চয় জানিও, আমাদের হৃদয় সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে আছে।

"আমি তোমার বহুমূল্য সময় ক্ষতি করিতে চাহি না।"

ডিয়ুক অব্ আর্ণেষ্ট পুত্রদ্বয় সহ ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে পর রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সহিত রাজকুমার এলবার্টের বিবাহ হইবে জার্ম্মাণ দেশে এরূপ জনরব হয়। তখন তাঁহারা উভয়েই অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। এই প্রকার জনরব রাজকুমার এলবার্টের চিত্তক্ষে বা বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে এই ভাবিয়া তাঁহার পিতৃব্য লিওপোল্ড তাঁহাকে জনসমাজের দৃষ্টির অগোচরে রাখিয়া কথঞ্চিৎ এই জনরবের নিবৃত্তি করিতে যত্নবান্ হন। তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে তাঁহার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণার্থ প্রেরণ করেন।

শৈশবকালেই যদিচ রাজকুমার এল-বার্টের মনে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে পরিণয় সংঘটনের ভাব জাগরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তথাপি তাঁহার নিকটে কোন প্রকাশ্য প্রস্তাব ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কেহ উপস্থিত করেন নাই। সেই বৎসরের প্রথম ভাগে রাজা লিওপোল্ড সর্ব্ব প্রথমে এই প্রস্তাব ভিক্টোরিয়া দেবীর নিকটে উপস্থিত করেন। সম্ভবতঃ এই প্রস্তাব উপস্থিত মাত্র মহারাণী স্বীয় অভিমত সাধারণ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইহার কিয়দ্দিন পরে রাজকুমার [illegible] পিতৃব্যের প্রমুখাত সর্ব্ব প্রথম এই সম্বন্ধের প্রস্তাব প্রকাশ্যে অবগত হন। রাজকুমার অল্পবয়স্ক হইলেও অতি সুবুদ্ধি ভূয়োদর্শী, চিন্তাশীল পুরুষ ছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এরূপ রমণীকে বিবাহ করা এক দিকে পরম সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাতে অতুল সম্পদ্ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া যাইবে, কিন্তু আর এক দিকে জীবনের দায়িত্ব বাড়িবে, অনেক পরীক্ষায় পড়িতে হইবে। যে সকল বিষয়ে অধিক সুখ সম্পদ্ তাহাতে জীবনের সঙ্কট পরীক্ষাও অধিক। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বীয় দায়িত্বের ভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া এই উচ্চ পদ লাভের জন্যই তিনি প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার সুবুদ্ধি পিতৃব্য, তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে এক্ষণ এই তরুণ বয়সে বিবাহ হওয়া বিধেয় নহে কালবিলম্ব করিতে হইবে, এবং ইহাও তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন এরূপ নিশ্চয়াত্মক বাক্য বলিলে রাজকুমার কালবিলম্ব করিতে পারেন, অন্যথা নহে। যেহেতু দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়া পরে নিরাশ হইলে অত্যন্ত মানসিক ক্লেশ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। রাজকুমারের পিতৃদেব ডিয়ুক অব্ আর্ণেষ্টেরও এই মত ছিল।

সম্বন্ধের প্রস্তাব হওয়ার ৩। ৪ বৎসর পর বিবাহ হয়। দীর্ঘকাল রাজকুমারকে দোদোল্যমান অবস্থায় থাকিয়া ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল বলিয়া মহারাণী মনস্তাপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের গুরুতর ভার গ্রহণ বিবাহ বিষয়ে চিন্তা করিতে অবসর প্রাপ্ত হন নাই। রাজকুমার এল্‌বার্ট ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বয়ঃপ্রাপ্ত হন। তাহার কিয়ৎকাল পরেই তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্ণেষ্টের সমভিব্যহারে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। পথে খুল্লতাত রাজা লিয়োপোল্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন লিওপোল্ড প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে আদর সম্মান করিবার জন্য তাঁহাদের যোগে মহারাণীর নিকটে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত-ঘটিকার সময় তাঁহারা উইণ্ডসর রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হন। মহারাণী অত্যন্ত স্নেহ প্রীতি ও সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করি-

য়াই সোপান পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিন বৎসর অন্তে পুনর্ব্বার ভ্রাতা ভগ্নীর পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। এক্ষণ রাজকুমারের এক বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম। যৌবন বিকাশের সঙ্গে তাঁহার শারীরিক কান্তি লাবণ্য অতিশয় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার যেমন শরীরের সৌন্দর্য্য তদ্রূপ চরিত্রের সৌন্দর্য্য, গম্ভীর বিদ্যা ও উচ্চ গুণগ্রাম প্রকাশ পাইয়াছিল। ৪।৫ দিবস গত না হইতেই মহারাণী রাজকুমারের প্রণয়পাশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। ১৪ই অক্টোবর মহারাণী প্রধান মন্ত্রী মেল্‌বোরণকে সম্বন্ধ বিষয়ে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। মেল্‌বোরণ তাহাতে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। লোক সাধারণ এই সংবাদ পাইয়া কিরূপ ভাব ব্যক্ত করিবে এই কথা মহারাণী লর্ড মেলবোরণকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন সম্ভবতঃ তাহারা আনন্দিত হইবে, পরিণয় সঙ্ঘটনের জন্য দেশের জনসাধারণ উৎকণ্ঠিত। রমণীর অধিক দিন অবিবাহিতা অবস্থায় যাপন করা বিধেয় নহে, এই সম্বন্ধ হইলে আপনি অতিশয় সুখী হইবেন, বলিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে। লর্ড মেল্‌বোরণ পিতৃতুল্য স্নেহ সহকারে মহারাণীকে এ সকল কথা বলিলেন।

এই সম্বন্ধ বিষয়ে কিছু কিছু অবান্তর আলোচনা হইলে পর মহারাণী নিজেই সভয়ে অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় আপনার মনোগত ভাব রাজকুমারের নিকটে ব্যক্ত করিলেন। প্রথমতঃ মহারাণী একটি সুন্দর গোলাপ পুষ্প সাদরে কুমারকে উপহার দান করেন। কুমার ছুরি দ্বারা স্বীয় কোট ছিন্ন করিয়া আদরের সহিত উহা নিজ বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে মহারাণী আধ আধ স্বরে বলিয়াছিলেন, কুমার কি ইংলণ্ডে বাস ভাল বাসিবেন? এল্‌বার্ট মহারাণীর শুভ ইচ্ছা তাঁহার প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তখন হইতে পরস্পরের প্রতি উভয়ের হৃদয়ে প্রগাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হইল। মহারাণী নিজেই বাগ্‌দত্তা হইয়াছিলেন। মহারাণী স্বীয় দৈনিক লিপি পুস্তকে সেই দিনের আনন্দোচ্ছ্বাসের বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, রাজকুমার এল্‌বার্টকে স্বামিরূপে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া তাঁহার যে অতুল আনন্দ হইয়াছিল উহা এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, "তিনি আমার পাণি-গ্রহণে সম্মত হইয়া যে অত্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন ইহা যাহাতে বুঝিতে পারিয়া কষ্ট অনুভব না করেন, আমি তজ্জন্য প্রাণপণে যত্নবতী থাকিব। আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, আমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়া তিনি গুরুতর স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই কথা কোনরূপে স্বীকার করিলেন না। তৎপর আমি আর্ণেষ্টকে লইয়া আসিতে বলিলাম, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। আর্ণেষ্ট আমাদের আনন্দে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতার গুণাবলী আমার নিকটে বর্ণন করিলেন।"

স্বর্গগতা মহারাণী স্বর্ণময়ী।

হৃদয়ের উদারতা, অতুল দয়া ও অনুপম দানশীলতার জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ী জগদ্বিখ্যাত ও সকলের একান্ত ভক্তিভাজন হইয়াছেন। আজ তিনি এই ভূলোকে দেহে বিদ্যমান নাই। বঙ্গদেশ এই রমণী রত্ন হারাইয়া আজ বিশেষ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত, দীন দুঃখিগণ বাস্তবিক নিরাশ্রয় হইয়াছে। আমরা মহিলার ১ম ভাগ ১০ম সংখ্যায় মহারাণীর জীবনের অনেক উচ্চ কাহিনী তাঁহার উদার দান ও দয়ার বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছি, এবারিও সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইতেছে।

মহারাণী স্বর্ণময়ী তিলি জাতীয় এক দরিদ্রের কন্যা ছিলেন। ১৮২৭ সনের অগ্রহায়ণ মাসে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত ভট্টকুল গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি কাশিম বাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দির সঙ্গে উদ্বাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সূত্রে দরিদ্রের কন্যা রাজরাণী হন। তিনি দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় বড় প্রশস্ত দয়ার ভাণ্ডার ছিল। প্রেমময় পরমেশ্বর সুকোমল গুণ ও স্বর্গীয় দয়াতে তাঁহার প্রকৃতিকে গঠিত ও সুশোভিত করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ সালে স্বর্ণময়ী দেবীর বিবাহ হয়। ছয়বৎসর অন্তে অর্থাৎ ১৮৪৪ সনের ৩১শে অক্টোবর তিনি বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। কলিকাতাস্থ জোড়াসাঁকোর বাটীতে মহারাণীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথের অপঘাত মৃত্যু হয়। তিনি ক্ষিপ্তবৎ হইয়া বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণনাথের বিস্তীর্ণ জমীদারীর বার্ষিক আয় ন্যূনাধিক ৬ লক্ষ টাকা ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সমগ্র জমীদারী গবর্ণমেণ্টের হস্তে পতিত হয়। স্বর্ণময়ী দেবী রাজরাণী হইয়াও পুনর্ব্বার কাঙ্গালিনী হন। ৪ বৎসর পরে মহারাণী স্বামীর সমগ্র জমীদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঢাকা জিলার অন্তর্গত তিল্লিগ্রাম নিবাসী স্বর্গগত বাবু রাজীবলোচন রায় রাজা কৃষ্ণনাথের এক জন সুযোগ্য প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহার প্রাণগত যত্ন চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে জমীদারীর উদ্ধার হয়। রাজীব বাবুর নিঃস্বার্থ ভাব, কৌশল ও সুমন্ত্রণায় মহারাণী স্বীয় জমীদারীর বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। দান ধর্ম্ম ও দয়ার কার্য্যাদিতে রাজীব বাবু মহারাণীকে নিরন্তর উৎসাহ দান করিয়া আসিয়াছিলেন। ২১ বৎসর বয়সে মহারাণী সুবিস্তীর্ণ জমীদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়া ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত সুন্দররূপে উহা শাসন সংরক্ষণ পূর্ব্বক ৭০ বৎসর বয়সে ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মহারাণী বিগত ৯ই ভাদ্র মঙ্গলবার একাদশী করেন, সেই দিনই তাঁহার উদরাময় রোগের সঞ্চার হয়। বুধবার প্রাতঃকালেই রোগ সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠে। তখন তাঁহাকে কালীমবাজার হইতে সৈদাবাদে ভাগীরথীতীরে আনয়ন করা হয়। বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটের সময় তিনি স্বর্গারোহণ

করেন। পরম জননী তাঁহাকে শান্তিক্রোড়ে স্থান দান করিয়াছেন। তাঁহার ভাগিনেয় মুনীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার পরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। পরমেশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি যেন মহারাণীর সদ্‌গুণরাশিরও উত্তরাধিকারী হন।

আমাদের গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট স্বর্ণময়ী দেবীর অত্যুচ্চ দান ও অসাধারণ সদ্‌গুণাদির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ "মহারাণী", এই মহাগৌরবাত্মক উপাধি প্রদান করেন। অবশেষে "Crown of India" (ভারতের মুকুট) এই উচ্চতম উপাধি দ্বারা তাঁহার নামকে অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। ১৮৭১ সালের ১০ই আগষ্টে রাণী স্বর্ণময়ীকে গবর্ণমেণ্ট মহারাণী উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। ১৮৭৮ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি বিশেষ সম্মানসূচক "ভারত মুকুট" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৫ সনের মার্চ্চ মাসে মহারাণীর মন্ত্রী বাবু রাজীবলোচন রায়কে গবর্ণমেণ্ট রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। সেই সময় মহারাণীকে এরূপ জ্ঞাপন করা হয় যে, যিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবেন, তিনি মহারাজ উপাধি লাভ করিবেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহা বিশেষ অধিকার প্রদত্ত হয়।

মহারাণীর জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে উদার ও প্রশস্ত দান দেখিয়া ধনী দরিদ্র রাজা প্র । জ্ঞানী মূর্খ সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন। তাঁহার কতকগুলি দানের একটি তালিকা এস্থলে প্রদত্ত হইল ;

১৮৭১ সনে।

চট্টগ্রাম ইংরেজ নাবিক নিবাসের জন্য	৩০০০৲
মেদিনীপুরস্থ হাইস্কুলের জন্য	১০০০৲
কলিকাতাস্থ চাঁদনি হাসপাতালের জন্য	১০০০৲
যশোহরস্থ ভৈরবনদী সংস্কার জন্য	১০০০৲
মুর্শিদাবাদস্থ দরিদ্র দিগের জন্য	১০০০৲

১৮৭২ সনে।

বেথুনস্কুলের জন্য	১৫০০০৲
মেওহাস্‌পাতালের জন্য	৮০০০৲
বহরমপুর রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য	১০০০৲
ম্যালেরিয়া রোগীদিগের চিকিৎসা জন্য	১৫০০৲

১৮৭৪ সনে।

উত্তর বঙ্গ দুর্ভিক্ষ শান্তির জন্য	১১০,০০০৲

১৮৭৫ সনে।

বহরমপুর কালেজের জন্য	১০০০৲
রাজসাহী মাদ্রাসার জন্য	৫০০০৲
কটক কলেজের জন্য	২০০০৲
গারো পর্ব্বতের হাসপাতাল জন্য	৫০০৲

১৮৭৬ সন।

কুমারী মিলম্যানের কলিকাতাস্থ নারী বিদ্যালয়ের জন্য	১০,০০০৲
রঙ্গপুর হাইস্কুলের জন্য	৪০০০৲
আলীগড় কলেজের জন্য	১০০০৲
কলিকাতা পশুশালার জন্য	১৪০০০৲
কলিকাতা দুর্ভিক্ষ সভার জন্য	৮০০০৲
বাখরগঞ্জের ঝটিকানিপীড়িত লোকদিগের জন্য	৩০০০৲

১৮৭৭ সনে।

দরিদ্রদিগের শীতবস্ত্রের জন্য	১১০০০৲
মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য	১০,০০০৲

কলিকাতাস্থ অরিয়েণ্টল সেমিনারীর জন্য ৩০০০৲

প্রোটেষ্টাণ্ট হোমের জন্য ১০০০৲

„ টেম্পল নেটিভ অশ্রমের জন্য ১০০০৲

„ মেডিকেল হাস্‌পাতাল সংসৃষ্ট স্বর্ণময়ী হোষ্টেলের জন্য ১০০,০০০৲

অপিচ বহরমপুর কলেজের সমস্ত ব্যয় ভার বহন, তাহাতে মাসিক ১২৫০৲ ব্যয় হয়।

গবর্ণমেণ্টের যোগে মহারাণী যে সকল দান করিয়াছেন ইহা তাহার আভাসমাত্র। তদ্ভিন্ন তাঁহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দানের সংখ্যা করে কে? ভারতে এমন কোন ব্যক্তি প্রায় নাই যে, মহারাণীর নিকটে কোন বিষয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন। দরিদ্র গ্রন্থকারদিগের তিনি একজন প্রধান উৎসাহদাত্রী ছিলেন। যিনি গ্রন্থ রচনা করিয়া অর্থাভাবে মুদ্রিত করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তিনি প্রার্থনা করিয়া সাহায্যলাভে প্রায় কখন বঞ্চিত হন নাই সদ্‌গ্রন্থরচনাকারিগণ মহারাণী কর্ত্তৃক নিরন্তর উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অনেক গ্রন্থকারকে সমুচিত পুরস্কার দান করিয়াছেন। শত শত বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় মহারাণীর উদারদানে স্থাপিত ও রক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের জন্যও মহারাণী মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন। অর্দ্ধ সের করিয়া তণ্ডুল মুষ্টি ভিক্ষায় প্রতিদিন মহারাণীর ভাণ্ডার হইতে ১৮ মণ তণ্ডুল বিতরিত হইয়া আসিয়াছে। বিশেষ বিশেষ কারণে কখন কখন এই দান দ্বিগুণ ত্রিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে ১০ সহস্র পর্য্যন্ত কাঙ্গালী পর্য্যাপ্ত আহার পাইয়াছে। কাঙ্গালিদিগের জন্য প্রচুর পরিমাণে লুচি মিষ্টান্ন এবং ৫।৭টি ব্যঞ্জনোপকরণযুক্ত অন্নপুঞ্জ প্রস্তুত হইত, যে যাহা ভোজন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিত তাহাকে তাহাই অকাতরে দেওয়া হইত। মহারাণী প্রাসাদের উপর হইতে কাঙ্গালিদিদের ভোজন দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত মহারাণীর সন্তোষ বিধানের জন্য স্বহস্তে কাঙ্গালীদিগের পরিবেশনে নিযুক্ত হইতেন। একদা তিনি পাল্কী যোগে কাশিম বাজার হইতে সৈদাবাদে যাইতেছিলেন, একজন দুঃখীদরিদ্র মা, মা, ধ্বনি করিয়া তাঁহার পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল। মহারাণীর এক কর্ম্মচারী তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাহাকে ধাক্কা মারিয়া তাড়াইয়া দেয়। এই নিষ্ঠুর আচরণে মহারাণী অতিশয় ব্যথিত হন, তিনি সে দিন তজ্জন্য আহার পর্য্যন্ত করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন "বাবুরা বড়মানুষ দেখিয়া আদর করেন, দুঃখী গরিবদিগের প্রতি তাঁহাদের বিরাগ, কিন্তু আমার নিকটে দীন দুঃখী অধিক আদরের পাত্র।" একদা এক বিধবা ব্রাহ্মণী মহারাণীর নিকটে আসিয়া প্রার্থনা করিয়া স্বীয় ইচ্ছানুরূপ দান প্রাপ্ত হয় নাই, তজ্জন্য সে মহারাণীকে কটূক্তি করিয়া চলিয়া যায়, এবং কিছুদিন পরে কলিকাতায় আসিয়া স্থিতি করে। তৎপর মহারাণীর একজন কর্ম্মচারী যখন কলিকাতায় আসিতেছিলেন, তখন তিনি

তাঁহার হস্তে রূপার থালা গাড়ু ইত্যাদি কতকগুলি রজতপাত্র অর্পণ করিয়া বলেন, "তুমি কলিকাতাস্থ অমুকস্থানে অমুক বিধবা ব্রাহ্মণীকে এই সকল তৈজসপত্র প্রদান করিও।" যে স্ত্রীলাক অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার প্রতি মহারাণীর আশ্চর্য্য ভালবাসা ও সদয় ব্যবহার দেখিয়া কর্ম্মচারী একান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। মহারাণীর হৃদয় যেমন সুপ্রশস্ত ছিল, তদ্রূপ তাঁহার দান অতিশয় সাত্বিক দান ছিল। তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে হিন্দু বিধবাদিগের ন্যায় অতি নিয়মনিষ্ঠায় জীবন যাপন করিতেন। হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও ব্রত উপবাসাদি তাঁহার জীবনের নিত্য সঙ্গী ছিল। মহারাণী স্বর্ণময়ী এক প্রকার উপযুক্ত বয়সে স্বর্গগত হইয়াছেন যথার্থ, কিন্তু তিনি দুঃখী কাঙ্গালের জননী ও আশ্রয় ও নানা সদনুষ্ঠানে পরমসাহায্য দায়িনী ছিলেন, এই রমণীরত্নের অভাবে বঙ্গদেশের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

কন্যার প্রতি উপদেশ।

পিতা মাতা।

"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম্, মত্বা গৃহী নিসেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ।" গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিয়া চিরদিন সযত্নে তাঁহাদিগের সেবা করিবেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এ শ্লোকটি বোধ হয় তোমার মনে আছে। ইহার অর্থ কি কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ। যদি না করিয়া থাক তবে এখন চিন্তা করিয়া দেখ। তোমরা যে নিরাকার ঈশ্বরের কথা শুন ও বিশ্বাস কর তাঁহাকে কারণের কারণ বলিয়া জানা বড় কঠিন, একরূপ অসম্ভব, তিনি যে আমাদিগের সকল অভাব পূর্ণ করিতেছেন ও নিঃস্বার্থ ভাবে ভাল বাসিতেছেন সেরূপ ভাবে তাঁহাকে দেখা সহজ। এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা কেবল পিতা মাতাতেই মানুষ দেখিতে পায়। শিশু দেখে যে, যে সকল প্রিয়বস্তু আহার করিয়া তাহারা কত সুখ বোধ করে, পিতা মাতা তাহার আস্বাদন জানিয়াও আপনারা না খাইয়া শিশুকে খাওয়াইয়া সুখী হন। যে ভয়ের বিষয় আছে সে সকল হইতে পিতা মাতা অক্লেশে রক্ষা করেন, এ সকল দেখিয়া শিশু সহজেই পিতা মাতাকে অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি করে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ভক্তি শ্রদ্ধাই জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরে অর্পিত হয়। আমার মনে হয় শিশু ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে ঈশ্বর পিতা মাতার মত এবং বয়স হইলে ছেলে মেয়েরা আপনিই বুঝিবে যে পিতা মাতা সাক্ষাৎ দেবতার মত।

মানুষের স্বাভাবিক গতি উচ্চ দিকে, সুখের দিকে। শিশু স্বাভাবিক নিয়মেই পিতা মাতার মত হইতে ইচ্ছা করে। পিতা মাতা তাহাদের আদর্শ;—যেমন উঠিতে বসিতে, কথা বলিতে, কাজ কর্ম্ম করিতে দেখে, শিশু তাহাই করিতে চেষ্টা করে। ফলে পিতা মাতার চরিত্রে যে সকল দোষ

দেখিতে পায় শিশু অজ্ঞাতসারে সে সকল শিখিয়া ফেলে। দুই বৎসর পূর্ণ না হইতেই শিশু পিতা মাতার অনেক ভাব গ্রহণ করে, তিন বৎসর হইতে হইতে শিশু পিতা মাতার কলম বা নকল বা ক্ষুদ্রায়তনে প্রতিকৃতি হইয়া উঠে। ইহার পর যত বয়স বাড়িতে থাকে, তত অন্য লোকের সহিত মিলিত হয় ও অন্য সকল ভাব গ্রহণ করে। পিতা ও মাতার মধ্যে যদি ভাবের মিল থাকে এবং তাঁহাদিগের চরিত্র গঠিত থাকে, তাহা হইলে সন্তানগণ স্বভাবতই বাধ্য হয়, কিন্তু অন্য বালক বালিকা ও অপরাপরের ভাব ইত্যাদি শিশুগণের চরিত্রে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ক্রমে অবাধ্যতা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় শিশুগণের চরিত্রে পিতা মাতার চরিত্র প্রতিফলিত ও পিতা মাতার চরিত্রে শিশুগণের চরিত্রের কারণ দেখা যায়। পিতা ও মাতার মধ্যে মত ভেদ, ধর্ম্ম ভেদ, করিয়া সাহায্য [illegible] শিক্ষা ও সংস্কার ভেদ, [illegible] গঠনরচনাকারিগণ মহারাণী কণ্ঠ প্রণয়ের অভাব, [illegible] পুত্র কন্যার চরিত্রগঠনে যেরূপ ব্যাঘাত করে এমন আর কিছুতেই নহে। পুত্র কন্যা গণ পিতা মাতাকে যত অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করে, পিতা মাতা পুত্র কন্যাকে যত অধিক যত্ন, বাৎসল্য করেন, সেই পরিবার তত উচ্চ, মহৎ। কীট, মৎস্য, পক্ষী ইত্যাদি অপেক্ষা মনুষ্যের উচ্চতা এই ভাবে পরিমাণ করিতে পারা যায়। কীট সকলের পিতা মাতার সহিত কখনও পরিচয় হয় না, কতকগুলি মৎস্যের মাতার সহিত অল্পকালের জন্য মাত্র সম্পর্ক থাকে, পক্ষীগণ বড় হইলে প্রায় পিতা মাতাকে চিনিতে পারে না, এ দিকে মনুষ্যের কোমল মিষ্ট সম্বন্ধ চিরকাল থাকে। আমার মনে হয় ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যে যেমন সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন রূপ, এক মনুষ্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন জাতি এর পরিবারেও সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন। যে পরিবারে এই অপত্য স্নেহ ও পিতৃ মাতৃ ভক্তি যত কোমল গভীর ও চিরস্থায়ী, সে পরিবার তত অপর মনুষ্য পরিবার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি কন্যা যদি তোমার মাতার প্রতি বিরক্ত হইয়া ভক্তি শ্রদ্ধা না করিয়া, বাধ্যতা না দিয়া থাকিতে পার তবে জানিবে তুমি মনুষ্য জাতির মধ্যে অতি নীচ স্থানে আছ।

ভগবান্ অন্তরে কথা বলেন, [illegible] তাঁহার আদেশ পাইয়া মনুষ্য সৎকর্ম্ম [illegible] করে ও অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকে [illegible] এই তোমরা এখন সর্ব্বদা শুনিতেছ, ইহার মূল পরিবার মধ্যে স্থাপিত। [illegible] ভগবান্ হঠাৎ একদিন আসিয়া বিবেক [illegible] বাণীরূপে উপস্থিত হন একথা ঠিক নহে [illegible] নিজের হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে অতি শিশু কাল হইতেই মানুষ শিখিয়া [illegible] পিতা মাতার বাণী শুনিয়া থাকে। 'ওখানে যাইও না' 'ইহা খাইও না' 'উহা [illegible] করিও না', ইত্যাদি বাণীদ্বারা সন্তানের হিত সাধনের জন্য পিতা মাতা আদেশ করিয়া থাকেন। যতদিন মানুষ অন্তরে বাণী বুঝিবার উপযুক্ত না হয় ততদিন বাহির হইতে এই বাণী আসিয়া তাহাকে সৎপথে রক্ষা করে। ক্রমে যেমন যেমন শিশু বালক হয়, বালক কুমার হয় ও কুমার যুবক হইতে থাকে ক্রমে তাহার এই বাহিরের

ঈশ্বরের আদেশ ভিতরে হইতে থাকে। এই আদেশ ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর বিষয়ে হইতে থাকে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় বাহিরের আদেশ কমিয়া ভিতরের আদেশ বাড়িতে থাকে কিন্তু একেবারে বাহির নিরপেক্ষ হয় না। তুমি যদি জীবনে এই আভ্যন্তরিক বাণী শ্রবণ করিয়া তাহার অনুসারে চলিয়া জগতে ধর্ম্মশালী হইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমার মাতা ও পিতার কথা অনুসারে কার্য্য করিতে এখনই শিক্ষা কর। এই দেহধারী মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়া বাধ্যতা শিক্ষা না করিলে অন্তরের ভিতরে সেই নীরব মৃদু বাণীর বাধ্য কখন ও হইতে পারিবে না। তুমি বলিতে পার যে কখনও কখন ও মাতা বা পিতা অন্যায় রকমের আদেশ করেন, তাহা পালন করিয়া বাধ্য হওয়া অসম্ভব। যদি নীতি, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কোন আদেশ পিতা মাতা কখন করেন তাহা পালন করা তোমার উচিত নহে, বটে কিন্তু অন্য যে আদেশ করেন তাহাই তোমায় পালন করিতে হইবে। মাতা ও পিতা যেমন কখনও কখনও অসাধ্য সাধন করিতে অথবা নীচ কাজ করিতে বলেন অন্তরে অন্তরে ভগবানের বাণী তাহা অপেক্ষাও গুরুতর ব্যাপার সকল করিতে বলিয়া থাকেন। কাহারও আদেশ তোমার মনোমত হইবে মনে করিও না। এ স্থলে তোমাকে আর একটী কথা বলা বড় প্রয়োজন। অধিকাংশ পরিবারে দেখিতে পাই কন্যা পিতার অধিক প্রিয় ও পুত্র মাতার অধিক প্রিয়। এরূপ হইবার স্বাভাবিক কারণও আছে। কিন্তু তুমি যদি তোমার মাতার অধিক প্রিয় না হইতে পার তবে আপনার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহাতে অবশ্য দোষ আছে। মাতা ও কন্যায় মিষ্ট সম্বন্ধ না হইলে স্বাভাবিক হইল না। তোমার মাতৃদেবী জীবনে যে সকল অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন ও সময় সময় যে সকল গুণের অভাবে কষ্ট পাইয়াছেন ও যে সকল সদ্গুণের জন্য সুখী হইয়াছেন তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে তুমি সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সে সকল বিষয়ে প্রস্তুত হইয়া যাও, তিনি তোমাকে সেইরূপ গঠিত করিতে ইচ্ছা করেন, তুমি তাঁহার বাধ্য হইলে সুকোমল ভাবে তাঁহার বাক্যের অনুসরণ করিলে তিনি সুখী হইবেন এবং তুমিও চিরদিন সুখী হইবে। পিতার সহিত তোমার অনেকাংশে সেরূপ সম্বন্ধ নহে অতএব তুমি আমার বাধ্য হওয়া অপেক্ষা তোমার মাতৃদেবীর অধিক বাধ্য হও, সুখী হইবে।

চারিটী মাতৃহীনা বালিকা।

ঢাকা নগরস্থ নববিধান প্রচারক চিররুগ্ন শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ সম্প্রতি পত্নী বিয়োগে চারিটী শিশু বালিকা লইয়া যে কিরূপ বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত তাঁহার পত্রে প্রকাশ পাইবে। কোন সদয় হৃদয়া ব্রাহ্মিকা মহিলা মাতৃস্থানীয়া হইয়া উক্ত উপায়হীনা বালিকাদের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলে উহারা বাঁচিতে পারে।

"গত ১১ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাত্রিতে আমার সহধর্ম্মিণী পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। ষোল দিন জ্বর বিকার ও নিউমানিয়াতে ক্লেশ পাইয়াছেন। প্রায় এগার বৎসর হইল, আমাদের পরিণয় হইয়াছিল। এতাবৎ কাল অতি আশ্চর্য্য স্বামিভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আমার ভগ্ন দেহ, তাহা অবগত আছেন। আমার সেবা শুশ্রূষার জন্য তিনি যৎপরোনাস্তি খাটিয়াছেন। দারিদ্রবশতঃ চাকর চাকরাণী রাখা

ঘটে নাই, তিনি চাকরাণীর কার্য্য, মেথরাণীর কার্য্য, রাখালের কার্য্য, গৃহিণীর কার্য্য সকলই স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। আমার দুর্ব্বল শরীর দুগ্ধ পান করিলে একটু ভাল থাকে, তাই তিনি কর্জ্জ করিয়া একটী গাভী ক্রয় করিয়াছিলেন, স্বহস্তে গরুর ঘাস দেওয়া, গোবর ফেলা যাহা কিছু সমুদায় করিয়াছেন। নিজের চারিটী শিশু সন্তানকে প্রতিপালন করিয়াছেন। প্রায় প্রতিদিন প্রাতে ও রাত্রিতে আমার সঙ্গে একত্রে প্রার্থনাদি করিয়াছেন। আমাদের সাংবৎসরিক উৎসব নিকটবর্ত্তী, পীড়ার পূর্ব্বে উৎসবের প্রস্তুতি সূচক প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। উৎসবের সময় বিদেশীয় যাত্রীদিগকে প্রায় পনর দিন সমানে নিজ হস্তে রন্ধন পরিবেশনাদি করিয়া সেবা করিতেন। এ বৎসরও সে বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে ছিলেন। এটী তাঁহার অতি আনন্দজনক খাটুনি ছিল।

আমাদের পাঁচটী সন্তান হইয়াছিল, পুত্রটী কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই অগ্নিদগ্ধ হইয়া পরলোক যাত্রা করে। এক্ষণ দশ বৎসর, ছয় বৎসর, তিন বৎসর ও এক বৎসর বয়স্কা চারি কন্যা বর্ত্তমান। এই শিশুদিগকে লইয়া বড় বিপন্ন হইয়াছি। আপনারা আমার অভিভাবক স্থানীয়। দুঃখ শোক বিপদে আর কাহার কাছে যাইব? আপনাদেরই চরণতলে উপস্থিত হইতেছি। ভক্তিভাজন মিত্র মহাশয় ও উপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমাকে যথাবিহিত কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে আজ্ঞা হয়।"

মহিলাদিগের রচনা।

সদসৎসঙ্গ।

মানবমাত্রই কোন না কোন রূপে একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকে, কেহ কখনও একাকী থাকেন না। জনসমাজে অনেক প্রকার ধাতুর লোক বাস করিয়া থাকে, তন্মধ্যে যাহারা পরস্পর যে পরিমাণে ঐক্যভাবপূর্ণ তাহারা সেই পরিমাণে মিলিত হইয়া পরস্পরের নৈকট্য বা সঙ্গ লাভ করে। সাধারণ ভাবে মানবগণ দুই শ্রেণীতে গণ্য। তাহাদের এক শ্রেণীকে সাধু ও অপর শ্রেণীকে অসাধু বলা হয়; সাধু লোকেরা স্বভাবতঃ স্থির গাম্ভীর্য্যপ্রিয় ভগবদ্গুণানুশীলনে রত, তাঁহার প্রিয় কার্য্য-সাধনে তৎপর, এবং তাঁহারা তাঁহার নাম কীর্ত্তনে অসীম বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। যে সঙ্গে বাস করিলে হৃদয়ে তৃপ্তিলাভ করা যায় না, বরং অতিশয় বিরক্তি বোধ হয়, সেরূপ সঙ্গে বাস করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না; সর্ব্বদা অপ্রীতিকর সঙ্গ সকলেই পরিত্যাগ করেন। দিবানিশি বাহ্যিক আমোদ প্রমোদ এবং যে কোন প্রকার কুৎসিত আমোদে সাধু ব্যক্তির মন কখনই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, সচ্চরিত্র সাধুব্যক্তিগণ এরূপ আমোদের কার্য্য বা কথা লইয়া থাকিতে কখন ভাল বাসেন না, তাঁহাদের কার্য্য নিত্য নূতন, তাঁহোদের কার্য্যক্ষেত্র অনন্ত দূর প্রসারিত। তাঁহারা দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তাঁহাদের কথা পৃথিবীর নিকট নিত্য স্বর্গীয় সমাচার আনয়ন করে।

সাধু যাঁহাদের ইচ্ছা, সাধু যাঁহাদের কার্য্য তাঁহারা কার্য্যেতে বাক্যেতে ও ইচ্ছাতে মিলিত হইয়া যে পরস্পর বন্ধুত্ব লাভ করেন তাহা হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হন না। সাধুসঙ্গে বাস হইলে মানব উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তাহার মন উদার প্রশস্ত হয় ও সর্ব্বদা প্রভূত আনন্দ লাভ করে, জীবন সুখময় শান্তির আলয়-স্বরূপ হয়। সাধু লোকেরা সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাকে সমভাবে দেখেন, এবং সকল সময় মঙ্গলময় শ্রীহরির মঙ্গল ইচ্ছা-

তেই নির্ভরশীল থাকেন, ইহাই প্রকৃত ও প্রধান সাধুর লক্ষণ বলা যাইতে পারে। যাঁহারা সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাতে তাঁহার ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিতে পারেন না, তাঁহারা সাধুসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হয়েন। অসচ্চরিত্র ও অসাধু লোকেরা দিবানিশি বাহ্যিক আমোদ প্রমোদ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে ভাল বাসে, নিত্য একই রূপ আমোদ আহ্লাদে ব্যাপৃত থাকে; সুতরাং চিরদিন তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় না, দিবানিশি সুখ-বিলাসপ্রিয় ব্যক্তিগণ আপাততঃ অসৎসঙ্গপ্রিয় না হইলেও ক্রমে অসৎ সংসর্গে মিলিত হইয়া জীবনের কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত ও জীবনকে অধঃপতিত করিয়া থাকে। এইরূপে একবার অসৎ সঙ্গে মিলিত হইলে আর প্রায় সহজে উদ্ধার পাওয়া যায় না। অনেক নীতিপরায়ণ সচ্চরিত্র ব্যক্তি অপ্রীতিকর বোধ করিয়াও ঘটনা ও অভ্যাস বশতঃ কুসঙ্গে মিলিত হইয়া নিজ অমূল্য জীবনকে দুঃখময় ও ভারগ্রস্ত করিয়া ফেলেন। এইরূপ অসার সুখপ্রিয়তার অধীনে কত লোক যে চিরজীবন যাপন করে তাহার সংখ্যা নাই। বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত ও সর্ব্বজনপরিচিত কবিশ্রেষ্ঠ * * * হৃদয়ে অনেক গভীর ভাব ধারণ করিতেন ও তাহা সুন্দর কবিতায় ব্যক্ত করিয়া জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন, এবং সকলের আদরণীয় হইতেন। কিন্তু বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া নিজ জীবনকে ঘোর দুর্নীতির [illegible] নিমগ্ন করিয়া সমস্ত জীবন অসুখে ও সাধু মহাজনদিগের জীবন আদর্শ করিয়া তদ্ভাবাপন্ন হইবার জন্য ভগবানের নিকটে সরল প্রার্থনা করিতে পারিলে ঈশ্বর সাধুসঙ্গ মিলাইয়া দেন, এবং ঈশ্বর-প্রসাদে সাধক অলক্ষিত ভাবে সর্ব্ব সাধারণের আদরণীয় হন। ফলতঃ অসাধু সঙ্গে বাস করিয়া মানব আত্মহারা জীব হইয়া যায়, আর সাধুসঙ্গে বাস করিয়া মানব আত্মতত্ত্ব অবগত হন।

শ্রীমতী চ——
কলিকাতা।

তুমি।

তুমি পিতা তুমি পাতা, তুমি চির বিশ্বমাতা,
তুমি দেব সদা দয়াময়;
তুমি জীব শিব ধাতা, প্রেম পুণ্য শান্তিদাতা,
তুমি নাথ অনাদি অক্ষয়।
তুমি নিরাকার নিত্য, নির্ব্বিকার নিত্য সত্য,
প্রাণারাম সত্য নিরঞ্জন;
তুমি নাথ সারাৎসার, সুবিস্তৃত বিশ্বাধার,
দীনে দয়া কর বিতরণ।
তুমি অনাথের নাথ, তব পদে প্রণিপাত,
পাপী জনে দাও পরিত্রাণ;
পাপী তাপী ব'লে আমি, ওহে দয়াময় স্বামী,
তব পদে সঁপিছি হে প্রাণ।
অধমা তনয়া বলে, অপরাধ অবহেলে,
এ ক্ষুদ্র দাসীরে নাথ, দাও হে চরণ;
তোমার চরণতরি, জীবনে [illegible]
যাই চলি, নাথ কেন আমাকে

আজ তোমাদের বাটীতে আসিতে বলিয়াছিলে বলিলেন পটল ভাজা খাইবার জন্য, শুনিলাম ঐ পটল তুমি ভুবন বাবুকে পাঠাইয়াছ বুঝিলাম অবশ্যই ঐ পটল চিন্তামনের বাগানের দেখ কি আশ্চর্য্যরূপে তিনি আমাদের নিকট থাকিয়া আমাদের সরল কথা শুনেন। তবে এখন পত্র বন্ধ করি শেষ করিতে ইচ্ছা করি না বটে, কিন্তু মার ইচ্ছা পূর্ণ হউক তবে যাই কেমন? এখন, তবে গাড়ির আশা করি তোমরা মার কোলে ভাল আছ ছেলেদের ভালবাসা দিও তুমি আমার ভক্তিপূর্ণ ভালবাসা লও মেয়েরা ভাল।

করিতে কুণ্ঠিত না হও; যদি তুমি গৃহ-কর্ম্মে সুদক্ষা, রন্ধনকার্য্যে সুনিপুণা, পর-সেবানুরাগিণী হও; অপিচ যদি দেখিতে পাই তুমি দুঃখী কাঙ্গালের প্রতি দয়া, প্রতিবেশীর প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম, দাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেছ, তবে তোমাকে সুগৃহিণী বলিয়া সম্মান ও শ্রদ্ধা করিব।

যদি তুমি স্বামীকে নিজের প্রতি আসক্ত করিয়া না তুলিয়া ভগবানের প্রতি অনুরক্ত করিতে যত্নবতী হও; তাঁহার রোগ হইলে যেরূপ তৎশান্তির জন্য তুমি ব্যস্ত হইয়া থাক, তাঁহার জীবনে পাপের সঞ্চার দেখিলে তাঁহাকে পাপমুক্ত করিবার জন্য যদি তদ্রূপ ব্যাকুল হও, তাঁহার শরীরের সেবা অপেক্ষা আত্মার সেবায় যদি তুমি অধিকতর নিযুক্ত থাক, এবং তাঁহাকে লইয়া প্রতিদিন ভগবৎ প্রসঙ্গ ও সাধন ভজন করিতে আনন্দানুভব কর তাহা হইলে তোমাকে সুপত্নী বলিব।

যদি তুমি সদুপদেশ ও সুদৃষ্টান্ত দ্বারা স্বীয় বালক বালিকার চরিত্র সঙ্গঠন ও তাহাদিগকে সুনীতি শিক্ষা দান কর; যদি তাহারা তোমার নিকটে নিঃস্বার্থ ভাব, দীন দুঃখীর প্রতি সদয় ব্যবহার, কথার মিষ্টতা, ব্যবহারের কোমলতা, ধর্ম্মভীরুতা ও ঈশ্বরানুরাগ শিক্ষা করে, তাহা হইলে তুমি সুমাতা বলিয়া জগতে পরিচিত হইবে।

স্থানীয়।

কাছে যাইব? আপ... উপস্থিত হইতেছি। ভক্তিভাজন ... মহাশয় ও উপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমাকে যথাবিহিত কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে আজ্ঞা হয়।"

মহিলাদিগের রচনা।

সদসৎসঙ্গ।

মানবমাত্রই কোন না কোন রূপে একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকে, কেহ কখনও স্বাধীন থাকিতে পারে না। সকলেই পরস্পর পরস্পরের সাহায্য ও সহানুভূতির প্রার্থী। সুতরাং সকলেই সকলের সঙ্গ লাভ করিতে ইচ্ছা করে। সঙ্গের গুণে মানব জীবন সুখময় ও শান্তিময় হয়, আবার সঙ্গের দোষে জীবন দুঃখময় ও অশান্তিময় হয়। সাধু সঙ্গে বাস করিলে মানব জীবন সুখময় ও শান্তিময় হয়, আবার অসৎ সঙ্গে বাস করিল

লক্ষ্ণৌ—

৭।৬।৯১

অনন্ত পথের চিরসখা !

এখন বেলা ১১৷৷০টা (ঘটিকা) আহারের পর পড়িতে পড়িতে একটু নিদ্রা আসিয়াছিল, কএক মিনিট এখন তোমাকে পত্র লিখিব বলিয়া বসিয়াছি আজ রবিবার তুমি ও এখন বোধ হয়, আহারের পর বিশ্রাম করিতেছ ? আমি তোমার সহিত এখন গল্পকরি কেমন ? আজকার প্রার্থনা ছিল ফল পাকিয়াছে। মা ! আমাকে সেই সুমিষ্ট ফল খাইবার উপযুক্ত শীঘ্র কর। বিলম্ব সহে না। এমন শক্তি দাও যেন খুব দৌড়ে দৌড়ে যাইতে পারি। তোমার বড় ইচ্ছাকরে আমাদের দেখিতে, না ? কি হইবে যখন মা দেখাইবেন তখন দেখিবে আমিও বুঝিতে পারি যে তোমার ইচ্ছাকরে। আমার ও সময় সময় তোমার মত ইচ্ছা করে ; কিন্তু আমাদের ইচ্ছাত কিছুই নয়। মার ইচ্ছা পূর্ণ হউক বলিয়া তাঁর ভিতর তোমাকে দেখিতে চেষ্টাকরি, তুমি ও তাহাই করিও। যদি মার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি, আবার একত্র হইবে এই শরীর। আর ভয় কি ? আমরা ত আর দূরে নাই, এই যে মার কোলে দুইজনেই আছি, না ? তোমাকে নবেম্বর মাসে আসিতে বলিয়াছিলাম এই জন্য সেই সময় ছুটী হবে একেবারে তোমার সহিত যাইব। অক্টোবর মাসে আসিলে পাছে আমার মন তোমার সহিত যাইতে চায়। মন এখন অশাসিত, কেবল মার দোহাই দিয়া, ভয় দেখাইয়া, তাহাকে দাবাইয়া দাবাইয়া শাসনে রাখিতে হয়। এখন শুনিতেছি অক্টোবরেই পরীক্ষা হইয়া যাইবে। পরে ২০ দিন স্কুল খোলা থাকে তাহাতে পড়া হয় না। গান ইত্যাদি শিখান হয়, অর্থাৎ ২৫।২৬ সে নবেম্বর পরীক্ষার ফল বলিয়া দিয়া স্কুল বন্ধ হয় ইহা কতদূর সত্য জানিনা। সেই সময় সময় মেমকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক খবর পাইব, এখন অনেক সময় আছে। তাহা যদি হয় তাহা হইলে অক্টোবরেই তুমি আসিতে পার। কএক দিন বেড়াইয়া আমাদের লইয়া যাইতে পারো যাক তাহার এখন কি ? তোমার একা থাকিতে কষ্ট হয় না ? বাবুরা ও কর্ম্মকার মহাশয় গেলে তোমার একটু কষ্টহবে তা বুঝিতেছি। বেশ যখন যে ভাবে রাখিবেন সেই আমাদের ভাল। হয়ত আবার কিছু বন্দোবস্ত নূতন করিয়াছেন তাহারত আর খাওয়া পরা নাই কেবলই আমাদের লইয়া এইরূপে খেলা করিতেছেন। দেখ প্রকাশ, মা একা থাকিতে পারেন না। তুমি ভাবিওনা তোমার শরীর কিছু বাড়িতেছে। দেখ কেমন মজা ? এই তোমার ইচ্ছা হইয়াছিল আমাদের দেখিবার জন্য আর ভাবনা নাই আশা পুরিল যে আমার সকল সাধ মিটেগেল আশা পূরিল যে। আমার প্রাণে

আর কোন চিন্তাই অধিকক্ষণ স্থান পায় না। একচিন্তাতেই দিন রাত্র পূর্ণ হয়ে আছে। আমি যে এমন করিয়া একের চিন্তায় দিনরাত্র কাটাইতে পারিব ইহা অভাবের ভাবনা আর কিছু না হউক এই অকিঞ্চন জীবনখানা জগতের আশার স্থল করিয়া যদি রাখিয়া যাইতে পারি আমার পক্ষে তাহাও সুখের তুমি জান আর সেই অন্তর্যামীই জানেন যে আমি কি বস্তু, ছিলাম, কিছু না করিয়া কেবল যদি পড়ে থাকে দ্বারে, সেও মার হাতের খেলনা হইয়া সকল সংসারকে চিনিতে পারে যখন আমার পূর্ব্ব জীবনের কথা মনে হয়, আমি নিজেই আশ্চর্য্য হই অন্যে ত বুঝিতে পারিবেই না পড়ে থাকিলে যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না ইহা আমাকে দেখিলে আর জগৎ বলিতে পারিবে না কিন্তু তোমার মত সেথো চাই ফেলিয়া গেলে হইবে না। চিনির মত সেথো আর পীপ্‌ড়ার মত পথিক কেমন না ? এইত পরলোক। তোমার বড় সাধ ছিল, সশরীরে স্বর্গভোগ করিবে, তাহার দিন নিকট আসিতেছে। দেখ দেখি তুমি কত সুখী, আমিও সুখী, জীবন থাকিতে থাকিতে যে আপনাকে সুখী বলিতে পারিব, ইহা ভাবি নাই, কিন্তু এ জীবনে আর কিছু বাকী থাকিবে না। বেশ, আমিত তোমাকে বিবাহ করিয়া, অনেক চাহিতেছি, যে ধনের ক্ষয় নাই, সেই মাণিক চাহিতেছি, চির সধবা হই এই বর চাহিতেছি চাওয়াটা রহিল কি করিব মার কাছেও চাই। জানি যে মা দিবেন তবুও চাই না চাহিলে মন তৃপ্ত যেন হয় না যেমন মা তেমন ছেলে আমার আকুটে তোমরা কেন বিরক্ত হও, না। আমার বড়ই ইচ্ছা করে, তোমার কাছে চির দিন ছোট থাকি। আর আকুট করি। আমার বড় হইতে ইচ্ছা করে না। যখন পত্র লিখি তখন আমার ইচ্ছা হয় না, জ্ঞান ও বিবেচনার দ্বারা লিখিতে, যখন ইচ্ছা মনে আইসে, তখন তাহাই লিখিতে ইচ্ছা করে, তাই লিখি, তুমি কেমন করিয়া আমার পত্র পড়িয়া সুখী হও জানি না। আমি তো পাগলের মত লিখি। মা বেশ করিয়াছেন যেমন তার তেমনি। যেমন বাটী ছেড়ে কোথাও যাইতে ইচ্ছা করিতে না, তেমনি এমন স্থানে রেখেছেন যে একবারে অধীন। যে যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে এইরূপেই শিখায়। এই এখানে ভাগ্যে এনে ছিলেন, তাই কত শিখিলাম, যাহা বাটীতে কখনও শিখিতে পারিতাম না। আমার শিক্ষার জন্য এই পরিবারটী পর্য্যন্ত শিক্ষা পাইতেছে। বেশ, ইহাতে আমি খুব খুসি। একটি পরিবার যদি মার জন্য রাখিয়া যাইতে পার আর কি তোমার দুঃখ ? তোমার দুঃখ রাখিব না বলিয়া, এত দূরে আসিয়াছি, লোকের ছেলেতে নাম রাখে তোমার ঘোরী যেন তোমার নাম রাখিতে পারে এই আশীর্ব্বাদ কর। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। তোমাকে মাকে দিয়া

তবে অন্ত কার্য্য। বেশ হইয়াছে আমার আর কোন বাসনা আসিতে পারে না, এই মহা বাসনাতে প্রাণ পূর্ণ। হাঁ, কুটী মেমের থাকিবার বাঙ্গলা আমাদের বাটীর গায় লাগান। তোমাকে আর কি বেশি বলিব, আমি ব্যস্ত হইতেছি না। কিন্তু প্রয়োজন হয়ত তার দিও আলস্য করিও না। আরও যত্ন করিও আশা করি যত্ন করিলে ভাল হইয়া যাইবে। তবে আজ যাই, কেমন ?

তোমার
ঘোরী

তুমিই শান্তি।

Lucknow.
৩১।৭।৯১

এক!

তোমার ৩০সের পত্রখানি স্কুলেই পাইয়াছিলাম। বড়ই মিষ্ট লাগিল, যেন কি আছে। তোমার পত্রগুলি তো পত্র নয়, পত্রই তোমার ও আমার হৃদয়ের মিলন। তুমি আজ যাহা লিখিয়াছ জ্ঞানকে, আমিও কাল তাহাই তোমাকে লিখিয়াছি। যখন দেখি মা গুপ্তভাবে আমাদের এক করিতেছেন, তখন বড়ই আনন্দ হয়, কেমন হয় না ? এখন পত্রগুলির একে একে উত্তর দেই। আজ আমাদের শুক্রবার আজ অনেক কথা বলিব। আজ ৫ মাস অতীত হইল, মার কোলে কতই লীলা দেখিতেছি, আজ এস আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দেই, কারণ ৫ মাস নিরাপদে আনন্দের সহিত রোজ নূতন নূতন সুখে সুখি করিয়া রাখিলেন। এমন কে কাহাকে ভাল বাসিতে পারে ? যাক ২৭ শের উত্তর যখন প্রাণে বাজে তখন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক বলা শক্ত বটে, কিন্তু যাহাদের তাহা বলাই জীবনের কার্য্য, তখন বলিতেই হইবে। মা আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন, যত শক্ত আমাদের নিকট সহজ হউক। অঘোর প্রকাশের শুভ কার্য্যের উপর আশীর্ব্বাদ করুন। সঙ্গতে সকলেই যেন কথা কহেন প্রথম হইতে এই নিয়ম করিও এবিষয় তুমি ভালই জান। বেশ আমি খুব সুখি হইতেছি, তোমার নিত্য নূতন কার্য্য দেখিয়া। আরও সুখ হয় গত জুলাইতে তুমি কিরূপ পীড়িত ছিলে এবৎসর মা তোমার দ্বারা কি করিতেছেন তিনি যে কি করেন কিছুই বুঝা যায় না। এক এক সময় জানিতে ইচ্ছা করে, করে না ? না জানাই ভাল। না জানিলে সুখ বেশি হয় কেমন না ? ব্রজকুমার আসেন ত বারণ করিওনা। লতুর মাকে কিছুদিনের জন্য খগোলে রাখিলে, বেশ হবে কি বল ? যদি স্থান না হয় বাটীতে, আমার, ও যাহা ইচ্ছা তোমার ও তাহাই

(ক্রমশঃ)

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

৩য় ভাগ] আশ্বিন, ১৩০৪; অক্টোবর এদেশীয় মুচিদের সভায়। [১ম সংখ্যা

একটী মহিলার পরসেবা।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা ভ্রমণোপলক্ষে শিলচরে গিয়াছিলাম, তখন সেখানে একটী সুকোমলহৃদয়া পুণ্যবতী মহিলার আশ্চর্য্য পরসেবা কার্য্য দেখিয়া আমাদের মন একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিল, ঐক্ষণও স্মরণ হইলে দেবী বলিয়া তাঁহার প্রতি অন্তরে ভক্তির উদয় হয়। তিনি এদেশীয়া রমণী নহেন, চিরকৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বিনী ইয়ুরোপীয়া রমণী। তাঁহার নাম কুমারী উইলিয়ম বা উইল্‌সন হইবে (নামটি ঠিক স্মরণ হইয়া উঠিতেছে না)। এই দেবীপ্রকৃতি নারী পূর্ব্ববঙ্গের প্রান্তস্থিত শ্রীহট্ট ও কাছাড় প্রদেশের অজ্ঞান স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে শিক্ষাদান এবং দীনদুঃখী অনাথ আতুরদিগের সেবা করিবার জন্য প্রিয় জন্মভূমি, পিতামাতা আত্মীয় বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া দয়ার আবেগে সহস্র সহস্র ক্রোশ পথ সাগর পর্ব্বতাদি লঙ্ঘন পূর্ব্বক চলিয়া আসিয়াছেন। ইনি প্রথমতঃ ৪।৫ বৎসর শ্রীহট্ট নগরে সেবাব্রতে যাপন করিয়াছিলেন, পরে পার্ব্বত্যভূমি কাছাড় ডিষ্ট্রিক্টের প্রধান নগর শিলচরকে নিজের কার্য্যক্ষেত্র করিয়া লন।

এই কুমারী শ্রীহট্টে অবস্থান কালেই বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার বাঙ্গলাভাষার উচ্চারণ অনেক পরিমাণে শ্রীহট্টনিবাসী স্ত্রীলোকদিগের উচ্চারণের ন্যায়। শিলচরে একটী বালিকাবিদ্যালয় আছে। তাহাতে ভদ্র পরিবারের অনেক গুলি বালিকা বাঙ্গলা ও ইংরাজী লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া থাকে। পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেন, তাঁহা দ্বারা কার্য্য ভাল চলিতেছিল না। শ্রীহট্ট হইতে এই নারী শিলচর নগরে আসিয়া সেই বালিকাবিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিয়া বালিকাদিগকে রীতিমত শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন। কুমারীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সুকোমল ব্যব-

হার ও সুশিক্ষাদাননৈপুণ্যে অচিরকালেই বিদ্যালয়টির বিশেষ উন্নতি হয়। বালিকাগণ ইঁহার সদ্গুণে ও প্রীতি মধুর ব্যবহারে ইঁহার একান্ত বাধ্য হয়, এবং ইঁহাকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে থাকে। বর্ষাকালে অনেক সময় কাছাড় প্রদেশে দিবা রাত্রি অবিশ্রান্ত মুষলধারে বারিবর্ষণ হয়। শিক্ষয়িত্রী নগরের প্রান্তস্থিত নিজের আবাস হইতে ঘোরতর বৃষ্টিপাতের সময়ও পদব্রজে ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। আকাশের [illegible] পথের কি আছে। তোমার [illegible] করেননা। এক দিন কেহ ইঁহাকে বৃষ্টিজলে সিক্ত হইয়া বিদ্যালয়ে আসিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন; "আপনার এরূপ বৃষ্টির সময় স্কুলে আসা উচিত নয়, বৃষ্টির কিঞ্চিৎ বিরাম হইলে আগমন করা সমুচিত।" তাহাতে তিনি বলেন, "আমি শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রীগণ আমার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া থাকে। যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত না হওয়া কি শিক্ষয়িত্রী কি ছাত্রী উভয়েরই নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য।" কুমারী প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করিয়া মধ্যাহ্নে বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে সিলাই কার্য্য ইত্যাদি শিখাইয়া থাকেন।

উক্ত কুমারী রীতি পূর্ব্বক চিকিৎসা শাস্ত্র ও ধাত্রীবিদ্যা অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন। ইনি চিকিৎসা ও ধাত্রীকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিনী। শিলচর নগরের অদূরে ইতস্ততঃ বহু চা বাগিচা বিদ্যমান। সেই সকল বাগিচায় সহস্র সহস্র কুলী স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদের কাহার গুরুতর পীড়া হইলে প্রধানতঃ ইনিই যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করেন। ইঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যে আমরা শুনিয়াছি অনেক উপায়হীন রোগী দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে। দরিদ্র রোগীদিগকে ঔষধ পথ্যাদি ইনি নিজেই যোগাইয়া থাকেন। কোন কুলী স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনা হইয়াছে, নিশীথ সময়েও এই সংবাদ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ ইনি ২।৩ মাইলের পথ পর্য্যন্ত দৌড়িয়া গিয়া সেই নারীর ধাত্রীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে ইঁহার কিঞ্চিন্মাত্র কখন বিরাগ নাই, বরং প্রচুর উৎসাহ। একদিন নদীর অপর তীরে একটী কুলী নারীর প্রসব বেদনা হয়, ইনি সংবাদ পাইবামাত্র নদী পার হইয়া দুর্গমপথে জল কাদা ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই মহিলা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অতি কদাকার তিনটি মাতৃহীন কুলী বালককে মাতৃবৎ অনুপম স্নেহে প্রতিপালন করিতেছেন, সেই সকল বালককে আমাদের মহিলাগণ স্পর্শ করিতে বা নিকটে আসিতে [illegible] করিবেন। সেই পরমা সুন্দরী ইয়ুরোপীয়া যুবতী তাহাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাহাদিগের মুখচুম্বন পর্য্যন্ত করেন, তাহাদিগকে স্বহস্তে স্নান করান, খাওয়ান ও কাপড় পরাইয়া থাকেন, পায় জামা চাপকান ও পাগড়ী পরাইয়া সুসজ্জিত করেন। ইঁহাকেই বলে রমণীরত্ন।

চীনদেশীয় লোকের ভোজন পান।

রন্ধন ও ভোজনপানাদির ব্যবস্থার ভার সচরাচর প্রত্যেক পরিবারে কর্ত্রীর উপরেই ন্যস্ত থাকে। বঙ্গীয়া গৃহিণী রন্ধননিপুণা ও সেবাপ্রিয়া হইলে তাঁহারা শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী ও পুত্র কন্যাদির জন্য স্বয়ং যত্নপূর্ব্বক নানা প্রকার সুরস ব্যঞ্জনোপকরণাদি রন্ধন করেন, এবং স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল গৃহিণী রন্ধনাদিতে অপটু বা যাঁহারা আলস্যপরায়ণা, কিংবা অন্য নানা কার্য্যে বিব্রত থাকেন, অথবা একার্য্যে সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করিতে কষ্ট বোধ করেন, বা রন্ধনাদিকে নীচকার্য্য মনে করেন, অর্থব্যয়ে পাচক পাচিকা রাখিতে সমর্থা, তাঁহারাও কিরূপ ভোজ্যসামগ্রী ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইবে প্রতিদিন অন্ততঃ তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকেন, এবং তদ্বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান লন। কিন্তু সেবানুরাগিণী বড় ঘরের গৃহিণীও পরিবারস্থ আত্মীয় অন্তরঙ্গের জন্য স্বহস্তে ন্যূন কল্পে ২।১টি ব্যঞ্জন প্রস্তুত না করিয়া কেবল বেতনভোগী পাচকের উপর নির্ভর করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। ভোজনপানাদির আয়োজন-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে নারীদিগেরই বিশেষ হস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের বুদ্ধি, বিবেচনা ও নিপুণতা এবং হৃদয়ের অনুরাগের উপর পরিবারস্থ লোকের ভাল খাওয়া সাধারণতঃ নির্ভর করে। এবার আমরা চীনদেশীয় লোকের ভোজন পানের বৃত্তান্ত বঙ্গমহিলাদিগকে উপহার দিতেছি। দেখি চীনে লোকদিগের ব্যঞ্জনাদি ভোজ্যোপকরণের মধ্যে কোন একটা উপকরণ তাঁহাদের পছন্দ হয় কি না, এবং তাহা প্রস্তুত করিয়া স্বামী ও পুত্র কন্যাদিগকে খাওয়াইতে পারেন কি না।

মহানগরী কলিকাতায় ব্যবসায়াদি উপলক্ষ করিয়া চীনদেশীয় বহুসঙ্খ্যক লোকবাস করে। তন্মধ্যে অধিকাংশ চীনে পুরুষ মুচীর কার্য্য করিয়া থাকে। কলিকাতাস্থ এদেশীয় মুচীদিগকে সাধারণতঃ যেমন দেখা যায় যে একখানা মলিন নেকড়া পরিধান করিয়া জঞ্জালপূর্ণ দুর্গন্ধময় একটি সংকীর্ণ কুড়ে ঘরে ২৫।৩০ জন দিবা রাত্রি একত্র বসিয়া জুতার কাজ করিয়া থাকে, তাহাদের অবস্থা ও তাহাদের ঘর বাড়ী দেখিলে সেই সকলকে জীবন্ত নরক বলিয়াই বোধ হয়, চীনে মুচী সেরূপ নহে। তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দ্বিতল অট্টালিকায় বাস করে, চেয়ারে টানা পাখার নীচে বসিয়া টেবেলের উপর জুতা শিলাই করিয়া থাকে, এবং এক এক জন চীনে মুচীর অধীনে অনেকগুলি এদেশীয় মুচী কাজ করে। তাহাদের নির্ম্মিত বিনামা সকল দোকানে গ্লাস কেসে সুন্দররূপে সজ্জিত থাকে। চীনে মুচীদের ঘরের জুতা, অতিশয় মজবুত ও সুন্দর এবং অপেক্ষাকৃত সুলভ, এজন্য তাহাদের দোকানে অনেক ভদ্রলোক জুতা ক্রয় করিতে যান। শ্রুত আছি, পল্লীগ্রাম হইতে এক জন শুদ্ধ শান্ত ব্রাহ্মণ কলি-

পাতিয়ালার মহারাজ প্রভৃতি কতিপয় বিক্রম শালী দেশীয় ভূপতি মহারাণীর প্রতি আন্তরিক ভক্তিবশতঃ স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার শত্রুদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। আশা করি অসভ্য লোকেরা অচিরেই উপযুক্ত শিক্ষা পাইবে। মহারাণী এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, সর্ব্বদা তিনি ভারত সেক্রেটারির নিকটে যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়া থাকেন।

আমাদের সতী সাধ্বী মহারাণী বিধবা হওয়ার পর অবধি এ পর্য্যন্ত নৃত্য গীতাদির আমোদে যোগদান করেন নাই। কেবল বিগত জুবিলীর সময় তাঁহার ভৃত্য ও মুটে মজুরগণ যে আনন্দ উৎসাহে নৃত্য করিয়াছিল তাহা দর্শন করিয়াছিলেন।

স্বর্গগতা মহারাণী স্বর্ণময়ীর বিস্তীর্ণ জমীদারীর ভার তাঁহার ভাগিনেয় মহারাজ মণীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত জমীদারীর এক্ষণ প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী মহারাণীর শ্বশ্রূমাতা রাণী হরসুন্দরী। তিনি নবতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা, কাশীধামে বাস করিতেছেন, এই জমীদারীর ভার গ্রহণে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করায় মণীন্দ্রনাথ তার প্রাপ্ত হইয়াছেন। আশা করি মহারাজ মণীন্দ্রনাথ মহারাণীর দয়া ও স্বদেশহিতৈষিতাদি গুণের অনুসরণ করিয়া তাঁহার ন্যায় পুণ্য ও দিগন্তব্যাপিনী অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবেন।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে পাঠিকাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয় বন্ধু মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যাটি স্বীয় জনক জননী ও স্বামীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি একটি ১২ মাসের শিশু সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। জগজ্জননীর স্বর্গগতা কন্যার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন এবং শোকভারাক্রান্ত আত্মীয়গণের অন্তরে সান্ত্বনা প্রেরণ করুন।

বিশেষ নিবেদন।

বহু সঙ্খ্যক গ্রাহক ও গ্রাহিকা হইতে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া মহিলার মূল্য পাওয়া যাইতেছে না। অনেকের নিকটে প্রথম বৎসরের মূল্যও অনাদায় রহিয়াছে। বার্ষিক সামান্য ২৲ মূল্যের জন্য বার বার পত্র লিখিতে আমাদের অতিশয় ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। গ্রাহক গ্রাহিকা মহোদয় মহোদয়াগণ দয়া করিয়া অবিলম্বে স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন, এই বিশেষ নিবেদন ও প্রার্থনা।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

৩য় ভাগ] কার্ত্তিক, ১৩০৪; নবেম্বর ১৮৯৭। [৪ সংখ্যা।

ধার্ম্মিক দম্পতী।

আরব্য গ্রন্থবিশেষ হইতে এই আখ্যায়িকাটী গৃহীত;—ইহুদিকুলে এক জন সাধু যুবাপুরুষ ছিলেন, তিনি একটী সাধ্বী পত্নী লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি এরূপ দৈববাণী হয় যে, "তোমার অর্দ্ধজীবনে তোমাকে ধন সম্পদ্ দান করা যাইবে, অর্দ্ধজীবন তোমাকে দরিদ্র করিয়া রাখা হইবে। যদি তুমি এই যৌবন কালে সম্পদৈশ্বর্য্য গ্রহণ কর, নিশ্চয় তবে বার্দ্ধক্যে তোমাকে নিঃস্ব হইয়া থাকিতে হইবে, এবং বৃদ্ধবয়সে সম্পদ্ লাভে প্রস্তুত হইলে যৌবন কালে তোমাকে দারিদ্র্য স্বীকার করিতে হইবে।" যুবক স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নিকটে যাইয়া এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে যুবতী বলিলেন, "এ বিষয়ে তোমার অধিকার হইয়াছে, তুমি কিরূপ বিবেচনা কর?" তখন যুবক পত্নীকে বলিলেন, "আমি এই যৌবনকালেই দরিদ্রতা স্বীকার করা সঙ্গত মনে করিতেছি। যেহেতু এই সময়ে দুঃখ দারিদ্র্যে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আমরা সাধন ভজনে রত থাকিতে সমর্থ হইব, এবং যখন বৃদ্ধ হওয়া যাইবে, তখন যে অর্থ সম্পত্তি লাভ করা হইবে তাহা দ্বারা আমরা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া দেহকে সবল রাখিতে পারিব, এবং নির্ব্বিঘ্নে আমাদের সাধন ভজন চলিবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া সাধ্বী যুবতী বলিলেন, "নাথ, যদি তুমি যৌবনে দারিদ্র্য দশাপন্ন হও, তবে ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনায় তুমি সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে পারিবে না। কেন না তোমাকে জীবিকাসংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইবে, ধর্ম্ম কর্ম্মে তুমি অবকাশ পাইয়া উঠিবে না ও তোমাদ্বারা ধর্ম্মার্থ দান অসম্ভ হইবে। যদি আমরা যৌবন কালে সম্পদ্ লাভের অধিকারী হই, তবে সাধন ভজন ও সৎকার্য্য সকল

শারীরিক ও আর্থিক বলে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব। বার্দ্ধক্য দূরের কথা, বৃদ্ধ কালের বিষয় এক্ষণ ভাবিবার প্রয়োজন নাই। উপস্থিত যৌবনে যাহাতে আমাদের ধর্ম্মোন্নতি হয় সর্ব্বাগ্রে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।" স্বামী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, তোমার অভিমত সুসঙ্গত, আমি তোমার মতানুসারেই চলিব।" পত্নীর মন্ত্রণানুসারে পতি যৌবন কালেই সম্পদ্ গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। স্বামী স্ত্রী এ বিষয়ে ঐকমত্যস্থাপন করিলে পুনর্ব্বার দৈববাণী হইল, "তুমি যখন সস্ত্রীক ঈশ্বরানুগত্যকে শ্রেয়ঃ বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, এবং আমার সাধন ভজনে তৎপর থাকিতে একান্ত যত্নবান্ হইয়াছ ও শুভকার্য্যে তোমাদের উভয়ের দৃঢ় সংকল্প হইয়াছে, তখন আমি তোমাদের সমগ্র জীবন ধন সম্পদে পূর্ণ রাখিব। অতএব তুমি সস্ত্রীক সাধন ভজন ও দান ধর্ম্মে রত থাক, এবং স্বেচ্ছানুসারে দীন দুঃখীদিগের সেবায় ও অন্যান্য সৎকার্য্যে ধন নিয়োগ কর। ইহাতে ইহ পরলোকে তোমাদের উভয়ের আনন্দ ও শান্তি বর্দ্ধিত হইবে।"

এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য এই যে, যে দম্পতী ধর্ম্মকে ও ঈশ্বরকে জীবনে শ্রেষ্ঠতা দান করেন—ভগবান্‌কে জীবনের প্রধান লক্ষ্য করেন, উভয়ে একপ্রাণ হইয়া ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত থাকেন, প্রেমময় ঈশ্বর তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সংসারে তাঁহাদের সকল অভাব মোচন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐহিক পারত্রিক কুশল শান্তি বিধান করেন।

সুখের হিন্দুপরিবার।

লোকে কথায় বলে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।" এক মাতার গর্ভজাত এক মাতৃক্রোড়াশ্রিত এক গৃহে প্রতিপালিত দুই ভ্রাতা পরে সচরাচর একত্র থাকিতে পারেন না। উভয়ের বিবাহ হইলে পরস্পর বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। সাধারণতঃ জায় জায় বনিবনাও হয় না, তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছেদ ও বিবাদ ঘটাইয়া থাকেন। তখন ভাইয়ে ভাইয়ে একান্নভুক্ত হইয়া এক পরিবারে বদ্ধ থাকিতে পারেন না, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য হন। সর্ব্বত্র পারিবারিক বিচ্ছেদের কেবল এই কারণ নহে, অন্য কারণও আছে। বিমাতা ও ভ্রাতাদিগের পরস্পরের দোষেও বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়া পরিবারকে ছারখার করে। অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও পরিবার হইতে বধূরূপে আগতা কন্যাগণই এক পরিবারে সম্বদ্ধ হইয়া অধিক দিন সম্মিলিত ভাবে স্থিতি করিতে পারেন না, যে বধূ স্বামীর একান্ত সোহাগিনী, অথচ তাঁহার মন প্রশস্ত নয়, মনে দ্বেষ হিংসা প্রবল, প্রথমে তিনিই স্বামীকে মন্ত্রণা দিয়া বিবাদ বিচ্ছেদে প্রবৃত্তি দান করেন। কর্ণে গুরুমন্ত্রের ন্যায় পতি প্রিয়তমা পত্নীর মন্ত্রণা আদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন কিন্তু স্বামী বিবেকী, প্রেমিক এবং

ব্যবহারিক শান্তি কুশল ও সম্মিলনপ্রিয় হইলে ভার্য্যার কুমন্ত্রণা ও কুহকে কখন ভোলেন না। এরূপ দৃঢ়নিষ্ঠ সৎপুরুষ বিরল। অধিকাংশ স্থলে স্বামী স্ত্রীর মন্ত্রে দীক্ষিত ও স্ত্রীর শিষ্য। একজন ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত স্বীয় কনিষ্ঠ ভাইকে বিবাহ করাইতে বরযাত্রিক হইয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার একজন বন্ধু পথে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোথা যাচ্ছ ভাই?" তিনি তদুত্তরে বলেন, "ভাইকে বেভাও করাইতে চল্‌ছি।" অর্থাৎ ভাই সদ্ভাবে ছিলেন, এক্ষণ তাঁহাকে বিবাহিত করাইয়া বে ভাব—অসদ্ভাবাপন্ন করাইতেছি; অতঃপর ভাইয়ের সঙ্গে সদ্ভাবে একত্র থাকা যাইতে পারিবে না। কোন এক পরিবারে দুই সহোদর ভ্রাতা সস্ত্রীক একত্র বাস করিতে ছিলেন, জ্যেষ্ঠ তাদৃশ উপার্জ্জনশীল ছিলেন না, কনিষ্ঠ ক্রমে বেশ দুটাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। বিশেষ ভাবে তাঁহারই অর্জ্জিত অর্থে পরিবারস্থ সকলে স্বচ্ছলমতে সুখে জীবন যাপন করিতেছিলেন। কনিষ্ঠের পত্নী নিতান্ত পরশ্রীকাতরা ও স্বার্থপরা ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, "আমার তিনিই অধিক টাকা উপার্জ্জন করেন, বড় জা, ভাসুর ঠাকুর ও তাঁহার ছেলে মেয়ে, আমার তিনির রোজগারের টাকা বসে বসে ধ্বংস করিতেছেন। এ দিকে আমার একখানা ভাল বোম্বাই শাড়ী, ২।৪ খানা হীরে মুক্তার গহনা জুটিয়া উঠিতেছে না। তাঁহাদের জন্য আমার টাকার টানাটানি হইতেছে। ভাসুর ঠাকুরের সঙ্গে একত্র থাকিলে আমার কিছুতেই সুখ সুবিধা হইবে না, অতএব তাঁহাদের হইতে পৃথক হইতেই হবে।" তিনি এই সংকল্প করিয়া জার বিরুদ্ধে ও ভাসুরের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া পৃথক হইবার জন্য স্বামীর কর্ণে মন্ত্র দান করিতে লাগিলেন। স্বামী সুবোধ দৃঢ়চিত্ত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একান্ত ভক্ত এবং ভ্রাতৃবধূর অনুগত ছিলেন, তিনি পত্নীর মন্ত্রণায় টলিলেন না। লক্ষ্মী বউ মা নানা প্রকার চেষ্টা যত্নে পতিকে নিজের মতে আনিতে না পারিয়া অগত্যা কান্না জুড়িয়া দিলেন, মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন "আজই ভাসুর ঠাকুর হইতে ভিন্ন না হইলে আমি অন্ন জল গ্রহণ করিব না, আমি অনাহারে প্রাণ দিব।" গৃহে হুলস্থুল ব্যাপার। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! ব্যাপারটা কি?" কনিষ্ঠ তাঁহাকে সবিশেষ জানাইতে বাধ্য হইলেন। দাদা ভাইকে বলিলেন, "ভাই, বৌ মার মনে আর কষ্ট দিও না, ঘরে অশান্তি বাড়াইও না, এখনি তুমি আমা হইতে পৃথক হও।" কনিষ্ঠ দাদার অনুজ্ঞানুসারে পৃথক হইতে সঙ্কল্প করিয়া স্ত্রীকে যাইয়া বলিলেন, "তুমি কেঁদ না, শান্ত হও। আজই পৃথক হওয়া যাইতেছে। সম্পত্তির এই প্রকার বিভাগ করা গেল, নগদ টাকা বস্ত্রালঙ্কার তৈজসপত্র ঘর বাড়ী ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী এক ভাগ, এবং আমি এক ভাগ। সম্পত্তি এরূপ দুই ভাগে বিভক্ত, তুমি প্রথম ভাগ গ্রহণ করিবে, না দ্বিতীয় ভাগ?

যদি প্রথম ভাগ অর্থাৎ টাকা কড়ী বস্ত্রালঙ্কার ইত্যাদি গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমাকে তুমি পাইবে না, আমি দাদার ভাগে পড়িব, এবং আমাকে লইলে প্রথম ভাগের অন্তর্গত কোন দ্রব্য তুমি পাইবে না।" ছোট বউ মা ভাবিলেন, "প্রথম ভাগটী মেরে বসি, তাহা হইলে জার আর কিছুই থাকিবে না, তিনি আচ্ছা জব্দ হবেন, আমার দ্বারে অন্ন বস্ত্রের ভিকারিণী হইবেন। আমার স্বামী তো আমারই, তিনি আর কার হতে পারেন? দুই ভাবেই আমার হইবে, তাহা হইলে আমি যে ডঙ্কা মারিলাম, খুব জিতিলাম।" ছোট বধূ মনে মনে এরূপ কল্পনা করিয়া পতিকে বলিলেন, "প্রথম ভাগই আমার হইল।" ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ছোট বাবু সমুদায় সম্পত্তি ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁহার পরিবার সহ পল্লীস্থ এক বন্ধুর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি ভ্রাতৃসহ বাস করিতে লাগিলেন। নিজের বাড়ীতে একবার উঁকি মারেন না। ক্রমে চারি দিন পাঁচ দিন ও সপ্তাহ গত হইল। স্বামীর সাক্ষাৎ না পাইয়া ছোট বধূ গৃহে একা পড়িয়া ছট ফট করিতে লাগিলেন, বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার জন্য পতির নিকটে পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইয়া অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি দাদার ভাগে পড়িয়াছি, আমি আর এক্ষণ তোমার নই, দাদার হুকুম ভিন্ন আমি তোমার নিকটে যাইতে পারিতেছি না, তাঁহার হুকুম পাইতেছি না।" ছোট বউ ক্রমে এক পক্ষ কাল প্রতীক্ষা করিয়া স্বামীর দেখা না পাইয়া চারি দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। পরে অন্য উপায় না দেখিয়া ব্যগ্রতা সহকারে বলিয়া পাঠাইলেন, আমি তোমাকে ছেড়ে টাকা কড়ী কাপড় গহনা থালা বাটী ইত্যাদি চাহি না, তুমি আমার কাছে চলে আইস, আমি নাকে খত দিতেছি, আর এরূপ আমি ঘর ভাঙ্গিব না, তুমি গৃহে ফিরে এস বড় জার সঙ্গে পূর্ব্বের মত একান্নভুক্ত হইয়া থাকিব।" ছোট বাবু যখন দেখিলেন প্রিয়তমা খুব জব্দ হইয়াছেন, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁহার পরিবার সহ বাড়ীতে আসিয়া পূর্ব্ববৎ এক পরিবারভুক্ত হইয়া রহিলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বার্থপর নীতি জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে একত্র একান্নভুক্ত হইয়া থাকিতে বিধি দেয় না। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" সভ্যতার মূল মন্ত্র। বর্ত্তমান যুগের সভ্য পুরুষেরা মাকে পর্য্যন্ত "বাবার পরিবার" বলিয়া বিদায় করিয়া দেন, এরূপ শুনা যায়। অপর লোকের আর কথা কি? পরিবারস্থ সকল বয়ঃস্থ পুরুষের তুল্য উপার্জ্জনশীল হওয়া অসম্ভব। এক এক জনের যোগ্যতা ও ক্ষমতার তারতম্যানুসারে অর্থোপার্জ্জনেরও তারতম্য হইয়া থাকে। যে ভ্রাতার অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা অল্প তিনি অধিক উপার্জ্জনশীল ভ্রাতার সঙ্গে একান্নভুক্ত থাকিতে পারিবেন না, ইহা অতি দূষিত নীতি। কেহ অলস ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া চিরকাল অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকেন, ইহা কখন প্রার্থনীয় নহে। এরূপ যাহাতে না হয় তাহার উ[illegible]

লম্বনীয়। অথচ এক পিতা বা পিতামহের সন্তান সকলে এক পরিবারভুক্ত হইয়া সদ্ভাবে সুখে শান্তিতে কালযাপন করেন, এ দৃশ্য অতি মনোহর। এই স্বার্থপর পাশ্চাত্য সভ্যতার যুগেও এই সুন্দর দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমরা এস্থলে একান্নভুক্ত দুইটি বৃহৎ হিন্দু পরিবারের বৃত্তান্ত উদাহরণস্বরূপ বিবৃত করিতেছি। একটি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবার, অপরটি নিম্নশ্রেণীস্থ কৃষক পরিবার।

১। সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কুলোদ্ভব আমাদের এক জন বন্ধু ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জে ওকালতি কার্য্য করেন। সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত পল্লীবিশেষে তাঁহার নিবাস। তাঁহার গর্ভধারিণী পরলোকগতা শাশুড়ী ও খুড়ীমা বিদ্যমান। তিনি সহোদরমাত্র ভ্রাতা ও দুই জন খুড়তত ভ্রাতা সহ একান্নভুক্ত। এই সাত ভ্রাতার মধ্যে চারি ভ্রাতা বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তানাদি হইয়াছে। এই চারি জনে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। সকলের উপার্জ্জিত ব্যয়াবশিষ্ট অর্থ উক্ত বন্ধুর বিমাতার হস্তে গচ্ছিত থাকে। অন্য স্বতন্ত্র তহবিল নাই, নিজের উপার্জ্জিত অর্থ বলিয়া দাবি করিয়া কেহ নিজের নিকটে রক্ষা করেন না। বিমাতা অতি বুদ্ধিমতী, সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী, তিনিই গৃহকর্ত্রী ও পরিবারের অভিভাবিকা। তিনি সপত্নীগর্ভজাত পুত্র উক্ত বন্ধুকে স্বীয় গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। বন্ধুও তাঁহাকে মাতৃনির্ব্বিশেষে একান্ত ভক্তি করেন। তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা চতুষ্টয় মাতা অপেক্ষা খুড়ীমার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত। পিতৃব্য পত্নীও তাঁহাদিগকে আপন গর্ভের সন্তান অপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন, এবং তাঁহার গর্ভজাত সন্তানগণ জ্যেঠী মার একান্ত অনুগত। জ্যেঠীমাও তাঁহাদিগকে নিজের পুত্র অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। তদ্ভিন্ন উক্ত বন্ধুর দুই ভগিনী সন্তান সহ সেই পরিবারভুক্ত। সেই পরিবারের পুরুষদের বা মেয়েদের মধ্যে কখন কোন কারণে বিবাদ কলহ হয় নাই। সকলে পরস্পর মধুর প্রীতিতে সম্বদ্ধ। কেহ কাহার অবাধ্য নহেন। বধূগণ যেন এক একটী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী! এই পরিবারে চিরসুখ শান্তি বিরাজিত।

৩। ময়মনসিংহ জিলার বাজিতপুর থানার অন্তর্গত সিংহপুর গ্রামে কৈবর্ত্ত বা চণ্ডালশ্রেণীস্থ এক বৃহৎ কৃষকপরিবার ছিল। পরিবারস্বামী বৃদ্ধ পুরুষের পরলোক হওয়াতে সেই পরিবার এক্ষণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। তিনি যখন বিদ্যমান ছিলেন, তখন তাঁহার পরিবারমধ্যে পুত্র কন্যা পুত্রবধূ পৌত্র ও পৌত্রী ইত্যাদিতে ন্যূনাধিক ৬০।৭০ শত লোক একান্নভুক্ত ছিল। তাঁহার বাড়ী একটী পল্লী বিশেষ ছিল, ৫০।৬০টি বধূ সম্মিলিত ভাবে তাঁহার আলয়ে বাস করিতেন। এতগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ছিল যে, নদীর ঘাটে স্নান করাইতে লইয়া যাইবার সময় এক বার গণনা করা হইত, গৃহে ফিরিয়া আনিবার সময় আর একবার একটি একটি করিয়া গুণিয়া লওয়া হইত ছেলেরা

দের প্রমুখাৎ উভয় পক্ষের পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবক পাত্রী ও পাত্রের রূপ গুণাদির তত্ত্ব অবগত হইয়া সম্বন্ধ স্থির করেন। তাঁহারা বর ও কন্যার মতামতের উপর কোন নির্ভর করেন না। কিন্তু সে দেশে পাত্রীকে পাত্রের বয়ঃকনিষ্ঠ হইতেই হইবে। বঙ্গদেশের হিন্দু ঘরের পাত্রী বাল্যাবস্থাতেই পাত্রস্থা হইয়া থাকেন। কুলীন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর লোক আপন কন্যাকে যৌবন কাল পর্য্যন্ত অবিবাহিতা অবস্থায় রাখেন না। কিন্তু বিহার দেশের লোকেরা যৌবনকাল পর্য্যন্ত কন্যাকে আবশ্যকমতে অবিবাহিত রাখিতে সঙ্কুচিত হন না। বঙ্গদেশে একটি কুৎসিত প্রথা এই যে, বিবাহের পরই বালিকা পাত্রী, পাত্রের গৃহে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করেন, কিন্তু বিহার দেশে তাহা হইতে পারে না, যৌবনকালে পাত্রীর বিবাহ হইলেও ২।৪ মাস বা ২।১ বৎসর পরে পাত্রী পতিগৃহে গমন করেন। এ পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে বাস করিয়া থাকেন। বালিকা পত্নী সম্বন্ধে তো কোন কথাই নাই। সে বয়ঃপ্রাপ্তা না হওয়া পর্য্যন্ত কখন পতিগৃহে যাইতে পারে না। ইহা অতি সুনিয়ম। পাত্রীকে স্বামীগৃহে প্রথম লইয়া যাইবার দিন তাঁহার পিত্রালয়ে উৎসব হইয়া থাকে, আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবেরা ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হন। পাত্রীর এইরূপ পতিগৃহে প্রথম যাত্রার ব্যাপারকে "গহেনা" বলে। গহেনা ব্যাপারে পাত্রীর পিতাকে যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিতে হয়। ইহা মোসলমানদিগের অনুকরণ। ভদ্র মোসলমানেরা কন্যাদিগকে তাঁহাদের বিবাহের অব্যবহিত পরে কখন স্বামিগৃহে প্রেরণ করেন না, কিয়ৎকালান্তে পাঠাইয়া থাকেন। পাঠাইবার দিন ভোজোৎসব হয়। এই ব্যাপারকে আরব্য ভাষায় "জফাক" বলে। হজরত মোহম্মদ আয়শা দেবীকে তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিবাহ করিয়াছিলেন, ৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মদিনা নগরে তাঁহার জফাক হইয়াছিল।

বিহারপ্রদেশস্থ ভদ্রসমাজের বর মহাঘটা করিয়া বিবাহ করিতে পাত্রীর পিত্রালয়ে গমন করেন। অবস্থানুসারে বর যাত্রার জাঁক জমক হইয়া থাকে। বহু লোক জন যান বাহন সুসজ্জিত মাতঙ্গ তুরঙ্গাদি ও নানাবিধ বাদ্যকর ধনী পরিবারের বরের সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধরূপে যাত্রা করে। বরযাত্রকে সে দেশীয় লোকেরা "বরাত" বলে। বরাতে বর পক্ষ সাধ্যানুসারে অর্থব্যয় না করিয়া থাকিতে পারেন না। বর পাত্রীর পিতৃভবনের সন্নিহিত হইলেই পাত্রীর পিতা বা অন্য অভিভাবক অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া গ্রহণ করেন। তৎপর বর নির্দ্দিষ্ট আবাসে যাইয়া উপবিষ্ট হন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের অবস্থিতির জন্য বিবাহ বাটীর বাহিরে প্রশস্ত স্থানে পটমণ্ডপাদি স্থাপিত হয়, তাহারা সে স্থানে আসিয়া সভা করিয়া বসেন, তথায় নর্ত্তকীর নৃত্য গীত হয়, অনেক প্রকার বাজি জ্বালান হইয়া থাকে। নিশীথ সময়ে অন্তঃপুরে গোপনে

বিবাহ হয়, বিবাহানুষ্ঠান অপর লোকের দেখিবার সাধ্য নাই। বিবাহোপলক্ষে অন্তঃপুরে মহিলারা ঢোলক ও মন্দিরা বাজাইয়া গান করেন। ঢাকা, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের স্ত্রীলোকেরা বিবাহাদ্দি মঙ্গলকার্য্যের সূচনা হইতে অনেক দিন ব্যাপিয়া তার স্বরে সঙ্গীত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা বিহার প্রদেশস্থ নারীদিগের ন্যায় আপনাদের মঙ্গল সঙ্গীতে ঢোলক ও মন্দিরাদি বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করেন না।

বাঙ্গালীরা বিবাহাদি উৎসবে নিমন্ত্রিত লোকদিগকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইয়া থাকেন। বিহারী লোকদিগের বিবাহানুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অল্প খোরাকির ব্যবস্থা। কোন কোন বাঙ্গালি বন্ধু বিহারী লোকদিগের বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইয়া খাইতে না পাইয়া ক্ষুধায় বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। তামাক তাম্বূল ও আতর গোলাপ দানে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে আদর করার বেশ ব্যবস্থা আছে, এরূপ আনন্দোৎসবে অন্ন দানে ক্ষুধা নিবৃত্তি করার ব্যবস্থা নাই। বিহার প্রদেশে হিন্দু বিবাহে মোসলমান ভদ্র লোকদিগের নিমন্ত্রণ ও আদর অভ্যর্থনা যথেষ্ট হয়। মোসলমানের সঙ্গে হিন্দু একাসনে একত্র বসিয়া তাম্বূলাদি সেবন করেন; ইহা তাঁহারা দূষ্য মনে করেন না। সে দেশে ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তু ইতর জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ বাহুল্যরূপে প্রচলিত। এক একটী বৃদ্ধা নারী বিধবা হওয়ার পর ৪।৫টি সন্তান সহ পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং সে দেশে ইতর লোকের বংশ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ২।৪ টাকা ব্যয়েই এরূপ বিধবা-বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গ দেশের বাগ্দি ও চণ্ডাল জাতির মধ্যে কদাচিৎ বিধবাবিবাহ হয়। অপর জাতিতে বিধবা-বিবাহ অপ্রচলিত। ইহার উপসংহার আগামীতে প্রকাশ্য।

এক নারীর বীরত্ব।

(ঐতিহাসিক তত্ত্ব)।

হেজ্রির প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে হজরত মোহম্মদের দ্বিতীয় স্থলাভিষিক্ত আরবরাজ্যাধীশ্বর ওমরের প্রেরিত মোসলমান সেনাবৃন্দ রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্গত দমস্ক নগর দীর্ঘকাল অবরোধ করিয়া থাকেন, তাহাতে উক্ত নগরবাসীর পক্ষে ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হয়, কোন প্রাণীর সাধ্য ছিল না যে, নগরের বহির্ভাগে পদার্পণ করে। এক দিন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কতিপয় মোসলমান বীর পুরুষ নগরপ্রের অদূরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কয়েক জন প্রহরী কেসান নামক সিংহদ্বারের সন্নিহিত হইয়া হঠাৎ সেই দ্বারে কড় কড় শব্দ শুনিতে পাইলেন, তখন প্রহরী সৈনিক পুরুষগণ স্থির ভাবে সেখানে দণ্ডায়মান হইলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ তোরণ উদ্ঘাটিত হইল, তাঁহারা

দেখিলেন যে, একজন অশ্বারোহী নগরের ভিতর হইতে বাহির হইলেন। তিনি অগ্রসর হইবামাত্র তাঁহাকে তাঁহারা আবদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন তুমি কোনরূপ শব্দ উচ্চারণ করিলে তোমার শিরশ্ছেদন করিব। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে অপর দুই জন অশ্বারোহী নির্গত হইলেন, তাঁহারা সভয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বন্দীভূত অশ্বারোহীকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন প্রহরীগণ তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি তাহাদিগকে এখানে আসিবার জন্য বল।" বন্দী উচ্চৈঃস্বরে রোমীয় ভাষাতে "পক্ষী পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছে," এই কথা বলিলেন। তাহাতে তাঁহারা বুঝিলেন যে তিনি ধরা পড়িয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সভয়ে দ্বারদেশে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বার বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন প্রহরী সৈনিক পুরুষদিগের কেহ কেহ বন্দীকে বধ করিতে চাহিলেন, অনেকের তাহাতে মত হইল না, তাঁহারা বলিলেন, "হত্যা না করিয়া চল আমরা ইহাকে সেনাপতির নিকটে লইয়া যাই, অবস্থা জানিয়া তিনি ইহার সম্বন্ধে যাহা সমুচিত বোধ করেন করিবেন।" ইহাই পরামর্শসিদ্ধ মনে করিয়া, প্রহরিগণ বন্দীকে সেনাপতি খালেদের নিকটে উপস্থিত করিলেন। খালেদ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে, ও তোমার বৃত্তান্ত কি?" তাহাতে তিনি বলেন, "আমি একজন রোমীয় সেনাপতি এবং রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশবিশেষের রাজা, আমার নাম ইলস্। আপনাদের এখানে উপস্থিত হইবার প্রাক্কালে এই নগরে আমি একজন সজাতীয়া যুবতীকে বিবাহ করিয়াছি, আমি সেই যুবতীর প্রতি একান্ত আসক্ত, আপনাদের এই নগর অবরোধ দীর্ঘকালব্যাপী হইয়া উঠিলে আমি আমার শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে আমার পত্নীকে যেন আমার নিকটে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা এই গোলযোগের সময় পাঠাইতে সম্মত হন নাই। এ দিকে আমি তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছিলাম না। নগরের ভিতরে একটি ক্রীড়াক্ষেত্র আছে, সেখানে ক্রীড়া আমোদ হইয়া থাকে। আমার পত্নীকে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য অঙ্গীকারে বদ্ধ করি। তিনি যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হন। পরে আমরা উভয়ে পরামর্শ করিয়া নিশীথ কালে এই তোরণ উদ্ঘাটনপূর্ব্বক নগর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উদ্যোগী হই। আমি বাহির হইবামাত্র আপনার প্রহরীদিগের হস্তে ধরা পড়িয়াছি। আমার সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার সঙ্গিনী একটী পরিচারিকা কিঞ্চিৎ পশ্চাতে ছিলেন। আমার স্ত্রী তোরণের বহির্ভাগে আসিয়া আমাকে না দেখিতে পাইয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিলেন। তাহাতে আমি তাঁহাকে সাবধান করিবার জন্য বলিয়াছিলাম, "'বিহঙ্গ পিঞ্জরবদ্ধ হইয়াছে।' এই কথায় আমি বাঁধা পড়িয়াছি, এরূপ তিনি বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ নগরের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।" তখন সেনাপতি খালেদ বলিলেন, "এস্‌লাম ধর্ম্ম-

গ্রহণে তুমি কি সম্মত আছ? যদি তুমি আমাদের অবলম্বিত এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর তবে নগর অধিকার করিলে পর আমরা তোমার পত্নীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, অন্যথা তোমার শিরশ্ছেদন অবধারিত।" এই কথা শুনিয়া ইয়ুনস্ 'লাএলাহ এল্লেল্লাহ' ইত্যাদি কলেমা (দীক্ষা বচন) উচ্চারণ করিয়া এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

অতঃপর সন্ধিসূত্রে মোসলমানগণ দমস্ক নগর অধিকার করেন। ইহার প্রাক্কালে উক্ত রোমীয় কন্যা সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয় মতানুসারে তপশ্চরণ ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। নগরে মোসলমান সেনাগণ প্রবেশ করিলে পর সেই নব এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী রোমীয় যুবা স্বীয় পত্নীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া পরে এক ধর্ম্মমন্দিরে তাঁহাকে দেখিতে পান। দেখিলেন সেই বেশ ভূষা কিছুই নাই, তাঁহার ঘোর-অবস্থান্তর ও ভাবান্তর হইয়াছে। তিনি বৈরাগিণী ও তপস্বিনীদের বেশে সাধন ভজনে নিরত আছেন। যুবক যুবতীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। যুবক মোহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আরব্য মোসলমান পুরুষদিগের ন্যায় পরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য যুবতী তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারেন নাই। তখন সুন্দরীকে যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কারণে এই নবীন বয়সে কঠোর বৈরাগ্য ও তপস্যা ব্রত অবলম্বন করিয়াছ?" তিনি বলিলেন "আমি প্রিয়তম পতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। যদবধি তিনি আরব্য লোকদিগের হস্তে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তদবধি আমি সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, চিরজীবনের জন্য সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছি।" ইহা শুনিয়া তাঁহাকে ইয়ুনস্ বলিলেন, "আমিই তোমার স্বামী, আমি সম্প্রতি আরব্য লোকদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণও তুমি আমার দায়িত্বে আছ।" এতচ্ছ্রবণে যুবতী দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "ঈশার শপথ, ইহা কখন হইবে না, তুমি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছ, আমার উপর আর তোমার কোন অধিকার নাই।" যুবতীর এস্‌লাম ধর্ম্মে একান্ত বিরাগ ও স্বধর্ম্মে দৃঢ়তা ও তপশ্চরণনিষ্ঠা দেখিয়া যুবক ক্ষুব্ধ ও স্তম্ভিত হইলেন, তখন আর অধিক পীড়াপীড়ি করিলেন না।

মোসলমানদিগের প্রধান সেনাপতি আবুওবয়দার সঙ্গে নগরাধ্যক্ষ তুমা ও তাঁহার সহকারী হরবিস্ এরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্বজনবর্গ ও কিয়ৎ পরিমাণে আপন আপন স্থাবর সম্পত্তি সহ নগর হইতে বহির্গত হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইবেন, তিন দিন অবকাশ পাইলেন, তিন দিবস অন্তে তাঁহারা মোসলমানদিগের দৃষ্টিগোচর হইলে তাঁহাদিগের সমুদায় সম্পত্তি মোসলমান সৈনিকগণ গ্রহণ করিবেন ও তাঁহাদের হস্তে তাঁহারা প্রাণ হারাইবেন। বিজিত নগরাধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকারী এই

সন্ধি অনুসারে মূল্যবান্ সম্পত্তি ও স্বজন-বর্গ সহ নগর পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতগতি পুণ্যতীর্থ জেরুজিলাম নগরাভিমুখে প্রস্থান করেন। উক্ত নবীন সন্ন্যাসিনী যুবতীও জেরুজিলাম তীর্থে তপশ্চরণে রত থাকিবেন অভিলাষে তাঁহাদের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। রোমীয় যুবা ইহা জানিতে পারিয়া খালেদের নিকটে যাইয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। সেনাপতি খালেদ বলেন, "প্রধান সেনাপতি আবু ওবয়দা সন্ধিসূত্রে নগর অধিকার করিয়াছেন, এক্ষণ যুবতীকে করায়ত্ত করিবার ক্ষমতা আমার নাই। যদি তিন দিন অন্তে এই রাজ্যের সীমার মধ্যে তুমা প্রভৃতিকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট সাধনে কোন উপায় করা যাইতে পারে। আমি সসৈন্যে তাহাদের অনুসন্ধানে বহির্গত হইতে প্রস্তুত আছি।" এই কথা শুনিয়া রোমীয় যুবক উৎসাহিত হইয়া উঠেন, এবং তাঁহার সঙ্গে পথপ্রদর্শকরূপে যাইতে প্রস্তুত হন। সন্ধিপত্রের নির্দ্ধারিত তিন দিবস অন্তে খালেদ উক্ত যুবক ও সুসজ্জিত কতিপয় অশ্বারোহী সেনা সহ তুমার অনুসরণে সবেগে ধাবিত হইলেন। দুর্গম অরণ্যানী ও অগম্য বন্ধুর ভূমি অতিক্রম এবং দুরারোহ শৈলরাজি উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাদিকে কখন পদব্রজে কখন অশ্বারোহণে চলিতে হইয়াছিল। অনেকে চলিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের ও তাঁহাদের বাহন উষ্ট্র তুরঙ্গম-সকলের দুঃখ ক্লেশ ও ক্লান্তির এক শেষ হইয়াছিল। দুর্গম পথে অবিশ্রান্ত গমন জন্য তাঁহাদিগের চরণ অবসন্ন ও স্ফীত এবং প্রস্তর ও কণ্টকাঘাতে শোণিতাক্ত হইয়াছিল, তাঁহারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রায় সকলেই নিরাশ অন্তঃকরণে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রণয়িনীগতপ্রাণ ইয়ুনস কিছুতেই নিরাশ নিরুদ্যম হন নাই। তিনি সেনাপতিকে আশা দিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইবার জন্য নিরন্তর উৎসাহিত করিতেছিলেন। যাত্রার তৃতীয় দিবস এক গিরিশিখরে তাঁহাদের রজনী যাপন হয়। প্রাতঃকালে শৈলচূড়া হইতে যুবক ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন যে, অদূরে সমতল উপত্যকা ভূমিতে কতকগুলি লোক এবং উষ্ট্র অশ্বাদি পশু রহিয়াছে। এ সমস্ত পরাজিত তুমা ও তুমার সঙ্গের লোক জন ও অশ্ব উষ্ট্রাদি। রাত্রিতে মুষলধারে বারি বর্ষণ হইয়াছিল, তাঁহাদের সমুদায় দ্রব্যজাত ও বস্ত্রাদি সিক্ত হইয়া গিয়াছিল, সে স্থান পর্য্যন্ত শত্রুর আগমনের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে আর্দ্রদ্রব্যজাত বিশেষতঃ দেবা নামক রোমীয় মহামূল্য অত্যুৎকৃষ্ট জরির পট্টবস্ত্র সকল আতপতাপে শুষ্ক করিবার জন্য ইতস্ততঃ প্রসারিত রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ সংস্পর্শে সেই বস্ত্র সকলের আশ্চর্য্য দীপ্তি ও শোভা হইয়াছিল। রোমীয় যুবা স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া সেই দলকে চিনিতে পারিয়া আনন্দে তৎক্ষণাৎ সেনাপতিকে সংবাদ দিলেন। সেনাপতি নিরতিশয় আনন্দ উৎসাহে পর্ব্বত হইতে অতর্কিত ভাবে

অবতরণ করিয়া সেই দলকে যাইয়া অবরোধ করিলেন তাঁহারা নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিলেন, অকস্মাৎ শত্রু উপস্থিত দেখিয়া ঘোর বিপদ্ ভাবিয়া সমুদায় পুরুষ সংগ্রামার্থ অগ্রসর হইলেন। অমিততেজা খালেদের দুর্ব্বিষহ আক্রমণে তুমা ও হরবিস ও তাঁহাদের সঙ্গিগণ নিঃশেষিত রূপে নিহত হইলেন। অবশেষে মুসলমানগণ যাইয়া রোমীয় নারীগণকে বন্দী করিতে লাগিলেন। সেই রমণীগণের মধ্যে উক্ত নবীন সন্ন্যাসিনী ছিলেন। প্রেমোন্মত্ত ইয়ুনস স্বীয় প্রণয়িনীকে আবদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। রমণী সবলে তাহাতে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ইয়ুনস হইতে আত্মরক্ষা বিষয়ে অনন্যোপায় হইয়া আপন কটীদেশে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া আপন বক্ষে বিদ্ধ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রুধির স্রোতে প্লাবিত হইয়া ধরাশায়িনী হইয়া পড়িলেন এবং প্রাণত্যাগ করিলেন। ইয়ুনস মস্তকে করাঘাত এবং ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করত সৈন্যদলে ফিরিয়া আসিলেন। মোসলমান সৈনিক পুরুষগণ তুমা ও তাঁহার সহচরগণের স্ত্রীপরিজনবর্গকে বন্দী ও তাঁহাদের সমুদায় সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া জয়ধ্বনি করত দমস্ক নগরে ফিরিয়া আসিলেন। ইয়ুনস বিফলমনোরথ ভগ্নহৃদয় হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের সঙ্গে প্রত্যাগমন করিলেন। এ স্থলে রোমীয় সামন্ত ও সৈনিক পুরুষ ইয়ুনসের কাপুরুষতা ও নবীন সন্ন্যাসিনী যুবতীর বীরত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। সেই নারী কিছুতেই স্বীয় জীবনের সংকল্প ও ব্রত হইতে বিচ্যুত না হইয়া আন্তরিক বীর্য্য ও মহত্ত্বের পরিচয়দানপূর্ব্বক পরলোকে চলিয়া গেলেন।

স্ত্রী ও স্বামীর প্রসঙ্গ।

১মভাগ।

প্রকৃত মাতা।

অবতরণিকা।

স্ত্রী। আমি নিয়মিতরূপে তোমার সঙ্গে দিনকতক সৎপ্রসঙ্গ করিতে মনে মনে ব্রত নিয়েছি। তোমার কোন্ সময় সুবিধা?

স্বামী। এত বড় আনন্দের বিষয়। প্রতিদিন এই সময়ই ভাল। এস, প্রার্থনা করিয়া কাজ আরম্ভ করা যাউক।

হে শ্রীহরি, যেখানে সৎপ্রসঙ্গ হয় সেইখানেই তুমি থাক, তোমাকে এখানে উপস্থিত জানিয়া আমরা তোমার উপর নির্ভর করি। তুমি গুরু হইয়া আমাদের সত্য শিক্ষা দেও এবং সত্যানুসরণ করিবার জন্য বল প্রদান কর। আমরা নিতান্ত অজ্ঞান এবং দুর্ব্বল। তুমিই আমাদের গতি মুক্তি ভরসা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আচ্ছা নর নারী উভয়েই সমান এই যে কথা অনেক সময় শুনিয়াছ তাহার অর্থ কিছু বুঝিয়াছ কি?

স্ত্রী। না, আমি কিছুই বুঝি না, তুমি আমায় একটু বলে দেও।

স্বামী। উভয়েই স্বাধীন, অর্থাৎ পুরুষ এবং স্ত্রী নিজ নিজ স্বাভাবিক পূর্ণতা লাভ করিবেন। কেহ কাহাকে বাধা দিবেন না কিন্তু সাহায্য করিবেন।

স্ত্রী। তাহা হইলে তো পৃথিবী উল্টে যাবে, স্ত্রী পুরুষকে মানিবে না। স্ত্রীজাতি চিরকালই পুরুষজাতির অধীন। কখন বাপের, কখন স্বামীর, এবং কখন পুত্রের। তুমি যে মত বলিতেছ তাহা চলিলে সংসার একেবারে ছারখার হয়ে যাবে।

স্বামী। না, তা হবে না। নর নারী স্বাধীনতাতে চলিতে পারিলে পৃথিবী স্বর্গ তুল্য হইবে। পরাধীনতা সকল পাপ এবং দুঃখের মূল, এই অমূল্য সত্যে বিশ্বাস করিয়া ভক্ত কেশব অধীনতার পথকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতার পথ ধরে ছিলেন এবং সেই পথেই জীবনের স্বার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনবেদের স্বাধীনতা অধ্যায় পাঠ করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা কি তাহা বুঝিতে পারিবে।

স্ত্রী। আমি যে মূর্খ, অবোধ, সে সকল বই কি ভাল করে বুঝিতে পারি? তুমি আমাকে একটু সহজ করে বুঝাইয়া দেও।

স্বামী। স্বাধীনতার অর্থ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীনতা। প্রকৃত উন্নতি বা স্বার্থকতা লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। ঈশ্বরপ্রদত্ত নিজ স্বভাবকে অনুসরণ করিয়া চলাই ঈশ্বরের অধীনতা, কিন্তু এখন আমাদের কুভাবই স্বভাব হয়েছে সেই জন্য প্রকৃত স্বভাব কি বুঝিতেও পারি না। তদনুসারে চলা তো দূরের কথা। এই পথ পরিষ্কার করিবার জন্য প্রেমময় বিধাতা কেশবকে পাঠাইয়াছিলেন। অপরের অধীন যে, সে ঈশ্বরের অধীন হইবে কি প্রকারে? স্বাধীনভাবে চলিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উন্নতি লাভ করিয়া হরিচরণ লাভ করা যায় এই সত্যের সাক্ষী তাঁহার জীবন। তাঁহার পথ অনুসরণ করিলে জীবনের স্বার্থকতা লাভ করা যায় কিন্তু "ভাবের ঘরে চুরি" থাকিলে হইবে না, আমরা সকলেই তাঁহার পথ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি আছে বলে প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছি না।

স্ত্রী। তবে তো বড় বিপদ, তোমরা এত বড় বড় লোক এত চেষ্টা করিয়াও হাবু ডুবু খাচ্ছ তবে আমার মত অবোধ স্ত্রীলোকদের কি হবে?

স্বামী। তোমাদের অধিক সুবিধা, যতই দীন ভাব ততই এ পথে ভাল। আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সাধনের অহঙ্কার আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। তোমরা মার মেয়ে, মার নিকট সরল প্রার্থনা করিবে আর মজা করে চলে যাবে, আর আমরা বোকার মত চেয়ে থাকিব। তোমাদের তো জয়জয়কার। তোমাদের জন্য কত সুপণ্ডিত ধার্ম্মিক লোক সহজ ভাষায়, সহজভাবে ভাল ভাল পুস্তক লিখেছেন। সে সমস্ত পাঠ করিলে কত সুনিধা হইবে।

স্ত্রী। আমি যে লেখা পড়া কিছুই জানি না বলিলেই হয়, তাতে আবার

সংসারের কাজে ব্যস্ত। তুমি সে সব বহির সার আমাকে শিখাইয়া দিও।

স্বামী। ভাল তাই হবে, কিন্তু সাবধান, সত্য শিক্ষা করে তাহা অনুসরণ করিবার চেষ্টা না করিলে বড় অপরাধ হয়। ইংরাজীতে একটী কথা আছে (knowledge increaseth damnation) জ্ঞানকৃত পাপের অধিক দণ্ড। সত্য শিক্ষা করিয়া কাজে করিতে চেষ্টা না করিলে কেবল পাপ ও কপটতা বৃদ্ধি হয়। এখনকার অনেক কৃতবিদ্যেরা সেই বিপদে পড়েছেন।

স্ত্রী। তবে তুমি আমাকে এমন সকল কথা শিখাও যাহা আমি কাজে করিতে চেষ্টা করিতে পারি। যাহাতে সহজে শ্রীহরির চরণে রতি মতি হয় এমন সকল উপায় বলে দেও।

স্বামী। তবে একটি সহজ উপায় বলে দিই। স্বাধীন হও।

স্ত্রী। বেশ সহজ কথা বলেছ। এই তো বলিলে স্বাধীনতার পথে চলা বড় কঠিন।

স্বামী। কি করিব, নববিধান যে এই পথই শিক্ষা দেয়। আমি আর অন্য পথ কোথা পাবো।

স্ত্রী। তবে আর আমার গতি নাই। তুমি এমন নির্ব্বোধ, দুর্ব্বল স্ত্রীলোককে এ ধর্ম্মে আনিলে কেন?

স্বামী। আমি কি এনেছি? স্বয়ং হরি এনেছেন। যিনি অকপট ভাবে, আমার গতি নাই বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহার গতি অগতির গতি শ্রীহরি। "আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর প্রাণে।" এই সঙ্গীতটি তো কতবার শুনেছ।

স্ত্রী। তা তো বটে। কিন্তু আমার স্বর্গে শ্রীহরি, মর্ত্ত্যে তুমি। তিনি তোমাকেই তো আমার গুরু এবং সহায় করে দিয়েছেন।

স্বামী। এরূপ বিশ্বাস করিতে পারিলে তোমার তো গতি হইয়া গেল এবং তাহার সঙ্গে আমারও হইয়া যাইবে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নিজ স্বভাবের পথে চলা স্বাধীনতা। পুরুষ পিতা, স্ত্রী মাতা হইবার জন্য সৃষ্ট হয়েছে, ইহাই তাহাদের স্বভাব। প্রকৃত মাতা, প্রকৃত পিতা হইতে পারাই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। কিন্তু ইহা বড় সহজ নয়। ইহার অনেক আয়োজন উদ্যোগ চাই এবং চিরজীবনব্যাপী চেষ্টা এবং উদ্যম চাই। প্রকৃত মাতা হইলে কিরূপ করিয়া চলিতে হইবে সেই বিষয়ের কিছু তোমাকে ক্রমে ক্রমে সহজে বলে দিতে চেষ্টা করিব। শ্রীহরি আমাদের চেষ্টাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আজ এই পর্য্যন্ত।

মহিলার রচনা।

নারীজীবনের কর্ত্তব্য।

নারীজীবনের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল অতীব গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ, এবং সমুদয় নারীজীবনের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করাও কঠিন, তথাপি অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বর নারীদিগকে যে ক্ষুদ্র জ্ঞানশক্তি প্রদান করিয়া-

ছেন তাহা দ্বারা সকল নারীই প্রায় নিজ নিজ কর্ত্তব্য বোধ করিতে সুক্ষম হয়েন। নারীজীবনে ধর্ম্মভীরুতা, বিশ্বস্ততা, ভক্তিপ্রবণতা, লজ্জাশীলতা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, নম্রতা ও নিষ্ঠা প্রভৃতি সুন্দর ও মধুর ভাবপূর্ণ গুণগুলি থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; এবং গুরুজনদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা, বয়স্কাদিগকে প্রীতি, অল্প বয়স্কদিগকে স্নেহ, আতুরের শুশ্রূষা, দাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার ইত্যাদি ব্যক্তিমাত্রের প্রতি যথোচিত সদাচরণ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে নারীদিগকে প্রায়ই গৃহে স্থিতি করিতে হয়, অতএব গৃহকে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের পবিত্র নিকেতন জানিয়া, গৃহস্থিত সমুদয় পরিজনবর্গকে তাঁহার প্রেরিত জানিয়া, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বিনয় সহকারে তাঁহাদের সকলের প্রতি নিজ কর্ত্তব্যসমূহ পালন করা উচিত। পরিবারস্থ প্রতিজনের প্রতি নারীদিগের যে সকল সর্ব্বজনবিদিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে, কায়মনোবাক্যে তাহা পালন করা উচিত। পিতা মাতা ও শ্বশ্রূ শ্বশুরকে কায়মনোবাক্যে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে সেবা করা উচিত এবং আন্তরিক অনুরাগ ও আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের আদেশ সকল পালন করা ও তাঁহাদের বাধ্যতা স্বীকার করা উচিত। বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতির প্রতি গুরুজনোচিত ব্যবহার করা উচিত। বয়ঃকনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতির প্রতি সর্ব্বদা সস্নেহ ব্যবহার করা উচিত, এবং পরিবারস্থ সমুদয় আত্মীয় স্বজনবর্গের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা, ভক্তি বা স্নেহ করিয়া সকলের হিতকামনা, এবং পরিবারস্থ সকলের প্রতি সদ্ভাব রক্ষা করা উচিত। প্রতিদিন স্বহস্তে রন্ধনাদি পূর্ব্বক তাঁহাদের আহার প্রদান পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করা উচিত। যদি কোন রমণী প্রতিদিন স্বহস্তে রন্ধনাদি করিতে না পারেন, তথাপি রন্ধনাদি কার্য্য পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য, এবং প্রতিদিন পরিবারস্থ প্রতিজনের আহারাদির তত্ত্বাবধান করা উচিত, এবং সকলের সকল প্রকার অভাব মোচন করিতে যথাসাধ্য যত্ন করা উচিত। পতির প্রতি যথার্থ ভক্তি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তাঁহার সেবা, আগ্রহের সহিত তাঁহার আদেশ পালন করা উচিত। যে সকল কর্ম্ম, বাক্য ও ব্যবহার পতির অসন্তোষকর নারীগণের কদাপি তাহা করা উচিত নয়। পুরাকালে সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি রমণীগণ যেরূপ পতিপরায়ণা ও পতিব্রতা ছিলেন, সেই আদর্শ নারীগণের পদানুসরণ করা সকল নারীরই কর্ত্তব্য। কোন কোন নারী স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে কুণ্ঠিত হন, এবং স্বামীকে পূজনীয় ব্যক্তিমধ্যে গণ্য করিতে হাস্যাস্পদ মনে করেন, নারীগণের পক্ষে এ ভাব বর্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। পতিকে সৎকার্য্যে উৎসাহ দান, তাঁহার সৎকার্য্যে অনুরাগের সহিত সাহায্য করা এবং পতির প্রিয়কার্য্য সকল পালন করা নারীগণের কর্ত্তব্য। যিনি এই সকল কর্ত্তব্য দৃঢ়নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত পালন

করিতে সুক্ষম হন, কিংবা পালনে যত্নবতী থাকেন, তিনিই যথার্থ পত্নী নামের উপযুক্ত। সন্তানপালন নারীগণের দায়িত্বপূর্ণ একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নারীগণের বিশেষ সতর্কতার সহিত সন্তান পালন করা আবশ্যক, কারণ শিশু সন্তানের জীবনের উন্নতি মাতার হস্তেই অর্পিত। প্রায় দেখা যায় যে সকল মাতার জীবন উচ্চ; তাঁহাদের সন্তান সন্ততি সকলও অতি উচ্চমনা হন। অনেক নারী সন্তান পালন অনায়াসসাধ্য কার্য্য মনে করেন, তাঁহাদের বিবেচনায় সন্তানকে যথেষ্ট স্নেহ করা, বিবিধ উপচারে আহার প্রদান, এবং বিদ্যালয়ে পূর্ব্বক শিক্ষাদান করি[illegible] উপযুক্ত [illegible] ব্য[illegible] কেন এ সংসারে আসা, কেন বা ভক্ত[illegible] উল্লসিত প্রাণ যদি ভেঙ্গে দিয়ে [illegible] তরল সরলমতি, তব দান শিশু বিধ[illegible] পিতৃহীন আজি দেব হইল অকাল[illegible] তাহাদের ল'য়ে কোলে, তোমার চরণতলে থাকুন সরলা সতী এ ধরণীতলে।
"সরলা ভূপেন পাশে, যেন সদা শশী হাসে"
এ শুভ আশীষ মম পূরাও জননি!
অনন্তকালের তরে, হৃদয়ে হৃদয়ে তারে
রাখিও প্রেমের ঘরে শঙ্কটবারিণি।

হে—

ভাই দ্বিতীয়া।

উচিত [illegible]
দেওয়া প্রয়োজ[illegible] ফোঁটা, স্নেহ কিরণ ছটা,
বলিষ্ঠ থাকে। সন্তানের [illegible] নীতলে;

দয় তত্ত্ব মাতার লওয়া উচিত। অনেক মাতা সন্তানের আহার পরিধানের তত্ত্ব লইয়াই নিশ্চিন্ত হয়েন, তাঁহারা সন্তানের দেহপুষ্টি যেরূপ আবশ্যকীয় বোধ করেন সন্তানের স্বাভাবিক মনোবৃত্তিগুলি সযত্নে পালনপূর্ব্বক তাহার পুষ্টিসাধন সেরূপ আবশ্যকীয় বোধ করেন না; তাঁহারা প্রায়ই বলিয়া থাকেন "প্রাণে বাঁচিলে সব হবে" এইরূপ বলিয়া মাতাগণের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়। শিশুকাল হইতে সন্তানের স্বাভাবিক মানসিক প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

বিমলানন্দে ভরা, [illegible] জননীর অন্তরটী,
নিবেদে প্রেমময় বিভু।
সেখানে থাকে ভাই, সদা কল্যাণ চাই,
সুচারু ইন্দু-নিভাননে;
নিরখি ব্রহ্মজ্যোতিঃ, জ্ঞান পুণ্য ভকতি,
মুকতি পায় ভগ্নিগণে।
স্বরগ ধরা'পরে, আসি বিরাজ করে,
শুনিয়া এ শুভ বারতা;
অতুল এ সৌরভ, ভগিনীর গৌরব,
দেছেন জগন্ময়ী মাতা।
আয় ভগিনী আজি, ল'য়ে কুসুম সাজি,
স্নেহ আনন্দে সযতনে;
করি আশীর্ব্বাদ, ভকতি প্রণিপাত,
কুসুমাঞ্জলি শ্রীচরণে।
স্নেহ চন্দন দিয়ে, ফোঁটা পরাইয়ে,
ভুলিব সংসার কামনা;
গাহিব জয় রবে, ভ্রাতৃ কল্যাণ সবে,
মুছিব শোক অশ্রুকণা।
অনেক ভাই মোর, ভাই স্নেহের ডোর
এখনও রয়েছে জগতে;

অনেক যত্ন করিলেও শিশুদের সেরূপ শিক্ষা প্রায় হয় না। শিশু সন্তানগণ যাহাতে উপযুক্তরূপে সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারে সেই দিকে জননীর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিশুদের জ্ঞানবিকাশ-কালে নীতিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সকল সহজ ভাবে গল্পচ্ছলে তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত। সাধু মহাত্মা-গণের উচ্চ জীবন, সদ্‌গুণ ও সদনুষ্ঠান সকল সহজ ভাবে গল্পরূপে তাহাদের শুনান প্রয়োজন এবং সেইরূপ সদ্‌ভাব সকল হৃদয়ে পোষণ করিয়া যাহাতে তাহা [illegible] করিতে পা[illegible]

আমাদের দেশে নারীদিগকে প্রায়ই গৃহে স্থিতি করিতে হয়, অতএব গৃহকে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের পবিত্র নিকেতন জানিয়া, গৃহস্থিত সমুদয় পরিজনবর্গকে তাঁহার প্রেরিত জানিয়া, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বিনয় সহকারে তাঁহাদের সকলের প্রতি নিজ কর্ত্তব্যসমূহ পালন করা উচিত। পরিবারস্থ প্রতিজনের প্রতি নারীদিগের যে সকল সর্ব্বজনবিদিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে, কায়মনোবাক্যে তাহা পালন করা উচিত। পিতা মাতা ও শ্বশ্রূ শ্বশুরকে কায়মনোবাক্যে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে সেবা করা উচিত এবং আন্তরিক অনুরাগ ও আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের আদেশ সকল পালন করা ও তাঁহাদের বাধ্যতা স্বীকার করা উচিত। বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতির প্রতি গুরুজনোচিত ব্যবহার করা উচিত। বয়ঃ-কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতির প্রতি সর্ব্বদা সস্নেহ ব্যবহার করা উচিত, এবং পরি-

ও মধুর; অধিকন্তু আত্মগৌরবও জ্ঞানেরও সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দুর্গাবতী, পান্না প্রভৃতির নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যপরায়ণতা ভাবি-লেও হৃদয় হর্ষ ও বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়। রাণী দুর্গাবতী নিজ গর্ভজাত পুত্রের প্রতি অসীম স্নেহসত্ত্বেও কেবল কর্ত্তব্যা-নুরোধে ও আত্মগৌরব রক্ষার্থে সজল নয়নে স্বহস্তে সজ্জিত করিয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উৎসাহিত করিলেন। ধাত্রী পান্না কর্ত্তব্যানুরোধে ও দেশহিত কামনায় আপন প্রভুপুত্রকে রক্ষা করিয়া আপন পুত্রকে শত্রুহস্তে নিধন হইতে সমর্পণ [illegible]। এইরূপে যাঁহারা কর্ত্তব্য, যথার্থ ভক্তি শ্রদ্ধা ও [illegible] তিনিই যথার্থ নারী-তাঁহার সেবা, আগ্রহের সহিত [illegible] ার ও আদেশ পালন করা উচিত। যে সকল [illegible] কর্ম্ম, বাক্য ও ব্যবহার পতির অসন্তোষ-কর নারীগণের কদাপি তাহা করা উচিত নয়। পুরাকালে সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি রমণীগণ যেরূপ পতিপরায়ণা ও পতিব্রতা ছিলেন, সেই আদর্শ নারীগণের পদানু-সরণ করা সকল নারীরই কর্ত্তব্য। কোন কোন নারী স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে কুণ্ঠিত হন, এবং স্বামীকে পূজনী ব্যক্তিমধ্যে গণ্য করিতে হাস্যাস্পদ ম করেন, নারীগণের পক্ষে এ ভাব বর্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। পতিকে সৎকার্য্যে উৎসাহ দান, তাঁহার সৎকার্য্যে অনুরাগের সহিত সাহায্য করা [illegible] চরণ পতির প্রিয়কার্য্য সকল পাল[illegible]লভে পারি, গণের কর্ত্তব্য। যি[illegible] অতি জ্ঞানহীন দুর্ব্বল, দৃঢ়নিষ্ঠা ও

সহজ সত্যের পথে হাতে ধরে লয়ে চল।"

শ্রীমতী চ—
কলিকাতা।

কাতরে।

"সরলা ভূপেন পাশে, যেন সদা শশী হাসে"
আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা এই মেগেছি চরণে।
হায় আজি অকস্মাৎ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
ব্যথিছে কাতর হৃদি যাহার স্মরণে।
জন্মিলে মরিতে হয়, জানি এ কথা নিশ্চয়,
ভীষণ দর্শন এবে সব শূন্যময়।
কোথা সে সুখ আলয়, মুহূর্ত্তে হইল লয়,
সোনার সংসার আজি হ'ল ধূলিময়।
কোথায় ভূপেন এবে! সরলা কোথায় যাবে
সংসার বিজন বনে কাহ্নবার নয়।
কেন এ সংসারে আসা, কেন বা ভক্তে [illegible] আসা
উল্লসিত প্রাণ যদি ভেঙ্গে দিয়ে [illegible]
তরল সরলমতি, তব দান শিশু বিধু
পিতৃহীন আজি দেব হইল অকাল।
তাহাদের ল'য়ে কোলে, তোমার চরণতলে
থাকুন সরলা সতী এ ধরণীতলে।
"সরলা ভূপেন পাশে, যেন সদা শশী হাসে"
এ শুভ আশীষ মম পূরাও জননি!
অনন্তকালের তরে, হৃদয়ে হৃদয়ে তারে
রাখিও প্রেমের ঘরে শঙ্কটবারিণি।

হে—

ভাই দ্বিতীয়া।

আবার ভাই ফোঁটা, স্নেহ কিরণ ছটা,
এসেছে এ অবনীতলে;
শীতল সমীরণ, গাইছে মৃদুগান,
চুম্বিয়া ফুল্ল শতদলে।
ভাইয়ের প্রীতি ভরা, ফণীর মণি হরা,
অমিয় মাখা সম্বোধন;
স্মরিলে পুরে বুক, আঁখি উছলে সুখ,
কোথা সে—আজি রে স্বপন।
আজি বিদেশে আসি, হইয়া বনবাসী,
রহিল একাকী হেথায়;
শুভ এ ভাই ফোঁটা, কতই প্রেমঘটা,
উতরে ভগিনী হৃদয়।
ভবে ভাইয়ের বোন্, হইয়াছে যে জন,
সে কি দুঃখিনী হয় কভু;
বিমলানন্দে ভরা, হইয়ে আত্মহারা,
নিবেদে প্রেমময় বিভু।
সেখানে থাকে ভাই, সদা কল্যাণ চাই,
সুচারু ইন্দু-নিভাননে;
নিরখি ব্রহ্মজ্যোতিঃ, জ্ঞান পুণ্য ভকতি,
মুকতি পায় ভগ্নিগণে।
স্বরগ ধরা'পরে, আসি বিরাজ করে,
শুনিয়া এ শুভ বারতা;
অতুল এ সৌরভ, ভগিনীর গৌরব,
দেছেন জগন্ময়ী মাতা।
আয় ভগিনী আজি, ল'য়ে কুসুম সাজি,
স্নেহ আনন্দে সযতনে;
করি আশীর্ব্বাদ, ভকতি প্রণিপাত,
কুসুমাঞ্জলি শ্রীচরণে।
স্নেহ চন্দন দিয়ে, ফোঁটা পরাইয়ে,
ভুলিব সংসার কামনা;
গাহিব জয় রবে, ভ্রাতৃ কল্যাণ সবে,
মুছিব শোক অশ্রুকণা।
অনেক ভাই মোর, তাই স্নেহের ডোর
এখনও রয়েছে জগতে;

মার অনন্ত কোলে, মিশিব এই ব'লে
ভাই সুখী হ'ন ধর্ম্মেতে।
বাসনা সাধ যত, অপূর্ণ মনোরথ,
বিমানে শুকের মতন;
হৃদি করে উজল, ভাই দ্বিতীয়া আলো
কিছুই না হয় স্মরণ।
আজিকে বুধবারে, এসেছি লয়ে করে,
ভকতি স্নেহ উপহার;
সুশীল ভাইগুলি, লইও তাহাতে তুলি,
ভগিনী-হৃদয়ভাণ্ডার।
তোদের সুধা হাসি, আছে প্রাণে বিকাশি,
বেশী কি জানাব এখন;
সুখী দেখি তোদেরে, যাইব ভবপারে,
জীবনে এই আকিঞ্চন।

হে—

কুসুমহার।

যে গৃহে দুরন্ত বালক বালিকা সকল বাস করে, সে গৃহে সর্ব্বদা কথায় কথায় ভাই ভগিনীতে মারামারি ও ঝগড়া বিবাদ হয়। গৃহে শান্তি রক্ষার জন্য প্রতি দিন ২। ৪ টী ফৌজদারী বা আদালতের মোকদ্দমা জননীকে নিষ্পত্তি করিতে হইয়া থাকে। সুশীলা গোপালের নামে নালিশ করিল, সে আমাকে রেগে লাথি মেরেছে। আমার পুতুল ছিনিয়া লইয়া গিয়াছে বলিয়া শশাঙ্ক নিরঞ্জনের নামে মোকদ্দমা রুজু করিল। কাদম্বিনী আসিয়া বলিল, মা, নীরদ মোহনভোগ অধিক খাইয়া ফেলিয়াছে। এরূপ নালিশ সকল শুনিয়া মাতাকে বিচার নিষ্পত্তি করিতে হয়। মাজিষ্ট্রেট বা জজের কার্য্য করিতে মা যেন বাদী প্রতিবাদী উভয়ের কথা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া ধীরতার সহকারে বিচার নিষ্পত্তি ও সমুচিত দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। বিরক্ত হইয়া ও ক্রোধ করিয়া হুকুম দিলে বা কাহাকে প্রহার করিলে পক্ষপাত ও অন্যায় হইতে পারে, তাহাতে ছেলে মেয়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহাদের কুভাব আরও বৃদ্ধি পাইবে। অপরাধী বালক সমুচিত দণ্ড না পাইলে প্রশ্রয় পাইয়া আরও দুন্ত হইয়া উঠিবে। বিচারে জননীকে সাবধান হইয়া চলিতে হইবে।

জননীর কাজ বড় দায়িত্বের কাজ, কোমলপ্রকৃতি শিশুদিগের কল্যাণ অকল্যাণ অনেক পরিমাণে তাঁহার চরিত্র ও আচরণের দশ পাল নির্ভর করে। মাতাকে তাহারা, যেরূপ বলিতে ও করিতে দেখে প্রায় তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। শিশুদিগের প্রধান শিক্ষয়িত্রীই জননী, সুতরাং জননীর হস্তেই অধিক পরিমাণে তাহাদের চরিত্র গঠন। অতএব জননীর জীবনের দায়িত্ব বড় অধিক, ইহা যেন জননীগণ হৃদয়ঙ্গম করেন।

শিশুগণ যাহাতে সুশীল ও সুনীতিপরায়ণ ও কুসংস্কারশূন্য হয়, মাতা সদুপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা সেরূপ তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন। গৃহে ও বিদ্যালয়াদিতে নিরীশ্বর শিক্ষায় বালক বালিকাদের জীবনে বিষময় ফল ফলিতেছে। সন্তানকে নীতি শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে জননী ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সকল তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, শৈশবকাল হইতে যেন তাহাদের মনে ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্বে ও পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারে বিশ্বাস জন্মে, এবং পূজা উপাসনাদির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। মাতা নানা উপায়ে তাহাদিগকে এ প্রকার শিক্ষা দান করিবেন। দুই ঘা পিঠে বসাইয়া দিলেই বালক বালিকা শাসিত হয়, ও নীতি পরায়ণ হইয়া উঠে, মা যেন কখন এরূপ মনে না করেন।

সংবাদ।

ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেবীর সংবাদপত্র সকলের বিস্তীর্ণ প্রবন্ধ ও সংবাদাদি স্বয়ং পাঠ করিবার অধিকার নাই। এক জন বিশেষ লোক নিযুক্ত আছেন তিনি প্রতিদিন সংবাদ পত্র হইতে মহারাণীর একান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সকল নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সে সমস্ত কাচি দ্বারা কর্ত্তন করিয়া একখণ্ড কিমুখাবে আঠা দ্বারা আঁটিয়া দেন ও সে সকলের চতুষ্পার্শ্বে সোণালি ঝালর সংলগ্ন হয়, উহা মহারাণীর নিকটে প্রেরিত হইয়া থাকে। তাহা তিনি পাঠ করেন।

পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত নগরকোট নগরে মোগল সম্রাট্ হোমায়ুনের পত্নীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন্তান প্রসূত হইবার উপক্রমের সময় জ্যোতির্ব্বিদগণ গণনা করিয়া বলেন, বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত অতি অশুভ মুহূর্ত্ত, এক্ষণ শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে মহা অমঙ্গল হইবে। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই শুভ মুহূর্ত্ত, তখন রাজমহিষীর প্রসব হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। অশুভ ক্ষণে বা রাজ্ঞী প্রসব করেন এই ভাবিয়া আত্মীয় বন্ধুগণ মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় দীর্ঘ স্থূল কৃষ্ণাঙ্গী অতি কুৎসিত ভীষণ মূর্ত্তি এক পঞ্জাবী ধাত্রী মহারাণীর সম্মুখে উপস্থিত হন। দানবী তুল্য তাঁহার ভীষণ বিকৃত মূর্ত্তি হঠাৎ দেখিয়া মহিষী ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়েন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রসব বেদনা নিবৃত্তি হয়। পরে ভয় বিদূরিত হইলে বেদনার পুনরুদ্রেক হইয়া উঠে, তখন তিনি সুপুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্রই জগদ্বিখ্যাত সম্রাট্ আকবর ছিলেন।

আমাদের দেশে সচরাচর হাড়ি ডোম ও চণ্ডাল জাতীয় মূর্খ স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রসবের সময় ধাত্রীর কার্য্য করিয়া থাকে। অস্বাভাবিক ভাবে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার উপক্রম হইলে এই সকল অশিক্ষিতা ধাত্রী প্রসূতির ও শিশুর জীবন রক্ষার কোন উপায় বিধান করিতে পারে না। বরং যমদূতীর ন্যায় বিপরীত কার্য্য করিয়া বসে। এই অবস্থায় অধিকাংশ স্থলে প্রসূতি ও শিশু উভয়ের প্রাণ বিনাশ হয়, ভাগ্যক্রমে কেহ কেহ বাঁচিয়া উঠে। বঙ্গ দেশের বিশেষ বিশেষ নগরে প্রসূতিগণ সুযোগ্য ডাক্তার ও উপযুক্ত শিক্ষিতা ধাত্রীর সাহায্য পাইতে পারেন, নতুবা প্রায় সর্ব্বত্রই প্রসূতিদিগকে মূর্খ দাইদিগের হস্তেই আত্ম সমর্পণ করিতে হয়।

বিক্রমপুর অঞ্চলে এ প্রকার ভয়ানক প্রথা যে সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরেই

প্রসূতিকে নদীতে বা সরোবরে নামিয়া স্নান করিতে হয়। অনেক স্থলে রাত্রিতে বা প্রত্যুষে পচা পুকুরে নামিয়া প্রসূতি স্নান করিয়া আসেন। প্রসবান্তে ষষ্ঠ দিনেও তাঁহাকে স্নান করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় কেবল ভগবান্ তাঁহাদের জীবন রক্ষা করেন। আবার এ দিকে মাসাবধি কাল ব্যাপিয়া তাঁহাকে দিবা রাত্রি তীব্র অগ্নির উত্তাপ ভোগ করিতে হয়। অনেক প্রসূতি এপ্রকার অত্যাচারে সূতিকাগারেই কালগ্রাসে পতিত হন। অনেকে কোন কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় সেই যমাগার তুল্য সূতিকাগার হইতে বাহির হইয়া থাকেন। তাঁহারা চিরকাল সেই রোগে যাতনা ভোগ করেন, উহা তাঁহাদের অকাল মৃত্যুর কারণ হয়। সূতিকাগার সম্বন্ধীয় অন্য অন্য ভয়ঙ্কর কুনিয়মের বৃত্তান্ত কিছুকাল হইল আমরা প্রবন্ধাকারে মহিলায় প্রকাশ করিয়াছি। উহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। হায়! অজ্ঞানতা [illegible] বশবর্ত্তী হইয়া ও কুসংস্কারের [illegible] মানুষ কত বিপদ্ ইচ্ছাপূর্ব্বক ডাকিয়া আনিয়া থাকে। এ দেশের সূতিকাগারের সংস্কার করা শিক্ষিত মহিলাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে।

চট্টগ্রামের কোন বন্ধুর পত্র হইতে উদ্ধৃত;—"আপনি গত ঝড়ে এই দেশের কি ভয়ানক অনিষ্ট করিয়াছে শুনিয়াছেন। দেশের অবস্থা অত্যন্ত ভয়ানক, কমিসনর সাহেব প্রথম রিপোর্ট দিয়াছিলেন ৫ হাজারের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা। শেষ রিপোর্ট ১০ হাজার মৃত্যু। কিন্তু মনে হয়, ১৫। ১৬ হাজারের কম নয়। যে সকল লোক এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহাদের দশা কি হইবে? ঘর বাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য-দের যাহা কিছু ছিল সে সকলই ভাসিয়া গিয়াছে। ৯ হাত ১০ হাত জল কয়েকটী দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা একেবারেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষে লোকদের মাথা রাখিবার স্থান থাকিত, কিন্তু ইহাতে তাহাও নাই। এই সকল দেশের জন্য কি চাদা ও পুরাতন বস্ত্রের জন্য ব্রাহ্মসমাজ হইতে সাধারণের নিকট আবেদন করা যায় না?"

মূল্যপ্রাপ্তি।

প্রথম বৎসর।

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র দাস বালেশ্বর ২৲
শ্রীমতী সুরবালা রায় কুচবিহার ২৲

২য় বৎসর।

শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ রায় ২৲
" " ভগবানচন্দ্র দাস বলেশ্বর ২৲
শ্রীমতী সুরবালা রায় কুচবিহার ২৲
শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল মিত্র আরা ২৲
" " [illegible]নগেন্দ্রনাথ মিত্র আরা ২৲
" " মহেন্দ্রনাথ রায়, মুঙ্গের ২৲
" " ইন্দ্রচাঁদ নাহটা, আজিমগঞ্জ ২৲
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী গুপ্ত, পূর্ণিয়া ২৲
শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল রায়, গাজিপুর ২৲
শ্রীমতী সুশীলা মজুমদার, নির্ম্মালী ২৲
" দাস (জে, এন,) ২৲
" উপেন্দ্রকুমারী ঘোষ, ভবানীপুর ২৲
মহারাজা দিনাজপুর ২৲
শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেন, ১৲
" " মহেন্দ্রনাথ দাঁ তেজপুর ২৲
" " প্রসন্নকুমার ঘোষ, বৈরমপুর ২৲

৩য় বৎসর।

শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ কুণ্ডু, খগোল ২৲
" " বসন্তকুমার দাস, সিলমাট ২৲
" মহেন্দ্রনাথ দাঁ, তেজপুর ২৲

ক্রোড়পত্র।

স্বর্গগতা দেবী অঘোরকামিনীর পত্রাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক কথা, আমি যখন যাহা বলি তুমি তাহাতে সায় দেও, কিন্তু তুমি যখন যাহা বল, কোন কোন সময় আমি বিচার করি ও খণ্ডন করি, এ কেমন আজ বুঝিতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি যখন কোন কথা বল, সেই কথাতে আমার মত আমি প্রকাশ করি, হাঁ কিম্বা না। কিন্তু উত্তরে দেখি, যাহা আমি করিয়াছি তুমি তাহাতে হুঁ সায় দিয়াছ। যেমন ডাক্তার বাবুর সহিত একত্র থাকার বিষয় আমার মত যাহা, তুমি তাহাই করিবে মনে করিয়াছ, অবশ্যই জান, আমা হইতে হইলে ঐরূপ করিতে হয়, আপনার ইচ্ছাতে বিশ্বাস করিতে হয়, কিন্তু এখন আর আমাদের তাহা করিলে হইবে না, এখন উভয়ের ইচ্ছা বিচারে এক হইবে। কেমন না? জ্ঞানের বিষয় এ পত্রে যাহা লিখিয়াছ তাহার উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি। ২৮শের উত্তর সুসারে ভাল কাপড় পাছে পোকায় খায় সে জন্য মোকামায় পাঠাইতে বলিয়াছি আর কিছু না। আমরা গেলে [illegible]য় বধূর আসার বিষয় ঠিক করিলে ভাল হইবে, কেমন না? এ বিষয়ও [illegible]র্ব্ব লিখিয়াছি। ২৯শের উত্তর এ পত্রখানি আরও সুন্দর। এ খানি কেবল [illegible]নের [illegible]ালের কথা তাই এত ভাল। চিরকালই তুমি ত মার কথা এইরূপে আমাকে [illegible]জন [illegible]বে। বেশ বড় ভাল কথা, আমি যখনই তোমাকে কোন কথা পরকালের জিজ্ঞাসা করি, অনেক সময় তখনই উত্তর পাই। উপরোক্ত প্রশ্ন করিবামাত্র উত্তর পাইলাম। হাঁ, চিরদিন, অনন্তকাল আমি শুনাইব, দেখ কত আমাদের সংবাদ, তুমি আমাকে দিলে। যতই তাঁহার নিকট যাইতেছি, ততই মনে হইতেছে হইল না, যোগেরত শেষ নাই, তবে কিরূপে বুঝিব কত নিকট যোগ হইল? যোগের কি সীমা আছে? বিচ্ছেদ না হইলে কি পূর্ণ যোগ হইল? যোগে যে বিচ্ছেদের অভাব পূর্ণ করে, তাহা কণিকা পরিমাণ যেন বুঝিতেছি। এই যোগ যদি পূর্ণ হয় তাহা হইলে শরীর চিরদিনের মত গেলেও যে অভাব হইবে না, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। সেই অমূল্য ধন পূর্ণ যোগের সূত্র পথ কি এই? যাহা আমি বলিলাম। তুমি যতগুলি বিচ্ছেদের বাহ্য লক্ষণ দেখাইয়াছ, পূর্ব্বে আমার কিছু কিছু তোমার অভাব হইত, কিন্তু কোটী কোটী বার ধন্যবাদ সেই মাকে এমন স্থানে আনিয়াছেন; যেখানে থাকিতে আমি কত ভয় পাইতাম, সেই স্থানে আমাকে যে কি শান্তিতে রাখিয়াছেন, তাহা

বলিতে পারি না। তোমার অভাবে ঐ বাহ্য লক্ষণের কোনটাই আমাকে আশ্রয় করিতে পারে নাই। এ বার পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুমি যে এখানে নাই, অনেক সময় ভুলিয়াছি। তুমি কাছারি গেলেও যেন একটু অভাব মনে হইত কিন্তু এখানে আসিয়া, আর তাহা হয় না; কিন্তু নিজে যখন জানিলাম, তখন নিজেকে বলিতে কি, এই ঘটনায় আমি অতিশয় আশ্চর্য্য হই; যখন ভাবি ৫ মাসের মধ্যে তোমাদের জন্য আসক্তির চিন্তা পাঁচ মিনিটও বোধ হয় করি নাই, দশ মিনিটও বোধ হয় মুখ মলিন হয় নাই। গাড়িতে যাহা আসিবার সময় পড়েছিল তাহা ছাড়া আর না। যাক, বেশ কথা, যদি দেখি যে আমার প্রকাশের পাছে ফুলের কুঁড়ি ফলের জন্য বিকসিত হইবার উপক্রম হইতেছে, বড় আশা হয় যে যাইবার পূর্ব্বে তোমাকে একটু সুখী দেখে যাইতে পাইব। কিন্তু সে দিন কি আসিবে? এখনও যে মাকে অনেক সময় ভুলে থাকি। পরে বালা হাতে থাকিতে পারে, কিম্বা এখন খুলিতেও পারে কি বল? একটু আশাও করিতে ইচ্ছা হইল, তাই এ কথাটা লিখিলাম ও নিজে নিজে একটু হাসিলাম। বেশ আছি, লোকে দেখে ত ভাবিবে একাকী হাসি কেন? আপনাকে কি আপনি বিবাহ করা যায়? স্ত্রী কি কখন স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে? ইচ্ছা করিলেও হইতে পারে না, কেমন? বেশ হইয়াছে আমি বড় খুসি হইয়াছি। তোমাকে আমি করিয়া হাঁ অপরাধ হইয়াছিল, তাহা এই বুঝিয়াছিলাম ফলও পাইয়াছি, মার কৃপায় এখন আর অসুস্থতা নাই। ভা[illegible] জ্ঞানকে আসিতে বলাতে আমাদের কিছুই আগ্রহ দেখান হইবে [illegible] আমরা ত বলিতেছি না, বরং [illegible] বারণই করিয়াছি, তবে যদি আনেন [illegible] তাহার কিছু গূঢ় অভিপ্রায় আছে। [illegible] টার সময় তোমাদের [illegible] যায় শুনিয়া, সুখী হইলাম, তখন আমি স্কুলে পড়া দিয়া থাকি। জল হইতেছে, এখন পড়িব। আজ কাল দুইটী করিয়া গল্প পড়ি বেশ মন্দ লাগে না। আরও বেশি পড়িতে ইচ্ছা করি। তবে কেমন যাই।

তোমার চিরসঙ্গিনী
অঘোর প্রকাশ—

ভালবাসা।

6/8/9 Lucknow

চিরসখা!

তোমার পত্র সহ শ্রদ্ধেয় মহাশয়ের পত্র কাল সন্ধ্যার সময় পাইয়াছিলাম, ঠিক বলিয়াছি এ সকলই মায়ের লীলা, চির দিনই, একই রকম নিয়মে আমাদের ভাল করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যা না তাই বলিয়া বলিয়া তাই করিয়া

তবে ছাড়িবেন এই তাঁদের ইচ্ছা, কঠিন ভাবে আ[illegible] দিয়াছেন, মনে ত পড়ে না। মার মতন চতুর আর কে[illegible] পাছে না শুনি, তাই এইরূপে মানুষের দ্বারা বলান, যেমন তিনি পা[illegible] তাঁহার নিকটে থাকেন তাঁহারাও সেই দশা প্রাপ্ত হন। মার ও সন্তা[illegible] ইচ্ছা যে এক দিনেই অঘোর প্রকাশ তাঁহাদের মনের মত হইয়া যায়, অঘো[illegible] প্রকাশেরও তাই ইচ্ছা, কিন্তু হয় কই? তুমি উত্তর দিতে তাহা হইল না, কেন না অঘোর প্রকাশ উত্তর দিবে। বেশ কথা, এখন আমি জিজ্ঞাসা করি আমার প্রকাশ কোথায়? "তিনি বাঁকিপুরে নাই," যদি থাকেন তবে কেন উত্তর গেল না। আরত এখন সে দিন নাই যে শরীরে শরীরে নিকট হইয়া পরামর্শ করিয়া কোন কার্য্য হইবে। এখন যে আমার প্রকাশ অন্য দেশে বাস করিতেছেন এখানে যে অবিচ্ছেদ, যখন তখন আমরা পরামর্শ করিতে পারি। আজ এখানকার একটী স্কুলের ভীত্তি স্থাপন হইল, সেখানে সমস্ত মেয়েরা গিয়াছিলেন ৬০। ৭টী ছাড়া, তাহার মধ্যে আমরা ৩টী সকাল বেলা উপাসনার সময় অঘোর প্রকাশ পরামর্শ করিয়া ঠিক হইল, সেখানে যাওয়া উচিত না, বল তাহাই করিলাম, দেখি আমার মন্ত্রীবর আমার, উত্তর দিতে পারিবেন কারণ আমিত কিছুই নহি, সকলই আমার মন্ত্রী। এত পথ কি চলিতে পারিতাম যদি মন্ত্রীর পরামর্শ ভুল হইত। কেমন উত্তর পাইলে? জান সব আবার আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কি জান না আমি কি বলিব? যাউক পত্রখানি পাঠ করিয়া ভয় হইল কারণ মনে হইল, মা লোকের নিকট যে রকম করে বলে বেড়াইতেছেন, যদি লোকে ওজন করিয়া তা না পান মাকে যে নিন্দা করিবে। তাঁহার উপর যে অবিশ্বাস আসিবে। তাই আজ প্রার্থনার দিনে ভালবাসার সাক্ষ্য যেন দিয়া যাইতে পারি। দাসের মানে তোমারই মান, হারিলে তোমারই অপমান। পাইলাম, ত অনেক এখন দিবার উপায় কি? এই সকল কথা মনে হইয়া প্রাণ ভীত হইতেছে। কি করিব কিছুই জানি না। পড়ে আছি যাহা ভাল হয় করুন। পড়ে যেন থাকিতে পারি। ফুটো কড়ির উপর মার এত আশা কেন? মাণিক ছেড়ে এবার বুঝি মার ইচ্ছা হইয়াছে কুড়ে ঘরে কিরূপে গরিবের সহিত গরিব হইয়া থাকেন; তাহাই দেখাইবেন। কত কথাই মনে হয় কিছুই বুঝিতে পারি না তাঁহার লীলা। না বুঝাই ভাল বুঝিলে হয়ত এত সুখ হইত না। বেশ যাহা হয় তাহাই ভাল। কল্যকার জন্য আমি আর কিছুই রাখিতে চাহি না।

সম্ভবতঃ দেখা হবে, ছেলের পড়ার বিষয় বোধ হয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, যদি এখানে রাখিতে চান কি বলিব? গোপাল বাবু এই স্কুলে পড়া ঠিক মনে করেন না। সম্ভবতঃ, তিনি মত দিবেন না। আমি যদি স্বীকার না

বলিতে পারি না। তোমরে তাই যখন যাহা মনে হয় তখনই মাকে ত বলি, আশ্রয় করিতে পারে না আমরা কিছুরই ঠিকানা নাই, প্রস্তুত হইয়া থাকিতে অনেক সময় এখনি তোমার ৫ই তারিখের পত্রখানি পাইলাম। আহা! তুমি কিন্তু ছিলে কেন পত্র তখন দিল? কেন তোমার পেটের অসুখ হইল, বোধ নিশ্চয় কিছু এমন দ্রব্য আহার করিয়াছিলে যাহা তুমি হজম করিতে পার না। আহারের প্রতি সর্ব্বদা তোমার নজর থাকে যেন, আহার তোমার শরীরের সুস্থ, অসুস্থতার কারণ আমা অপেক্ষা তুমি এ বিষয় ভালই জান সেই আমি নিশ্চিন্ত থাকিয়া আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা তুমি যেরূপে পত্র আরম্ভ করিতে বলিয়াছ তাহাই করিব, এ পত্রও সেইরূপে লিখিলাম, বিশেষ কৃপা না আসিলে অনেক দিনের অভ্যাস যায় না। ফল চেষ্টা করিতে এ প্রাণ যেন কখন ত্রুটি না করে এই প্রার্থনা মার নিকট করি তুমি আশীর্ব্বাদ কর, করুণার মা আসিলে লতুর মার উপকার হইতে পারে। আহারের পর যতটুকু বিশ্রাম করিবে ডাক্তার বাবুর সহিত ভাল গল্প করিও লতুর মা ও দিদি যেন উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে লতুর মার উপকার হইতে পারে। সর্ব্বদাই মনে আছে তোমার সহিত কি বলিয়া আসিয়াছি, শরীরের বিষয় ভুলি নাই এখানে যতদূর সম্ভব শরীরকে ভাল রাখিতে চেষ্টা করি কোন অসুখও নাই। আজ হইতে বোধ হয় বর্ষা পড়িল, জল হইতেছে। বর্ষায় কেমন থাকিব জানি না ভালই থাকিব বোধ হয়। সরো একটু রোগা হইয়াছে, কারণ সকল সময় খায় না। মিস থোবর্গ একদিন বলিয়াছিলেন সেই দিন হইতে প্রায় সময়ে খায়। আমার উপাসনা খুব ভাল মনও ভাল শরীরও বেশ। না আমি এখন পড়ি না, যাহাতে শরীর নষ্ট হয়, ১০ ঘটিকা রাত্রিতে শয়ন করি, ৪ ঘটীকায় উঠি, দিনেও একটু শয়ন করি, রুমবেলের সময় যা হবে তা হবেই। তবে আমরা যেন আলস্যবশতঃ কিছু না করি। আমিও তাহাই ভাবি যে তাহার অবশ্যই ইচ্ছা যে আমি জ্ঞান শিক্ষা করি। রবিবারে বেহারি বাবুর স্ত্রীর সহিত সম্ভবতঃ দেখা হবে, ছেলের পড়ার বিষয় বোধ হয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যদি এখানে রাখিতে চান কি বলিব? গোপাল বাবু এই স্কুলে পড়া ঠিক মনে করেন না, সম্ভবতঃ তিনি মত দিবেন না, আমি যদি স্বীকার না পাই মেয়েটীর পড়া বন্ধ হইবে।

আমি কিছুই ঠিক করিতে পারি না। বেহারি বাবু এক দিন বলিতে ছিলেন তাঁহার স্ত্রী আসিলে আমার সহিত ছেলের পড়ার বিষয় পরামর্শ করিবেন। রোজ আসিয়া পড়িলে ভাল হয়, কিন্তু গাড়ি ভাড়া প্রায় ১০।১২৲

(ক্রমশঃ)

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

৩য় ভাগ] অগ্রহায়ণ, ১৩০৪; ডিসেম্বর ১৮৯৭। [৫ সংখ্যা।

সাবিত্রী চরিত্র।

পুরাণে বর্ণিত সাবিত্রী উপাখ্যান অনেক মহিলা পড়িয়াছেন, যাঁহারা পাঠ করেন নাই তাঁহারাও অন্ততঃ বৃদ্ধা আত্মীয়াদের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছেন। এস্থলে উপাখ্যানের আদ্যোপান্ত বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। সচরাচর সতী সাধ্বী হিন্দু নারী সাবিত্রীর সঙ্গে উপমিত হন। সাবিত্রী মহাসতী ছিলেন বলিয়া হিন্দুসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বৃদ্ধ গুরুজনেরা সচরাচর স্নেহভাজন পুত্রবধূ ও কন্যা প্রভৃতিকে "তুমি সাবিত্রী সদৃশী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। অনেকে সতী সাধ্বী স্নেহপাত্রীকে পত্রাদি লিখিতে শিরোনামের অন্তভাগে "সাবিত্রীতুল্যা" লিখিয়া থাকেন। পুরাণে বর্ণিত সাবিত্রী উপাখ্যান কল্পিত, না সত্য, পুরাকালে সাবিত্রী নামে বাস্তবিক কোন সতী নারী ছিলেন কি না, এবিষয়ে বিচার করিতে চাহি না। সাবিত্রী উপাখ্যানে সতীত্বের যে উচ্চ আদর্শ বিবৃত হইয়াছে এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহাই আলোচ্য।

সতী সাবিত্রী রাজদুহিতা ছিলেন। তিনি সত্যবান্ নামক এক যুবককে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। পিতা কন্যার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সত্যবানের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থির করিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু দৈবজ্ঞ আসিয়া বলে, "মহারাজ, সত্যবান্‌কে আপনার প্রাণতুল্যা কন্যা সম্প্রদান করিবেন না, যে হেতু সংবৎসরের মধ্যে সত্যবানের অপঘাত মৃত্যু হইবে। দৈবজ্ঞের কথায় রাজা মহাশঙ্কিত হইলেন, তিনি সাবিত্রীর জন্য অন্য সৎপাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, সত্যবানের সহিত সম্বন্ধের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। সাবিত্রী দেবী ইহা জানিতে পারিয়া সহচরী দ্বারা পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারি না, যে হেতু আমি সত্যবান্‌কে পতিরূপে হৃদয়ে বরণ করিয়াছি, তিনি ভিন্ন

আমার অন্য কেহ পতি হইতে পারে না, তাহা হইলে আমি অসতীত্বকলঙ্কে কলঙ্কিত হইব। অন্য কোন পুরুষকে আমি অন্তরে স্থান দান করিতে একেবারে অক্ষম। পিতা কন্যার এই কথা শুনিয়া ভাবিত ও চমৎকৃত হন, সত্যবানের সঙ্গে বিবাহ হইলে প্রিয়তমা কন্যা সংবৎসরের মধ্যে বিধবা হইবে, এমন অবস্থায়, তিনি জানিয়া শুনিয়া কোন্ প্রাণে সত্যবানের হস্তে তাঁহাকে সমর্পন করিতে পারেন। তিনি মহাশঙ্কটে পড়িলেন। সাবিত্রী দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন, "সত্যবান্ জীবিত থাকুন, বা অচিরে প্রাণ ত্যাগ করুন, আমি তাঁহাকেই বিবাহ করিব। তিনি আমার হৃদয়ে স্বামিরূপে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছেন। আমার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার ঘটিবে, আমি সত্য ও সতীত্ব হইতে যেন ভ্রষ্ট না হই। সতীত্ব আমার প্রাণ।" রাজা প্রিয়তমা কুমারীর দৃঢ়-সঙ্কল্প দেখিয়া অগত্যা সত্যবানের হস্তেই তাঁহাকে সম্প্রদান করিলেন। এতদ্দ্বারা সাবিত্রীর জীবনে সতীত্বের উচ্চ আদর্শ স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। তিনি অন্তরে সত্যবান্‌কে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছিলেন, তদবস্থায় পত্যন্তর গ্রহণে অসতীত্ব দোষে দূষিত হইবেন এরূপ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, অচিরে বিধবা হইবেন জানিয়াও এই বিশ্বাস বশতঃ তিনি সত্যবানের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। জনক জননী সহস্র চেষ্টায়ও তাহা হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তিনি সকলের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া উচ্চ সতীত্বের জীবন্ত দৃষ্টান্ত জীবনে প্রদর্শন করিলেন।

সংবৎসর কাল পূর্ণ হইতে না হইতেই সত্যবানের অপঘাত মৃত্যু হয়। পরমা সাধ্বী সাবিত্রী দেবী প্রিয়তম স্বামীকে তাঁহার মৃত্যুকালে শোকার্ত্ত হৃদয়ে অঙ্কে ধারণ করিয়া বসেন। কথিত আছে এমন সময় বিধাতা পুরুষ বা যমরাজ সত্যবানের আত্মা গ্রহণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্য সাবিত্রী দেবীর সম্মুখে প্রকাশিত হন, এবং সত্যবানের আত্মা গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। সাবিত্রী আকুল হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হন। বিধাতা শোকার্ত্তা সাবিত্রীকে তাঁহার অনুসরণে আসিতে দেখিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে বলেন, "সতি, তুমি কেন আমার অনুগমন করিতেছ? স্বস্থানে ফিরিয়া যাও।" সাবিত্রী বলিলেন, "আমার জীবনসর্ব্বস্ব আপনি হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, আমি আর গৃহে ফিরিয়া গিয়া কি করিব? গৃহে আমার আর কোন সুখ নাই। আপনি স্বয়ং ধর্ম্ম, এই অবস্থায় আমি আপনার পবিত্র সঙ্গ ছাড়িতে পারি না।" তখন বিধাতা সস্নেহ বচনে বলিলেন, "বৎসে, তুমি গৃহে চলিয়া যাও। তোমার প্রতি আমার অতিশয় দয়া হইয়াছে। সত্যবানের জীবনব্যতীত তুমি যে বর আমার নিকটে চাহিবে, তাহাই আমি তোমাকে প্রদান করিব।" সাবিত্রী বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ, যদি দুঃখিনীর প্রতি কৃপা

কটাক্ষ পাত করিলেন তবে আমার রাজ্যচ্যুত পিতা রাজ্য প্রাপ্ত হউন আপনি এই বর প্রদান করুন।" বিধাতা পুরুষ "তথাস্তু (তাহাই হউক) বলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি সতী সাবিত্রী তাঁহার অনুগমনে নিবৃত্ত হইলেন না। বিধাতা তাঁহাকে তাঁহার পশ্চাদ্‌গমনে বিরত না দেখিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "বালে, আবার কেন আমার অনুসরণ করিতেছ? গৃহে ফিরিয়া যাও, সত্যবানের জীবন ব্যতীত আর যাহা প্রার্থনা করিবে পুনর্ব্বার বলিতেছি, আমি তাহা তোমাকে দিব।" তখন সাবিত্রী বলিলেন, "দয়াময়, যদি দুঃখিনীর প্রতি এত দয়া করিলেন তবে আমাকে এই বর দিন আমার গর্ভে যেন সত্যবানের কয়েকটি পুত্র সন্তান হয়। আমার সন্তান নাই, বড় দুঃখে আছি, এই আমার শেষ প্রার্থনা।" "বিধাতা" তাহাই হউক,, বলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সাবিত্রী তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না। বিধাতা বলিলেন "সতি, তুমি কেন পুনর্ব্বার আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছ! ফিরিয়া যাও, অন্য কোন বর চাহিলে আমি তাহাও প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।" সাবিত্রী বলিলেন, "প্রভু, আমি আর অন্য বর চাহি না, আপনি যে বর দিয়াছেন তাহাই আমার পক্ষে প্রচুর। সত্যবানের সন্তান হইবে, আপনি এক্ষণ আমাকে এই বর প্রদান করিলেন, তাঁহার জীবন প্রদান না করিলে তাঁহার সন্তান কেমন করিয়া হইবে। আপনি ধর্ম্মরাজ, আপনার কথা কখন অন্যথা হইতে পারে না। এক্ষণ আমার স্বামীকে পুনর্জীবিত করিয়া সত্য রক্ষা করুন।" যমরাজ তখন সত্যবানের আত্মা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন; সত্যবান্ পুনর্জীবিত হইয়া উঠিলেন। সতী সাবিত্রীর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

পাঠিকা, তুমি সত্যবানের পুনর্জীবন লাভ বৃত্তান্তটি কল্পিত বলিয়া তুচ্ছ করিও না, ইহার ভিতরকার নিগূঢ় ভাব আধ্যাত্মিক মর্ম্ম গ্রহণ কর। আধ্যাত্মিক মৃত্যুমুখে পতিতগণ সতীর ব্যাকুল প্রার্থনায় নবজীবন প্রাপ্ত হইতে পারে। ভগবান্ কাহার অনুরোধে ভৌতিক নিয়মের অন্যথা না করিলেও আত্মার সম্বন্ধে ভক্তিমতী সতীর বিশ্বাসপূর্ণ সরল প্রার্থনা অবশ্য পূর্ণ করেন। স্বামী ধর্ম্মজীবনশূন্য হইলেন দেখিয়া ভগবানের চরণে পড়িয়া প্রার্থনা কর ও ক্রন্দন কর, ঈশ্বর যথাসময়ে অবশ্য তোমার অশ্রুমোচন ও প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তুমি পতির আত্মার কল্যাণের জন্য। এরূপ ব্যাকুল হইলে তোমার জীবনের যথার্থ সতীত্ব ও পাতিব্রত্য প্রমাণিত হইবে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সতীত্ব ও পাতিব্রত্য সাধনের জন্য অনেক ব্রাহ্মিকা যুবতীকে সপ্তাহকালব্যাপী সাবিত্রীব্রতপালনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই ব্রত সম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়মবিধি তিনি তাঁহাদিগকে লিখিয়া দিয়াছিলেন।

মাংস রন্ধন ও ভক্ষণ।

ঘোরতর অসভ্য পার্ব্বত্য লোকেরা কৃষিকর্ম্ম করিয়া ক্ষেত্র হইতে শস্যোৎপাদন করিতে জানে না, ফল মূলাদির জন্য উদ্যানাদি প্রস্তুত করিতেও অক্ষম। সুতরাং সাধারণতঃ তাহারা অরণ্যচারী পশুসকল বধ করিয়া তন্মাংস ভোজন দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। অসভ্য বর্ব্বর লোক মাত্রেই মৃগয়াজীবী, হিংস্রপ্রকৃতি, তাহারা অরণ্য পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া মৃগ বরাহাদি পশু অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, কোন পশু দেখিতে পাইলে তাহাকে হত্যা করে ও তাহার মাংসে উদর পূর্ণ করিয়া থাকে। সেই অসভ্য লোকেরা রন্ধন করিতে জানে না, সচারচর মাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে। দগ্ধ না করিয়া আমমাংস ভোজন করে এমন অসভ্য লোকও আছে। আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ আদিম অবস্থায় মৃগয়াজীবী ও মাংসাশী ছিলেন, পরে কিঞ্চিৎ সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়া তাঁহারা কৃষিজীবী হন। ন্যূনাধিক চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদের সময়ে আর্য্যগণ যদিচ কৃষিজীবী ছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহাদের মাংসভোজনপ্রবৃত্তি প্রবলা ছিল। কোন আর্য্যের গৃহে অতিথি সমাগত হইলে তাঁহার ভোজনের জন্য গোবৎস হনন করা হইত। আতিথ্যসৎকারার্থ গো বধ করা হইত বলিয়া তখন অতিথি গোঘ্ন নামে অভিহিত হইতেন। আর্য্যঋষিগণ সচরাচর ভোজনার্থ এইরূপে গোহত্যা করিতেন। যজ্ঞাদি উদ্দেশ্যেও তাঁহাদের কর্ত্তৃক গোবধ হইত। এখন হিন্দুদিগের গোবধ ও গোমাংস ভক্ষণ করা দূরে থাকুক এই পশু দেবতা জ্ঞানে তাঁহাদের কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে। পরে যখন ঋষিদিগের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সমধিক প্রস্ফুটিত হইল তাঁহারা বহির্জ্জগত হইতে অন্তর্জ্জগতের দিকে আকৃষ্ট হইলেন, তখন পশুহননে ও মাংসভোজনে বীতরাগ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের উগ্র হিংস্র প্রকৃতির প্রশমন হইল, তাঁহারা প্রশান্ত সকরুণস্বভাব প্রাপ্ত হইলেন। জীবে দয়া ও প্রেম তাঁহাদের ধর্ম্মের মূল হইল। অরণ্যচারী শার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তুগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়াছে, বন্য মৃগ সকল তাঁহাদের কারুণ্যগুণে সৌম্য ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া অকুতোভয়ে তাঁহাদিগের হস্ত হইতে কবল গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ বর্ণনা পুরাণাদি গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋষিদিগের শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদের বর্ণনা পাঠ করিলে উহা স্বর্গলোক বলিয়া প্রতীতি হয়। সেই সময়ে ঋষিগণ হবিষ্যান্নভোজী ও ফলমূলাহারী ছিলেন। বেদান্ত উপনিষদের যুগেই ঋষিদিগের এরূপ ভাবান্তর ও তাঁহাদের ভোজ্যাদির পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। অবশেষে পৌরাণিক মতাবলম্বী ভক্তিপথাশ্রিত লোকেরা মাংস ভোজন ও জীবহিংসা হইতে সম্পূর্ণ বিরত হন। এক্ষণও বৈষ্ণব মাত্রেই পশুপক্ষী বধ ও

মাংস ভোজন করেন না। জীব হত্যাও জীব মাংসভোজন তাঁহারা মহাপাপ বলিয়া বিশ্বাস করেন। বিস্তৃত হিন্দু সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষ জৈন সম্প্রদায়ের ন্যায় নিরামিষভোজী অহিংস্র প্রকৃতি সম্প্রদায় জগতে বিরল। জৈনধর্ম্মাবলম্বীগণ পিপীলিকা ছার পোকা প্রভৃতিকেও হিংসা করেন না, এই সকল ক্ষুদ্র কীটের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মে জীব হিংসা নিষিদ্ধ, "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব। কিন্তু বৌদ্ধ সাধকগণ অন্য লোক পশুহত্যা করিয়া তাহার মাংস আনিয়া উপহার দিলে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্থাপক মহামুনি শাক্যসিংহকে বৃদ্ধাবস্থায় গৃহে অভ্যাগতরূপে পাইয়া তাঁহার এক নীচ জাতীয় শিষ্য সাদরে বরাহ মাংস ভক্ষণ করিতে দেয় তাহা ভোজন করিয়া বুদ্ধ দেবের ভয়ঙ্কর উদরাময় হয়। তাহাতেই তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কঠোর প্রকৃতি শাক্ত দলই মাংসাশী। কিন্তু ধার্ম্মিক শাক্তগণ দেবতা উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত পশুর মাংস প্রসাদরূপে ভোজন করিয়া থাকেন। বৃথা মাংস ভোজন করেন না। নিজের উদরের জন্য পশুপক্ষী বধ করিয়া তাহার মাংস ভোজনকে তাঁহারা পাপ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে অনেক শাক্ত পর্য্যাপ্ত বলিপ্রসাদ ভোজনের জন্য দুর্গা-কালীর পূজা করিয়া থাকেন। একজনে আপনার শাক্ত বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভাই, এবার দুর্গাপূজা উঠাইলে কেন।" তাহাতে তিনি বলিলেন "ভাই, পূজায় আর মজা নাই, দাঁত পড়িয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ পাঁঠার মাংস দাঁত পড়িয়া যাওয়াতে খাওয়া যায় না, পূজা করিয়া কি করিব। আর এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "ভাই, তোমার অনেক দেনা, ইহার মধ্যে পূজা জুড়ে দিলে কেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "কি করিব ভাই, বৎসরকার দিনে একটু বলিপ্রসাদের জন্য ছেলে মেয়ে কার বাড়ীতে যাইয়া ভিক্ষা করিবে।" এরূপ অনেক স্থলে প্রধানতঃ বলিপ্রসাদ মাংস উদ্দেশেই দুর্গাপূজাদি হয়। শাক্ত বা বৈষ্ণব সমুদায় সম্প্রদায়ের ভদ্র শ্রেণীর বিধবা মাত্রেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া চিরজীবনের জন্য আমিষ ভোজনে বিরত থাকেন। যে সকল সাধক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া শুদ্ধ সাত্বিক ভাবে জীবন যাপন করিতে চাহিতেন, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে মাংস, ভোজনে নিরত থাকিতেন।

ইংরেজদিগের ন্যায় মাংসাহারী লোক জগতে বিরল। এ বিষয়ে এ জাতির অধিকাংশ লোক আদিম অসভ্যাবস্থায় স্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের প্রধান খাদ্যই মাংস, অন্ন বা রুটি মাংসের সামান্য উপকরণস্বরূপ, তাঁহাদের কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়। পুঞ্জপরিমাণ মাংসের সঙ্গে এক টুকরা রুটি বা এক চামচা অন্ন তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনেক সময়

এরূপ রুটি ও অন্নের প্রয়োজন হয় না। ঘৃত মিশলাদি যোগে রীতিমত রন্ধন করিয়া যে তাঁহারা মাংস ভোজন করেন তাহা নহে; অর্দ্ধ দগ্ধ বা অর্দ্ধপক্ক মাংস তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা কর্ত্তন করিয়া কাঁটার যোগে মুখে প্রদান ও প্রবল দন্তের সাহায্যে চর্ব্বনপূর্ব্বক গলাধঃকরণ করিয়া থাকেন। এক এক জন ইংরাজ মহিলা একান্ত মাংসখাদিকা। এ প্রকার কঠিন মাংস চর্ব্বন ও পেষণে প্রায় সকলেই দন্তশূলরোগে ক্লেশ ভোগ করেন, ও অচিরে দন্তহীন হইয়া অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত এবং কৃত্রিম দন্ত ব্যবহারে বাধ্য হন। তাদৃশ শীতপ্রধান দেশেও তদ্রূপ অর্দ্ধ পক্কমাংসপুঞ্জ জীর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া স্ত্রী পুরুষ সকলকেই তেজস্বিনী সুরাদেবীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। গো মেষ ছাগ বরাহ কুক্কুট হংস পারাবতাদি প্রায় সমুদায় জীবই উক্ত সভ্য নরনারীদিগের খাদ্য। হিন্দু শাক্তগণ সকল জীবের মাংস ভোজন করেন না, তাঁহাদের নিকটে কোন জীবের মাংস খাদ্য বা কোন জীবের মাংস অখাদ্য, কোন মাংস বৈধ কোন মাংস অবৈধ। মোসলমানদিগেরও মাংস ভোজনে বিশেষ বিচার। কোন কোন মাংস তাঁহাদের নিকটে হালাল (বৈধ), কোন কোন মাংস হারাম (অবৈধ)। পাশ্চাত্য সুসভ্য জাতির নিকটে মাংস বিষয়ে বৈধাবৈধ ও হালাল হারাম নাই। জীবমাত্রেই বৈধ ও হালাল। যে মাংসে স্বাদ আছে ও যাহা খাইয়া সুরার সাহায্যে জীর্ণ করা যায়, তাহাই তাঁহাদের খাদ্য। কাটা ছেঁড়া জবাই সকলই চলে। উত্তেজক সামগ্রী প্রচুর মাংস ভোজনে ইংরেজ জাতি যে অত্যন্ত উগ্র ও ক্রুদ্ধস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সহজে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং নিষ্ঠুর পদাঘাত এ দেশীয় নিরীহ দুঃখী লোকের পিলে ফাটাইয়া যমালয়ে পাঠাইয়া দেন, তাহা বলা বাহুল্য। নিরামিষ ভোজী লোকেরা সাধারণতঃ শান্ত ও কোমলপ্রকৃতি হইয়া থাকেন। তাঁহাদের দ্বারা এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য কখন হইতে পারে না। আমাদের দেশে অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে শস্য না জন্মিলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল বলিয়া লোকের মহাত্রাস হয়। বিলাতে শাস্যাভাবে দুর্ভিক্ষ হয় না। গো বরাহাদির মধ্যে মড়ক উপস্থিত হইলেই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা। তত্রত্য মহিলারা বাজারে যাইয়া যদি দেখেন কসাইয়ের দোকানে পুঞ্জ পুঞ্জ বিফ (গোমাংস) রহিয়াছে, তাহা হইলে দেশে প্রচুর খাদ্য আছে বলিয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। আমাদের দেশে যেমন ক্ষেত্রে সার নিক্ষেপ ও নানা প্রকার প্রক্রিয়া করিয়া কৃষকগণ ধান্য গোধূমাদি শস্য ও কপি শালগমাদি শাকতরকারি সকলকে হৃষ্ট পুষ্ট করিয়া থাকে, বিলাতে এইরূপ নানা উপায়ে গো বরাহ কুক্কুটাদি খাদ্য পশুপক্ষী সমুদায়কে তাহাদের স্বামিগণ মাংসল ও স্থূলাঙ্গ করিয়া তোলে।

সাহেব বিবীরা যাহা করেন তাহাই

ভাল। তাঁহাদের ভোজন পরিচ্ছদাদি সকল বিষয়েই আমাদের অনুকরণ করিতে হইবে। শীত প্রধান দেশের ভোজ্য পরিচ্ছদপ্রাণালী এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশস্থ বাঙ্গালি প্রভৃতির উপযোগী হউক বা না হউক, দেশকাল জল বায়ু অবস্থা ইহার বিরুদ্ধে সহস্র চিৎকার করুক না কেন, অনুকরণ করিতেই হইবে। তাহা না হইলে সভ্য বলিয়া সভ্যসমাজে আসন ও আদর পাওয়া যাইবে না। বঙ্গীয় ও কন্যাগণের এক সময়ে মাংসভোজন করিলে অতিশয় নিন্দা হইত, তাঁহারা তাহা রসনায় স্পর্শও করিতেন না। বাস্তবিক উহা তাঁহাদের কোমল প্রকৃতির অনুপযোগী ভিন্ন কখন উপযোগী নহে। এক্ষণ তাঁহাদের অনেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার রীতি অনুসারে প্রস্তুত বরাহ কুক্কুটাদির মাংস অসঙ্কুচিত ভাবে আনন্দ মনে প্রকাশ্যে ভোজন করিয়া থাকেন। মাংস ভোজন না করিলে শরীর রক্ষা পায় না, বর্ত্তমান যুগের সাহেবী ধরণের ঘোর শাক্ত ডাক্তরদিগের এই মত। তাঁহাদের উৎপীড়ন ও উত্তেজনায় অনেক নিরামিষভোজী হিন্দু ভয়ানক কুক্কুটখাদক হইয়া উঠিয়াছেন। সচরাচর গঙ্গাযাত্রার সময় সেই ডাক্তরগণ গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে মুরগীর ঝোল ও শুঁড়ির দোকানের জল খাওইয়া নাড়ী শুদ্ধ করিয়া রোগীকে বিদায় দেন। অনেক হিন্দু বিধবার তাঁহাদের হাত হইতে নিস্তার নাই। তাঁহাদের মতে পৃথিবীতে মদ ও মাংস ছাড়া জীবন ধারণের জন্য বলকর ও পুষ্টিকর সামগ্রী আর নাই। এ দিকে আমরা ৩। ৪ জন অভিজ্ঞ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে জানি তাঁহারা নিরামিষভোজী। দুর্ব্বল রোগীকে তাঁহারা দুগ্ধের বা মসুরে যূষ ইত্যাদি সহজপাচ্য পুষ্টিকর সামগ্রীর ব্যবস্থা করেন, সহজে কখন মুরগীর ঝোলের বিধি দান করেন না। কুচবিহারের দাতব্য চিকিৎসালয়ের আসিষ্টাণ্ট সার্জন শ্রীমান্ মোহিত লাল সেন ১৯ বৎসর হইতে নিরামিষভোজী। তিনি বলেন, "মাংস না খাইলেই ভালথাকা যায়, আমার এই বিশ্বাস। দুগ্ধাদি আমাদের স্বাস্থ্যও পুষ্টির পক্ষে প্রচুর। লোভে পড়িয়া লোকে মাংস খায়।" রোগের অবস্থায় ঔষধ স্বরূপ মাংস ব্যবহার করিতে হইলে তৎসঙ্গে কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া দাও, উহা মসলাদি দ্বারা রুচিজনক করিবে না, রোগ সারিল যেরূপ ঔষধ বন্ধ করিতে হয় সেই প্রকার মাংস ভোজন বন্ধ করিতে হইবে, ভগলপুরস্থ একজন অভিজ্ঞ সুচিকিৎসক নিরামিষভোজী এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের এই মত। আমরা একজন নিরামিষভোজী উপযুক্ত নবীন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কলিকাতার আমাদের পারিবারিক চিকিৎসকরূপে পাইয়াছি যে, তিনি কখন সহজে কোন রোগীকে মাংসের ব্যবস্থা করেন না। রসনার তৃপ্তিসাধনের জন্য লোভবশতঃ মাংস ভোজন করা হয়, না শরীর রক্ষার জন্য; একটু চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন।

চিরনিরামিষভোজী জৈন ও বৈষ্ণব এবং হিন্দুবিধবাগণ কি চিরদুর্ব্বল ও রুগ্ন? না অনেক মাংসাহারী লোক অপেক্ষা তাঁহারা সুস্থ ও সবল এবং দীর্ঘজীবী? উর্ব্বরাভূমি ভারতবর্ষে এত প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর সুস্বাদু উদ্ভিদ—যব গম ও নানা প্রকার ডাল তরকারি উৎপন্ন হয় এবং তাহা প্রায় সর্ব্ব এরূপ সুলভ যে, শরীর-রক্ষার জন্য দুর্ম্মূল্য পশুপক্ষ্যাদির মাংসে উত্তেজনা এবং নিষ্ঠুর জীবহত্যাকার্য্যে হায়তা করায় কোন প্রয়োজন করে না। নীতিশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে;—"স্বচ্ছন্দবন-জাতেন শাকেনাপি প্রপূয্যতে। অস্য দগ্ধো-দরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥" ভক্ষ্য ভক্ষকয়ো র্মধ্যে উভয়োঃ পশ্যতোহন্ত-রম্। একস্য ক্ষণিকা প্রীতিরন্যো প্রাণৈ-র্বিমুচ্যতে॥" অর্থাৎ বনজাত শাক দ্বারা অনায়াসে যাহাকে পূর্ণ করা যায় সেই উদরের জন্য কে মহা পাপ করিবে? ভক্ষ্য ও ভক্ষক এই উভয়ের মধ্যে দেখ কত প্রভেদ, এক জনের ক্ষণিক প্রীতি অন্যের প্রাণ নাশ। প্রথম ভাগ মহিলার চতুর্থ ও পঞ্চম সঙ্খ্যায় "প্রাত্যাহিক ভোজন" ও "সাত্ত্বিক ভোজন" শীর্ষ দুই প্রবন্ধ নিরামিষ ভোজনের পোষকতায় এবং স্ত্রীলোকদিগের মাংসভোজনের বিরুদ্ধে অনেক অভিজ্ঞ লোক ও চিকিৎসকদিগের মতামত সহ বিস্তারিতরূপে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছি এবং নানা প্রকার ডাল ও কপি সালগম আলু ইত্যাদি পদার্থে যে কি পরিমাণ পুষ্টিকর সার পদার্থ আছে তাহার এক তালিকাও দেওয়া গিয়াছে, অতঃপর আর বাহুল্য লিখিবার প্রয়োজন নাই। বঙ্গীয় মহি-লারা মাংসভোজনে যে দেশের মহিলা-দিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া থাকেন সে দেশেই সহস্র সহস্র নরনারী আমিষ ভোজনের অবৈধতা ও অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে দিন দিন নিরামিষভোজীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই শীতপ্রধান দেশে তাঁহারা নিরামিষভোজী হইয়া বেশ সুস্থ ও সবল শরীরে কালযাপন করিতেছেন, মাংসভোজনের অবৈধতা ও অপকারিতা বিষয়ে বক্তৃতা দান ও পুস্তকাদি প্রচার করিতেছেন। সভ্যজাতি সাহেব বিবিরা প্রত্যহ মাংসভোজন করেন, অতএব তাহা খুব ভাল, এক্ষণ আর এই ছল খাটিবে না। আমাদের একজন নিরামিষভোজী যুবক বন্ধু বিদ্যাশিক্ষার্থ তিন বৎসর ইংলণ্ডে বাস করিয়া তথায় যে, নিরামিষ ভোজনে জীবন যাপন করা যায় তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন বন্ধুসহ দীর্ঘকাল আমিষ সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে স্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নিরামিষ-ভোজী প্রমথ নাথও সে দেশে সুস্থ শরীরে বাস করিতেছেন। বিলাতে গিয়া মাংস না খাইয়া থাকা যায় না যাঁহারা ঐরূপ বলেন তাঁহাদের কথার কোন মূল্য নাই। যাঁহারা মাংসকে নিত্য আদর কারণ তাঁহারা পরে সচরাচর তাহারা

সহচর মদ্যকে আদর না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত যে ইয়ুরোপীয় মহিলা দিগের দৃষ্টান্তে অনেক বঙ্গীয় মহিলার সুরুওয়া পানের সঙ্গে ২ সুরা পানের অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছে।

কালিয়া কোর্ম্মা কাবাব কোপ্তা ইত্যাদি উত্তমরূপে রন্ধন করিতে না পারিলে বর্ত্তমান সময়ে ভাল ডাল তরকারী রাঁধিয়া কোন মহিলা সুপাচিকা বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। উদরদেবের উপাসক ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বিলাসী মোগল-দিগের অবিকৃত উপাদেয় মাংসের ব্যঞ্জন কালিয়া কোর্ম্মা ইত্যাদি। তাহাতে ঘৃত ও গরম মশলা এবং পলাণ্ডু ব্যয় অনেক হয়। কিন্তু ভারতের সর্ব্বপ্রধান মোগল সম্রাট্ আক্‌বর সাহ মাংস ভোজনে বিরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলি-য়াছেন, "মনুষ্যের পক্ষে উচিত নয় যে, আপনাদের উদরকে পশু পক্ষীর মৃতদেহের গোরস্থান করে।" (আইন আকবরী গ্রন্থ) ডাল তরকারী সুলভ মূল্যে সর্ব্বত্র পাওয়া যায় এবং হলুদ লঙ্কা ইত্যাদি অতি সামান্য মসলা ব্যয়ে সহজে নানা আকারে সুরস ও সুস্বাদু রূপে তাহা গৃহিণীর হস্তে প্রস্তুত। হয় দুর্ম্মূল্য মাংস বহুমূল্য ঘৃত ও গরম মশলাদির প্রচুর সংযোগ ভিন্ন সুখাদ্য হয় না, এবং উহার দুর্গন্ধ নিবা-রণের জন্য তীব্র দুর্গন্ধ লসুন পলাণ্ডু আদি দ্রব্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার না করিলে চলে না। মুসলমানদিগের অন্য-তর প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র হদিশ গ্রন্থে পলাণ্ডু-সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরত মোহম্মদের উক্তি এরূপ বিবৃত:—"যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধ বৃক্ষের (পলাণ্ডু বৃক্ষের) কিছু ভক্ষণ করে সে যেন কখনও আমাদের ধর্ম্ম মন্দি-রের নিকটবর্ত্তী না হয়; যে হেতু মনুষ্য যাহাতে (যাহার গন্ধে) কষ্টবোধ করে দেব-তারাও তাহাতে কষ্ট বোধ করিয়া থাকেন। দুর্গন্ধ প্যাঁজ ও লসুন ভক্ষণ করিয়া কোন মোসলমান যেন মস্‌জদে উপস্থিত না না হয়, এরূপ হজরত মোহম্মদের উক্তি হদিসের অন্যত্রও আছে। মাংসের দুর্গন্ধি নিবারণে সেই দুর্গন্ধ প্যাঁজ লসুন সভ্যজাতি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিবেন। মাংস অল্প ক্ষণের মধ্যেই পচিয়া বিস্বাদ ও বিকৃত এবং অধিকতর দুর্গন্ধ যুক্ত হয়, রোগাক্রান্ত জীবের মাংস একান্ত বিষাক্ত হইয়া থাকে, অনেক সময় কসাইগণ পীড়িত পশু সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া তাহার বিষাক্ত মাংস বিক্রয় করে। ডাল তরকারি সম্বন্ধে সেরূপ কখনও ঘটে না। কিন্তু মাংস বিস্বাদ ও বিকৃত এবং রোগ জন্মাইবার কারণ হউক না কেন, উহা এমন লোভের বস্তু যে সভ্য লোকেরা কিছুতেই ছাড়িবার নহেন। পচিলেও লসুন, পলাণ্ডু ও মদ্যের সাহায্যে তাঁহারা উদরস্থ না করিয়া ছাড়েন না। অনেক সাহেব বিবী গরু ও শূওয়ের মাংস লবণাক্ত করিয়া ও শুকাইয়া ২।৪ মাসের জন্য রাখিয়া দেন। সার্ডিন ফিস নামক বিনিগারে পচা এক প্রকার মৎস্য টিনে পূরিয়া বিলাত হইতে বিক্রয়ার্থ এদেশে প্রেরিত হয়। তাঁহার

এরূপ দুর্গন্ধ যে, গন্ধ শুঁকিলে অন্নপ্রাসনের অন্ন পর্য্যন্ত উদর হইতে পড়িয়া যায়। এই সার্ডিন ফিস সভ্য লোকদিগের আদরের সামগ্রী, উহা বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। অনেক সভ্য বাঙ্গালি সাহেবও তাহাকে আদর না করিয়া থাকিতে পারেন না, কেন না উহা সুসভ্য সাহেবদিগের প্রিয় খাদ্য, সভ্যদেশ হইতে প্রেরিত। সভ্যতার অনুরোধে কষ্টে স্বষ্টে কোনরূপে তাহা উদরস্থ করিতেই হইবে। হয় তো অনেক বাঙ্গালি মহিলাও তৎসংস্পর্শে রসনাকে পবিত্র করিয়াছেন। পশ্চিম দেশীয় সভ্যলোকদিগের মূল ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল গ্রন্থে মাংস ভোজনের প্রতিকূলে এরূপ লিখিত আছে; "মাংস আহার মদ্যপান অথবা অন্য কোন কার্য্য যাহাতে তোমার ভ্রাতার পদস্খলন হয় অথবা হৃদয়ে আঘাত লাগে বা দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি পায় এরূপ কিছু না করা শ্রেয়ঃ।"

মাংসপ্রিয়া ভগিনি, তোমার মাংস ভোজনের জন্য তোমার গৃহে বা গৃহের বাহিরে কিরূপ আসুরিক ও পৈশাচিক কার্য্য হয় তুমি এক বার স্বচক্ষে দেখিয়াছ কি! তুমি স্বহস্তে সেই নিষ্ঠুর ও ঘৃণিতকার্য্য না করিলেও পরোক্ষে তদ্বিষয়ে সহায়তা করিয়া থাক। যখন তুমি সেই মাংস সাদরে রন্ধন কর ও ভক্ষণ কর তখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও পরোক্ষে তুমি সেই কার্য্যের সম্পাদিকা। তোমার খাদ্য সরীসৃপ জীব সুদৃঢ় খোলা যুক্ত কাউঠা বা কচ্ছপকে তোমার ভৃত্য বৃক্ষ ছেদনের ন্যায় পুনঃ পুনঃ কুঠারাঘাতে কিরূপ ক্লেশ দান করিয়া থাকে দেখিয়াছ কি! সেই সরীসৃপ জীবের প্রধানতঃ নাড়ি ভুড়িই ভক্ষণ করিতে হয়। গ্রাম্য বরাহের স্থূল গ্রীবা ছেদন করা দুঃসাধ্য বলিয়া তাহার চারিপা বাঁধিয়া বৃহৎ ডেকে ফুটন্ত উষ্ণ জলে বিসর্জ্জন করিয়া তাহার জীবননাশ করা হইয়া থাকে। কি ভয়ানক ক্লেশে তাহার মৃত্যু হয়! খানসামা বাবুর্চিগণ হংস কুক্কুটগুলিকেত লাউ কুমড়ের ন্যায় নির্জীব জড় পদার্থ মনে করে। তাহারা লাউ কুমুড়কে একেবারে বঁটিতে ছেদন করিয়া ফেলে, কিন্তু হংস কুক্কুটাদির সম্বন্ধে সে দয়া টুকুও করে না। উহাদের কণ্ঠ ছুরিকা যোগে অর্দ্ধ ছিন্ন করিয়া ছাড়িয়া দেয়; তাহারা ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হইতে থাকে; অনেক ক্ষণের পর বহু ক্লেশে প্রাণত্যাগ করে। নূতন হিন্দুওয়ানির ব্যবস্থা মতে রাত্রিতে বাবুর্চ্চির রাঁধা মুর্গির মাংস খানসামার হাতে হিন্দুরা খাইয়া ঠিক হিন্দু থাকিতে পারেন; তজ্জন্য অনেক মুর্গি ছানা শুদ্ধ মারাযায়। তোমার কোমল প্রকৃতি বালকবালিকাদিগকে পাঠিকা এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য দর্শন করিতে কি তুমি বারণ কর না? নির্দ্দোষ নিরপরাধী পশু পক্ষীদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারে তুমি কি উৎসাহ দান কর? এ সকল পশু পক্ষী ও সরীসৃপ জীব কোন অপকার করে না, তাহাদের কোন অপরাধ নাই, তাহারা বনের ঘাস খায়, খানার ময়লা ও জলে পচা দুর্গন্ধ শব ইত্যাদি ভক্ষণ করিয়া তোমাদের উপকার করিয়া থাকে, তাহাদের অপরাধের মধ্যে তাহারা দুর্ব্বল;

মানুষের সঙ্গে বলে পারিয়া উঠে না। একটী কাঁকড়ার ঠেঙ্গ ছিঁড়িয়াছিল বলিয়া জীবের প্রতি উৎপীড়ন করার অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট মেছুনীর প্রতি যদি ২৫৲ অর্থ দণ্ডের আদেশ প্রচার করিলেন; বরাহ কুক্কুট ও কচ্ছপাদিকে যাহারা ভীষণ যন্ত্রণা দানে বধ করে তাহারা কেন দণ্ডনীয় হইবে না? তাহাদের ৫।৭ শ দণ্ড হওয়া কি সমুচিত নয়? সেই সকল জীবের প্রতি উৎপীড়নে সাহায্যকারীগণও দণ্ডার্হ। কীট জাতীয় কাঁকড়ার প্রাণ কি উক্ত বৃহৎকায় পশুপক্ষী সরীসৃপদিগের প্রাণ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ হইল? যাহারা পশু পক্ষীদিগকে গৃহে আশ্রয় দিয়া প্রতিপালন করিতে পারে, তাহাদের মাংস ভোজনের জন্য তাহাদিগকে হত্যা করে, তাহাদের নির্দ্দয়তা কত অধিক! গগনবিহারী বিচিত্র পক্ষ স্বর্গীয় গায়ক কলকণ্ঠ বিহঙ্গ আপন রূপের ছটায় ও সুমধুর সঙ্গীতে লোকের চক্ষু কর্ণ পরিতৃপ্ত ও মন মুগ্ধ করে, আমোদের জন্য বা তাহার মাংস আহারের জন্য তাহাকে গুলি করিয়া বধ করা কি পুরুষত্ব, না কাপুরুষতা! হে পাষাণহৃদয়, তোমার লজ্জা হয় না, হৃদয়ে দয়ার লেশ নাই? তুমি এরূপ পরম সুন্দর নির্দ্দোষ দুর্ব্বল তীর্য্যক্ জাতির প্রতি এ প্রকার অত্যাচার কর। তোমার বীরত্ব ও পুরুষকার থাকিলে তুমি ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুদিগকে বধ করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ কর। তাহাদের শরীরে প্রচুর মাংস পাইবে, সপরিবারে পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে। গৃহিণীগণ পতি পুত্রদিগকে মাংস ভোজনে প্রবৃত্তিদান ও উৎসাহিত না করিলে উদ্ভিজ্জ জাত রুচিকর নানা প্রকার ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া দিলে তাঁহাদের মাংসভোজন স্পৃহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে। গৃহিণী যদি মাংসলোভী হন, মাংস না হইলে তাঁহার ভাল খাওয়া হয় না যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে বলা বৃথা। তিনি বলিবেন, আমার বাছাধনেরা মাংস না খাইলে যে রোগা হইয়া যাইবে!

স্বর্গগত অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের প্রণীত "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" গ্রন্থের আমিষ ভক্ষণ সম্বন্ধীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া এক সময় বহু শিক্ষিত যুবক আমিষভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বাল্যাবধি নিরামিষ ভোজী স্বর্গগত আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জীবনের সুদৃষ্টান্তে ব্রাহ্ম সমাজে নিরামিষ ভোজীর দল প্রবল হইয়াছিল। তাঁহার স্বর্গগমনের পর হইতে আমিষ, ভোজী শাক্ত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার সঙ্খ্যা এত বাড়িয়াছে যে, তাহার তুলনায় ব্রাহ্মসমাজে নিরামিষভোজী লোক নাই বলিলেই হয়। অনেক নিরামিষভোজী প্রচারক এক্ষণ বহুমূত্রের সূত্রপাত বা আশঙ্কা এই ছল করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে নয় বিশেষ রুচির সহিত পর্য্যাপ্ত মৎস্য মাংস ভোজন করিতেছেন। প্রচারক পুত্রকন্যাদিগকে আর কি বলা যায়? অধিকাংশ ব্রাহ্মিকা যুবতী ভোজনে যখন শাক্ত প্রকৃতি ধারণ করিয়াছেন এমন ভোগের সামগ্রী তাঁহার

আর কেন ছাড়িবেন ! কোথাও কোন বন্ধুর ভবনে তাঁহারা উপস্থিত হইলে বন্ধুকে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য সর্ব্বাগ্রে অজ বা কুক্কুটের যোগাড় করিতে হয়। অভ্যাগত ব্রাহ্ম প্রচারক বা ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার তুষ্টির নিমিত্ত কাহার গৃহে জীবের আর্ত্তনাদ ও শোণিতে গৃহ প্লাবিত হয় বড় দুঃখের বিষয় ! কিছু দিন হইল এক জন ব্রাহ্ম বড়লোকের ভবনে আমরা ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম, মাংসের কালিয়া কোর্ম্মাও হইয়াছিল, ভোজনে বসিয়া দেখি বহু উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্ম-যাঁহারা, চিরনিরামিষ ভোজী বলিয়া পরিচিত, লয় তাঁহারা মাংসের প্রচুর কারি ও কোর্ম্মা চাহিয়া লইলেন, এবং অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত ভক্ষণ করিলেন। দেখিয়া আবাক্ হওয়া গেল। মদ খাব না বলে অঙ্গীকার করিয়া পরে এক মাতালের মেডিসিন ডোজে গ্লাসে গ্লাসে মদ খাওয়ার ন্যায় এই সকল নিরামিষভোজী ব্রাহ্মের হয়তো মেডিসিন ডোজে মাংস ভোজন। ইঁহারা এক সময় "জীবে দয়া নামে ভক্তি কর মন সার" এই নগরসঙ্কীর্ত্তন উৎসাহের সহিত গাইয়াছেন। ইঁহাদের এরূপ ভোজন দেখিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের এক জন সম্ভ্রান্ত লোক আমাদিগকে বলিলেন, "হায় ! এ কি দেখিলাম, কেশব চলিয়া যাওয়ার পর এইদশা হইয়াছে।"

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বপ্রণীত নবসংহিতা পুস্তকে এরূপ লিখিয়াছেন ;—যাঁহারা দীনতা ও সামান্যরূপে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্রত লইয়াছেন, এবং বিলাসিতা হইতে আপনাদিগকে ও প্রতিবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মত্যাগে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাঁহারা মাংসাহারে বিরত হউন।" কোন কোন মাংসাশী ব্রাহ্মের এই যুক্তি যে, আচার্য্যও শেষ জীবনে মাংস ভোজন করিয়াছিলেন, অতএব মাংস ব্রাহ্মের পক্ষে অখাদ্য নহে। তাঁহার মাংসভোজন বিষয়ে ২।১টী কথা এস্থলে আমাদের বলা আবশ্যক হইয়াছে। তিনি যখন বহুমূত্র রোগের প্রবল আক্রমণে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, এলোপ্যাথি ডাক্তার তাঁহাকে ব্রথ খাইবার ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি মিনতি করিয়া ডাক্তারকে বলেন, "যদি প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পানে আমার স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভের সহায়তা হয় তবে আমি ব্রথ খাইতে চাহি না। এ বিষয়ে আমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হউক।" তাহাতে চিকিৎসক কিছু দিন তাঁহাকে ব্রথ খাইতে দেন না। পরে যখন তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি ডাক্তার কর্ত্তৃক ব্রথ, জেলি ও ডিম খাইতে বাধ্য হন। তিনি ঔষধরূপে উহা ভক্ষণ করিতেন। একদিন কোন প্রচারকপত্নী এলাচি দারুচিনি প্রভৃতি মশলাযোগে সুরস ও সুগন্ধ করিয়া ব্রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তিনি রসনায় স্পর্শ করিয়াই ফেলিয়া দেন। তিনি মাংসাহারকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার অনুগামী ব্রাহ্মগণ আচার্য্যের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চলিলে অন্তিমকালে ঔষধস্বরূপ ব্রথ

খাইতে পারেন, রুচি পূর্ব্বক মাংসের কারি, কাটলেট প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে পারেন না। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মুখ দিয়া যখন প্রবলবেগে রক্তস্রাব হইতে লাগিল, তখন দুইজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার স্পষ্ট বলিলেন এই চির নিরামিষভোজীকে অবিবেচনার সহিত বল পূর্ব্বক মাংসের যূষ খাওয়াইয়া এই বিপদ্ উপস্থিত করা হইয়াছে ; মাংসে উৎপন্ন রক্ত ইহাঁর শরীর ধারণ করিতে পারিতেছে না।

আমিষভোজীদিগের প্রধান যুক্তি এই যে, সিংহব্যাঘ্রাদি প্রবল জন্তু আপনাদের অপেক্ষা দুর্ব্বল জীবকে মারিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জীবের মাংসভোজন ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য। বিশেষতঃ হিংস্র পশুদিগের ন্যায় ছিন্ন ও বিদ্ধ করিবার জন্য মনুষ্যের কয়েকটী দন্ত আছে। মাংস না খাইতে হইলে পরমেশ্বর তাহাকে এরূপ দন্ত কেন প্রদান করিবেন ? ঈশ্বরাভিপ্রেত না হইলে অসভ্য আদিম লোকেরা শুদ্ধ মাংসভোজনে জীবন ধারণ করে কেন ?

তুমি ধর্ম্মবুদ্ধি ও জ্ঞানবিশিষ্ট মনুষ্য হইয়া সিংহশার্দ্দূলাদি ইতর জন্তুর প্রকৃতির অনুসরণ করিতে পার না। নিকৃষ্ট জীব সকল অতি গর্হিত লোমহর্ষণ দুর্নীতির কার্য্য করিয়া থাকে, তুমি সেরূপ কার্য্য করিবে, উহা কি মনে স্থান দিতে পার ? তাহাদের মনে কখন দয়ার উদ্রেক হয় না। একটি জীব যখন উৎপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে ও পলায়ন করিতে চাহে, তখন তোমার মন দয়ার্দ্র হয়। ইতর জীবদিগেরও তোমার ন্যায় সুখ দুঃখ বোধ আছে। কোন জীবকে যন্ত্রণা দান করিতে দয়া তোমাকে বারণ করে। দয়া ঈশ্বরের ইঙ্গিত ও তাঁহার স্পষ্ট আদেশ, তুমি তাহা অস্বীকার করিতে পার না। সিংহ ব্যাঘ্রাদি ইতর জন্তুর তাহা নাই। অতএব তুমি তাহাদের সমপ্রকৃতি নও। তুমি দেবপ্রকৃতি সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জীব। কঠিন কন্দ মূলাদি ও নারিকেল বাদাম আখ্রোট প্রভৃতি ছিদ্য ও ভিদ্য করিয়া ভক্ষণ করিবার জন্য তোমাকে যে তদুপযোগী দন্ত প্রদান করা হয় নাই, কেবল হিংস্র পশুর ন্যায় শক্ত মাংস খাইবার জন্য উহা প্রদান করা হইয়াছে,ইহা কে বলিতে পারে ? জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতি হইয়া অজ্ঞান অসভ্য লোকদিগের আচরণের অনুরূপ আচরণ করিতে সমুৎসুক হওয়া যার পর নাই মূর্খতা ও বাতুলতার কার্য্য। তাহারা বিবস্ত্র থাকে, বা বল্কল পরিধান করে, অমি মাংস ভক্ষণ করে, তুমি কি তাহা করিতে পার ? আদিম অসভ্য লোকেরা কৃষিকার্য্যে অজ্ঞতা বশতঃ ক্ষেত্র হইতে শস্য উৎপাদন করিতে পারে না, শস্যাদি অন্য খাদ্যের সম্পূর্ণ অভাব বশতঃ তাহারা যে আহারের জন্য বাধ্য হইয়া পশুবধ করিত বা করে, তুমি কি ইহা অস্বীকার করিতে পার ? এক্ষণ সহস্র প্রকার শস্যে শাক তরকারি ও ফলমূলাদি পুষ্টিকর সুরস সুখাদ্য সামগ্রী সুলভ সত্ত্বে তুমি অসভ্য লোকদিগের ন্যায় পক্বকে অর্দ্ধপক্ব বা অর্দ্ধ

দগ্ধ কিংবা আমমাংস ভক্ষণ করিবে বড় দুঃখ ও লজ্জার কথা। যদি বল বিলাতের সভ্য জ্ঞানী লোকেরা প্রতিদিন পেট ভরিয়া গো বরাহ কুক্কুটাদির মাংস খান, আমরা খাইব না কেন? এই কথায় আমরা নাচার। আসাম নওগাঁয়ে নর্ম্মালস্কুলে অসভ্য মিকির জাতীয় এক বালক পড়িতেছিল। তাহার শিক্ষক এক দিন তাহাকে বলিয়াছিলেন, "তোর পিতা মদ খায়, তাহারা মূর্খ অসভ্য জঙ্গুলে লোক। তুই লেখা পড়া শিখিতেছিস, তুই কখন মদ খাসনে।" তাহাতে সেই বালকটি বলে, "আসামী বাবু ও বাঙ্গালি বাবুরা লেখা পড়া শিখিয়াও তো মদ খায়, আমি খাব না কেন?" মাষ্টার বাবু এ কথায় নিরুত্তর হইলেন।

উপসংহার কালে বিশেষ প্রশ্ন এই যে হবিষ্যান্নভোজী ফলমূলাহারী আর্য্য ঋষিগণ মাংসভোজী বর্ত্তমান নরনারী অপেক্ষা সুস্থ, না অসুস্থ, দীর্ঘজীবী, না অল্পায়ু ছিলেন? নিরবছিন্ন নিরামিষভোজী বর্ত্তমান জৈন সম্প্রদায়, সাত্বিক বৈষ্ণবগণ ও হিন্দু বিধবাগণ সুস্থ সবল, না অসুস্থ দুর্ব্বল? পশ্বাদির মাংসে যেরূপ সার পদার্থ আছে, গোদুগ্ধ ও নানাবিধ ভাল তরকারীতে বহুপরিমাণ তদ্রূপ সার পদার্থ আছে কি না? যাঁহারা নিয়মিতরূপে মাংস ভোজন করেন, লোভ বশতঃ উহা ভোজন করেন, না রোগ সারিবার জন্য ঔষধস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন? সেইরূপ মাংসাহারে আত্মার কুশল উন্নতি হয়, না অকুশল অনুন্নতি হইয়া থাকে? মাংসভোজন ইন্দ্রিয়সেব্য বিলাস ভোজন, না শুদ্ধ সাত্বিক ভোজন? আপন আপন মনকে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যেক মহিলা সদুত্তর পাইবেন।

দেবকুমারি নারি, ভগবান্ তোমাকে কোমলাঙ্গ ও কোমলপ্রকৃতিবিশিষ্ট করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তিনি তোমার হৃদয়কে স্নেহ প্রেমের আধার করিয়াছেন, রাজযক্ষ্মাদি গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইয়া ঔষধ রূপে ডাক্তারের ব্যবস্থা না পাইলে পশ্বাদির মাংস ভোজন তোমার পক্ষে কি সমুচিত? স্বর্গগত আচার্য্য কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মিকাদিগকে বিশেষ বিশেষ ব্রতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাতে আহারাদি দানে পশু পক্ষীর সেবা করিয়া দয়ার কার্য্য করিবার বিধি ছিল। আহার না দিয়া বরং তাহাদিগকে আহার করা, তোমাদের নারীহৃদয়োচিত এ কেমন দয়া ও প্রেমের কার্য্য!

বিহার প্রদেশস্থ নারীদিগের অবস্থা।

বঙ্গমহিলাগণ বিশেষ বিশেষ বার ও তিথিতে প্রায় প্রতি সপ্তাহে নানা প্রকার ব্রতোপবাসাদি করিয়া থাকেন। নব্য মহিলারা যদিচ প্রায় কোন ব্রত ও পূজার্চ্চনাদির ধার ধারেন না, কিন্তু বঙ্গদেশের প্রাচীন শ্রেণীর নারীগণ এক্ষণও ব্রতোপবাসাদিতে নিষ্ঠাবতী আছেন। বিহারপ্রদেশস্থ হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ব্রতাদির অনুষ্ঠান বিরল। কেবল বৎসরান্তে "ছট" নামক ব্রত মহা আড়ম্বরের সহিত তাঁহাদের কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। কার্ত্তিক মাসের শুক্লষষ্ঠী তিথিতে এইব্রত আচরিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের পূজাই উক্ত ব্রতের উদ্দেশ্য। সেই দিন সূর্য্যাস্তগমনের পূর্ব্বে সমুদায় স্ত্রীলোক যথাসাধ্য বেশভূষা করিয়া ১০।১৫ জনে দলবদ্ধ হইয়া ফলমূলাদির ডালি সহ সরোবর বা নদীতটে গমন করেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা গাড়ীতে বা পাল্কীতে অবরুদ্ধ ভাবে যাইয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকরগণ ঢোল ও কাড়া বাজাইয়া চলে। অনেক স্ত্রীলোক একত্র মিলিয়া সঙ্গীত করিয়া থাকেন। ব্রতধারিণী নারীগণ জলাশয়তীরে যাইয়া অস্তগমনোদ্যত সূর্য্যের উদ্দেশ্যে কিছু ক্রিয়ানুষ্ঠান [illegible] প্রদীপ জ্বালান হয় ও অগ্নি ঝুমুকাই[illegible]ন করা হইয়া থাকে। পরে সেরূপ ঘটা করিয়া তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া আসেন। সে দিন প্রায় স্ত্রীলোকেই লোহিত বা পীত বস্ত্র পরিধান করেন। ফলমূলাদির ডালি তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে এক এক জন বাহক বহন করিয়া জলাশয়তীরে লইয়া যায়, পরে গৃহে ফিরিয়া আনে। সেই ডালিতে কলা মূল ইত্যাদি ফলমূল এবং গুড় ও ময়দাতে প্রস্তুত পিষ্টকবিশেষ রক্ষিত হয়। পর দিন সূর্য্যোদয়ের সময় আবার নারীগণ পূর্ব্বোক্তরূপ ঘটা করিয়া ফলমূলাদিসহ জলাশয়তীরে যাইয়া উপবিষ্ট হন, অনেকে স্নান করেন। এক জন ব্রাহ্মণ হিন্দিভাষায় মন্ত্র পড়িয়া যান, স্ত্রীলোকেরা তখন করযোড়ে বসিয়া থাকেন। মন্ত্রপাঠ হইলে পর যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল দক্ষিণাস্বরূপ উক্ত ব্রাহ্মণকে প্রদান করা হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ জলাশয় কূলে যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া ক্রিয়া সম্পাদন করেন। গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় ভিক্ষার্থীদিগকে প্রায় সকলেই কিঞ্চিৎ ফলমূল বা ছোলা, অথবা কিয়দংশ পিষ্টক প্রদান করিয়া যান। বাড়ীতে যাইয়া তাঁহারা উক্ত ফলমূল পিষ্টকাদি সূর্য্যদেবের প্রসাদস্বরূপ ভক্ষণ করেন। বিহার প্রদেশে নারীগণ কর্ত্তৃক এইরূপে ছটব্রত উদ্‌যাপিত হয়। আরও ২।১টি ব্রত তাঁহাদের কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা তত উল্লেখযোগ্য নহে।

বঙ্গদেশে দোল দুর্গোৎসব কালীপূজাদি মহাঘটা করিয়া হইয়া থাকে, তাহাতে বিগ্রহ ও প্রতিমাদির পূজা অর্চ্চনা হয়। সেই সকল পূজা পার্ব্বণ প্রধানতঃ পুরুষগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলেও তাহাতে বঙ্গীয় মহিলাদিগেরও বিশেষ উৎসাহ ও যোগ থাকে, সে সমস্ত পর্ব্বোপলক্ষে তাঁহাদের আনন্দোল্লাসের সীমা থাকে না। বিহার প্রদেশে দোল দুর্গোৎসবাদি পর্ব্বোপলক্ষে বিশেষ পূজা অর্চ্চনা কিছুই হয় না। দুর্গোৎসবের ২।৪ দিন পূর্ব্ব হইতে দশমী দিন পর্য্যন্ত সেই প্রদেশের নগর উপনগরাদিতে রামলীলার মহাঘটা হয়। যুবা বৃদ্ধ বালকগণ মুখস পড়িয়া রাম লক্ষ্মণ ও তাঁহাদের সৈন্য বানর ভল্লুকবৃন্দ এবং রাবণ কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিত ও তাঁহাদের সেনা রাক্ষস সকল সাজিয়া দুই দলে বদ্ধ হইয়া

পরস্পর সংগ্রাম করে। শেষ দিনে রাবণ বধ ও সীতা উদ্ধার হয়। দুর্গোৎসবের সময় প্রতিদিন অপরাহ্নে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই রূপ রামলীলা হইয়া থাকে। তাহা দর্শন করিবার জন্য দূরস্থপল্লীগ্রাম হইতেও স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা উৎসাহের সহিত আগমন করে। মেলা বসিয়া যায়, নানা বস্তুর ক্রয় বিক্রয়াদি হয়। সেই মেলায় স্ত্রীলোকের মহাভিড় হইয়া থাকে। ক্রয়বিক্রয়াদিতে প্রধানতঃস্ত্রীলোকদিগেরই মহোৎসাহ প্রকাশ পায়। দোলোপলক্ষে ঠাকুর দোলমঞ্চে উঠেন না, কেবল পুরুষেরা হুলি গান ও ফাগুয়া উড়াইয়া থাকেন। এই ব্যাপারে পুরুষগণই অতিশয় প্রমত্ত হইয়া উঠেন, ইহাতে স্ত্রীলোকেরা বিশেষ যোগ দান করেন না। তবে তাঁহাদের উৎসাহ ও আনন্দের যে অল্পতা এই ব্যাপারে তাহা বলা যায় না। দীপান্বিতা উপলক্ষে কালীপূজা হয় না, রাত্রিতে দীপমালায় গৃহের ছাদ ও গৃহের ঘর আলোকিত হয়। এই দীপদানে নারীগণ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিহারপ্রদেশের হিন্দু নরনারীগণ অনেক পরিমাণে মোসলমানদিগের রীতি নীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের ন্যায় হোসন ২ করিয়া পুরুষেরা মাতাম করে, হোসনের সৈন্য সাজিয়া লাঠি খেলা করে এবং তাজিয়া করিয়া থাকে। তত্রত্য হিন্দুনারীগণ হোসনের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক বক্ষে করাঘাত করিয়া শোক প্রকাশ করেন কি না জানি না। বঙ্গদেশে যেমন কোন কথার দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ অনেকে "ঈশ্বরের দোহাই" "ঈশ্বরের শপক্ষ" বলিয়া থাকেন, সে দেশের হিন্দু নর নারী অনেক সময় "আল্লা কি কসম" "খোদা কি কসম" বলেন।

এখন বিহার প্রদেশেস্থ নারীদিগের বেশ ভূষার কিঞ্চিৎ বর্ণন করা যাইতেছে। সামান্য শ্রেণীর স্ত্রীলোক দিগের অলঙ্কারাদি অতিশয় জঘন্য ও ক্লেশদায়ক। আহিরি (গোওয়ালা) জাতীয় স্ত্রীলোকেরা ৫।৭ সের পরিমাণে কাংস্য নির্ম্মিত পয়রি নামক বিকট অলঙ্কার উভয় চরণে ধারণ করে। নাল পরাইতে ঘোড়াকে ৫।৭ জনে চাপিয়া ধরিয়া থাকে, কোন নারীকে পয়রি পরাইতে নাকি সেইরূপ করা হয়। স্ত্রীলোকটি আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। পয়রি একবার পরিলে কার্য্য জীবন আর তাহা খুলিবার সাধ্য নাই। এইরূপে গুরুভারগ্রস্ত আভরণ পদে ধারণ ধারণ করিয়া চলিতে ফিরিতে যে কত কষ্ট তাহা বলিয়া উঠাযায় না। তদ্ভিন্ন আহেরি মেয়েরা মণিবন্ধ হইতে কফোণিদেশ পর্য্যন্ত কাঁসার মোটা ২ চুড়ি হস্তে ধারণ করে। তাহাতেও তাহাদের বিষম ক্লেশ হয়। হস্তে ক্ষত হইলে ক্লেশের সীমা থাকে না। উহা উভয় হস্তে ধারণ করিয়া কাজ কর্ম্ম করিতে অসুবিধা হয় বলিয়া অনেকে কেবল বাম হস্তে পরিধান করে। এত কষ্ট ভোগ করিয়া এরূপ অলঙ্কার পরিয়া একটী নারী যে কি অপূর্ব্ব সুন্দরী সাজেন, তাহা পাঠিকারা অনুভব করিতে পারেন। হায় অলঙ্কার প্রিয়তা! বলিহারি

যাই। এই প্রকার অদ্ভুত আভরণ পরিধানেও তাহাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশের সাধ মিটে না, তাহার উপর আবার বিষম কষ্ট স্বীকার করিয়া সর্ব্বাঙ্গে উল্কি ধারণ করে। পূর্ব্ব বঙ্গের পূর্ব্বতন নারীগণ যেমন নাসিকা প্রান্তে ললাট মূলে এবং চিবুক দেশে উল্কি ধারণ করিতেন, বিহার দেশস্থ নারীগণ তদ্রূপ মুখমণ্ডলের কোন অংশে উল্কি ধারণ করেন না, বক্ষে পৃষ্ঠে হস্তে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে তাঁহারা উল্কি পরিয়া থাকেন। সচরাচর সে দেশের অন্য জাতীয় স্ত্রীলোকেরা আহেরিমেয়েদের ন্যায় পয়রি ইত্যাদি বিকট অলঙ্কার পরিধান করেন, কিন্তু অন্য আকারের রৌপ্য, কাংস্য, পিত্তলাদির নির্ম্মিত মল ইত্যাদি আভরণ পরিয়া থাকে। বঙ্গদেশের পূর্ব্বতন মেয়েদের ব্যবহৃত মোটা চেঁড়ী ঝুমকা ইত্যাদির ন্যায় আভরণ বিহার দেশের নারীগণ এক্ষণও আদরের সহিত ব্যবহার করেন। প্রায় যুবতীই কপালে পিত্তলের টিপ পরিয়া থাকেন। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের মহিলাদিগের ন্যায় বিহার দেশস্থ নারীগণ সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিয়া নির্লজ্জতার পরিচয় দান করেন না। সামান্য শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও একটী অঙ্গরেখা পরিধান করে ও বস্ত্রাঞ্চলে মস্তক সর্ব্বদা আবৃত রাখে। কিন্তু ইহারা বড় অপরিষ্কার থাকে, ঘর বাড়ী পরিষ্কার রাখে না।

বিহার কৃষিপ্রধান স্থান। বিশেষতঃ সাহাবাদ ডিষ্ট্রীক্টের প্রায় সমুদয় লোকই কৃষিজীবী। সেদেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। বঙ্গদেশে যেমন ছয় মাসেরও অধিককাল কৃষিক্ষেত্র সকল পতিত থাকে, জীবন ধারণের জন্য ধান্য মাত্রই এখানকার প্রধান শস্য; বিহার প্রদেশ সেরূপ নহে। বারমাস সেখানকার ভূমিতে ফসল হয়। ভূমি কর্ষণ ব্যতীত কৃষি সম্বন্ধীয় প্রায় সমুদায় কার্য্যে স্ত্রীলোকেরা দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া থাকে। সে দেশে ধান্য, যব, গোধূম, ভুট্টা, ছোট ভুট্টা, বজ্রা, কাওন, সামা, মরুওয়া কদু, টাঙ্গন, এই কয়েক প্রকার শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তদ্ভিন্ন ছোলা ও পানিফল ভাজিয়া বা সিদ্ধ করিয়া সে দেশীয় লোক অন্নের স্থলে ব্যবহার করে। সংবৎসর ব্যাপিয়া এইরূপ নানা প্রকার শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে, স্ত্রীলোকেরা বালক বালিকা সহ গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্র ও বর্ষার বারিধারা শীতঋতুর তীব্র শীত গ্রাহ্য না করিয়া অবিশ্রান্ত মাঠে পড়িয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে খাটে, অথচ তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের পরিধানের কাপড় যোটে না, জমীদার এক প্রকার সর্ব্বস্ব হরণ করেন। জমীদারকে শস্যের ভাগ ও ভূমির খাজনা দিয়া তাহাদের প্রায় কিছুই থাকে না। শত শত স্ত্রীলোক উদরান্নের জন্য দ্বারে ২ লালায়িত। অনেকে ক্ষুধার জ্বালায় অশ্বত্থের বীজ কুড়াইয়া ভক্ষণ করে, আমের আটি সংগ্রহ করিয়া তাহার শাঁস পিষিয়া রুটি করিয়া খায়। আরা নগরে আমাদের এক জন আত্মীয় প্রতি রবিবারে একহ টেপুওয়া এক এক জন কাঙ্গালিকে দান করিতেন। টেপুওয়া সে দেশের তাম্র মুদ্রা বিশেষ,

তাহার মূল্য অর্দ্ধপয়সার কিঞ্চিৎ অধিক। তাহা গ্রহণ করিবার জন্য ৩।৪ শত দুঃখী কাঙ্গালী তাঁহার গৃহদ্বারে সে দিন একত্র হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অধিকাংশই শীর্ণ কায় স্ত্রীলোক। তিন টাকার ঢেপুয়াতেও পরে কুলাইয়া উঠিতেছিল না। অবশেষে দাতা ঢেপুয়া দান বন্ধ করিয়া ২।৪ মুষ্টি করিয়া ভুট্টা দানের ব্যবস্থা করেন। সেই রবিবার ভিন্ন অন্য দিনও দুই প্রহর বেলা সকালে বিকালে রাত্রিতে ভিক্ষার্থিনী দুঃখিনী নারীগণ দ্বারে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে। এক একটি নারীর অবস্থা দেখিলে বাস্তবিক মনে বড়ই কষ্ট হয়। ইহারা ভিক্ষাজীবিনী নয়, প্রায় সকলেই গৃহস্থ নারী। বিহারস্থ সামান্য শ্রেণীর নারীগণই মৎস্য তরকারি ইত্যাদি বাজারে ও দ্বারে ২ যাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। বৃক্ষের একটী পাতা ভূতলে পড়িয়া থাকিতে পারে না, স্ত্রীলোকের তৎক্ষণাৎ উহা কুড়াইয়া লইয়া যায়। উহাদ্বারা ইন্ধনের কার্য্য করে। এজন্য আম বাগান ইত্যাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। কোথাও এক বিন্দু গোময় পড়িয়া থাকিতে পারে না, স্ত্রীলোকেরা আদরপূর্ব্বক উঠাইয়া লইয়া গিয়া ঘুঁঠে প্রস্তুত করে। তাহারা অনেক শাক তরকারি না রাঁধিয়া কাঁচাই খাইয়া ফেলে। বাস্তবিক সাধারণতঃ বিহারদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা, বড় দুঃখের অবস্থা। জমিদার দিগের নির্দ্দয়তা তাহার একটি বিশেষ কারণ, গবর্ণমেণ্টেরও তাহাদের প্রতি সেরূপ কৃপা দৃষ্টি নাই। তাঁহারা সভ্য হইলে এদেশের নারী দিগের অনেক পরিমাণে অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। সে দেশের যে সকল পুরুষ বিদেশে চাকুরী করেন তাঁহারা প্রায় কেহই পরিবার সঙ্গে রাখেন না। বৎসরান্তে ছুটির কয় দিন পরিবারের সঙ্গে নিজালয়ে সাক্ষাৎ হয়। পরিবার সঙ্গে রাখা বড় নিন্দা ও লজ্জার কথা। পূর্ব্বতন বাঙ্গালী পুরুষেরাও পরিবার সঙ্গে রাখিতেন না।

রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া।

বিবাহান্তে।

উদ্বাহান্তে উপাসনা মন্দির হইতে নবদম্পতী বহির্গত হইয়া বকিংহাম প্রাসাদের দিকে যাত্রা করিলেন। রাজপথে লক্ষ লক্ষ প্রজা নবপরিণীতা মহারাণীকে স্বামী সহ দর্শন করিবার জন্য হর্ষবিস্ফারিত নয়নে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সকলের প্রমত্ত জয়ধ্বনিতে গগন মেদিনী যেন কম্পিত হইতেছিল। রাজপথের স্থানে স্থানে সুদৃশ্য তোরণ সকল স্থাপিত হইয়াছিল, বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গ নানা বর্ণের পতাকা হস্তে করিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে মহারাণীর শকটের অনুসরণে গমন করিয়াছিলেন। বরকন্যা বকিংহাম রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলে পর তথায় নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদ হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজ্ঞী স্বামী সহ উইণ্ডজর প্রাসাদে যাত্রা করেন। অগণ্য আলোকমালায় রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্ব বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। দর্শনোৎসুক লক্ষ লক্ষ নরনারীর সাদরাভ্যর্থনা ও আনন্দধ্বনিতে রাজ্ঞী ও রাজ্ঞীপতি পরম পুলকিত অন্তরে চলিয়াছিলেন। এই বিবাহে প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট নয় বলিয়া কুমার এলবার্টের অন্তরে যে সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছিল, তখন জনসাধারণের জয়ধ্বনি অভিনন্দন ও আনন্দোন্মত্ততা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় হইতে সেই সংস্কার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল। উইণ্ডজর রাজভবনের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত লোক সকল তুমুল জয়ধ্বনি করত রাজকীয় শকটের সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইয়াছিল।

বিবাহের সময় মহারাণীর মুখমণ্ডল নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছিল, আনন্দাশ্রুতে কপোলযুগল সিক্ত হইয়াছিল। তাঁহার অধরোষ্ঠ ও নয়নদ্বয়ে মধুর ভাব ও হর্ষজ্যোতি দীপ্তি পাইয়াছিল, হৃদয়ের গূঢ় কথা বলিবার এক জন পরম বন্ধু জীবনের নিত্যসঙ্গী পাইলেন বলিয়া রাজ্ঞীর অন্তর আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিবাহান্তে রাজ্ঞী প্রিয়তম স্বামীর বাহু ধারণ করিয়া যখন বিবাহমঞ্চ হইতে অবতরণ করিলেন, তখন স্বামীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতি একান্ত আস্থা নির্ভরের ভাব দেখিয়া উপস্থিত নরনারীর মনে অতুল আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল।

ইংরেজ সমাজে এরূপ প্রথা প্রচলিত যে উদ্বাহান্তে নবদম্পতী কিয়ৎকাল নির্জ্জনে বাস করিয়া থাকেন। মহারাণী এক দিবস মাত্র উইণ্ডজর প্রাসাদে প্রিয়তম পতিসহ নির্জ্জন বাস করিয়াছিলেন। রাজকীয় কার্য্যের ব্যস্ততা প্রযুক্ত, অধিক দিন নির্জ্জনে স্থিতি করিতে পারেন নাই। সেই নির্জ্জনবাস বিবাহের পরদিন ঘটিয়াছিল। সেই দিবস তিনি তাঁহার এক পরম আত্মীয়কে হৃদয়ের গভীর আনন্দসূচক এরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন;—"রাজকুমার এলবার্ট অপেক্ষা অধিকতর পূতচরিত্র, প্রেমাস্পদ ও মহৎ ব্যক্তি জগতে বিরল।" বাস্তবিক মহারাণীর অন্তরে কুমার এলবার্টের প্রতি এ প্রকার আস্থা ভক্তি চিরবদ্ধমূল। তিনি নবপ্রেমের অনুরাগে এসকল কথা লিখিয়াছেন তাহা নহে।

বিবাহের কিয়দ্দিবান্তে রাজকুমার এলবার্টের জনক স্বদেশে চলিয়া গেলেন। পুত্রকে চিরজীবনের জন্য ইংলণ্ডে রাখিয়া গেলেন বলিয়া যাইবার সময় পিতার অন্তরে যে বিশেষ ক্লেশ হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। রাজকুমারও পিতৃদেবের দুঃখে অন্তরে অতিশয় দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন। এই বিবাহে বাস্তবিক রাজকুমার এলবার্টকে বহুত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। মাতৃভূমি, জনক জননী, আত্মীয় স্বজন সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি চিরজীবনের জন্য ইংলণ্ডে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহারাণীর ন্যায় অশেষ গুণশালিনী সতী লক্ষ্মী পত্নী লাভ তাঁহার সেই সকল ত্যাগের বিনিময় হইয়াছিল। মহারাণী তাঁহাকে সর্ব্বদা সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন।

বিবাহান্তে মহারাণী নিম্নলিখিত প্রকারে সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় তিনি স্বামী সহ প্রাতর্ভোজন করিয়া তৎসমভিব্যাহারে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া আসিতেন। প্রাসাদে

প্রত্যাগমনের পর পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্যের অনুশীলন করিতেন। তৎপর তিনি স্বামী সহ কিয়ৎক্ষণ চিত্রকার্য্যের অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিতেন। উভয়ের চিত্র বিদ্যায় বিশেষ অনুরাগ ছিল। অপরাহ্ণ ২ঘটীকার সময় প্রধান মন্ত্রী রাজকীয় কাগজপত্র সহ উপস্থিত হইতেন। মহারাণী জলযোগ করিয়া রাজকার্য্যপর্য্যালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। সূর্য্যাস্তগমনের পূর্ব্বে তিনি স্বামী সহ শকটারোহণে নগরভ্রমণে বহির্গত হইতেন। কোন কোন দিন মহারাণী জননী সহ কিংবা সহচরীবর্গ সমভিব্যাহারে শকটারোহণে ও রাজকুমার অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিয়া আসিতেন। রাজকুমার এল্‌বার্ট প্রায় প্রতিদিনই মহারাণীর নিকটে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মপুস্তক বা কোন উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ পাঠ করিতেন। রজনী ৮ঘটিকার সময় মহারাণী প্রিয়তম পতি সহ ভোজনে বসিতেন, তখন পরিবারস্থ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ মহারাণীর সঙ্গে সেই ভোজনে যোগদান করিতেন। অনেক দিন ভোজনান্তে রাজকুমার কিয়ৎক্ষণ শতরঞ্চ ক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকিতেন। রাত্রি ১১ ঘটিকার অন্তে মহারাণী শয়নাগারে যাইয়া বিশ্রাম করিতেন।

বিবাহের কিয়দ্দিন অন্তে এক দিন মহারাণী রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ রাজবর্ত্মে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাসাদের ছবি অঙ্কিত করিতেছিলেন। তাঁহার একজন পরিচারক কিঞ্চিৎদূরে দণ্ডায়মান ছিল। সেই সময় কতকগুলি মেষ লইয়া একজন মেষপালক সেখানে উপস্থিত হয়। মহারাণী পথিমধ্যে অবস্থিত ছিলেন, তাহাতে মেষযূথের গতি রোধ হইতেছে দেখিয়া, মেষপালক বিরক্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "নারি, তুমি আমার মেষযূথের চলিবার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছ, সরিয়া যাও।" ইহা শুনিয়া রাজ্ঞীর ভৃত্য যাইয়া মেষপালককে মৃদুস্বরে বলিল "তুমি কাহাকে এরূপ বলিতেছ, ইনি কে তুমি কি ইহাঁর তত্ত্ব রাখ"? মেষপালক বলিল, "এই স্ত্রীলোকটীকে আমি চিনি না,যে হউক না কেন তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে।" তখন পরিচারক বলিল, "ইনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া।" এই কথা শুনিয়া মেষরক্ষক ভীত ও কম্পিত হইল। সে অপ্রতিভ হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন রাজ্ঞীর দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি প্রাসাদের প্রতিকৃতি অঙ্কনে নিবৃত্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং পরিচারকের নিকটে সবিশেষ অবগত হইয়া মেষপালককে মধুর বচনে সান্ত্বনা দান করিলেন।

ইংরেজ সমাজে এই প্রকার রীতি যে, ভোজনান্তে মহিলাগণ চলিয়া গেলে পর পুরুষেরা অনেক ক্ষণ বসিয়া সুরাপান ও ধূমপান করিয়া থাকেন। অতিরিক্ত পান করিয়া অনেকে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। রাজপ্রাসাদে ভোজে অনেক সময় পুরুষগণ মাতাল হইয়া কুৎসিত আমোদ কোলাহল ও নানা গর্হিত আচরণ করিত। সাধ্বী মহারাণী এই সকল দুর্নীতির জন্য অতিশয় দুঃখিত ও বিরক্ত ছিলেন। রাজভবন হইতে ই কুনীতি দূর করিয়া তদ্দৃষ্টান্ত

দ্বারা তিনি ইংরেজসমাজ সংশোধন করিবার জন্য যত্নবতী হন। সুনীতিপরায়ণ ধর্ম্মগতপ্রাণ রাজকুমার এল্‌বার্টও মহারাণীর এই সাধু সঙ্কল্পে বিশেষ সহানুভূতিদান ও সহায়তা করেন। মহারাণী যখন যে কোন শুভ অভিলাষ ও সদিচ্ছা করিতেন রাজকুমার তাহাতে অন্তরের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন। ভোজনান্তে এরূপ সুরাপান করা জর্ম্মাণলোকেরা গর্হিত মনে করিয়া থাকেন। জর্ম্মাণিতে এরূপ দুর্নীতি ও দুরাচারের প্রশ্রয় হয় না। ইংলণ্ডে ঈদৃশ পানদোষের ব্যাপার দেখিয়া রাজকুমার অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি ধর্ম্মপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর এই মহৎউদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ়ব্রত হইলেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী ম্যালবোরণ্ সাংসারিক ভাবে চালিত হইয়া এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন না। রাজভবনের ভোজের ব্যাপার হইতে মহারাণী এই কুনীতি সম্পূর্ণ রহিত করিতে অসমর্থ হইলেও ভোজন সমাপ্তির কিঞ্চিৎক্ষণ পরে আমোদপ্রিয় সুরাসক্ত পুরুষ দিগকে তিনি অন্যত্র ডাকিয়া লইয়া যাইতেন। তাহাতে পানস্রোতের অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়।

বিবাহের কয়েক মাস পরে জন্মদিন উপলক্ষে মহারাণী প্রিয়তম স্বামী সহ ক্লেরমোণ্ট রাজভবনে যাইয়া কিয়দ্দিন স্থিতি করেন। তিনি সেই সময় সমুদায় রাজকার্য্যের ব্যস্ততা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, প্রকৃতির মনোহারিণী শোভা দর্শন, গীতবাদ্য শ্রবণ এবং নানাবিধ আমোদ আহ্লাদে সময়াতিপাত করিয়াছিলেন। একদিন পদব্রজে ভ্রমণ করিতে যাইয়া পথে ঝটিকা বৃষ্টি দ্বারা আক্রান্ত হন। পথিপ্রান্তে একটি পর্ণকুটীর দেখিতে পাইয়া তিনি স্বামী সহ সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই কুটীরে একটী বর্ষীয়সী নারী স্থিতি করিতেছিলেন। তিনি অতিশয় প্রিয়ভাষিণী ছিলেন। বৃদ্ধা এক রাজা ও রাজ্ঞীর গল্প করিয়া অভ্যাগত দম্পতীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কুটীরে কাহারা সমাগত, তিনি পরিচয় প্রাপ্ত হন নাই। রাজভবনে ফিরিয়া যাইবার সময় অভ্যাগতদ্বয় তাঁহার নিকটে একটী ছত্র চাহিলেন। বৃদ্ধা রাজকুমারের হাতে ছত্র প্রদান করিয়া বিশেষ রূপে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "ভুলিও না, ছত্রটী কালই ফিরাইয়া দিতে হইবে।" বৃদ্ধার সরল ব্যবহারে রাজকুমার ও মহারাণী অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

মহিলার রচনা।

স্তোত্র।

ওহে দেব দয়াময় দীনবন্ধু ধাতা,
সকলের স্রষ্টা তুমি মঙ্গল বিধাতা।
তুমি পিতা তুমি মাতা তুমি সারাৎসার,
তোমা বিনা এ সংসার দুঃখের আগার।
তোমার রচিত বিশ্ব জীবের কল্যাণে,
অতুল মহিমা তব ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থানে।
তুমি অন্ন, পান, তুমি জীবের জীবন,
তোমা তরে সুখে সবে রই সর্ব্বক্ষণ।

সেখানে উহার জলীয়ভাগ শুষ্ক হইয়া গিয়া মলে পরিণত হইয়া থাকে।

স্নায়ুশক্তি ও শোণিতশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। আমাদের নিজদোষে অনেক সময়ে পাকস্থলীর ব্যতিক্রম ঘটে। আহার করিবার পূর্ব্বে অর্দ্ধঘণ্টা বা তিন কোয়াটার কিছু কাজ না করা ভাল। যদি কখন গুরুতর মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম হয়, এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া তাহার পর ভোজন করা উচিত। অনেক পথ হাটিয়া বাড়ীতে গেলাম, বাড়ীর সকলে কিছু খাওয়াইবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, আমিও তাড়াতাড়ি কিছু খাইলাম, ইহা অত্যন্ত দূষণীয়। এরূপ করিয়া পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত, এবং পাকস্থলীর অনিষ্ট করা হয়। প্রবল শোকাদির সময়ে স্নায়ুরশক্তি হ্রাস হয়, এ জন্য ক্ষুধা বোধ থাকে না। অনেক দূরের পথ হাটিয়া গেলে প্রথমে ক্ষুধা অনুভব হয় না। প্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিৎ ডাক্তার কার্পেটর একবার স্কটল্যাণ্ডে হাটিয়া যান, তাহাতে তাঁহার ক্ষুধা মন্দ হইয়া যায়। ক্ষুধা বোধ হইতেছে না, অথচ নিয়মের অনুরোধে বা লোকের অনুরোধে আহার করা অত্যন্ত অন্যায়। ক্ষুধা নাই, তাহার অর্থ স্নায়ুশক্তি অসাড় হইয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, এ সময়ে আহার করা উচিত নয়। কোন একটি স্থানকে অসাড় করিবার জন্য এখন ডাক্তারেরা কোকন নামক একটি দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই দ্রব্যটি আমেরিকা দেশীয় কোক বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন। সে দেশের লোকেরা ঐ বৃক্ষের শুষ্ক পত্র সঙ্গে লইয়া শিকার করিতে যায়, এবং ক্ষুধায় কাতর না হয় এজন্য ঐ শুষ্ক পত্র কিছু কিছু খায়। উহাতে পাকস্থলী অসাড় হয়, ক্ষুধা বোধ থাকে না। যখন গুরুতর পরিশ্রমাদি দ্বারা পাকস্থলীর অসাড়তা উপস্থিত হয়, তখন ভোজন করা কখনই উচিত নয়। অনেকের আহারের পর অম্ল হয়। এরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, নিজ ব্যবহারের দোষে পাকশক্তি হ্রাস করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাড়াতাড়ী আহার করা কিছুতেই উচিত নয়, ইহাতে পাকযন্ত্রের যথাযথ কাজ হয় না, আহারীয় সামগ্রী বিকৃতাবস্থ হইয়া অজীর্ণ রোগ জন্মায় *।

* এই বক্তৃতা অপূর্ণ রহিয়াছে। এবিষয়ে উক্ত ডাক্তার মহোদয় আর একদিন ভিক্টোরিয়া কলেজে মহিলাদিগের নিকটে বক্তৃতা দান করিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন।

আচার্য্যপত্নী জগন্মোহিনী দেবী।

আমরা শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ১৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ টার প্রাক্কালে আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্যপত্নী জগন্মোহিনী দেবী কলিকাতাস্থ স্বীয় আবাসে স্বর্গগতা হইয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, শরীর ক্রমে অতিশয় দুর্ব্বল ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হইয়াছিল, কখন২ শরীরে ২। ৪টী ক্ষতও হইয়াছিল, কিন্তু সে সকল তত গুরুতর হয় নাই, উপযুক্ত চিকিৎসায় অচিরে সেই সমস্তের উপশান্তি হইয়াছিল। কিন্তু এবার পৃষ্ঠদেশে কর্ব্বাঙ্কেল নামক সাঙ্ঘাতিক বিষাক্ত স্ফোটক প্রকাশ পাইয়া তাঁহাকে নিরতিশয় ক্লেশ দান করে, ন্যূনাধিক এক পক্ষ কাল তিনি সেই পৃষ্ঠাঘাতের যাতনা ভোগ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ সিবিল সার্জ্জন ওব্রেণ সাহেব, ডাক্তর নীলরত্ন সরকার, প্রাণধন বসু, এন্ দাস, মনীন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি তাঁহার চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

সোমবার দিন রোগযাতনা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। তাঁহার জেষ্ঠা কন্যা কুচবিহারের মহারাণী জননীর পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া কুচবিহার হইতে সেই দিন মধ্যাহ্নে উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে উপস্থিত হন। প্রিয়তমা কন্যাকে দেখিতে পাইয়া মাতার মনে কথঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি হয়। তিনি মহারাণীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মহারাজ কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করেন। "মহারাজের কুশল, তিনি তোমাকে প্রণাম দিয়াছেন," মহারাণী মাতৃদেবীকে এরূপ জ্ঞাপন করেন। তাহাতে জননী নিঃশব্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন, ইহার পর আর তাঁহার কথা কহিবার শক্তি হয় নাই। পূর্ব্ব দিন জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণাচন্দ্রের নিকটে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। তৎসময়ে তাঁহাকে তিনি এরূপ বলিয়াছিলেন, "ডাক্তর দিগের বৃথা আশা, এবার আমি যাত্রা করিতেছি। আমি কন্যাদিগকে বিবাহদিতে পারিলাম না, তুমি পাত্রস্থা করিবে। তোমার উপর সমুদায় ভার রহিল।" সোমবার দিন রাত্রিতেই রোগযাতনা অতিশয় বৃদ্ধি পায়, মধ্য রাত্রিতে শ্বাস হয়। ডাক্তর নীলরত্ন সরকার, এন্ দাস, সত্যেন্দ্রনাথ সেন সমগ্র রাত্রি রোগীর নিকটে স্থিতি করিয়া তাঁহাকে পুনঃ২ উত্তেজক ঔষধ (Stimulant) সেবন করান। ঔষধের

প্রভাবে যেন সেই রাত্রি কোনরূপে কাটিয়া যায়। পরে রোগীর ঔষধ গলাধঃকরণের শক্তিও বিলুপ্ত হয়। মঙ্গলবার দিন প্রত্যূষে ডাক্তর দোকৌড়ি ঘোষ মহাশয় আসিয়া কোনরূপে একটু ঔষধ সেবন করাইতে পারিয়াছিলেন। আচার্য্যপত্নীর অবস্থা গত রাত্রি হইতে অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, প্রাতঃকালে বেলা ৮টার প্রাক্কালে এই সংবাদ পাইয়া আমরা দ্রুতগতি কমলকুটীরে যাই। প্রাঙ্গণে পঁহুছিয়াই ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাই, ইহার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। আচার্য্যপত্নী এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। কলিকাতাস্থ অনেক আত্মীয় বন্ধু সংবাদ না পাওয়াতে তাঁহাকে শেষ দর্শন করিতে পারেন নাই; এজন্য অনেকের মনে যে বিশেষ ক্ষোভ রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৪ বৎসর পূর্ব্বে ভক্তিভাজন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন ২৫শে পৌষ মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে স্বর্গগত হইয়াছেন, ১৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার প্রিয়তম সহধর্ম্মিণী কিঞ্চিদধিক ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার অনুগমন করিলেন। আচার্য্যের স্বর্গগমনের পরই একমাত্র তিনিই পরিবারের ছুচ্ছেদ্য বন্ধনস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার শেষ অবস্থায় তাঁহার গর্ভজাত ৫ পুত্র ৫ কন্যাই নিকটে ছিলেন। পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী এবং দ্বিতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ সাক্ষাতে ছিলেন, কেবল প্রথম জামাতা কুচবিহারের মহারাজ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আচার্য্যপত্নীর পরিত্যক্ত পুষ্পামালালঙ্কৃত সুসজ্জিত দেহ, কুসুমদামে সুশোভিত নবশয্যাযুক্ত নবখট্টায় স্থাপিত করিয়া "নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে" এই ধ্বনি গভীরনাদে উচ্চারণ করত বন্ধুগণ গভীর ভাবে শ্মশানক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলে উডল্যাণ্ড হইতে রাজকুমারী শ্রীমতী সুকৃতি দেবী উপস্থিত হন। তিনি শোকাকুল হৃদয়ে "আমি দিদীমাকে দর্শন করিব" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র শকটযোগে শবের উদ্দেশে তাঁহাকে লইয়া যান, ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারের সম্মুখে রাজকুমারী মাতামহীর দেহ দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করেন।

কমলকুটীরপ্রাসাদের সম্মুখভাগের দ্বিতল প্রকোষ্ঠে ভক্তিভাজন আচার্য্যপত্নী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি পরমা সুন্দরী ছিলেন, সেই সময়েও তাঁহার মুখকমল অতি সুন্দর ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল। সেখানে তাঁহার পবিত্র দেহ প্রক্ষালন করিয়া সুগন্ধি তৈলাদিদ্রক্ষণে সুগন্ধীকৃত ও পুষ্পমালা এবং নূতন বস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত করিলে পর আচার্য্যজননী শোকসন্তপ্ত অন্তরে হৃদয়ভেদী

প্রার্থনা করেন, সেই প্রার্থনা শ্রবণে সকলের অন্তরে শোক প্রবলবেগ ধারণ করে। তৎপর জ্যেষ্ঠপুত্র করুণাচন্দ্র এবং ভাই উমানাথ গুপ্ত সঙ্ক্ষেপে প্রার্থনা করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে "নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে" বলিতে বলিতে শব নীচে নামাইয়া খট্টাতে স্থাপন এবং আচার্য্যের সমাধিপার্শ্বে তাহা কিয়ৎক্ষণ রক্ষা করিয়া পরে সমাধি প্রদক্ষিণ করাইয়া বন্ধুবর্গ তৎসহ শ্মশানক্ষেত্রাভিমুখে চলিয়া যান। তখন স্বর্গগতা দেবীর পুত্র কন্যাদি সকলে শোকাকুল হইয়া অত্যন্ত ক্রন্দন বিলাপ করিতে লাগিলেন, কমলকুটীর রোদনধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র জননী-সর্ব্বস্ব শ্রীমান্ সুব্রতের শোকে পুনঃ২ মূর্ছা হইতে লাগিল। তাঁহাকে লইয়া সকলে মহা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র এবং তাঁহার অব্যবহিত কনিষ্ঠ শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র অপেক্ষাকৃত স্থির শান্ত ছিলেন। শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র শোকাকুল ভ্রাতা ভগিনীর তত্ত্বাবধানের ভার ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের প্রতি অর্পণ করিয়া তিন জন অনুজ সহ মাতৃদেবীর পবিত্র দেহের সঙ্গে শ্মশানক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। শব চিতা-শয্যায় স্থাপন করিবার পূর্ব্বে সেখানে তিনি শেষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্ন-কালে আচার্য্যপত্নীর পরিত্যক্ত দেহ সহ শ্মশানে যাত্রা করা হইয়াছিল, বহু আত্মীয় বন্ধু সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই, তজ্জন্য অনেক লোক আসিয়া জুটিতে পারেন নাই; তথাপি ন্যূনাধিক একশত লোক শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আচার্য্য পত্নীর সম্মানার্থ বীডনষ্ট্রীটস্থ কেশব একাডেমি স্কুলের তখনই ছুটী হইয়াছিল। উক্ত স্কুলের অনেক শিক্ষক ও ছাত্র যাইয়া শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বর্গগতা দেবীর সম্মানার্থ পরদিন আমাদের ভিক্টোরিয়া কলেজ নামক নারীবিদ্যালয়ের ছুটী হইয়াছে। স্বর্গগত আচার্য্যপত্নীর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কবশতঃ শ্রীদরবারাশ্রিত প্রেরিতগণ অন্ততঃ সপ্তাহের জন্য বিশেষ শোকচিহ্ন ধারণ, হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়াছেন। আশা করি বিশ্বাসী নববিধানবাদিগণ তাঁহার বিয়োগে কোনরূপ শোক চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন।

আচার্য্যপত্নী জগন্মোহিনী দেবী অতি রূপবতী ছিলেন বলিয়া বাল্যকালে তাঁহাকে গোলাপ বলিয়া সকলে সম্বোধন করিত। তিনি বালীনিবাসী স্বর্গগত চন্দ্র-কুমার মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননী কন্যারত্ন হারাইয়া শোকে হাহাকার করিতেছেন। কন্যার শেষ অবস্থায় তিনি তাঁহার শয্যার পার্শ্বে ছিলেন। আচার্য্যপত্নীর তিন ভগিনী ও দুই ভ্রাতা বিদ্যমান। ৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি পরিণীত হন। তখন ভক্তিভাজন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। আচার্য্যদেবের সঙ্গে আচার্য্যপত্নী ক্রমে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আচার্য্যের প্রাত্যহিক উপাসনায় নিয়মিতরূপে তিনি

যোগদান করিতেন। শেষজীবনে আচার্য্যদেব তাঁহাকে বিশেষরূপে ধর্ম্মপথের সঙ্গিনী করিয়া লন। তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া আচার্য্য কয়েক দিন যুগলব্রত সাধন—যোগ সাধন করিয়াছিলেন, অনেক সময় বিশেষ বিশেষ ব্রত বিধিসাধনে তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। আচার্য্যের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার শোকসন্তপ্তহৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হয়। তিনি নিস্তব্ধ রজনীতে ছাদের উপর নির্জ্জনে বসিয়া একতন্ত্রীযোগে সঙ্গীত ও যোগ ধ্যানে রত থাকিতেন। সেই সময় তিনি বিশেষ ২ প্রচারক বন্ধুকে নিকটে ডাকিয়া সদ্‌গ্রন্থ শ্রবণ ও সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। সাংসারিক আমোদ আহ্লাদে তাঁহার স্পৃহা মাত্র ছিল না, তখন সৎপ্রসঙ্গ ও উপাসনাদি দ্বারা ব্রাহ্মিকাদিগের সেবা করার স্পৃহা তাঁহার মনে বলবতী হইয়াছিল। ইতিমধ্যে তাঁহাকে পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া যাইতে হয়, তাহাতে এই স্রোত অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া যায়। পরে আর্য্যনারী সমাজের উপাসনাদি কার্য্য আচার্য্যপত্নীই চালাইতেন, মাঘোৎসবের সময় আর্য্যনারীসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য তিনিই সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। দেবালয়ে প্রাত্যহিক উপাসনায় আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠের পর প্রায়ই তিনি প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার প্রার্থনা অতিশয় প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট হইত, সেই প্রার্থনা শুনিয়া প্রায় সকলেই মনে বিশেষ তৃপ্তি বোধ করিতেন। মহিলাদের মন তাঁহার মধুর উপাসনা প্রার্থনায় মুগ্ধ হইয়া পড়িত। ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রতি তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের মুখে মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। তিনি পুনঃ২ সঙ্গীত শ্রবণ করিতে চাহিতেন। একদা ভাই বলদেবনারায়ণের প্রমুখাৎ একটি হিন্দি সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হন ও তাঁহাকে পুনঃ২ আশীর্ব্বাদ করেন।

জগন্মোহিনী দেবী রীতিমত বিদ্যালয়াদিতে লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু তিনি সুললিত পদ্য রচনা করিতে সুক্ষম ছিলেন। যখন তিনি ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা রীতিমত ব্রাহ্মমণ্ডলীভুক্ত হন, তখনকার নিজের মনের ভাব সুন্দর পদ্যেতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা পূর্ব্বতন ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তক 'প্রেম-কুসুম' মুদ্রিত হয়। 'আচার্য্যের অনেকগুলি' প্রার্থনা তাঁহাকর্ত্তৃক পদ্যে পরিণত হইয়াছে। উৎসবাদি উপলক্ষে তিনি অনেক সঙ্গীত রচণা করিয়াছেন তাঁহার গদ্য রচনাও অতিশয় সরল ও মধুর হইত। সাগর পর্ব্বত ও অরণ্যাদি প্রাকৃতিক পদার্থের বর্ণনায় তিনি নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত অনেক প্রবন্ধ পরিচারিকা পত্রিকায় ও প্রার্থনা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সিংহল দ্বীপ

হইতে প্রত্যাগত হইয়া যে সাগরের বর্ণনা পরিচারিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। আমরা সময়ে তাঁহার রচিত পদ্যাদি মহিলায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

স্বর্গগতা দেবীর মন একান্ত ভীতিপ্রবণ ছিল, তিনি চিকিৎসাশস্ত্রের নামে বিকম্পিত হইতেন, স্ফোটকাদি ক্ষতকে অতিশয় ভয় করিতেন। বিধাতার বিচিত্র লীলা, পরিশেষে ভয়ঙ্কর স্ফোটক কার্ব্বাঙ্কোলে সেই কোমল শরীরকে আক্রমণ করিল, তাহার যন্ত্রণাতেই তাঁহার জীবন শেষ হইল। পরম জননী তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকার শারীরিক ক্লেশ হইতে মুক্ত করিয়া শান্তিক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন। কে জানে আজ স্বর্গলোকে তিনি বিধানভক্ত প্রিয়তম পতির সঙ্গে কি আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন? বিশ্বজননী ভক্তের শোকসন্তপ্ত পরিবারের উপর শান্তি বারি বর্ষণ করুন, সকলকে বিশ্বাসে সমুন্নত করিয়া আপনার চরণতলে বিশেষরূপে আশ্রয় দান করুন।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

গয়া।

আরা নগর হইতে বিগত ৩রা পৌষ প্রাতে ৭টার মেলট্রেণে আমি গয়ার যাত্রা করি। গয়া নগরের ৭মাইল দূরে বুধগয়াতে মৃত্তিকাখননে কিছু কাল হইল যে অনেক আশ্চর্য্য বৌদ্ধ কীর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহা দর্শন করাই এবার গয়া যাওয়ার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ন্যূনাধিক ১৮ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গগত আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে প্রচারযাত্রা উপলক্ষে একবার আমি গয়ায় যাইয়া বুধগয়া দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, তখন পতনোন্মুখ পুরাতন সমুচ্চ বুদ্ধমন্দির এবং পুরাতন বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি ভিন্ন তাহাতে দর্শনযোগ্য বিশেষ আর কিছুই ছিল না। তাহার পর বৎসরই বাঙ্গলার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইডেন মহোদয় কর্ত্তৃক মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব খাত হইলে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ সুন্দর সুন্দর পাষাণময়ী বুদ্ধমূর্ত্তি, প্রাচীর তোরণ ইত্যাদি এবং একটী রমণীয় সরোবর প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সে সমস্ত সকলের দর্শনযোগ্য নয়ন ও মনের প্রীতিকর বস্তু। গয়ার যাত্রার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে হাজারিবাগ ডিষ্ট্রিক্টের উপবিভাগ চাত্রায় অবস্থিত এক মাননীয় বন্ধুকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলাম যে, শুনিয়াছি, গয়া হইতে চাত্রায় গমন সহজ, সেখান হইতে চাত্রা অধিক দূর নহে, কত মাইল পথ হইবে? কি উপায়ে কত ব্যয়ে তথায় যাওয়া যাইতে পারে? আমি সত্বরই গয়ায়

যাইতেছি, সুবিধা বোধ হইলে গয়া হইতে চাত্রায় যাইয়া আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি। পরে সেস্থান হইতে হাজারিবাগ হইয়া গিরিডিতে যাইয়া রেলে আরোহণ করিবার ইচ্ছা আছে। শ্রুত আছি সেই প্রদেশ অরণ্য ও পর্ব্বতময়, তত্রত্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকৃতির দৃশ্য অতি মনোহর। কত ব্যয়ে কি উপায়ে গিরিডি পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারিবে তাহাও লিখিয়া জানাইলে বাধিত হইব। উক্ত বন্ধু এই পত্র পাইয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশে আমাকে এরূপ লিখেন, আমি চাত্রা হইতে অমুক দিবস গয়াতে পাল্কী বেহারা ও নিজের ভৃত্য পাঠাইব, পথে আপনার কোন অসুবিধা ও কষ্ট হইবে না। হয়তো অর্দ্ধ পথে আমি উপস্থিত থাকিব। গিরিডি পর্য্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থাও হইবে, আমরা আগ্রহের সহিত আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম, বঞ্চিত যেন না হই। বিশেষতঃ আপনি আসিবেন নিজ হইতে এই ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমার সহধর্ম্মিণীর মনে অতিশয় আহ্লাদ হইয়াছে, আপনাকে একবার চাতরায় দেখিতে কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার মনে একান্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে। বন্ধু এইমাত্র লিখেন, কিন্তু পথের দূরতা কত, যাইতে কত ব্যয় পড়িবে, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। আমি এই পত্র পাইয়া চাত্রায় গমনে স্থিরসংকল্প হইলাম, কিন্তু মনে কিছু ভাবনা উপস্থিত হইল। ভাবনার কারণ এই ;—উক্ত মাননীয় বন্ধু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে সপরিবারে বালেশ্বরে ছিলেন। সেই সময়ে তথায় শ্রদ্ধেয় প্রচারক ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। ভাই নন্দলাল উড়িষ্যা প্রদেশের স্থায়ী প্রচারক, বালেশ্বর তাঁহার প্রধান কার্য্য ক্ষেত্র। তাঁহার নিমন্ত্রণানুসারে কলিকাতা হইতে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ও ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদনার্থ বালেশ্বরে গিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে আমিও ছিলাম। বিবাহের ২।৩ দিন পূর্ব্বে বরের পিতার আবাসে আমরা উপস্থিত হইয়া দেখি বিবাহোৎসবের উপযোগী প্রায় কোন আয়োজন নাই, একটী পয়সারও সংস্থান নাই বলিলে হয়। পাত্রকর্ত্তা নিশ্চিন্ত নির্ম্মুক্ত পুরুষ, তিনি বলিলেন, "আমি এই শুভ কার্য্যে আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইব, টাকা পয়সার ও খাওয়া দাওয়ার ভাবনা ভাবিতে পারি না।" বিবাহবাড়ীতে আমাদের ভাগ্যে শালপাতে কড়াইয়ের ডাল ভাতের ব্যবস্থা হয়। সেখানে ২।১ বেলা আমাদের এরূপ ভোজন হইয়াছে শুনিয়া উক্ত বন্ধুর সহধর্ম্মিণীর হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, প্রতিদিন দুই বেলা তাঁহার আবাসে ভোজন করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে বাধ্য করেন। সেই স্থানে ভোজন করিতে যাইয়া ২০।২৫টি বিবিধ ব্যঞ্জনের ঘটা, দধি ক্ষীর পায়স মিষ্টান্ন ও তাহার উপর বড় বড় রসগোল্লা দেখিয়া আমাদের চক্ষু স্থির হয়। গৃহকর্ত্রীর একান্ত অনুরোধ উপরোধে ২।৩ বেলা ভোজন করিয়া আমরা এরূপ সংকল্প করি যে, আর এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হইবে না।

বরকর্ত্তার আলয়ে কড়ায়ের ডাল ও বেগুণ পোড়া ভাতই ভোজন করিব। বলিয়া পাঠান গেল যে, আজ হইতে বিবাহ বাড়ীতেই আমাদের আহার হইবে। তাহাতে কি নিস্তার আছে? ভোজনের সময় লোকের পর লোক আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য আসিতে লাগিল, লোক আসিয়া বলিল, "বৌ ঠাকুরাণী কাঁদিতেছেন, আপনারা যাইয়া ভোজন না করিলে তাঁহার দুঃখের সীমা থাকিবে না, তিনিও ভোজন করিবেন না।" অগত্যা আমরা বলিয়া পাঠাই, তবে ভোজন করিতে যাইব, যদি আমাদের জন্য বেগুণ পোড়া ও আলু বেগুণ ভাতে হয়। তিনি তাহাই হইবে এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া আমাদিগকে আগ্রহের সহিত ডাকিয়া পাঠান। আমরা যাইয়া ভোজনাসনে বসিয়া দেখি আলু বেগুণ সিদ্ধ অন্নের সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে ১৫।২০টী উপাদেয় ব্যঞ্জনও আছে। তাহার উপর ক্ষীর পায়স ও বড় বড় রসগোল্লাতো আছেই। কি করিব দুই এক দিন নয় ৮।১০ দিন সেই একান্ত সেবাপ্রিয়া সম্ভ্রান্ত মহিলাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হই। সেই সকল ব্যাপার স্মরণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, চাত্রায় যাইয়াতো সেই গৃহকর্ত্রীর আতিথ্য স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহারই হস্তে পতিত হইব। বালেশ্বর হইতে ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সামান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে চাত্রায় যাইয়া উক্ত বন্ধুর আলয়ে ইমাস যাবৎ আবদ্ধ হইয়া আছেন। তিনি তথাকার ভোজনবিষয়ে যে পত্র ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমার ভাবনা আরও বৃদ্ধি হইল। উক্ত শ্রদ্ধেয় ভাই লিখিয়াছেন ;—

"ভজনান্তে ভোজন, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার ঋজুপাঠে লিখিয়াছেন যে, 'অতি ভোজনং রোগমূলম্ আয়ুঃক্ষয়করম্।' ঋজুপাঠ বলিয়া লিখিত হইলেও আমার পক্ষে উহা কঠিন পাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রহ্মকন্যা শ্রীমতী বৌঠাকুরাণী, উপাসনায় বিগলিতহৃদয়া, শান্তিভরা, হাস্যমুখী, তিনি সম্মুখে বসিয়া ক্ষুধিত সন্তানকে তৃপ্ত করিতে কৃতসংকল্পা, সে মুখের মিষ্ট কথা শুনিতে শুনিতে ও আদরের অনুরোধে খাওয়ার একটা ওজন রাখা দায়। দয়াময়ী অন্নদায়িনী সম্মুখে বসিয়া অন্ন দিতেছেন, এইরূপ দেখে ভাবে বিহ্বল হইয়া খাই, জানি না কত খাই কি না খাই। মা শিশু ছেলেকে দুগ্ধ খাইবার সময়ে যেমন এক বাটী দুগ্ধ লইয়া চামচের পর চামচ মুখে দিতে দিতে যখন পেটে আর ধরে না, দিলে গাল দিয়া বাহিয়া পড়ে, এ খাওয়ান সেই রকমের। আপনারা বলিতে পারেন, পেট তো নিজের? সে কথাটা তখন কোথায় যায়? অমন Advice gratis" সকলেই দিয়া থাকেন; একবার আসিয়া দেখিলে হয়।

তিনিতো বৌঠাকুরাণীর অনুরোধ ও আদরের চাপে আহারের ওজন রাখিতে পারেন না, আমার যে ওজন না রাখিলে চলিবে না। "অতি ভোজনং রোগমূলং

আয়ুঃক্ষয়করম্।” এই শাস্ত্র একেবারে অতিক্রম করিলে আমি যে সঙ্কটে পড়িব। ইহা ভাবিতে লাগিলাম। উক্ত প্রচারক বন্ধু কর্ত্তৃক প্রকাশিত চাত্রাঙ্কিত উক্ত বন্ধুর ভবনের প্রাত্যহিক উপাসনাসম্বন্ধীয় নিম্ন লিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি তথায় গমনে আবার উৎসাহ বৃদ্ধি করিল।

“উপাসনার কি মিষ্টতা, প্রার্থনার কি ব্যাকুলতা, স্তব স্তুতির কি ভক্তিমত্তা, এবং শ্রীমতী মাতার অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আশীর্ব্বাদের কি সজীবতা! উপাসনা ঐ সকল প্রাণে প্রতিদিন কি যে ঢালে বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। সুখের আর অবধি নাই”

নানা প্রকার আলোচনা করিয়া পত্রের উত্তর লিখিলাম, “আমি চত্রায় গমনে প্রস্তুত আছি। অধিক দিন থাকিতে পারিব না, ৩।৪ দিন অন্তে আমাকে বিদায় দিতে হইবে। মাঘোৎসব নিকটে, শীঘ্র কলিকাতায় যাওয়া প্রয়োজন। পাল্কীতে গমনে ব্যায়াধিক্য হইবে, এবং তাহাতে কিছু বড় মানুষী হয়। রাস্তা কিরূপ? এক্কায় যাইতে পারি কি?” কিন্তু আমার পক্ষে পাল্কীরই ব্যবস্থা হইল।

ওরা পৌষ মধ্যাহ্নে গয়া ষ্টেশনে পহুঁছিলাম, তত্রত্য ডিপুটী কালেক্টর আমার স্বদেশীয় প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ বি এল আমি সেদিন গয়ায় পহুঁছিব পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেই লোকের সঙ্গে শকটারোহণে ত্রৈলোক্য নাথের আবাসে যাত্রা করিলাম। আমি গয়ায় শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছি মনে করিয়া গয়ালীর অনেক গুলি দূত ষ্টেশনে ও পথে আমাকে ঘেরিয়া নানা প্রশ্ন দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। আমি তাহাদের হাত হইতে কোন রূপে এড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। তখন ত্রৈলোক্য নাথ কোর্টে ছিলেন, তাঁহার অনুজ গয়া এণ্ট্রেন্স স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত করুণা নাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ, স্কুল হইতে গৃহে আসিয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা দুই-ভ্রাতাই সপরিবারে এক আবাসে স্থিতি করিতেছেন। বধূমাতারা আমার জন্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাষ্পীয় শকটেই উপাসনা সমাপ্ত করা হইয়াছিল, ত্রৈলোক্য নাথের গৃহে পহুঁছিয়া স্নানান্তে ভোজন করা গেল।

গয়া হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ স্থান, বম্বে মাদ্রাজ সিন্ধু পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের দূরতম নানা প্রদেশ হইতে ও সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী এখানে আসিয়া পরলোকগত পিতৃ পিতামহাদির উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এরূপ সংস্কার যে, গয়ার বিষ্ণুপাদনামক পাষাণাঙ্কিত পদচিহ্নে পিণ্ড দানও তত্রত্য পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রধান পুরোহিত গয়ালীঠাকুরকে প্রসন্ন করিতে পারিলে পিতৃপিতামহাদির দেহচ্যুত আত্মার পরিত্রাণ হয়। যাত্রিকগণ বিষ্ণুপাদে ও অন্য অন্য স্থানে পিণ্ডদান করিয়া গয়ালী ঠাকুরকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক যথ শক্তি অর্থদানে প্রসন্ন করেন। তিনি

সন্তুষ্ট হইয়া তোমার অমুক অমুক পূর্ব্ব পুরুষ স্বর্গগত হইয়াছেন বলিলে ক্রিয়া সফল হয়। এই ব্যাপারকে সুফল বলে। সুফল না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রিয়া অসিদ্ধ থাকে। ধনসম্পন্ন যাত্রিকবর্গ হইতে গয়ালি ঠাকুরগণ সহস্র সহস্র টাকা গ্রহণ করিয়া সেই কথাটী বলিয়া থাকেন, তাঁহারা সামান্য শ্রেণীর যাত্রিগণেরও সর্ব্বস্ব শোষণ করেন। অনেকের নিকট হইতে ২০।২৫ টাকা বা শত শত টাকা ঋণপত্র নিখাইয়া লন। যাত্রিক গৃহে চলিয়া গেলে দূত পাঠাইয়া সেই টাকা আদায় করেন। পৃথিবীর কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার আছে কি না সন্দেহ। দূরতর রেলওয়ে ষ্টেশনে ভারতবর্ষের ভিন্ন২ প্রদেশস্থ নগর ও পল্লীসকলে গয়ালী ঠাকুরের নিযুক্ত দূত সকল যাত্রিক ধরিবার ও আনিবার জন্য প্রেরিত হয়। এক এক জন গয়ালী পাণ্ডার অতুলঐশ্বর্য্য। সমুদায় গয়ালীর বার্ষিক আয় গড়ে বিশ লক্ষ হইবে। ন্যূনাধিক ২৫০ গয়ালী পরিবার গয়াতে বাস করে। সাধারণতঃ সেই পারলৌকিক ধর্ম্মযাজক গয়ালী ঠাকুরগণ নিতান্ত অশিক্ষিত চরিত্রহীন মাদকসেবী অলস ও অকর্ম্মণ্য। সুফলের সময়ই যাত্রিকগণের সঙ্গে তাঁহাদের বিশেষ সম্বন্ধ। পিণ্ডদানাদি ক্রিয়াতে তাঁহাদিগের নিয়োজিত কর্ম্মচারিগণ যাত্রিকদিগকে মন্ত্র পড়াইয়া থাকে। একদিন প্রাতঃকালে আমি সাহেবগঞ্জের চৌমাথায় ত্রৈলোক্যনাথের দ্বিতল গৃহের বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান আছি, হঠাৎ অদূরে গম্ভীর দুন্দুভি ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখি অশ্বারোহণে একব্যক্তি নাগরা বাজাইয়া চলিয়াছে, তদনুসরণে কতিপয় সুসজ্জিত অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিক যাইতেছে। তাহাদের অব্যবহিত পরেই একটি রজত-নির্ম্মিত অবরুদ্ধদ্বার পাল্কী বাহিত হইতেছে, তাহার পশ্চাতেও কতিপয় অশ্বারোহী প্রভৃতি। এই প্রসেশন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, টিকারীর রাণী গয়াকার্য্য করিতে আসিয়াছেন। তিনিই এরূপ ঘটা করিয়া চলিয়াছেন, সেই পথে সকালে বিকালে অনেকবার এইরূপ ভেরী বাজাইয়া ঘটা করিয়া তাঁহাকে যাতায়াত করিতে দেখা গেল। এই প্রকার অনেক সময় নানাপ্রদেশের বড়২ রাজা মহারাজ তুমুল ঘটা ও জাঁক জমক করিয়া গয়ায় শ্রাদ্ধ করিতে আইসেন। তখন এক২ জন গয়ালী পুরোহিত নগদ ও তৈজসপত্রাদিতে লক্ষ২ মুদ্রা হস্তগত করেন। বিশেষ২ তিথি ও যোগ উপলক্ষে এত অধিক যাত্রিক হয় যে, রেলওয়ে কোম্পানী ট্রেণ যোগাইয়া উঠিতে পারেন না। মেয়ে যাত্রিকেরা গয়ায় যাইয়া তথা হইতে দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় সেখানকার কালপাথরের সুন্দর২ বাটী গ্যালাশ ও পেড়ানামক প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন আত্মীয় স্বজন ও বালক বালিকাদিগের জন্য যত্ন পূর্ব্বক লইয়া যান!

গয়ার যে বৃহৎ মন্দিরে বিষ্ণুপাদচিহ্ন স্থাপিত সেই মন্দির ইন্দোরের স্বর্গগতা সুবিখ্যাতা মহারাণী অহল্যা বাই কর্ত্তৃক

নির্ম্মিত। অহল্যা বাই ১৭৩৫ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৭৯৫ সালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপাদমন্দির প্রস্তরে নির্ম্মিত, উহার উচ্চতা ১০০ ফিট, চূড়া সুবর্ণময়। মন্দিরের সম্মুখস্ত তোরণ সুগঠিত, গয়ানগরের সমুদায় দেবমন্দিরের মধ্যে গঠনসৌন্দর্য্যবিষয়ে উহা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মন্দিরটি অষ্টকোণ বিশিষ্ট, তাহার অভ্যন্তর ভাগ কদাকার, প্রাচীরে অনেক অপরিষ্কৃত প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন যে, বিষ্ণুপাদ বৌদ্ধকীর্ত্তি, উহা বুদ্ধদেবের পাদচিহ্ন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। পুরাকালে বৌদ্ধগণই শিলাপট্টে পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া পূজা করিতেন। বৌদ্ধদিগের প্রভাব বিলুপ্ত হইলে পর হিন্দুরা বিষ্ণুপাদপদ্ম উহার নামকরণ করিয়া পূজা আরম্ভ করে। গয়ার নানা স্থানে পাষাণে উৎকীর্ণ পাদচিহ্ন স্থাপিত আছে, এবং সেই সকলের মধ্যেও যাত্রিকগণ পিণ্ড দান করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপাদমন্দিরে গদাধর নামক দেবমূর্ত্তি ও রাণী অহল্যা দেবীর শ্বেত পাষাণের মূর্ত্তি এবং অন্যং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। সে সকলও পূজিত হইয়া থাকে।

গয়া ফাল্গু নদীর কূলে অট্টালিকাকীর্ণ সমৃদ্ধ নগরী। এখানে ন্যূনাধিক আশি সহস্র লোকের বাস। এই নগরীর এক বৃহৎ অংশকে সাহেবগঞ্জ বলে। সাহেবগঞ্জ প্রধান বাণিজ্য স্থান। এখানে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত। সাহেবগঞ্জের রাজবর্ত্ম সকল সরল ও প্রশস্ত, কিন্তু অতিশয় ধূলীময়, মিউনিসিপালিটী হইতে জলসিঞ্চনের সুব্যবস্থা নাই, সুতরাং সামান্য বায়ুসঞ্চারে এরূপ ধূলী উড্ডীন হয় যে, নয়ন উন্মীলন করিয়া চলা ভার হইয়া উঠে। যে অংশে গয়ালী পুরোহিত দিগের পল্লী ও বিষ্ণুমন্দির স্থাপিত, তাহাই প্রাচীন নগরী প্রকৃত গয়া। নগরীর ইতস্ততঃ কয়েকটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। তন্মধ্যে রামশিলা ও ব্রহ্মযোনি শৈল অপেক্ষাকৃত সমুচ্চ। উক্ত শৈল দ্বয়ের মূল হইতে মুড়া পর্য্যন্ত পাষাণময় সোপানশ্রেণী স্থাপিত আছে। চূড়াতে ক্ষুদ্র মন্দির ও পদচিহ্নাঙ্কিত প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত। যাত্রিকেরা এই দুই পর্ব্বতের শৃঙ্গে ও প্রেতশিলা প্রভৃতি শিলোচ্চয়ের শিখরে আরোহণ করিয়াও পারলৌকি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। নগরীর উপকণ্ঠস্থ সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মযোনিগিরির শৃঙ্গ হইতে নগরীর শোভা ও তাহার চতুর্দ্দিকের সমতল শ্যামল শস্যক্ষেত্র, গিরিমালা ও স্রোতস্বতী ইত্যাদি প্রাকৃতিক পদার্থের মনোহর শোভা দর্শন করিয়া নয়ন পুলকিত ও হৃদয় মুগ্ধ হয়। এখান হইতে ৭ মাইল দূরস্থ বুধগয়ার সমুচ্চ মন্দির স্পষ্ট নয়নগোচর হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

মহিলার রচনা।

ছায়ার পুতলী *

ক্ষণিক ছায়ার মত আসে আর যায়,
স্বর্গের পুতলী কত এই পৃথিবীতে।

* ছাপরা নগরীস্থ ভগিনী সরলার নবজাত শিশু পুত্রের দেহত্যাগ উপলক্ষে লিখিত।

ক্ষণেকের তরে আসে ক্ষণ প্রভা প্রায়,
হাঁসায়ে কাঁদায়ে যায় দেখিতে দেখিতে॥
সকলি ছায়ার ন্যায় আসে আর যায়,
ছায়ার শিশুর মত কত শিশু ধন।
আসিয়া মায়ের কোলে আবার কোথায়,
যায় চলি এইরূপে মাতার নন্দন॥
আমাদের অই শিশু এসেছিল হায়,
ছায়ার মতন এই নশ্বর ধরায়।
চকিতের ন্যায় চেয়ে অমনি পলায়,
ছায়ার সামগ্রী যেন ছায়াতে মিশায়॥
অই শিশু আমাদের নহেক কখন,
সংসারসাগরে ক্ষুদ্র বিম্বের সমান।
প্রকাশিয়া পৃথিবীতে মুহূর্ত্ত কারণ,
এই দৃশ্যমান পুনঃ নহে দৃশ্যমান॥
শোকাবহবার্ত্তা শুনি আমরা সকলে,
দীনা, হীনা ক্ষুদ্রা অতি অধমা দুর্ব্বলা।
তাই আজি শোকতাপে ভাসি অশ্রুজলে,
এশোক সম্বর আজি ভগিনী সরলা॥
পূর্ণ হোক চির দিন শুভ ইচ্ছা তাঁর,
তাঁর ইচ্ছা স্রোতে ভাসি আমরা সকলে।
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক বলি বার বার,
ভক্তিভরে নত হই তাঁর পদতলে॥

সমস্তি পুর
২৭।২।৯৮ } শ্রীমতী সু—

কুসুমহার।

প্রাচীন শ্রেণীর পাড়াগেঁয়ে নারীগণ আপনং শিশু সন্তান দিগের গলে মাদুলী ও হার, কোমরে ঘুঙ্গুর, হাতে বালা ও পায়ে মল পরাইয়া তাহাদিগকে দিব্য আদুরে গোপাল সাজাইয়া থাকেন। হয়তো শিশুর শরীরের সঙ্গে কাপড়ের কোন সম্পর্ক নাই। নব্য শ্রেণীর সহুরে রমণীগণ সন্তানের অঙ্গে অলঙ্কারের কোন সম্পর্ক রাখিতে দেন না। তাঁহারা শিশুর কোমল অঙ্গে এক বোঝা কাপড় চাপিয়া দেন, সাহেবী ধরণে সন্তানকে সাজান, ফ্লানেল বানাত শাটিন, ও মখমল কিমুখাব ইত্যাদি বহুমূল্য বস্ত্রের কোট সার্ট ওভরকোট মুজা পাজামা গাউন ফ্রগ জ্যাকেট এবং গৃধ্র কুক্কুটাদি পক্ষীর পালকযুক্ত শোলা কিংবা কাগজ বা বেতের ক্যাপ হাট ইত্যাদিও বিলাতী বুট পরাইয়া বেবীর সাহেবানা বা বিবীয়ানা রূপ দর্শন করেন। দারুণ গ্রীষ্মে বেবী ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া ছটফট করিলেও তাহাকে সভ্যতার অনুরোধে গরম কাপড়ের বোঝা সর্ব্বাঙ্গে বহিতেই হইবে। শিশুদিগের উপর সভ্যতার কি বিষম অত্যাচার!

শিশুদিগের শরীরে অলঙ্কার ও বস্ত্রাধিক্য দুই দূষ্য। শিশুর অঙ্গ হইতে আভরণ অনেক সময় চুরি যায়, অলঙ্কারের লোভে অনেক দাসদাসী শিশুর প্রাণ সংহার পর্য্যন্ত করে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আবার বালক বালিকারা সচরাচর দেশলাই ও কেরোসিন বাতি লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে। তাহাতে আঁটা সাটা কাপড়ে আগুন লাগিয়া অনেক শিশুর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়াছে ও মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এই দুই বিষয়েই সাবধান হইয়া জননীর মিতাচারিণী হওয়া উচিত।

স্বর্ণ রৌপ্যাদি নির্ম্মিত অলঙ্কার বরং কাজে আইসে, এবং অর্থাভাব হইলে তাহা বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক রাখিয়া প্রয়োজন সাধন করা যায়, শিশুর অপ্রয়োজনীয় কাপড় গুলিতে পরে প্রায় কোন কাজ হয় না। তাহাতে কেবল অর্থক্ষয়-

মাত্র। এই অর্থ বাঁচাইয়া গৃহিণী অনেক সৎকার্য্য ও দয়ার কার্য্য করিতে পারেন। বালক বালিকাদিগের শরীর বস্ত্রালঙ্কারে বাহুল্য সাজাইয়া তাহাদিগকে বিলাসী গর্ব্বিত করিয়া না তুলিয়া সুনীতিভূষণে তাহাদের জীবনকে ভূষিত করিতে পারিলে ভাল হয়।

সংবাদ।

বম্বে ও পুনা নগর বিষুবিনিক নামক এক নূতন প্রকারের সাঙ্ঘাতিক সংক্রামক রোগে উৎসন্ন হইতে চলিয়াছে। নগরবাসিগণ গৃহ সম্পত্তি ও আত্মীয় বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছে ও করিতেছে। সহস্র২ লোক উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া বিষম যন্ত্রণায় কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। রোগীদিগের নিকটে ভয়ে তাহাদের আত্মীয় স্বজনেরা পর্য্যন্ত যাইতেচাহে না। এ দিকে ইয়ুরোপ হইতে কতিপয় সেবাব্রতপরায়ণা মহিলা দয়ার আবেগে প্রাণের মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক বম্বে ও পুনা নগরে উপস্থিত হইয়া উক্ত রোগাক্রান্ত রোগী দিগের সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পুনা নগরে কুমারী মর্গেণ এবং বম্বে নগরে কুমারী মেক্‌ডোনেল গল্ রোগীর শুশ্রূষা করিতে যাইয়া উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এই দুই পরসেবাব্রতধারিণী পুণ্যবতী নারীর পরলোক প্রাপ্তিতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেবী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক দিন হইল বম্বে নগরের যে পার্শ্বে উক্ত রোগীদের হস্পিটাল ইত্যাদি স্থাপিত, তথায় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয়। সেবাব্রতধারিণী মহিলাগণ নিজেদের আবাস ও জিনিষ পত্রাদির প্রতি উপেক্ষা করিয়া রোগী দিগকে রক্ষা করিবার জন্য চিকিৎসালয়ের দিকে দৌড়িয়া যান. এবং রোগীদিগকে কেহ কাঁধে কেহ বা ক্রোড়ে করিয়া নিরাপদ স্থানে প্রস্থান করেন। একটী মহিলা প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যদিয়া রোগী ক্রোড়ে করিয়া অসমসাহসে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এদিকে তাঁহাদের সমুদায় সম্পত্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়। এইসকল নারীই প্রকৃত দেবী পদে বাচ্যা, ইঁহারাই যথার্থ বীরাঙ্গনারী। অগ্নিদাহের সময় একজন রোগী উক্ত মহিলা দিগকে বলিয়াছিল, "আপনারা আমাদের জন্য ব্যস্ত, এদিকে আপনাদের যথাসর্ব্বস্ব যে ভস্মীভূত হইয়া গেল।" তাহাতে এক জন মহিলা বলেন, "আমাদের সম্পত্তি রক্ষা করা অপেক্ষা তোমাদের জীবন রক্ষা করাকে আমরা অধিক মূল্যবান্ মনে করি।" সম্ভ্রান্ত ইয়ুরোপীয় মহিলা সাত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় কৃষ্ণকায় নরনারী দিগের রক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ অকুণ্ঠিত ভাবে করিতেছেন, এরূপ স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত অন্য কোথায় আছে?

মহিলাদিগের ৩টি পদ্য রচনা "বজ্রাঘাত" (আচার্য্যপত্নীর বিয়োগে) "বালবিধবার প্রতি সান্ত্বনা" এবং "পাপে সুখ নাই" সম্প্রতি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এবার স্থানাভাবে এ সকল প্রকাশিত হইতে পারিল না। "ভিক্ষা" শীর্ষক পদ্য প্রবন্ধ বর্ত্তমান সময়ে প্রকাশ করা অনুচিত। "আমাদের আত্মা সীতা" শীর্ষক গদ্য প্রবন্ধের জন্য এবার স্থানাভাব। "আঁধার আকাশ" শীর্ষক পদ্য, একজন পুরুষ বন্ধু কর্ত্তৃক বিরচিত। মহিলায় মহিলাদিগের বিরচিত উপযুক্ত পদ্য প্রবন্ধই সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুরুষের রচিত স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী অত্যুৎকৃষ্ট পদ্য হইলে প্রকাশিত হয়, অন্যথা প্রকাশ করা যায় না।

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

৩য় ভাগ] চৈত্র, ১৩০৪; এপ্রেল ১৮৯৮। [৯ সংখ্যা।

ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী।

বৈদিক বা বৈদান্তিক যুগের আর্য্যনারীদিগের—ঋষিপত্নী ও ঋষিকন্যাদিগের সুস্পষ্ট জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদ ও উপনিষদাদি গ্রন্থে অনেক ঋষিপত্নীর বা ঋষিকুমারীর প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তাঁহাদের ধারাবাহিক জীবনচরিত বিবৃত নাই। সেই যুগের অনেক আর্য্যনারীই যে জ্ঞান ধর্ম্মে তপস্যা সাধনায় উন্নত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্রে তাঁহাদিগের উন্নত জ্ঞান ও ধর্ম্মজীবনসম্বন্ধে যে কিছু কিছু উল্লেখ আছে তাহাতেই তাঁহাদিগকে স্বর্গের দেবী ভাবিয়া হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়।

বৈদান্তিকযুগে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বিদ্যাবত্তায় ও তত্ত্বজ্ঞানে ঋষিকুলের অগ্রণী ছিলেন। তিনি ঋষিপত্নী ও ঋষিকন্যাদিগকে তত্ত্বোপদেশ দান করিতেন। অনেক মুনিপত্নী তাঁহার নিকটে রীতিমত ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামী দুই পত্নী ছিলেন। প্রথমা পত্নী মৈত্রেয়ী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া তাহা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া সম্ভবতঃ তিনি ব্রহ্মবাদিনী আখ্যায় আখ্যাতা হন। দ্বিতীয়া কাত্যায়নী গৃহকর্ম্মে নিপুণা বুদ্ধিমতী ছিলেন, তিনি স্ত্রীপ্রজ্ঞা বলিয়া অভিহিতা হইয়াছেন। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর চরিত্র সম্বন্ধে যে যৎকিঞ্চিৎ তত্ত্ব বৃহদারণ্যক উপনিষদ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহারই সার সঙ্কলন করিয়া মহিলার পাঠিকাদিগকে এবার উপহার দেওয়া যাইতেছে।

পরম জ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্য উপযুক্ত সময়ে গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনে সমুৎসুক হন। ধর্ম্মানুরাগী প্রাচীন আর্য্যপুরুষগণ শেষজীবনে গৃহত্যাগ করিয়া যোগসাধনের জন্য নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশ করিতেন। এইরূপ বনে

প্রস্থান করিয়া স্থিতি করাকে বানপ্রস্থাশ্রম বলিয়া থাকে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনে সমুদ্যোগী হইয়াই স্বীয় ধর্ম্মপত্নী মৈত্রেয়ী দেবীকে এরূপ বলিলেন, "মৈত্রেয়ি, আমি বন প্রস্থানে সমুদ্যত হইয়াছি, এই গৃহসম্পত্তি ব্রীহি যব গোধন ইত্যাদি তোমার জন্য রহিল, তুমি গৃহে স্থিতি করিয়া সম্পদ্ ভোগ করিতে থাক।" ইহা শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, "ভগবন্, যদি ধনৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ সমগ্র পৃথিবী আমার হয় তাহা হইলে কি আমি তদ্দ্বারা অমর জীবন লাভ করিতে পারিব?" মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "না, ঐশ্বর্য্যশালী ভাগ্যবান্ লোকদিগের জীবন যেরূপ তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে, ধন দ্বারা অমরজীবন লাভের আশা নাই।" এই কথা শ্রবণ করিয়া মনিস্বিনী মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যাহা দ্বারা আমি অমর জীবন লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব। এ বিষয়ে (অমর জীবন প্রাপ্তি বিষয়ে) আপনি যাহা জানেন, তাহাই আমাকে বলুন।" এই একটী কথায় ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর কেমন অনাসক্তি ও বৈরাগ্যের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে? আহা! তিনি কি সুন্দর ও সুমিষ্ট কথা বলিয়াছেন। ধন সম্পদের প্রলোভন উপস্থিত সত্ত্বে বর্ত্তমান যুগে কয়টী নারী স্বামীকে এরূপ উচ্চ কথা বলিতে পারেন? দেবী মৈত্রেয়ী যে, সমুদায় সাংসারিক ধন সম্পদ তুচ্ছ করিয়া পতিসঙ্গে বানপ্রস্থাবলম্বন পূর্ব্বক যোগ সাধনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী দেবীকে তাঁহার উক্তবাক্য শ্রবণ করিয়া এইরূপ উপদেশ দান করিয়াছিলেন, "সতি, তুমি প্রিয়া হইয়া আমার প্রীতিকে প্রবর্দ্ধন করিলে, অতএব আমি প্রীতি বিষয়ে তোমাকে ব্যাখ্যা করিয়া কিছু বলিতেছি। অয়ি মৈত্রেয়ি, পতিকে কামনা করিলে পতি প্রিয় হয় না, যে নারী স্বীয় আত্মাকে কামনা করে তাহার সম্বন্ধেই বস্তুতঃ পতি প্রিয় হয়। জায়া কামনা বাসনা করিলে, প্রকৃত পক্ষে জায়া প্রিয়া হয় না, যে স্বামী আপনার আত্মাকে কামনা করে তাহার সম্বন্ধেই জায়া প্রিয়া হয়। পুত্রদিগকে কামনা করিলে বাস্তবিক পুত্রগণ প্রিয় হয় না, যে পিতা মাতা স্বীয় জীবনকে কামনা করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে পুত্রগণ প্রিয় হয়" ইত্যাদি। মহর্ষি এইরূপ অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রসেন মহাশয় ১৮০৬ শকের বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে আর্য্যনারী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আষাঢ় মাসে স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে "মৈত্রেয়ী ব্রত" সাধনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। পতির সহিত সম্মিলিত হইয়া ব্রহ্মস্তোত্রপাঠ ও সৎপ্রসঙ্গ এবং উভয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত "সাহোবাচ মৈত্রেয়ী" ইত্যাদি মৈত্রেয়ী ও তৎস্বামী ভগবৎ যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্ম্ম প্রসঙ্গ প্রতিদিন পাঠ, মৈত্রেয়ীব্রত সম্বন্ধীয় বিধি ও নিয়ম ছিল। এই মৈত্রেয়ীব্রতসাধনে তিনি পত্নীকে যোগ ভূমিতে আনয়নে যত্নবান হইয়াছিলেন।

বঙ্গনারী ও জলের ব্যবহার।

জলের সঙ্গে মৎস্যের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বঙ্গীয় নারীদিগের তৎসঙ্গে সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না হইলেও অনেক পরিমাণে সেই প্রকার। মৎস্য সকল দিবা রাত্রি জলে মগ্ন হইয়া থাকে, বঙ্গনারীগণ বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গের মহিলাগণ অহর্নিশি পুনঃ পুনঃ স্নান ও দেহ প্রক্ষালন করেন, বার বার পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করিয়া থাকেন, অনেকের আর্দ্রবস্ত্র শরীরেই শুষ্ক হয়। একান্ত শুচিপ্রিয়তাবশতঃই তাঁহারা পুনঃ পুনঃ শরীর প্রক্ষালন করেন ও কাপড় কাঁচিয়া থাকেন। যাঁহাদের গৃহের পার্শ্বে নদী বা সরোবর আছে, দিবসের অনেক সময় তাঁহারা সেই জলাশয়ে যাপন করেন, তাহা না হইলে স্নানাগারে বা কলতলায় পড়িয়া থাকেন। তাঁহাদের ধৌত প্রক্ষালনের দৌরাত্ম্যে ঘরের মেজে প্রায় শুকাইতে পারে না। অতএব জলচর মৎস্যের সঙ্গে তাঁহাদের অনেক সাদৃশ্য আছে। অভিধানে জলের এক নাম জীবন লিখিত উক্ত হইয়াছে। জীবিত থাকা যায় ইহা দ্বারা এই অর্থে জলের জীবন নাম। বাস্তবিক নির্ম্মল জলের উপযুক্ত ব্যবহারে স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষা হয়। যে স্থান এক সময় রোগ ও মৃত্যুর আলয় ছিল, সাধারণের জন্য সেস্থানে নির্ম্মল জলের ব্যবস্থা হইলে দেখা গিয়াছে যে, উহা অতিশয় স্বাস্থ্যকর ও সুখবাসযোগ্য হইয়াছে। অতএব জলের জীবন নাম স্বার্থক বলিতে হইবে। কিন্তু নির্ম্মল জলেরও যথেচ্ছ ব্যবহারে উহা স্বাস্থ্যঘাতা ও মৃত্যুজনক হয়। কলুষিত অপরিষ্কৃত জলের তো কথাই নাই। পঁচা পুকুর ও ডোবা প্রভৃতির দুর্গন্ধ মলিন জল সাঙ্ঘাতিক বিষস্বরূপ। অনেক পল্লীগ্রাম পঁচা পুকুর ও পঁচা ডোবায় পরিপূর্ণ, মেয়েরা সকালে বিকালে, অনেক দিন রাত্রিকালেও সেই জলে গা ডুবাইয়া থাকেন। গ্রামে ২।১টী পুষ্করিণীর জল ভাল থাকিলেও তাঁহাদের দৌরাত্ম্যে অধিক দিন ভাল থাকিতে পারে না। তাঁহারা তাহাতে নামিয়া শুধু স্নান করিলেও রক্ষা ছিল, একটি ঘাটে সকলে মিলিয়া ময়লা কাপড় কাঁথা কাচেন, মাছ তরকারি ও উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি প্রক্ষালন করেন। তৎপর আর যাহা করেন, তাহা বলিতে চাহি না। স্বাস্থ্য ও শুদ্ধতাপ্রিয় কোন লোক এসকল অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত থাকিতে এবং ব্যবহারের জল ফিল্টার করিয়া লইতে বলিলে প্রাচীনা নারীগণ ব্যঙ্গ করিয়া বলিবেন, "ইহারা এই এক নূতন শাস্ত্র বাহির করিতেছেন, চিরকাল আমরা এরূপ করিয়া পুকুরে নাওয়া দাওয়া করিয়া আসিয়াছি।" জলের ব্যবহারে এরূপ অনিয়ম ও অমিতাচার হওয়াতে অনেক নগর ও পল্লীগ্রাম শ্রীভ্রষ্ট হইয়া উৎসন্ন হইতেছে, প্রত্যেক গৃহে উদরাময় জ্বর কফ শিরঃপীড়াদি রোগ আধিপত্য করিয়া বালক বৃদ্ধ যুবার সুখ শান্তি চিরকালের জন্য হরণ করিতেছে, নারীদিগের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইতেছে। জলের যথেচ্ছ ব্যবহারে মেয়েরা যে কেবল দোষী, পুরুষগণ নহে,

আমরা তাহা বলিতেছি না; কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের তুলনায় পুরুষ দিগের যথেচ্ছ ব্যবহার বহু পরিমাণে কম, পুরুষদিগের জলের প্রতি এরূপ আসক্তি নাই, এবং বিবর্ণ দুর্গন্ধ আবিল জল ব্যবহার করিতে সচরাচর তাঁহারা কুণ্ঠিত। পাড়াগেঁয়ে এক একটি পুকুর যেন বিষসরোবর, তাহার এক বিন্দু জল অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, তন্মধ্যে লক্ষ লক্ষ কীটাণু সঞ্চরণ করিতেছে। এ সকল জল-সংক্রামক জ্বর ওলাউঠাদি সাঙ্ঘাতিক রোগের বীজ।

ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এবং আরব আফ্রিকা প্রভৃতি উত্তপ্ত বালুকাকীর্ণ ভূখণ্ডে জলের অত্যন্ত আদর। এ সকল স্থানে জল বাস্তবিক জীবন-স্বরূপ। কিন্তু জল সর্ব্বত্র সুলভ হইলেও কোন কোন প্রদেশে দুর্ল্লভ। ভারতের ও মধ্য এসিয়ার কোন কোন স্থানে পানীয় জল মূল্যদ্বারা ক্রয় করিতে হয়। নির্ঝরের নির্ম্মল জল সমধিক স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিকর। ভগবানের আশ্চর্য্য লীলা যে, তিনি পর্ব্বতের কঠিন প্রস্তর ভেদ করিয়া জীবের জীবন-স্বরূপ নির্ম্মল জল নিঃসারণ করেন। তাহাকেই নির্ঝর বলে, নির্ঝরই সমুদায় নদ নদীর মূল। নির্ম্মল নির্ঝরবারি সবেগে সমতলক্ষেত্রে প্রবাহিত হইলে ভূমির নানা আবর্জ্জনা মিলিত হইয়া তাহাকে কলুষিত ও বিষাক্ত করে। পার্ব্বত্য অসভ্য লোকেরা পঁচা সরা মৎস্য মাংস পোকা মাকড় ইত্যাদি নানাপ্রকার কদর্য্য বস্তু নিয়ত ভক্ষণ করিয়া ঝরণার নির্ম্মল জল পানেই প্রধানতঃ সর্ব্বদা সুস্থ ও সবল থাকে বলিতে হইবে। তাহাদের আহার্য্য সামগ্রী জঘন্য ও দুর্গন্ধ হইলেও তাহারা সর্ব্বদা স্বয়ং নির্ম্মল পানীয় জল ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই অসভ্য লোকেরা শৈলশিখরের যে সে প্রস্রবণবারি সচরাচর পান করে না, যে প্রস্রবণের জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই ব্যবহার করে। একদা শিলং পর্ব্বত হইতে আমরা তত্রত্য আদিম নিবাসী একজন খসিয়ার পৃষ্ঠে থাবানামক আসনে বসিয়া অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গের উপর দিয়া ন্যূনাধিক ৪০ মাইল দূরে চেরাপুঞ্জি পাহাড়ে যাইতেছিলাম। সমুচ্চ মফ্‌লঙ্গ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইলে আমাদের পিপাসা হয়, একটী উৎসমূলে যাইয়া জল পানের উদ্যোগ করা যায়, থাবাবাহক খাসিয়া সেই উৎসের জল পান করিতে বারণ করিল, বলিল, আমি ঝরণা প্রদর্শন করিব, সেই জল পান করিবেন। সে কিয়দ্দূর যাইয়া একটী ঝরণা দেখিয়া তাহার জল পান করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। আমরা তাহার ইঙ্গিত অনুসারে উহা পান করিয়া তৃপ্ত হইলাম। সেই নির্ঝরের জল অধিক স্বচ্ছ নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর ছিল। অসভ্য বর্ব্বর লোকদিগের পানীয় জলসম্বন্ধে কেমন সাবধানতা! এ দিকে আমাদের সভ্য মেয়েদের কিরূপ ভয়ানক অসাবধানতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। একদা গ্রীষ্ম ঋতুতে আমরা রাণাঘাটে একজন বন্ধুর আলয়ে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার স্থিতি করিয়াছিলাম। আমরা যে গৃহে অবস্থিত করিতেছিলাম তাহার

অদূরে একটী গর্ত্ত, সেই গর্ত্তে দুই ফুট বা তিন ফুট বিকৃত দূষিত জল ছিল। দলে২ ঝী চাকরাণী সকল আসিয়া সেই ক্ষুদ্র ডোবার জলে বাসন মাজিতেছিল ও কাপড় কাঁচিতেছিল; অন্যপ্রকারে সেই জল নোঙ্গরা করিতেও বিরত ছিল না, উক্ত জল দ্বারাই আবার দেহ প্রক্ষালন ও কুল কুচ করিতেছিল। ভদ্রঘরের মেয়েরাও আসিয়া তদ্দ্বারা অঙ্গ শুদ্ধি করিতেছিলেন। ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, দেখিয়া অবাক হইয়াছি, মনে অতিশয় ঘৃণার উদয় হইয়াছে। রাণাঘাটে চুর্ণী নদী প্রবাহিত, এই প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রামে ইতস্তত স্বচ্ছ-সলিল জলাশয়ও অনেক আছে। সেখানে এরূপ পল্বলের মলিন জলে স্ত্রীলোকেরা মুখ প্রক্ষালন ও কুল কুচ ইত্যাদি করে কি দুঃখের বিষয়। তাহাদের শুচিপ্রিয়তা তখন কোথায় থাকে?

যে সকল নদ নদীতে প্রবল প্রবাহ আছে, জোওয়ার ভাটা হয়, তাহাদের জলে ময়লা আবর্জ্জনা পড়িলে তত ক্ষতি হয় না, স্রোতের বেগে সেই সমস্ত অচিরেই দূরে পরিচালিত হয়। স্রোতস্বতী নদীর ঘাটে ময়লা চিরবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু পুকুর ইত্যাদির বদ্ধ জল নোঙ্গরা হইলে তাহা সহজে পরিষ্কৃত ও সংশোধিত হয় না। এ জন্য পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্য নগর ও উপনগরের অনেক সরোবর মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়, সেই সকল জলাশয়ে কাহাকে ও নামিয়া স্নান করিতে পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না। ঘাটে কেহ বাসন পত্র প্রক্ষালন করিতে ও কাপড় কাঁচিতে পারে না। উপরে জল তুলিয়া স্নান প্রক্ষালনাদি করিতে হয়। কেহ ইহার অন্যথাচরণ করিলে পুলিশের হস্তে ধৃত হইয়া বিচারালয়ে অর্থদণ্ড দানে বাধ্য হইয়া থাকে। ইহা অতি সুন্দর ব্যবস্থা। অনেক সম্ভ্রান্ত পল্লীগ্রামেও পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য ২।১টী পুষ্করিণী যত্ন পূর্ব্বক রক্ষিত হয়। প্রত্যেক গ্রামের প্রধান লোকেরা এ বিষয়ে ঐকমত্যাবলম্বন পূর্ব্বক মনোযোগ বিধান করিলে গ্রাম সকল অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতে পারে। সচরাচর কূপজল কলুষিত করিতে লোকের তত সুবিধা নাই। দীর্ঘী পুষ্করিণীর জলের উপর মেয়েদের অধিক অত্যাচার।

ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মণি রুসিয়া প্রভৃতি প্রীত প্রধান দেশের প্রায় সর্ব্বত্র জলের আদর নাই। আমরা যেমন অনল স্পর্শ করিতে শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হই, সেই দেশের লোকেরা শীতল সলিল সংস্পর্শে প্রায় সেই রূপ শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সে সকল দেশের অনেক নর নারী ২।৩ মাস অন্তরও স্নান করে কি না সন্দেহ। কদাচিৎ স্নান করিতে হইলে উষ্ণ জলে করিয়া থাকে। সে দেশীয় লোকের আহারান্তে হস্ত প্রক্ষালন ও আচমনের ব্যবস্থা নাই। ভোজনের সময় কাঁটা চামচার ব্যবহার হয়, তজ্জন্য হাত ধোওয়া অপ্রয়োজন। মুখ রুমাল দ্বারা পোঁছা হইয়া থাকে। শুনিয়াছি জর্ম্মাণি ও রুশিয়ার লোকেরা পানার্থও, জল ব্যবহার করে না, জলের পরিবর্ত্তে তত্রত্য নর নারী বিয়ারনামক সুরা পান করিয়া থাকে। আমাদের দেশের

জন্য জল অমৃতস্বরূপ, কিন্তু শীতপ্রধান ইয়ুরোপ দেশে উহা বিষস্বরূপ অপ্রিয়। শীতল তোয় স্পর্শ করা আর সর্পমুখে হস্তার্পণ করা তথায় অনেকে তুল্য মনে করে।

ভারতবর্ষস্থ স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র গোদাবরী কৃষ্ণা কাবেরী প্রভৃতি নদ নদীতে গ্রীষ্মকালে স্নানাবগাহন করিয়া দেহের স্ফূর্ত্তি ও মনের তৃপ্তি যে কতদূর হয় তাহা বলিয়া উঠা যায় না। সেই উপকারিতার জন্যই বোধ হয় এই সকল নদ নদী পুণ্য তীর্থরূপে এ দেশের লোকের নিকটে, বিশেষতঃ সরলা অবলাদিগের নিকটে সমধিক সমাদৃত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের নিকট গঙ্গাজলের যে কত মাহাত্ম্য তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহারা এক বিন্দু জল গলাধঃকরণ ও মস্তকে অর্পণ করিয়া আপনাদিগকে পাপমুক্ত পবিত্র মনে করেন। শত শত ক্রোশ দূর হইতে নারীগণ গঙ্গাস্নানে আসিয়া পাত্রপূর্ণ গঙ্গাজল গৃহে লইয়া যান। কখন আপনাদিগকে অশুচি বোধ করিলে সেই জল স্পর্শ করেন, তাহাতেই শুদ্ধ হইলেন এরূপ মনে করিয়া থাকেন। শাস্ত্রকারেরা গঙ্গার মাহাত্ম্য অদ্ভুত রূপে বর্ণন করিয়াছেন, যথা;—"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি, মুচ্যতে সর্ব্ব পাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি শত যোজনের পথ দূর হইতে গঙ্গা গঙ্গা বলে, সে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু লোকে গমন করিয়া থাকে। মুক্তির বড় সহজ উপায়!

আক্‌বর বাদশা কি প্রণালীতে কিরূপ সাবধানে পানীয় জল ব্যবহার করিতেন, আইন আক্‌বরী গ্রন্থ হইতে উহা পাঠিকাদিগের শিক্ষার্থ এস্থলে অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

"সম্রাট্ আক্‌বর এই জীবন প্রস্রবণের মূল জলকে অমৃত বারি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং তাহার রক্ষা সুবুদ্ধি কর্ম্মঠ লোকের তত্ত্বাবধানাধীনে বলিয়াছেন। বহুবিধ জল হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে ও সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে, এই তাঁহার বিধি। তিনি রাজধানীতে বা অন্যত্র অবস্থান কালে গঙ্গার জল পান করিতেন। কতিপয় সত্যনিষ্ঠ বিশ্বাসী লোক ভাগীরথীকূলে নিয়ত স্থিতি করিয়া সাবধানে উহার নির্ম্মল জল গ্রহণ ও তদ্দ্বারা পাত্র সকল পূর্ণ করিয়া সেই সকলের মুখ আঁটিয়া শিলমোহর করিয়া দিতেন। যে সময়ে সম্রাট্ আগ্রা রাজধানীতে বা ফতেপুরে স্থিতি করিতেন তখন সুরবণনামক পল্লীর নিকট হইতে গঙ্গাবারি আহরণ করা যাইত। পঞ্জাবে অবস্থান কালে হরিদ্বার হইতে জাহ্নবীসলিল আহৃত হইত। রন্ধনাদি কার্য্যে যমুনা ও চন্দ্রভাগা নদীর জল এবং বারিদবারি ও কিয়ৎ পরিমাণে গঙ্গাজল ব্যবহারে আসিত। দেশভ্রমণ কালে ও মৃগয়াক্ষেত্রে তাঁহার জন্য সতর্ক লোকদিগের দ্বারা জল সযত্নে সংরক্ষিত হইয়া প্রেরিত হইত।

"জল সুশীতল করিবার জন্য সম্রাট্ আক্‌বর তাহাতে বন্দুকের বারুদের উপাদান-বিশেষ সোরা সংযোগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

"এক প্রকার লবণাক্ত মৃত্তিকা আছে, সেই লোণামাটী দ্বারা পাত্র পূর্ণ করিবে। তৎপর তদুপরি জল প্রক্ষেপ করিতে হইবে ও সেই জল নিঃসারণ করিয়া চুয়াইয়া লইবে, এবং দৃঢ়রূপে তাহা বাঁধিয়া রাখিলে সোরা প্রস্তুত হইবে।

"১ জল তাম্র বা রৌপ্যময় সোরাহীতে অথবা অন্য কোন ধাতুময় সোরাহীতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সোরাহীর মুখ দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিবে, এবং অপর পাত্রে ১৷৷ সোরার সহিত ১৫ জল মিশাইয়া উক্ত বদ্ধ সোরাহীকে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল তন্মধ্যে রাখিয়া ঘুরাইবে। তাহাতে জল অতিশয় শীতল হইবে। ইহাতে ১৲ ব্যয়ে এক মন হইতে তিন মন পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা জল প্রস্তুত হইবে।

"যখন সম্রাট্ পঞ্জাব প্রদেশে স্থিতি করিতেন তখন তাঁহার পানার্থ বরফ ব্যবহার হইত। জলপথে নৌকাযোগে এবং স্থলপথে বলীবর্দ্দ ও শ্রবজীবী বাহকদিগের ডাকবসাইয়া লাহোরের ৪৫ ক্রোশ অন্তর সনহান নামক গ্রামের সন্নিহিত উত্তর প্রান্তস্থিত পর্ব্বত হইতে বরফ আনয়ন করা হইত। বণিক্‌গণ তদ্বিক্রয়ে অনেক লাভ করিত। তাহা পাইয়া ধনী ও মধ্যবিত্ত সকল লোকের বিশেষ আনন্দ হইত। উহা নৌকাযোগে আনাই অধিক সুবিধাজনক ছিল, তৎপর গোপৃষ্ঠে ও বাহকযোগে। গিরিশিখরবাসী লোকেরা গিরিমূলে বোঝা বোঝা বরফ আনিয়া বিক্রয় করিত। প্রত্যেক ব্যক্তি ন্যূনকল্পে ২৫ সের হইতে অনধিক ৩০ সের বরফ বহন করিয়া গিরিচূড়া হইতে নামিয়া আসিতে পারে। তাহারা তাহার মূল্য ৫ দাম পাইত, দূরতর প্রদেশে বহন করিয়া লইয়া গেলে ২৪ দাম ও ১০ জয়তল প্রাপ্ত হইত *। গড়ে ১৫ দাম এক এক জনের ভাগে পড়িত। ১০ খানা বরফ বোঝাই নৌকার মধ্যে প্রতিদিন ১খানা রাজধানী লাহোরে উপস্থিত হইত। শীতোষ্ণতার তারতম্যানুসারে প্রত্যেক বস্তায় ১২ সের হইতে ৬ সের পর্য্যন্ত বরফ পাওয়া যাইত। প্রত্যেক বলীবর্দ্দ ২ বোঝা করিয়া বরফ বহন করিত। পথে ১৪টী চৌকী (বিশ্রামস্থান) ছিল। বরফ বহনের জন্য একটি হস্তীও ছিল। স্থলপথে প্রতিদিন ১২ খণ্ড বরফ পঁহুছিত। প্রত্যেক বরফ খণ্ড ওজনে ৷৪ হইতে ১০ সের পর্য্যন্ত হইত। শীতকালে এক এক সেরের মূল্য ৩ দাম ২১ জয়তল, বর্ষাকালে ১৪ দাম ২০ জয়তল, বসন্ত বা শরৎকালে ৯ দাম ২১৷৷ জয়তল নির্দ্ধারিত ছিল। সাধারণতঃ অনেক সময় ৫ দাম ১৫৷৷ জয়তল মূল্য হইত। হিমগিরির মূল হইতে বরফ বহন করিয়া লইয়া আসিতে ১৪ চৌকীতে ২৮ জন বাহকের প্রয়োজন হইয়াছে। বাহকযোগে প্রতিদিন এক বোঝা বরফ আসিত। চারি খানা স্থূলবস্ত্রে তাহা জড়িত থাকিত। প্রথমে ১ সের বরফের মূল্য ৫ দাম ১৯৷৷ জয়তল, মধ্যভাগে ১৩ দাম ২ জয়তল, শেষভাগে ১৯ দাম ১৫৷৷ জয়তল পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ অধিক ৮ দাম মূল্যে উহা বিক্রয় হয়। সাধারণ লোক গ্রীষ্মকালে বরফ ক্রয় করিত, এবং ধনী

* এক টাকার ৪০ ভাগের এক ভাগ দাম; এক তাম্র মুদ্রার ২৫ ভাগের এক ভাগ জয়তল।

লোকেরা সমগ্র সম্বৎসর উহা ব্যবহার করিতেন।”

রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া।

বিবাহান্তে।

৩য়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন প্রাপ্তির পর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ক্রমাগত কয়েক বৎসর শস্যের হানি হয়, খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হওয়াতে দরিদ্র লোকদিগের অতিশয় ক্লেশ হইয়াছিল। রাজ্যের চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। মহারাণী আমোদ আহ্লাদে আছেন, প্রজাদের দুঃখ ক্লেশমোচনে মনোযোগ বিধান করিতেছেন না, মন্ত্রিগণ স্বার্থপর অকর্ম্মণ্য, এই বলিয়া বহুলোক তাঁহার প্রতি ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গের প্রতি দোষারোপ করে। সেই সময়ে চার্টিষ্ট নামক এক দল রাজনৈতিক সংস্কারক সমুত্থিত হইয়া ঘোরতর রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা আমূল রাজনৈতিক সংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। উদার রাজনৈতিক মন্ত্রী জন রসেল সাহেব তাঁহাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন, তাহাতে চার্টিষ্ট দল আরো উত্তেজিত হইয়া দরিদ্র শ্রম জীবীদিগের পক্ষ বিশেষরূপে অবলম্বন করেন। সমগ্র ইংলণ্ডে ঘোরতর আন্দোলন চলে। এই ব্যাপারে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে সভ্যগণ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া এই ৬টী রাজনৈতিক অধিকারের জন্য প্রার্থী হন। (৩) বয়ঃস্থ প্রজামাত্রই পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনীত করিবার অধিকারী হইবে। (২) প্রতিবৎসর উক্ত সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে। (৩) মনোনীত সভ্যের সম্পত্তি থাকুক বা নাই থাকুক, প্রজামণ্ডলীর মতে যিনি মনোনীত হইবেন তিনিই পার্লেমেণ্টের সভ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারিবেন। (৪) নির্ব্বাচনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করা যাইবে। (৫) সভ্যগণ নিয়মিত রূপে বেতন পাইবেন। (৬) সভ্য মনোনয়নজন্য সমগ্র ইংলণ্ডকে তুল্যভাগে বিভক্ত কথা যাইবে, প্রত্যেক ভাগ হইতে সমসঙ্খ্যক সভ্য মনোনীত হইবার অধিকার থাকিবে। কিন্তু মন্ত্রিবর্গ ও তদানীন্তন পার্লেমেণ্টের সভ্যগণ এই সকল প্রার্থনা পূরণে অনুকূল হইলেন না। তাঁহাদের উপেক্ষা ও বিরুদ্ধ ব্যবহারে শ্রমজীবী লোকেরা অতিশয় উত্তেজিত হইয়া শারীরিক বল প্রয়োগে সমুদ্যত হইল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউপোর্টের ও বার্কিংহাম নগরের শ্রমজীবী লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। অতিশয় দৃঢ়তা সহকারে তাহাদের বিদ্রোহানল প্রশমিত করা হয়। প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহিতা প্রবল না হইতে পারিলেও প্রচলিত রাজ্যশাসনপ্রণালী ও শাসনকর্ত্তৃবর্গের প্রতি জনসাধারণের অসন্তোষের সীমা ছিল না। মহারাণীর প্রতিও তাহাদের কিয়ৎ পরিমাণে ভক্তি শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়াছিল। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যে তাহাদের দুঃখ ক্লেশে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন এরূপ

বলা যায় না, তিনি তজ্জন্য দোষী স্বীকার করা যায় না।

১৮৪০ সালের ১০ই জুন মহারাণী প্রিয়তম স্বামী সমভিব্যাহারে সন্ধ্যাবায়ু সেবনার্থ শকটারোহণে বকিংহাম্ রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। রাজপথে আক্স্‌ফোর্ডনামক এক যুবা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ পিস্তল ছোড়ে। সৌভাগ্যক্রমে তাহার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। মহারাণী পিস্তলের শব্দ শুনিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, রাজকুমার এল্‌বার্ট সবলে তাঁহাকে বসাইয়া দেন। পুনর্ব্বার পিস্তলের শব্দ হয়, সেবারও গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যায়। এমন সময় বহুলোক দৌড়িয়া আসিয়া রাজীয় শকট ঘেরিয়া দাঁড়ায়। উক্ত দুর্দ্দান্ত যুবক তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়া নিরস্ত্র হয়। এই সময় মহারাণী সন্তানসম্ভবাবস্থায় ছিলেন, তিনি বা ভিতা ত্রস্তা হইয়াছেন, তাহা হইলে ঘোর বিপাদর সম্ভাবনা, এই ভাবিয়া রাজকুমার ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, “কেমন ভয় তো পাও নাই?” মহারাণী হাসিয়া উত্তর দান করিলে তাঁহার উদ্বেগ দূর হইল। তখন রাজকুমার এল্‌বার্টের আজ্ঞাক্রমে রাজকীয় শকট প্রাসাদাভিমুখে চালিত হয়। জননী লুইসা এই সংবাদ শুনিয়া ভয়াকুল হইয়া পড়িবেন, ভাবিয়া তিনি সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে মহারাণী তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। তৎপর তিনি হাইড উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন। হাইড উদ্যানে অগণ্য নরনারী সমাগত হইয়াছিলেন। মহারাণীর শকট তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র সকলে মহানাদে সমস্বরে “মহারাণী দীর্ঘজীবী হউন” বলিয়া ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সায়ংকালে বহু অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত নরনারী রাজভবনে উপনীত হইয়া মহারাণীর বিপন্মুক্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনার পর হইতে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন সহস্র সহস্র নরনারী রাজ্ঞীর প্রতি আপনাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাণী শকটারোহণে নগরভ্রমণে বহির্গত হইলে পথে লোকারণ্য হইত, এবং সকলে “মহারাণীর জয় হউক” বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতেন। অনেক নারী ও পুরুষ অশ্বারোহণে রাজ্ঞীর শরীররক্ষকরূপে শকটের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেন। ইতি পূর্ব্বে নানা কারণে মহারণীর প্রতি প্রজাদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতির কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য অক্স্‌ফোর্ডের দুশ্চেষ্টায় তাঁহার প্রতি প্রজাসাধারণের অনুরাগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল।

১২ই জুন প্রাতঃকালে রাজমন্ত্রিবর্গপ্রমুখ লণ্ডনের শেরিফদ্বয় এতদ্বিপন্মুক্তির জন্য মহারাণীকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অপরাহ্নে কমন্‌স সভার সভ্যগণ আসিয়া অভিনন্দনপত্র দান করেন। রাজ্ঞী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এই অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার দক্ষিণ ভাগে, রাজকুমার এল্‌বার্ট বামে

দণ্ডায়মান ছিলেন। কমন্‌স সভার সভ্যগণ চলিয়া যাইবামাত্র লর্ড সভার সভ্যগণও অভিনন্দনপত্র সহ উপস্থিত হন। উক্ত প্রণালীতে তাঁহাদের অভিনন্দনপত্রও মহারাণী গ্রহণ করেন। কেবল রাজধানীতে নহে, রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই দুর্ঘটনা উপলক্ষে প্রজাদিগের রাজভক্তির আবেগ হইয়াছিল।

স্বর্গগতা দেবী শ্রীমতী হরিদাসী।

দেবী শ্রীমতী হরিদাসী একজন হিন্দু মহিলা ছিলেন। তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপালনামক গ্রামে প্রসিদ্ধ রায় বংশে ১৭৬১ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। হরিদাসী পিতা মাতার একমাত্র কন্যা ছিলেন, সুতরাং বলা বাহুল্য যে, তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত আদরের পাত্রী ছিলেন। ১১ বৎসর বয়সে সেই জেলার অন্তর্গত বাক্সা গ্রামে প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী মিত্র বংশে শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত তিনি পবিত্র উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হয়েন। কলিকাতাস্থ নিজবাসভবনে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে উক্ত মহিলা বৃদ্ধ পতি ও পুত্র কন্যাগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার তিন পুত্র, তন্মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি আমাদের সমবিশ্বাসী বন্ধু আলানগরের অসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মিত্র।

এই স্বধর্ম্মরতা হিন্দু নারীর জীবনে অনেকগুলি সদ্‌গুণ ছিল, যাহা সকল মহিলার অনুকরণীয়। সেই সদ্‌গুণ সকলের মধ্যে প্রধান যে গুলি সে সকলেরই এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। তিনি চিরদিন ভোগবিলাসস্পৃহাশূন্যা ছিলেন। স্বামীর মাসিক ৫।৬ শত টাকার অধিক আয় থাকিলেও কখনও কোন বস্তু পাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন নাই। সেই মহিলা সাংসারিক কার্য্যে অতিশয় নিপুণা ছিলেন। দেবী হরিদাসীর বিপুল ধন সম্পত্তি না থাকিলেও তাঁহার স্বচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ অবস্থা ছিল। তাঁহার ভাণ্ডারঘর সাজানের প্রণালী পাড়ার প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা দেখিতে আসিতেন, এবং নানা প্রকার প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া যাইতেন। তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আত্মীয়গণের সেবা করিতে ভাল বাসিতেন। দেবী হরিদাসী অতিশয় যত্ন সহকারে সন্তানের লালনপালন করিতেন, সন্তানগণ অত্যন্ত বিরক্ত করিলেও কখন তাহাদিগকে তীব্র শাসন করেন নাই। তিনি ছেলে মেয়েদের মিষ্ট কথায় দোষ বুঝাইয়াদিতেন, কখন ও প্রহার করিতেন না। তাঁহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অতীব প্রশংসনীয় ছিল। অন্য স্ত্রীলোকে হাজার কটূক্তি করিলেও তিনি প্রতিশোধ লইবার বাসনায় কিংবা ক্রোধের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোন কথা বলিতেন না। যখন অত্যন্ত কষ্ট হইত নীরবে একাকী চক্ষের জল ফেলিতেন। পতির প্রতি তাঁহার ভক্তি অতি প্রগাঢ় ছিল; তিনি নিত্য স্বামীর ভোজনের জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহার আহার না হইলে আহার

করিতেন না, আহরান্তে স্বামীর প্রসাদ পাওয়া একটি জীবনের ব্রত ছিল। বিছানা হইতে উঠিবার সময় স্বামীর চরণে প্রত্যহ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করিয়া উঠিতেন। হিন্দু পরিবারস্থ অন্য মহিলাদিগের ন্যায় ব্রতাদি গ্রহণের জন্য তাঁহার ব্যস্ততা ছিল না। পতির সেবাই তাঁহার জীবনের উচ্চ ব্রত ছিল। কিসে তিনি সুখী হইবেন, কিসে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন থাকিবে, এবং কিসে তাঁহার মঙ্গল হইবে, এই ভাবনা তাঁহার প্রধান ভাবনা ছিল। শেষ জীবনে ধর্ম্মের জন্য তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলতার সঞ্চার হইয়াছিল, তিনি সর্ব্বদাই নববিধানাশ্রিতা তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, কি করিলে ভগবানের চরণ তিনি প্রাপ্ত হইবেন ও কিরূপ ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে ইষ্টদেবতার দর্শনসুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন, এবং এই পরম সৌভাগ্য কবে তাঁহার জীবনে হইবে, এই প্রকার বাক্যালাপে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন।

দেবী হরিদাসী দুই বৎসর যাবৎ শারীরিক অসুস্থতায় ভুগিতেছিলেন, এবং সুযোগ্য চিকিৎসক দিগের চিকিৎসাধীনে থাকিয়াও সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার উপরে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েন। সুবিখ্যাত দেশীয় ও ইংরাজ চিকিৎসকগণ অতি যত্নে তাঁহার চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু ভগবান্ যাহাকে ডাকেন তাহাকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? ৯দিন মাত্র রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া এই পতিনিরতা সাধ্বী নারী ২৭শে তারিখ রবিবার বেলা ৫টা ১৭ মিনিটের সময় ৫৮ বৎসর বয়সে সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া আনন্দময়ী জননীর নিত্যানন্দধামে চলিয়া গিয়াছেন।

রোগশয্যায় তাঁহার জ্ঞানের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সজ্ঞান অবস্থায় মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ছিলেন। ছেলে দিগকে কিংবা পৌত্রদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া ক্রন্দন কিংবা বিলাপ করেন নাই। প্রয়াণের কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে চেতনা চলিয়া যায়।

দয়াময় শ্রীহরির পাদপদ্মে আমাদের এই প্রার্থনা" তিনি এই পরলোকগত আত্মাকে আপনার প্রেমক্রোড়ে রক্ষা করিয়া চিরদিন তাঁহাকে শান্তি বিধান করুন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পতি পুত্র কন্যাগণের হৃদয়ে সান্ত্বনা দিন।

একটী মহিলার দান।

উপর বর্ম্মায় আমাদের একটী স্নেহের কন্যা স্বামী সহ বাস করিতেছেন। তিনি গত পৌষ মাসের মহিলায় বৈদ্যনাথকুষ্ঠাশ্রমের বিবরণ পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হন, নিজের জ্যাকেট সিলাই করিয়া স্বামী হইতে একটী টাকা পারিশ্রমিকস্বরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত কুষ্ঠাশ্রমের সাহায্যার্থ আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা এই দান পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। এই রূপ দান অতি মূল্যবান্ দান, তাহাতে কোন্ সন্দেহ নাই। কন্যাটী

এবিষয়ে আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—"মহিলায় কুষ্ঠরোগীদিগের অবস্থা পাঠ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সাংসারিক খরচ হইতে মাসে এমন বেশী কিছু বাঁচে না যাহা পাঠাইবার উপযুক্ত। এখন আবার চাল ডাল অত্যন্ত মহার্ঘ। যাহা বাঁচে তাহা এবং প্রতি সপ্তাহের কিছু কিছু সাংসারিক খরচ হইতে এখানকার ভিখারীদিগকেই দিয়া থাকি। এবার আমি ওঁকে বলিয়াছিলম, 'আচ্ছা গরম কাল আসিয়াছে, আমার সাদা জ্যাকেটের দরকার, আমি নিজে জ্যাকেট করি, মিথ্যা দরজিকে দিতে হয়, তাহা অপেক্ষা কিছু কম আমাকে দিবে। বেশ আমায় জ্যাকেট করিতে শেখাও হ'বে।" তাই একটী জ্যাকেট করিয়া ১৲ টাকা পাইয়াছি। তাহা আপনাকে পাঠাইলাম, আপনি দয়া করিয়া পরম পূজনীয় কান্তি বাবুকে বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমের জন্য দিবেন।"

আমরা আশা করি প্রত্যেক সদয়হৃদয়া মহিলা যে উপায়ে হউক কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া উক্ত হতভাগ্য কুষ্ঠ রোগীদিগের ক্লেশ নিবারণে ও উদরান্ন সংস্থানে সহায়তা করিবেন। ইতি পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, ১৮ জন রোগী আশ্রমে স্থিতি করিতেছে, সম্প্রতি আরও ৪ জন একান্ত দুরবস্থাপন্ন রোগীকে ভর্ত্তি করিতে আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু বাধ্য হইয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ২২ জন কুষ্ঠরোগী এক্ষণে বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমে বাস করিতেছে।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

গয়া।

২য়।

ফল্গু নদীর পরিসর ক্ষুদ্র নহে, কিন্তু তাহাতে জলাভাব। তাহার আবক্তিক বালুকাকীর্ণ বক্ষের কোন কোন অংশ দিয়া স্বচ্ছ জলস্রোত চলিয়াছে, উহা এক ফুট দেড় ফুটের অধিক গভীর নহে। যে কোন স্থানে হউক সিকতা খনন করিলেই নির্ম্মল জল বহির্গত হয়। ফল্গুও গয়াযাত্রিকদিগের তীর্থ নদী। ফল্গুপুলিনেও প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই নদী উত্তর বাহিনী, ছোটনাগপুরের অন্তর্গত চাতরা প্রদেশের পর্ব্বত বিশেষে ইহার মূল। সাধারণতঃ গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি ভারত বর্ষের নদী সকল দক্ষিণ বা পূর্ব্ব বাহিনী, কিন্তু বিহার প্রদেশস্থ শোণ ও ফল্গু প্রভৃতি নদ নদীর গতি ঠিক বিপরীত, দক্ষিণ হইতে উত্তরের দিকে সেই সকলের স্রোত চলিয়াছে। বিহারের প্রায় সকল নদীই গঙ্গাকে আলিঙ্গন করিয়াছে। বর্ষাকালে সময় সময় অল্প কালের জন্য ফল্গু জলে পূর্ণ হইয়া ভয়ানক বেগ ধারণ করে, কিন্তু আবার অবিলম্বেই জলশূন্য হইয়া পড়ে। সাহেবগঞ্জে ফল্গুর উপরে একটি সুদৃঢ় দারুময় সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা হওয়াতে লোক জন ও শকটাদির পার হইবার আর অসুবিধা নাই। মোগলসরাই হইতে গয়া হইয়া লক্ষ্মী সরাই পর্য্যন্ত যে লৌহবর্ত্ম প্রসারিত হইয়াছে, গয়াতে ফল্গুর উপর সেই রেল পথে এক বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইতেছে।

ফল্গুর অপর পারেও এক বিশেষ স্থান তীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। লোকে তাহাকে বোধ হয় রামগয়া বলে। কথিত আছে যে, সীতাদেবী পরলোকগত স্বশুর নরপাল দশরথকে সেখানে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। তথায়ও শিলাপট্টে উৎকীর্ণ পদচিহ্ন আছে, এবং এক খণ্ড প্রস্তরে রাজা দশরথের হস্ত অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি প্রিয়তমা স্নুষার প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, উহার এই ভাব। ধর্ম্মের নামে কত প্রকার বাল্যক্রীড়াই না হইয়াছে? বৃদ্ধা আত্মীয়াদের প্রমুখাৎ শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, গয়াসুরনামক এক দৈত্য কোন অপরাধে শাপগ্রস্ত হইয়া গয়ার ভূগর্ভে শায়িত হইতে বাধ্য হয়। তাহার বিলাশ দেহ গয়াক্ষেত্রের পঞ্চ ক্রোশ ব্যাপিয়া মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত আছে। বিষ্ণু পাদে একদিন পিণ্ডদান না হইলে সে ভূগর্ভ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে তৎপ্রতি এরূপ বিধি। কিয়ৎকাল হইল এক দিন নাকি বিষ্ণু পাদে কেহই পিণ্ড প্রদান করে নাই, তাহাতে সে গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে প্রবৃত্ত হয়, তদ্বশতঃ ভূমিকম্প হয় এবং সমগ্র গয়াভূমি ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ বহুলোক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যাইয়া সেই পদচিহ্নে পিণ্ড প্রদান করে, তখনই গয়াসুর পুনর্ব্বার নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকে। হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, কাশীধামে মৃত্যু হইলে প্রেতাত্মা বিশ্বেশ্বরের কৃপায় কৈলাসবাসী হয়, গয়াতে মরণ হইলে গর্দ্দভ হইয়া থাকে। এজন্য যাত্রিকগণ গয়ায় মরণকে অতিশয় ভয় করে। বিষয় কর্ম্মাদি উপলক্ষে গয়া নগরে ন্যূনাধিক ২০০।২৫০ বাঙ্গালি বাস করেন। নওয়াদা, আওরঙ্গবাদ, জাহানাবাদ এই তিনটি স্থান এই জিলার অন্তর্গত সব্‌ডিবিজন।

বুধগয়া।

বিগত ৫ই পৌষ রবিবার আহারান্তে আমি বুধগয়ায় যাত্রা করিব, এরূপ স্থির করিয়াছিলাম। "ঘরবাড়ী পরিষ্কার না থাকিলে বঙ্গের মহামারি আসিবে, অতএব প্রত্যেক গৃহস্থকে বাড়ী ঘর পরিষ্কৃত রাখিতে হইবে।" তখন গয়ানগরে গভর্ণমেণ্ট হইতে এরূপ ঘোষণা হওয়াতে আতঙ্কে নগরীস্থ প্রায় অর্দ্ধাংশ অধিবাসী স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। সহিস কোচম্যান সকল পলায়ন করাতে ভারাটিয়া গাড়ী পাওয়া দুষ্কর হইয়াছিল। ডিঃ মাজিষ্ট্রেট ত্রৈলোক্য নাথ তাঁহার বন্ধু ডিঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু অন্নদা প্রসাদ গুপ্তকে আমার বুধগয়ায় যাওয়ার জন্য ঘোড়ারগাড়ী ভারা করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অন্নদা বাবুপুলিষের উপর ভার দিয়াছিলেন। সে দিন আমি মাধ্যাহ্নিক আহারের জন্য অন্নদা বাবুর আবাসে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। ভোজনান্তে দেখি এক খানা ছত্রশূণ্য অর্থাৎ ছাদশূন্য সামান্য একা আমার জন্য দ্বারে উপস্থিত আছে। পুলিষ পাল্কীগাড়ী বা টমটম জুটাইতে না পারিয়া প্রায় দ্বিগুণ ভাড়ায় একটী একা হাজির করিয়াছেন। উক্ত নাগরীস্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার সঙ্গে বুধগয়ায় যাইবেন এ প্রকার

স্থির ছিল। আমি উক্ত এক্কারোহণে তৎক্ষণাৎ তাঁহার জন্য তাঁহার আবাসে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। চন্দ্রবাবু এক্কাগাড়ী দেখিয়াই ভীত হইয়া বলিলেন, "এক্কায় বুধগয়ায় যাওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। আমি একবার এক্কায় চড়িয়া কিয়দ্দূর যাইয়া শরীরের বেদনায় তিনদিন শয্যাগত ছিলাম, তদবধি আর এক্কায় আরোহণ করি না, পাল্কীগাড়ী না হইলে চলিবে না। "পাল্কীগাড়ী আর তখন কোথায় পাওয়া যায়? আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, ২০।২৫ বৎসর যাবৎ ডাক্তার চন্দ্রবাবু বিহার প্রদেশ বাস করেন, বিহারের গকনাগমনের প্রধান যান মজার এক্কায় চড়িতে ভয় পান। আমি পশ্চিমাঞ্চলে প্রথম উপস্থিত হইয়াই এক্কা রোহণে শাহরাণ পুর হইতে ৪২ মাইল পার্ব্বত্য পথ ও একটি উচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক একদিনে দেরাদুন, উপত্যকায় গিয়াছিলাম। এক্কায় চড়িতে আমার আর ভয় কি? চন্দ্রবাবুর যাওয়া হইল না, তিনি একজন ভৃত্যকে আমার সঙ্গে দিলেন। সেই দুই প্রহারের রৌদ্রে আমাকে ধূল খাওয়াইতে২ সেই ছত্রশূন্য এক্কা মহাবেগে বুধগয়ার অভিমুখে দৌড়িল। ৭মাইল পথ অতিক্রম করিতে সম্ভবতঃ ১ঘণ্টা সময়ের অধিক ব্যয় হইল না।

বুধগয়া যাঁহার সাধন ও সিদ্ধ ভূমি বলিয়া পুণ্যতীর্থরূপে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, তাঁহার নাম বুদ্ধদেব বা শাক্যসিংহ। তিনি গৌতম ও তথাগত এবং সুগত ইত্যাদি নামেও পরিচিত। গোরখপুর নগরের অনতি দূরে নেপাল পর্ব্বতের সন্নিহিত কপিলবস্তু নগরে শাক্য কুলে খ্রীষ্টাব্দের ৫৫৭ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শাক্য বংশাবতংস মহারাজ শুদ্ধোদনের প্রিয়তম পুত্র ছিলেন। যৌবন কালে তাঁহার সংসারের প্রতি সুখ সম্পদ রাজ্যৈশ্বর্য্যের প্রতি ঘোরতর বিরাগ উপস্থিত হয়। তিনি পিতা মাতা ধর্ম্মপত্নী শিশু পুত্র প্রভৃতিকে শোকসাগরে ভাসাইয়া গোপনে নিশীথ সময়ে রাজ প্রসাদ ও রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুক বেশে প্রথমতঃ মগধরাজ বিম্বসারের রাজধানী রাজগিরিনামক স্থানে উপস্থিত হন। তৎপর তথা হইতে উড়াল গ্রামের * সন্নিহিত অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভাপূর্ণ নৈরঞ্জন নদীর কূলে আসিয়া তরুমূলে উপবেশনপূর্ব্বক অনশন অনিদ্রার ৬ বৎসরকাল কঠোর সাধন করেন। সেই স্থানই বুধগয়া নামে আখ্যাত। ইহা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পরম তীর্থ স্থান। তথাগত খ্রীষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে অশীতি বৎসর বয়সে কুশীনগরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ৫০০ ভিক্ষুক পরিব্রাজক শিষ্য মৃত্যু কালে তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপী প্রচারক বিশ্ববিশ্রুত সম্রাট্ অশোকের রাজত্ব কালে প্রথমতঃ বুদ্ধদেবের সাধন ক্ষেত্রে সুবিশাল মন্দির ও বুদ্ধ মূর্ত্তি ইত্যাদি স্থাপিত হয়। অশোক খ্রীষ্টাব্দের ২৬৪ বৎসর পূর্ব্বে মগধের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টাব্দের ২২৩ বৎসর পূর্ব্বে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্ব কালেই উক্ত পবিত্র সাধনক্ষেত্র পাষাণময় প্রাচীর তোরণ বিবিধ আকারের বুদ্ধমূর্ত্তি এবং সরোবর ইত্যাদি দ্বারা শোভিত হইয়া থাকিবে।

* উরুবিল্বের অপভ্রংস উরাল।

সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাং ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মহারাজ অশোকের পরলোক প্রাপ্তির পর ৭৫৩ বৎসর এবং বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পর ১১৮৭ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি উক্ত নৈরঞ্জন নদীতীরস্থ বুদ্ধদেবের তপস্যাক্ষেত্র দর্শন করিয়া তত্রত্য প্রধান মন্দিরের এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন;—"বোধীদ্রুমের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি বুদ্ধবিহার মন্দির বিদ্যমান। ১৬০ বা ১৭০ ফিট তাহার উচ্চতা হইবে, মন্দিরটির মধ্য ভাগ চতুষ্কোণ, ন্যূনাধিক বিংশতি পাদবিক্ষেপে মন্দিরের এক দিক্ অতিক্রম করা যায়। ঈষৎ নীলবর্ণ ইষ্টকে উহা নির্ম্মিত, তাহার উপর চুণকাম করা। মন্দিরের চূড়া তাহার বাহুর প্রায় দ্বিগুণ উচ্চ, কিন্তু মধ্য অবয়বের উচ্চতা মন্দিরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা একচতুর্থাংশ ন্যূন, এবং উপরিস্থিত চূড়া এই উচ্চতার চতুর্গুণ, এইরূপে মন্দিরের উচ্চতা ১৬০ ফিট। চূড়ার উপর যে ধ্বজা ছিল তাহা যোগ করিলে তখন মন্দিরের উচ্চতা ১৭০ ফিট হইত। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৮৫×৭৫ বর্গ ফিট পরিমাণবিশিষ্ট এবং ধ্বজা সহ উচ্চতায় ১৭০ ফিট মন্দির দর্শকদিগের মনে বিস্ময় ও গাম্ভীর্য্যের ভাব সঞ্চার করিত।

"গয়ার অদূরে অনেক উপষ্টশল আছে, তথায় অট্টালিকা নির্ম্মাণের উপযোগী উৎকৃষ্ট প্রস্তরের অভাব নাই। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রধান মন্দির এবং তৎসংসৃষ্ট ক্ষুদ্র মন্দিরাদি ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত। ঈষৎ নীলবর্ণের আঁটাল মাটী ইষ্টকের গাঁথনীতে মশলারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইষ্টকের উপরিভাগ মসৃণ ও সমতল হওয়ায় মসলা ব্যতিরেকেও সে সকল সংযুক্ত হইতে পারিত। মসলাযোগে উপর্য্যুপরি স্থাপিত ইষ্টক সকলের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তর হইয়াছে, হঠাৎ দেখিলে বুঝা যায় ইষ্টকগুলি পরস্পর সংলগ্ন; বাহিরে মৃত্তিকার চিহ্নও লক্ষিত হয় না। সুতরাং জলীয় ভাগের সহিত সেই মৃত্তিকার সংযোগ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। খিলানের গঠনেও কর্দ্দম ভিন্ন অন্য কোন মসলা ব্যবহৃত হয় নাই। ছাদে এবং মেজেতে যে মসলা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সুর্কি ও চুণের সংমিশ্রণে প্রস্তুত। অধিক পরিমাণে চুণ মিশ্রিত করিয়া এই মসলা দ্বারা প্রাচীর আচ্ছাদিত করা হইয়াছে, এবং সেখানে বিবিধ প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে।"

৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক প্রসিদ্ধ বুদ্ধ মন্দির দর্শন করিয়া তাহার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। এই বৃত্তান্ত ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিচরিত "বুদ্ধগয়া" নামক ইংরেজি পুস্তক হইতে গৃহীত হইল। আমরা ১৮৮০ সালে পতনোন্মুখ অবস্থায় সেই মন্দির দর্শন করিয়াছিলাম, তখন তাহার দ্বারদেশের প্রায়

অর্দ্ধাংশ মৃত্তিকার নিম্নে বসিয়া গিয়াছিল। যে বোধী দ্রুমের মূলে বজ্রাসন নামক শিলাপট্টে বসিয়া মহামুনি শাক্য সিংহ গভীরধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন সেই বোধীবৃক্ষ অশ্বত্থ তরুর শুষ্ককাণ্ডের কিয়দংশ মাত্রাবশেষ তখন আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম। এবার যাইয়া অতি রমণীয় দৃশ্য নয়নগোচর করিলাম, যেন সেই বুধগয়াই নয়। পুরাতন মন্দিরের স্থানে সেই মন্দিরের আদর্শে সুরম্য সমুচ্চ দ্বিতল নবমন্দির প্রতিষ্ঠিত, মন্দিরের অভ্যন্তরে মধ্যভাগে সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি, ইতস্ততঃ উপরে ও নীচে অনেক গুলি বড় বড় পাষাণময়ী বুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপিত, সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু বুদ্ধমূর্ত্তি ও বুদ্ধস্তূপ শ্রেণীবদ্ধরূপে সংরক্ষিত, কারুকার্য্যযুক্ত প্রস্তর স্তম্ভ ও তোরণ এবং উত্তর প্রান্তে চবুতারা ও ক্ষুদ্র দেবালয়াদি সংস্থাপিত। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশে যে স্থাপত্য বিদ্যার অতিশয় উন্নতি হইয়াছিল অত্রত্য স্তম্ভ, তোরণ ও প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি তাহার সমুজ্জ্বল প্রমাণ। এ সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন মন মুগ্ধ হইল। চত্বরদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দৌবারিক আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সমুদায় দর্শনীয় বস্তু প্রদর্শন করিল। এখানে ইতস্ততঃ পাষাণে অঙ্কিত ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত বৃহৎ পদ চিহ্ন সকল স্থাপিত আছে। হিন্দু যাত্রিকগণ বিষ্ণুপাদপদ্ম বলিয়া সেই সকলের মধ্যেও পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে। ১৮৮০ সালে বঙ্গের লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর মহোদয় কর্ত্তৃক এক লক্ষ ত্রিশ সহস্র মুদ্রাব্যয়ে মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার ও ইতস্ততঃ মৃত্তিকা খনন করা হয়। তাহাতে ১০।১৫ ফিট মৃত্তিকার নিম্ন হইতে উক্ত বুদ্ধমূর্ত্তিপুঞ্জ ও প্রাচীর তোরণ ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। একটি রমনীয় সরোবরও বাহির হইয়া পরিয়াছে। প্রস্তরে বাঁধা সুন্দর সোপানশ্রেণীযুক্ত সরোবরটি দেখিয়া মন পুলকিত হইল। প্রকৃতির নিয়মে বহুশত বৎসরে এ সকল রমণীয় পদার্থ ক্রমে মাটীর ভিতরে প্রোথিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া দিয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর ইডেন মহোদয় এই সমস্ত গুপ্তকীর্ত্তি যত্নপূর্ব্বক আবিষ্কার ও জীর্ণ মন্দিরটি নবীভূত করিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এমন কি সমুদায় লোকের একান্ত ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে স্থানে বোধীদ্রুমের শুষ্ক কাণ্ড দর্শন করিয়াছিলাম, এবার সে স্থানে একটী তরুণ অশ্বত্থ তরু গগনমার্গে মস্তক উত্তোলন করিতেছে, দৃষ্টি গোচর হইল।

পূর্ব্বকালে মগধদেশস্থ সাধারণ লোক রোগবিপদাদিতে আক্রান্ত হইয়া তৎপ্রতীকারার্থ বুধগয়ায় স্তূপস্থাপন মানত করিত, অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে তাহারা বুদ্ধ দেবের সাধনক্ষেত্রে স্তূপস্থাপন করিয়া আসিত। এইরূপে শত সহস্র স্তূপ সে স্থানে সঞ্চিত হইয়াছে। এক এক খণ্ড প্রস্তরপিণ্ডের ইতস্ততঃ পদ্মাসনে আসীন ধ্যানস্থ অথবা ভিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলু হস্তে দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি সকল উৎকীর্ণ করিয়া স্থাপন করাই স্তূপস্থাপন করা। বুধগয়া হইতে অনেক সুন্দর সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি উঠাইয়া

আনিয়া কলিকাতাস্থ আসিয়াটিক মিউজিয়মে রক্ষা করা হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেক যাত্রিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুবুদ্ধস্তূপ স্বেচ্ছাক্রমে উঠাইয়া স্বদেশে লইয়া গিয়াছে।

যখন রাজকুমার শাক্য সিংহ দুঃসহ তপস্যায়, অনশন অনিদ্রায় ও শীতাতপ বর্ষায় বিষমক্লিষ্ট হইয়া কঙ্কালমাত্রাবশেষ বিকৃত কলেবর হইয়াছিলেন, তখন গ্রাম্য বালকগণ তাঁহাকে ক্ষিপ্ত বা প্রেতাধিষ্ঠিত ভাবিয়া তাঁহার উপর ধূলি আবর্জ্জনা ও প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিয়াছিল। পরে সুজাতা নাম্নী পল্লীনিবাসিনী এক সাধ্বী যুবতী তাঁহার পরিচয় পাইয়া প্রতিদিন পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া আনিয়া ভক্তির সহিত তাঁহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। সুজাতার সেবা ও যত্নে মহামুনি সুগতের শরীরে সজীবতা ও ক্লান্তি পুষ্টির সঞ্চার হয়। ধন্যা সুজাতা, তুমি সকল লোকের নমস্যা, তোমার সাধুভক্তি ধন্য!

৬ বৎসর অন্তে নির্ব্বাণ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহামুনি শাক্য সিংহ তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া প্রবল উৎসাহে বারাণসী প্রভৃতি স্থানে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। যিনি অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য সম্পদাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিয়া মুণ্ডিতমস্তকে ভিক্ষুকের বেশে জগতে পবিত্র নির্ব্বাণ ধর্ম্মের আলোক বিস্তারের জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন, এবং ৪৪ বৎসর প্রচার করিয়াছিলেন, আজ সেই সর্ব্বত্যাগী মহার্হৎ যোগিবরের ঐশ্বর্য্যের সীমা কি? পৃথিবীর ন্যূনাধিক ১২৫ কোটি লোকের মধ্যে অধিকাংশ লোক তাঁহার ধর্ম্মাশ্রিত প্রজা, বড় বড় রাজচক্রবর্ত্তিগণ—চীন জাপান প্রভৃতি রাজ্যের সম্রাট্‌গণ তাঁহার পদানত প্রজা। তিব্বতাদি সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে সিংহলাদি দ্বীপদ্বীপান্তর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত। সহস্র সহস্র সর্ব্বত্যাগী প্রচারক তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রচারে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ খ্রীষ্টানদিগের দ্বারা মহর্ষি খ্রীষ্ট যেমন প্রকৃত পক্ষে ক্রুশে নিহত হইয়াছেন, তদ্রূপ সাধারণ বৌদ্ধদিগের দ্বারা বুদ্ধদেব ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছেন। কোথায় দেবাত্মা তথাগতের নিষ্ঠা ও প্রবৃত্তিপুঞ্জের নির্ব্বাণ, পূর্ব্বতন সিদ্ধ অর্হৎদিগের পবিত্র চরিত্র ধ্যানানুশীলন এবং বোধীসত্ত্বায় অর্থাৎ চিন্ময়ী ব্রহ্মসত্তায় চিত্তের সমাধান, আর কোথায় তাঁহার শিষ্যদিগের মূর্ত্তিপূজা, নানা প্রকার বাহ্যিক সামান্য অনুষ্ঠান, ইহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়, যেন সেই ধর্ম্মের চিহ্নও নাই। হায়! এরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের এ প্রকার অবনতি ও দুর্গতি হইয়াছে। সাধারণ খ্রীষ্টানেরা যেমন প্রকৃত ক্রাইষ্টের উচ্চ জীবন স্বর্গীয় ভাব ও চরিত্রের সঙ্গে যোগ বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার বাহিরের ভাব ও মৃত শরীরটাতে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, বৌদ্ধদিগেরও ঠিক্ সেই অবস্থা, বরং খ্রীষ্টানদিগের অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা। তাঁহারা স্থানে স্থানে বড় বড় বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া কেবল তাহার পূজা করিয়াই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতেছেন। হায়! কোথায় সেই নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বৌদ্ধধর্ম্ম, কোথায় সেই চরিত্রের শুদ্ধতা জীবে দয়া বৈরাগ্য!

পৌত্তলিক হিন্দুদিগের ন্যায় বৌদ্ধগণ বুধ গয়ায় স্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি সকলের পূজা করিয়া থাকেন। হিন্দুগণ সে সকলকে হিন্দুদেবমূর্ত্তি বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। এক্ষণ বুধগয়া তীর্থের অধ্যক্ষ একজন হিন্দু মহান্ত। মহাবোধী মণ্ডলীর উৎসাহী নেতা ধর্ম্ম দাস, জাপান দেশ হইতে আনীত এক বুদ্ধমূর্ত্তি মহান্তের সম্মতিনিরপেক্ষ হইয়া কৌশলে মন্দিরে স্থাপনপূর্ব্বক বুদ্ধমন্দির ক্রমে অধিকার করিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাহাতে মহান্ত বাধা দেওয়াতে মহা দাঙ্গা হয়। হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলে। উভয় পক্ষে ১৪।১৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়। বিচারে মহান্তজীই জয়ী হইয়াছেন। জাপান দেশীয় আনীত বুদ্ধ মূর্ত্তিটি বৃহৎ বুদ্ধ মন্দিরের কিয়দ্দূরে এক প্রান্তে একটি কোঠাঘরে স্থাপিত আছে। সেই গৃহের দ্বার সর্ব্বদা কুলুপে বদ্ধ থাকে। ২।৪ জন ফুঙ্গি (বৌদ্ধধর্ম্মযাজক) সেখানে স্থিতি করেন,। আমি সেই প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতে গেলে একজন ফুঙ্গি আসিয়া গৃহের দ্বার উন্মোচন করেন। মূর্ত্তিটি চন্দন কাষ্টনির্ম্মিত, সোণালী গিল্টি করা। আমি প্রথমতঃ ফুঙ্গিকে জাপান দেশীয় ভাবিয়াছিলাম। তিনি আমার সঙ্গে বাঙ্গালা কথা কহিতে আরম্ভ করেন, আমি তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোন্ দেশীয়? তিনি বলিলেন, "আমি লঙ্কাদ্বীপ নিবাসী, আমি ঢাকা কুমিল্লা বিক্রমপুর ইত্যাদি স্থান ভ্রমন করিয়াছি।"

বুধগয়ার মহান্তের নাম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল গিরি। তাঁহার প্রায় ৮০ হাজার টাকার সম্পত্তি। তিনি লেখা পড়া জানেন, বুদ্ধমন্দিরের অদূরে তাঁহার বৃহৎ উদ্যান ও অতিথিশালা এবং দ্বিতল আবাসগৃহ। অতিথিশালায় প্রতিদিন শত২ অতিথির সেবা হয়। মহান্তজীর অনেক লোকজন ও যানবাহন গবাশ্বাদি আছে। তাঁহার প্রাসাদের এক পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি শিবমন্দির বিদ্যমান। এতদ্দ্বারা বোধ হয়, তিনি শৈব ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ভূত পূর্ব্ব বর্ম্মা দেশাধিপতি থিবোর নির্ম্মিত একটি দারুময় মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। বুদ্ধমন্দিরচত্বরের ফটক হইতে বাহির হইবামাত্র একজন লোক আসিয়া আদর করিয়া আমাকে মহান্তের ঘরবাড়ী ইত্যাদি প্রদর্শন করিবার জন্য লইয়া যায়। সেই ব্যক্তি আপনাকে মহান্তের পিতৃব্য বলিয়া আমার নিকটে পরিচয় দান করে। সে দিন গয়া হইতে জজ সাহেব সস্ত্রীক এবং তাঁহার সঙ্গে আরও ২।১ জন সাহেব বুধগয়াতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে মন্দিরাদির ফটোগ্রাফ তুলিতে দেখা গেল। আমি বুধগয়ার সমুদায় দর্শন করিয়া ৩ ঘণ্টার মধ্যে একাযোগে গয়ায় প্রত্যাগত হইলাম।

গয়ার অনতিদূরে ইতস্ততঃ অনেক বৌদ্ধ কীর্ত্তি বিদ্যমান। বাঁকিপুর জংসন হইতে বাষ্পীয় শকটযোগে গয়ায় আসিতে বেলা নামক একটি ষ্টেশন পাওয়া যায়। সেই ষ্টেশন হইতে ৬মাইল অন্তর বড়াবনামক পর্ব্বতে অনেক আশ্চর্য্য বৌদ্ধকীর্ত্তি বিদ্য-

মান। রাজগিরি বুদ্ধ দেবের প্রিয়স্থান ছিল। অনেক সময় তিনি তথায় স্থিতি করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। শুনিয়াছি তথাকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। সেই স্থান অনুচ্চ গিরিমালায় আবেষ্টিত, তথায় অনেক গুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এক সময় রাজগিরি মগধের রাজধানী ছিল, এক্ষণ জনশূন্য অরণ্যময় হইয়া আছে। বাঁকিপুর হইতে সময়ে সময়ে বিধানবাদী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ তথায় যাইয়া সাধন ভজন ও ব্রহ্মোৎসবাদি করিয়া থাকেন। গয়ার সব ডিবিজন নওয়াদা হইতে রাজগিরি অধিক দূরে নহে। নূতন লৌহবর্ত্ম রাজগিরির নিকট দিয়া প্রসারিত হইয়াছে। ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল অতিক্রম করিলেই রাজগিরিতে পঁহুছা যাইতে পারিবে। পূর্ব্বে এ প্রদেশের নানা স্থানে বুদ্ধদেব বিহার করিয়াছেন বলিয়া এ দেশ বিহার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহিলাদিগের রচনা।

বজ্রাঘাত।

দরিদ্র কুটীরে আজ কি শুনিনু হায়,
কঠিন কুলিশপাত দীন পরিবারে।
অসহ্য যাতনা আজ সহা নাহি যায়;
কি শুনিনু আজ চির দরিদ্র আগারে॥
জননী বলিয়া যাঁরে জানিতাম সবে,
আমাদের চির পূজ্যা শ্রদ্ধেয় সবার।
কি পাপে মোদের আজ জানি না নীরবে;
পরিহরি চলিলেন সুখী পরিবার॥
আবার শোকের ছায়া পড়িল আবার,
পঞ্চদশ বর্ষ পরে এ দৃশ্য ভীষণ।
কমল কুটীর আজ পুনঃ অন্ধকার;
আমাদের পরিবারে ভীষণ দর্শন॥
যে শোকযাতনা কভু নহে ভুলিবার,
ভুলিবার নয় সেই শোক চিরন্তন।
শোকের উপরে শোক আবার আবার;
বিধাতার ইচ্ছা চির হইবে পূরণ॥
কি ব'লে কাঁদিব আজ জানিনাক আমি,
শ্রদ্ধার সামগ্রী চির দীন পরিবারে।
কোন্ অভিপ্রায়ে আজ দয়াময় স্বামী;
লইলেন তাঁরে আজ কাঁদায়ে সবারে॥
শ্রদ্ধেয় আচার্য্য দেব, ভগিনী মোহিনী,
কাঁদাইয়া গিয়াছেন কমলকুটীর।
কাঁদাইয়া দীন দুঃখী ভারতভগিনী;
সেই শোকে আজো সবে কাতর অস্থির॥
কোথা গেলে আজ তুমি, জননী মোদের,
পরিহরি তব দীনা দরিদ্রা কন্যারে।
দীনা হীনা মোরা অতি নীচ সংসারের;
তাই গেলে তুমি আজ দেবের আগারে॥
যাও তুমি যথা পূজ্য আচার্য্য মোদের,
যাও তুমি যথা আজ ভগিনী মোহিনী।
যাও তুমি যথা সাধু অঘোর নাথের;
মিলন সবার যথা যাওগো জননি॥
আমাদের পাপ তাপ দেখিয়া সেদিন,
শ্রদ্ধেয় আচার্য্য মোদের গেছেন চলিয়া।
তুমিও মোদের হেরি দীন হীন ক্ষীণ;
চলিলে সে পুণ্যধামে মোদের ত্যজিয়া॥
যাও গো জননি, তুমি যাও গো তথায়,
অঘোর আচার্য্যদেব ভগিনী মোহিনী।
রেখেছেন পাতি তব আসন যথায়;
পুণ্যের মুকুট পরি যাও গো, জননি॥
আমাদের মানা তুমি শুনিবে না আর,

স্বর্গের পথিক তুমি স্বর্গধামে যাও।
নাহিক এখানে তৃপ্তি তোমার আত্মার;
সাধু সনে মিলি তথা স্বর্গ সুধা খাও॥
আচার্য্যের সহচরী তুমি গো জননি,
আচার্য্যের সনে যোগ করেছ হেথায়।
যোগী সনে যোগধামে হইয়া যোগিনী;
স্বর্গ সুধা পান, মাতঃ কর গো তথায়॥
পার্থিব অধম জীব আমরা সকলে,
পৃথিবীর নীচ ভাবে মলিন জীবন।
এস ভগ্নীগণ আজি আর্য্য নারী সবে;
নয়নের জলে মোরা ভাসাই নয়ন॥
এস ভগ্নী সুচারু সাবিত্রী সুনীতি,
মোদের করুণাচন্দ্র প্রফুল্ল নির্ম্মল।
আজি শূন্যমনে শূন্য হৃদয়ের প্রীতি;
এস সবে মিলি আজ কাঁদি অনর্গল॥
এস ভাই ভগ্নী আজ মিলিয়া সকলে,
জননীসমাধি পার্শ্বে চল সবে যাই;
মোহিনী আচার্য্য দেব সবে অই স্থলে;
এস অশ্রুজলে আজ ধরণী ভাসাই।

সমস্তিপুর
৭৩৯৮ } শোকার্ত্তা শ্রীমতী সু——

পূজনীয়া দেবী।

যে গোলাপ প্রস্ফুটিত অমরনগরে,
মধুর সুরভিবাসে অলী গান করে।
সেই দেবী এসেছিলে দুদিনের তরে,
তোমার আনন্দপূর্ণ কমলকুটীরে।
জননী বিরহে আজি এ সুখভবন,
চারিদিক অন্ধকার নিরাশা ক্রন্দন।
ভক্ত পতি বিনা সতী শোভিত না হয়,
তাই কি গিয়াছ দেবী অমর আলয়?
তনয় তনয়া তব অবোধ সন্তানে,
কে আর করিবে শান্ত স্নেহসুধা দানে।
তাঁহাদের শোকাকুল কোমল হৃদয়,
জননী অভাবে আজি অন্ধকারময়।
জগতে অতুল তুমি জগত মোহিনী,
হয়েছিলে মাতঃ ভকত সহধর্ম্মিণী।
আর কি সে সুমধুর স্নেহময় ভাষ,
প্রতিবাসী জনে কভু করিবে আশ্বাস।
বিধবার দুঃখে কেবা ব্যথিবে তেমন,
স্বর্গের সান্ত্বনাদানে জুড়াবে জীবন।
সঙ্গে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ আর্য্যনারীগণে,
দেবালয় পূর্ণ করি প্রমত্ত কীর্ত্তনে।
হয়তো বা কোন দিন পোহাইত নিশি,
উপাসনা যোগধ্যানে ভক্ত সনে মিশি।
যৎসামান্য উপহার দিলে কেহ তোমা,
লইয়া আপনি কত করিতে গরিমা।
উৎসব আসিছে বলি কে আর মাতিবে,
সস্নেহে লইয়া সঙ্গে ভগ্নী কন্যা সবে।
শুনিব না আর সেই উপাসনা গান,
মোহিত যাহার ভাবে এখনও পরাণ।
যে টানে যাইত সবে ছুটিয়া ও বাড়ী,
আজ তারা, শূন্য প্রাণে রহিয়াছে পড়ি।
পারি না থাকিতে আর অসার এ ভবে,
স্থান দাও ও চরণে দয়া করে তবে।
পৃথিবীর উৎসব শেষ করি তুমি,
চলিয়া গিয়াছ আজ ঐ পুণ্যভূমি।
পবিত্র ও পদধূলি মাখি এই শিরে,
আশীর্ব্বাদ কর যেন যাই ভবপারে।
অনন্ত প্রার্থনা কত শুনিব সে ঠাঁই,
যে অমৃত জ্যোতি হৃদে জাগিছে সদাই
লয়ে যাও লয়ে যাও লয়ে যাও মোরে,
বাসনা করে না আর থাকিতে সংসারে।
বাসনা কামনা পূর্ণ এই ভবধাম,

হইবে কি অভাগার পূর্ণ মনস্কাম।
যেখানে ভকতবৃন্দ মত্ত হরিনামে,
অনন্ত কালের তরে মিলিব সে ধামে।
আজিও কি আছে মনে দীন দুঃখী জনে,
আশীর্ব্বাদ কর তবে যাই সেই খানে।
আচার্য্য কেশব চন্দ্রে মিলিত হইয়া,
পর ব্রহ্ম শ্রীচরণে একান্তে বসিয়া।
নূতন বিধান পূর্ণ করিয়া জীবনে,
বসতি করিছ আজি নব বৃন্দাবনে।
তোমাদের পাদপদ্মে ছিলাম জগতে,
আশাকরি অনুসরি রহিব পশ্চাতে।
ব্রহ্মে ব্রহ্মানন্দ তুমি একাকারে লয়,
হইয়াছ যেই ধামে যাইব তথায়।
মাতৃহীন হয়ে কভু অসার এ পুরে,
তব কল্যাগণ আর রহিতে কি পারে।
অনন্য বাসনা হয়ে সকাতরে চাই,
এ দীন সন্তানগণে দাও সেই ঠাঁই।
তোমাদের পদতলে মিলে প্রিয় জনে,
অনন্তের জয় গীত গাব এক মনে।
যোগানন্দে মগ্ন হয়ে রব নিরন্তর,
ভুলে যাবে ব্যবধান বিচ্ছেদ অন্তর।
মুছি অশ্রুজল সবে প্রণমি তোমায়,
জয় জয় পরব্রহ্ম পূর্ণ প্রেমময়।

শ্রীমতী হে——কলিকাতা।

নূতন পুস্তকের সমালোচনা।

প্রেমবিন্দু;—এই পুস্তক খানা গদ্য পদ্যময়, ইহা শ্রীমতী কুন্দকুমারী গুপ্তা কর্ত্তৃক প্রণীত। "প্রেমবিন্দু" একটি বঙ্গ-মহিলার রচিত পুস্তক বলিয়া তদ্দর্শনেই আমাদের আহ্লাদ হইয়াছে। সরল সুমিষ্ট ভাষায় বালক বালিকাদিগের উপযোগী সুনীতিব্যঞ্জক উপদেশ সকল ইহাতে সন্নিবেশিত। ২।৩টী সুন্দর ছবিও এই পুস্তকে প্রকাশিত। ভারতেশ্বরী, ঈশ্বর, একটী কাজের কথা; ব্রাহ্মোপাসনা, খেলা ঘুম পাড়ান বা খেলা দেওয়া, ক্ষমা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রচয়িত্রী মনের উচ্চভাব বেশ ব্যক্ত করিয়াছেন। ছোট ছোট বালক বালিকার শিক্ষা নীতিমূলক হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গ প্রথমেই শিক্ষা দিতে গেলে তাহারা ধারণ করিতে পারে না, তাহাতে তাহারা কিছু অকাল পক্ক হইয়া পড়ে। সামান্য খেলা ধলা করার সঙ্গে উচ্চ ব্রাহ্মোপাসনার যোগ না থাকাই ভাল। শিশু দিগকে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্ব ইত্যাদি সহজ ভাষার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। আমরা মহিলাদিগকে স্বস্ব বালক বালিকাদিগের পাঠের জন্য এক এক খানা প্রেমবিন্দু ক্রয় করিতে অনুরোধ করি। এই পুস্তকের মূল্য ।০ মাত্র।

কুসুমহার।

মুষ্টিপ্রয়োগাদিযোগে শিশু বালক বালিকাদিগের সর্দ্দি কাশি অজীর্ণ ইত্যাদি সামান্য রোগের চিকিৎসা প্রায় প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহারা কবিরাজ ডাক্তার ডাকিয়া অনর্থক অর্থব্যয় করেন না, গুরুতর পীড়া হইলেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হন। কিন্তু রোগ সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিলে তাঁহারা আকুল হইয়া ষষ্ঠী মনসা লক্ষ্মীনারায়ণ রক্ষাকালী প্রভৃতি দেবতাকে দুধ কলা পাঁঠা নৈবিদ্য ইত্যাদি মানত করিয়া থাকেন। নগরবাসিনী নবীনানারীগণ শিশুর একটু সর্দ্দি ও পেট কামড়ানি হইলেই ডাক্তার ডাকিয়া পাঠান।

নব্য শ্রেণীর মহিলারা প্রাচীনা আত্মীয়াদিগের নিকটে শিশুদিগের সামান্য সামান্য রোগের চিকিৎসা শিক্ষা করিতে পারেন, ডাক্তার কবিরাজ দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক বিষয় জানিতে পারেন, বিশেষতঃ

চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক পত্রিকাও সরল বঙ্গভাষায় ইদানীং প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল পুস্তক মনোযোগপূর্ব্বক পড়িলেও তদ্বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতালাভে সমর্থ হন। তাঁহারা এ বিষয়ে আলস্য ও ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া ডাক্তার কবিরাজকে অকাতরে দর্শনী দিতে প্রস্তুত হন। অন্য সৎকার্য্যে—একান্ত আবশ্যক বিষয়ে সামান্য অর্থব্যয় করিতে তাঁহাদের অনেকেই অতিশয় কৃপণতা প্রদর্শন করেন। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। তবে কি না প্রাচীনাদিগের ন্যায় পাঁঠা নৈবিদ্য ও হরির লুটে তাঁহাদের অর্থব্যয় হয় না। ষষ্ঠী মনসা শীতলা প্রভৃতি দেবদেবীর অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না।

মহিলাদের অসাবধানতাদোষে অনেক শিশু রোগাক্রান্ত হয়। অনেক মাতা আদর করিয়া যে সে বস্তু খাইতে দিয়া বালক বালিকার আবদার রক্ষা করেন, কেহ বা শীতের সময় শিশুদিগেকে আদুর গায়ে রাখেন, নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত এক বোঝা গরম কাপড় তাহাদের উপর চাপিয়া দেন। তাহাতে শিশুগণ রোগাক্রান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে জননী ও অভিভাবিকাগণ সাবধান হইয়া চলেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

সংবাদ।

আমাদের জননীস্বরূপা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষ ও ভারতীয় নরনারীর প্রতি অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে একজন মৌলবীর নিকটে ভারতবর্ষে প্রচলিত উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তিনি প্রতিদিন উর্দ্দু ভাষায় আপনার দৈনন্দিন লিপি লিখিয়াছেন। মৌলবী স্বদেশে চলিয়া আসিলে মহারাণী আদরপূর্ব্বক স্বহস্তে তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন। একদিন রাজ্ঞী এদেশীয় একজন আয়াকে রাজবর্ত্মে শূন্য পদে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে, সে কেন পাদুকা ব্যবহার করে না। স্ত্রীলোকটি বলে, "আমি অতিশয় দরিদ্রা, বিনামা ক্রয় করি এমন সম্বল নাই।" তখনই মহারাণী তাহাকে জুতা ক্রয় করিবার জন্য অর্থ প্রদান করেন, এবং বলেন, "ইংলণ্ডে বড় শীত, তুমি এখানে শূন্যপদে চলিও না, অসুখ হইবে।" মহারাণীর কি আশ্চর্য্য স্নেহপ্রবণ উদার হৃদয়! কি সৌজন্য ও বিনয়!

গায়েনানিবাসী অসভ্য আকয়িরো ও কারিব জাতীয় কোন স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করিলে সন্তানের পিতা কাপড় মুড়ি দিয়া সেই শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া শুইয়া থাকে। ধাত্রী তাহারই সেবা করে। পিতাকেই ঝাল মসলা খাইতে হয়। চল্লিশ দিন প্রসবগৃহে বাস করিলে পর আত্মীয় বন্ধুগণ আসিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া থাকে। প্রহারে রক্তাক্ত কলেবর হইলে পর গোলমরিচের চূর্ণ মিশ্রিত জলে স্নান করাইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার শোওয়াইয়া রাখে। সন্তানের বাপকে এইরূপ আরও ১০।১২ দিন আতুর ঘরে থাকিতে হয়। প্রহারে কাঁদিলে বা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে শিশুর অমঙ্গল হয়, এই বিশ্বাসে হতভাগা দুঃখ প্রকাশ ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না। বালকের ছয় মাস বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত পিতার নিরামিষ ভোজন করিতে হয়। শিশুর মাতার কিছুই করিতে হয় না। বেশ নিয়ম।

সন্তান গর্ভে ধারণ ও প্রসব করনের ক্লেশ মাতা ভোগ করিবেন, আর পিতা বুক ফুলাইয়া আমোদ করিয়া বেড়াইবেন, এ কেমন কথা? সেই অসভ্য জাতির মধ্যে এরূপ অন্যায় হইবার যো নাই। এইরূপ আবিপোন জানীয় কাহারও সন্তান হইলে পিতাকেই মাদুর মুড়ি দিয়া সন্তান বুকে করিয়া সূতিকাগারে পড়িয়া থাকিতে হয়। তবে তাহার উপর প্রহার হয় না। তাহাকে কয়েক দিন উপবাস করিতে হয়।

অস্ট্রেলিয়ার বন্য লোকদিগের কুম্ভীরের মাংস অতিশয় প্রিয়খাদ্য। তাহাদের কেহ বড় কুমীর দেখিতে পাইলে আপন স্ত্রীকে মারিয়া তাহার মাংসে বড়শীর টোপ করিয়া সেই কুম্ভীর ধরিয়া থাকে। পত্নীর প্রতি পতির কেমন অগাধ প্রেম!

বিলাতের সিগ্‌নেরা জোফ্‌থ এহায়রা নাম্নী দীর্ঘ গোঁফ ও শ্মশ্রুযুক্ত এক অপূর্ব্ব নারী দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন। ভায়না নগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার হার্বাটস্ তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণণ করিয়াছেন। উক্ত নারীর বিবাহ হইয়াছিল ও তাঁহার গর্ভে সন্তান জন্মিয়াছিল। পরে তিনি বিবাহ ভঙ্গ করিয়া স্বামী হইতে স্বতন্ত্র হন। বিবাহিত হইবার পূর্ব্বে এবং বিবাহবন্ধনে স্থিতিকালে তিনি নিয়ত গোঁফদাড়ী কামাইতেন, বিবাহ ভঙ্গ করিয়া গোঁফ শ্মশ্রু মুণ্ডলে বিরত হন। অচিরেই তাঁহার বৃহৎ গোঁফ ও লম্বা দাড়ী বাহির হইয়া পড়ে। এই স্ত্রীলোকটির কণ্ঠস্বরও পুরুষের স্বরের ন্যায়। বিধাতা কি ভুলিয়া ইঁহাকে নারী করিয়াছিলেন? শুনিয়াছি, ফ্রান্স দেশে অনেক স্ত্রীলোকের গোঁফ হয়, তাহারা নিয়ত কামাইয়া লজ্জা নিবারণ করেন। ফ্রানেসুর মহিলাদিগের চালচলন পুরুষের মত বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাদের মুখে গোঁফ উকি মারিয়া থাকে। কৈ আমাদের দেশে কোন নারীর গোঁফ দাড়ী উঠিয়াছে শুনিতে পাই না। কিন্তু বিলাতী মেয়েদের দৃষ্টান্তে অনেকে যেরূপ পুরুষ প্রকৃতি ধারণ করিয়াছেন, আমাদের আশঙ্কা হয় যে, তাঁহাদেরও গোঁফ দাড়ী বাহির হইয়া পড়িবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য।

৩য় বৎসরের মহিলার ৯ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল। এক্ষণ গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের নিকটে অগ্রিম মূল্য প্রার্থনা করা অসময়োচিত নহে। এক ২ খণ্ড মহিলা প্রকাশ করা বহু ব্যয়সাধ্য। প্রাপ্ত মূল্য দ্বারা সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। মহিলা বঙ্গমহিলাদিগের বিশ্বস্ত সেবিকা, মহিলার প্রতি অনেক গ্রাহক গ্রাহিকার এরূপ আশ্চর্য্য অসহানুভূতি ও অকরুণ ব্যবহার যে, তাঁহারা প্রায় ৩ বৎসর যাবৎ তাহা গ্রহণ করিতেছেন, ১ খানাও ফেরত পাঠান নাই, পত্রিকা গুলি রাখিয়া এপর্য্যন্ত একটী পয়সাও মূল্য দান করা উচিত বোধ করেন নাই। মহিলার যৎসামান্য মূল্য, বার্ষিক ২৲ মাত্র। সেই মূল্যের জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া তাঁহাদের হইতে কোন উত্তরও আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

আমাদের কেবল সময় ও অর্থ নষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা পদস্থ, পরিচিত ও বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের নিকটে মহিলা পাঠান গিয়াছে, ক্রমে২ আংশিকরূপে মূল্য পরিশোধ করিবার জন্যও কাহাকে২ অনুরোধ করা গিয়াছিল, কোন ফল হয় নাই। যে যে গ্রাহক ও গ্রাহিকা প্রথম হইতে একেবারে মূল্য দান করেন নাই, আমরা অনন্যোপায় হইয়া সেই প্রায় ৩ বৎসরের বাকি মূল্যের জন্য ৯ম সংখ্যক মহিলা সপ্তাহান্তে ভিঃ পিঃ পোষ্টে তাঁহাদের নামে পাঠাইতে বাধ্য হইতেছি। আশা করি তাঁহারা আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা ও দেয় মূল্য পরিশোধ করিবেন। পরন্তু অনেক গ্রাহক গ্রাহিকার নিকটে আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ যে, তাঁহারা বৎসর আরম্ভ মাত্রই অনুগ্রহ করিয়া অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিয়া থাকেন।

মূল্য প্রাপ্তি।

১ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র নাথ, রাঙ্গামাটী ১৲
" কান্তিমণি দত্ত, রংপুর ১৲

২য় বৎসর।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র নাথ, রাঙ্গামাটী ২৲
" ক্ষেত্রমোহন সেন, বহরমপুর ২৲
" রামব্রহ্ম সান্যাল, আলিপুর ২৲
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গাজিপুর ২৲
" মতিলাল মুখোপাধ্যায়, কাঁশীপুর ২৲
" নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, সিমলা ২৲
" হরেন্দ্রনাথ বসু, আরা ২৲
" কান্তিমণি দত্ত, রংপুর ১৲

৩য় বৎসর।

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেব, কলিকাতা ২৲
" কুসুম কুমারী ঘোষ, " ২৲
" লক্ষ্মীমণি সেন, বরিশাল ১৲
" ব্রজবালা সরকার, বালেশ্বর ২৲
" শরৎকুমারী, পুর্ণিয়া ॥০
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ২৲
" দুর্গাদাস বসু, টাঙ্গাইল ২৲
" মহেশচন্দ্র নাথ, রাঙ্গামাটী ১৲
" শশিভূষণ সেন, বোওয়ালিয়া ২৲
" পাণ্ডবনাথ সিংহ, ঝিগিরা ২৲
" রামচরণ পাল, রাঁচি ২৲
" কাজি আবদুল গফুর, গোবিন্দগঞ্জ ২৲
" শশিভূষণ বিশ্বাস, চাত্রা ২৲
" হিরালাল মজুমদার, বোওয়ালিয়া ১৲
শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ চৌধুরী, ফুলবাড়ী ২৲
" দুর্গাচরণ ঘোষ, কুমিল্লা ২৲
" হরিদাস ঘোষ, হোসেঙ্গাবাদ ২৲
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, হাজারিবাগ ২৲
" কালিদাস দাস, হাওরা ২৲
" বিপিনমোহন সেহানবিশ, রঙ্গপুর ২৲
" প্রসন্নকুমার দত্ত, লক্ষ্মীসরাই ২৲
" নন্দলাল দে, চাত্রা ২৲
" শশিভূষণ দত্ত ঢাকা ৸৵০
" অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল, মোকামা ২৲
" হেমেন্দ্র লাল কাস্তেগিরি, চাইবাসা ২৲
শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন, কুমিল্লা ২৲
" স্বরস্বতী সেন, কলিকাতা ২৲
" ইন্দুমতী দাস, বাঁকিপুর ২৲
শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন চৌধুরী, বহরমপুর ২৲
" গৌরবল্লভ সেন, " ২৲
শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী, ভাগলপুর ২৲
" সুদীক্ষণা সেন, কলিকাতা ২৲
" সৌদামিনী চক্রবর্ত্তী, নয়াখালি ২৲
শ্রীযুক্ত ক্রোধেশচন্দ্র সেন, টিযুক ২৲

ক্রোড়পত্র।

স্বর্গগতা দেবী অঘোরকামিনীর পত্রাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১১।৮।৯১। লক্ষ্ণৌ।

চিরসঙ্গি,

এখন বল প্রায় ১টা। আহারের পর পড়িতে পড়িতে একটু নিদ্রা আসিয়াছিল। তুমি কাছারি যাইতেছ। সুবোধ কেমন আছে? আজ আর পত্র পাই নাই, হয়ত পরে পাইব। কেন তুমি আমার পত্র পাও না জানি না। রোজত পত্র লিখি, অবশ্যই ডাকের গোল হইয়াছে। তোমাকে কতই শিক্ষা দিতেছেন, বাপ হইয়া কেমনে মায়ের কার্য্য করিতে হয় এবার তোমাকে সে বিষয় ভাররূপই শিক্ষা দিলেন, বেশ যাহা হয় তাহাই ভাল। কাগজ ছিল না বলিয়া, এই কাগজ কিনিয়াছি। ইহার লেখা পড়িতে পার কি না লিখিও, অর্থাৎ পড়িতে কষ্ট হয় কি না? তোমার বেহারী ভাল হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। বর্ষাটা সাবধানে থাকিলে আরও ভাল হইতে পারে, ভাল মা,সকলই মায়ের হাত।

রবিবারে বিহারী বাবুর স্ত্রীর সহিত দেখা হইয়াছিল। রোগে,শোকে,দেনায়, ভাবনায় যেন একটী কাষ্ঠের মানুষের মত বিহারী হইয়াছে দেখিয়া দুঃখ হইল। হেমের পড়ার বিষয় কি করিবেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, যতদিন আমি এখানে আছি ইচ্ছা করেনত ততদিন স্কুলে রাখিতে পারেন, তাহাতে রাজি নন। বলিলেন, "আমার চলিবে কিরূপে, ও না থাকিলে? আপনারা কি বাসা করিয়া থাকিবেন?" আমি বলিলাম, না, তবে নবেম্বর মাসের পর, আমি বাঁকিপুর গেলে, সরোজনী যদি এখানে থাকে আপনার কাছে রাখিতে পারি, উভয়ে স্কুলে যাইতে পারে, কিন্তু সেত পরের কথা। যাহা ভাল হয়, হেমের বাবার সহিত পরামর্শ করিয়া করিবেন। এই পর্য্যন্ত কথা হইল। মানুষ তাঁহাকে ধরিতে না পারিলে, এই সংসারে কি শিক্ষাটি পায়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সংসার মন্দ এই কথাই বলিতেছে লোকে! নিজ নিজ প্রাণই যে দুঃখের কারণ, আপনি যে আপনার দুঃখের কারণ, কবে মানুষ তাহা বুঝিতে পারিবেন ও তাহা হইতে মুক্তি পাইবার

জন্য ব্যস্ত হইবেন ? বড় সাধ হয়, পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে দেখিতে, আমার ভগ্নীরা সংসারকে সুখের স্থান বলিয়া সংসারকে আদর করিতেছেন। সে দিন কি আসিবে ? জানিনা ; মাই জানেন। মনের সাধ তাই বলিলাম। বড়ই দুঃখ হয় যখন কেহ সংসারকে মন্দ বলেন। ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,"দাদা মহাশয়কে অসুস্থ অবস্থাতে ফেলে, আপনি কেমন করিয়া আসিয়া রহিয়াছেন ?" আমি বলিলাম জানি না, আমিও আশ্চর্য্য হই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখানকার ভার কাহার হস্তে ?" আমি বলিলাম স্বয়ং মা জননী ভার লইয়াছেন ; হয়তো অত কথা তাঁহার ভিতর পর্য্যন্ত গেল না। নাই যাক, কিন্তু লাগিল, একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য, সত্যই তাঁহার মহীমা।" আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহা এই, আমার মনে যদি কোন কথা উঠে, তাহা মুখের বাহিরে আসিলেত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলা হইল ? কিন্তু, যদি তোমাকে বলি, তাহা কি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলায় যে দোষ হয়, তাহা কি হয় ? আমার মনে হয় না, তুমি কি বল ? অবশ্য করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিও। কি কথা মনে উঠিয়াছে তাহাও আজ বলি, এইজন্য যে আজ আমার হৃদয় যাহা জানিল, তুমি নিশ্চয় তাহা জানিয়াছ। মনে যখন উঠিল, না বলিলে যেন একটু তফাৎ করে রাখে, তাই বলি এক দিন মনে হইল তোমাকে লিখিব যে, জ্ঞান কেন পত্র লিখিল না ? পরেই মনে হইল ব্যস্ত কি, বলিলাম আহা বড় সাধ যে, ঐরূপ মনেও কখন উঠিবে না। মনে উঠিলেই কার্য্য হইয়া গেল। এখন শ্রদ্ধের আচার্য্যের পাপ বোধের কথা একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি, যখন তিনি বলিয়াছিলেন, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এই রূপে মানুষ যতই যাহার নিকটের হয়, ততই সে তাহার ভাব বুঝিতে পারে। আমার বড়ই সাধ যে তোমার মত হইয়া তোমাকে বুঝি,যেমন করিয়া তুমি মার হইয়া থাক বুঝিতেছ,আমি কি মার মনের মত হইয়া থাকি ? কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব। এখনও যে অপূর্ণতা আমাতে রহিয়াছে। তবে মার কৃপা আমার অপূর্ণতা অপেক্ষা বেশি, এই এক ভরসা, আর এক ভরসা অঘোর প্রকাশ কখনও আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না ও ক্লান্ত হইবেন না। অনন্তকাল এই রূপে আনন্দে আমরা পথ চলিব। মায়ের গুণ আজকার প্রার্থনা ছিল। তুমি আমার চির ভরসা, তবে আর কেন ভাবিব, তবে এককালে আমি যাহা করিব তাহা অপেক্ষা তুমি যে শত গুণ করিবে, তাহা অপেক্ষাও বেশি। আমি সেবা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ি, ক্লান্ত হইল বিশ্রামের জন্য দূরে যাই, আহারের জন্য কাতর হই, কিন্তু তুমি দিন রাত্রি সমভাবে আমাদের সেবা করিতেছ। এমন মা যাহার তাহার ভাবনা কি ? তবে যখন বুঝিতে দিলে, তখন আর খাঁটী হইতে খাঁটীরূপে

হৃদয়ের জিনিশ করিতে দেও। পূর্ব্বে ভাবিতাম কাহার অসুখের সংবাদে হয়ত আমাকে মার কার্য্য হইতে তফাতে লইয়া যাইবে, কিন্তু ধন্য মার কৃপা সুবোধের জ্বরের কথা শুনিয়া, আমাকে আরও বিশ্বাসী করিল। পরীক্ষায় পরাস্ত হইলাম আমাকে শান্তি দিয়া চলিয়া গেল। একটী বারও কোন চিন্তা আসিল না। বরং ধন্যবাদ দিলাম যে, অভাবের পূর্ব্বেই অঘোর প্রকাশের অভাবের বস্তু তিনি আনিয়া দেন। ব্যারামের পূর্ব্বেই ডাক্তার আসিলেন, ব্যারাম হইলে ডাক্তার আসে, আমাদের মা আমাদের ব্যারাম হইবার পূর্ব্বেই ডাক্তার ডাকিয়া আনেন। এমন মা আর কাহার যেমন অঘোর প্রকাশের মার গুণ ভাবিলে চক্ষে জল ধরে না। কি জানি কি খাওয়াইয়াছেন ? প্রাণ এত আনন্দিত কেন ? পৃথিবীত আমাদের দেখিয়া কত ভাবে, আমাদের নাই সে ভাবনা, বড় লীলাটাই মা দেখাইতেছেন। আর যে কি কপালে আছে তাহা তিনিই জানেন। এমন গুপ্ত কাজও আর দেখি নাই। তবে এখন যাই, আশা করি তোমরা মায়ের প্রেম কোলে ভালই আছ, ঐ কোলে আমিও ভাল আছি, মেয়েরাও ভাল, উপাসনাও খুব ভাল, মনও খুব ভাল। মাথাটা ধরিয়াছিল সে দিন লিখিরাও ছিলে, কাহারেণ এখন বুঝিলাম। ঔষধ কয়দিন ছিল না, সেই জন্য ঔষধ নি ভুবনবিখরিবার যোলখিতে পারিতাম, কিন্তু সময় নাই। এখনি ডাক যাইবে, আর পড়াও কিছু বাকি আছে,এখন পড়িব। পড়া মন্দ চলিতেছে না। দিন দিন অনেক বুঝিতে পারিতেছি। আমার প্রণাম শ্রদ্ধেয় ভাই ভগ্নীকে দিও, তুমি আমার ভালবাসা পূর্ণ ভক্তি লও,ছেলেদের ভালবাসা দিও।

তোমার—অঃ প্রঃ

সুখী হইলাম, সুখ এই যে, মার ইচ্ছা পালন। যে যে ভয় তোমার, সেই ভয় আমারও হয়, কিন্তু ভয় করিয়াত আমাদের কিছু করিবার হাত নাই, তাই বলি যে, যাহা তাঁহার ইচ্ছা তাহাই ভাল। সকল কথাই তোমাকে বলি, কেবল এক বিষয় বলি না, আমি নিজেও সে বিষয়ে মনকে আলোচনা করিতে দেই না। সে বিষয় এই, আমরা স্কুলে কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছি, এ বিষয় আলোচনা করিবার হুকুম নাই, সেই হুকুম অনুসারে বিস্তারিত বিবরণ বলি নাই, যতটুকু ভাল, মলা নাই, ততটুকু বলিয়াছি। একটু গোপন করাতে প্রাণ মধ্যে মধ্যে অশান্ত অর্থাৎ লুকাই মনে হয়, তাই আজ বলিলাম। কোন বিশেষ কথা না, বড় বিষয় হইলে বলিতাম।

পরিষ্কার দরশন।

চিরসঙ্গি ?

নিদ্রাভঙ্গ ৪টার আগে হইল, তোমাকে মনে পড়িল, মার সহিত তোমার সহিত কত মনের কথা বলিলাম। পরে ৪॥টা পর্য্যন্ত এই রূপে নির্জ্জনে আলাপের

পূর নাম করিলাম তোমার নিকট বসিয়া, পরে গান করিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, উপাসনায় গেলাম। যখন হইতে জাগিয়াছিলাম, কোন সময়ই, তুমি দূরে নও, কিন্তু কাল হইতে তুমি যে কোথায়, তাহা মা বলিতে ছিলেন না। তাই উপরোক্ত প্রার্থনা হইল। জ্ঞান চক্ষু আরও পরিষ্কার কর। স্কুল হইতে আসিয়া নাইলাম, আবার একটী উপাসনার জায়গায় বসিলাম, প্রার্থনা আবার এই জন্য করিলাম। এখন মনে হইতেছে, আজ তুমি বাঁকিপুরে ইহা কি সত্য? মাই জানেন। যেখানে থাক আমার প্রাণেত আছ। তবে এখন একটু শয়ন করি। আজকার দিন তোমার পত্র পাই নাই, দেয়ও নাই, মন ভাল এই যে, তুমি অতি নিকটে, মা কোন পরীক্ষায় আমাদের হঠাৎ ফেলিবেন না। হয়ত আমাদের যাইবার দিন নিকট আসিয়াছে। তাই এইরূপে আস্তে আস্তে অনন্তকালের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। করুন, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। যখন মনে হয়, আমার পৃথিবীর সাহায্য করিবার এই মুহূর্তে কেহ নাই, এইবার মা আমাকে সর্ব্বস্বান্ত সত্যই করিয়াছেন। বিদেশে আনিয়া এমন করিয়াই কি সর্ব্বস্বান্ত করিতে হয়? সেই মা ভিন্ন আর এখানে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না, এমন কি ইঁহারা যদি বিরুদ্ধ আচরণ করেন পত্র দ্বারা বলিলে ও বলিতে পারিব না। সম্পূর্ণ অধীন এরাজ্যে, আর কাহার প্রবেশ কাকে লিখি নাই, সেই জননী ভিন্ন। এইরূপে আমাকে তাঁহার করিতেছেন, ধন্যবাদ দেই তোমার বীরত্বকে ও বিশ্বাসকে, তিনটী অবলা নারীকে তুমি কাহার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত আছ? এখন তুমি কাজ করিতেছ আমি এখন পড়িব। বেলা ২টা এখন আর সময় নাই। শয়ন করিয়া পাঠ করিব। আজ ৪র্থ কেতাব পড়িলাম। এখন রাত্রি ৯টা। আজ যেন শরীর অত্যন্ত কাতর হইল, মাথা আর যেন পারে না। মা কতই শিখাইলেন, পেট বেদনা করিতেছে, যদি এই রজনীতে মার কোলে যাই, প্রকাশ? তুমি আমার অতি নিকট থাকিবে। তুমি ভাবিও না, আমি চিরদিনই তোমার, দুঃখ করিও না কেন না, মার ও তোমার ইচ্ছা পালন করিতে করিতে গেলাম, এ আমার বড় সুখের যাওয়া। আমি বড় সুখী, আমার দুঃখ আসিল না। তোমার সঙ্গে একত্র হইয়া, তোমাকে বিবাহ করিয়া, ইহকাল ও পরকালে সুখী হইলাম। তবে আর তুমি কেন দুঃখ করিবে? এ সকল কথা আজ কেন মনে হইতেছে, তুমি জান আর মা জানেন। যাহা মনে উঠিল প্রতিদিনকার সকল কথা লিখিয়া রাখিলাম, তুমি পড়িও আর জগৎকে বলিও, যে একজনকে চিরসুখী করিয়া মার নিকট পাঠাইয়া দিলে। সরোজনীর শরীর ও খুব খারাপ বোধ হইতেছে, তাহার দিকে তাকাইয়া ও নিজের মাথায় একটা কি বেদনা ইত্যাদি ভাবিয়া

(ক্রমশঃ

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

৩য় ভাগ] বৈশাখ, ১৩০৫; মে, ১৮৯৮। [১০ সংখ্যা।

পণ্ডিতা গার্গী দেবী।

গার্গী দেবী প্রাচীন আর্য্য ঋষিকন্যাদিগের মধ্যে এক জন ছিলেন। তত্ত্বজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে তিনি ভুবনবিখ্যাতা হইয়াছিলেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর সভায় নিমন্ত্রিত হইতেন, এবং পণ্ডিতদিগের সঙ্গে শাস্ত্রবিচার করিতেন। গার্গী দেবীর সবিস্তার বিবরণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিবৃত। তিনি কোন্ ঋষির কন্যা বা কোন্ ঋষির পত্নী ছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। বোধ করি তিনি বিবাহিতা হন নাই, কুমারী ছিলেন। গর্গনামক মুনির কন্যা ছিলেন, বা গর্গবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি গার্গী নামে আখ্যাতা হইয়া থাকিবেন। গার্গী দেবী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। একদা মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ঋষিদিগকে শাস্ত্রীয় বিচারের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও পণ্ডিতা গার্গীও নিমন্ত্রিত হইয়া সেই বিচারের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি জনক দশ দশ তোলা সুবর্ণে মণ্ডিত শৃঙ্গ এরূপ সহস্র গোধন সভামণ্ডপের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধরূপে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন; বিচারে যিনি জয়ী হইবেন, তাঁহাকে তিনি সে সকল দান করিবেন তাঁহার এ প্রকার সঙ্কল্প ছিল। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সভায় উপস্থিত হইয়াই সেই সমস্ত ধেনুকে বন্ধনমুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেন। পণ্ডিতা গার্গী একবার প্রশ্নের সদুত্তর লাভ করিয়া দ্বিতীয় বার সগর্ব্বে বলেন, আমি তিনটি প্রশ্নরূপ শর নিক্ষেপ করিতেছি, ইনি তাহার সদুত্তর দান করিতে পারিলে কেহ আর ইহাঁকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে আমরা সেই কয়েকটির অনুবাদ এস্থলে প্রদান করিলাম;—

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন;—"হে গার্গি, ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন,

তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, তিনি লোহিত নহেন, স্নেহময় পদার্থ ও নহেন, ছায়া নহেন, অন্ধকারও নহেন, বায়ু নহেন, আকাশও নহেন, মায়া নহেন, কোন রসও নহেন, গন্ধ নহেন। তাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, বাক্য নাই, মন নাই, তেজ নাই, শারীরিক প্রাণও নাই; তিনি মুখবিহীন ও অনুপম। তিনি অন্তর বাহ্য শূন্য। তিনি কাহাকেও ভক্ষণ করেন না, তাঁহাকেও কেহ ভক্ষণ করে না।"

"হে গার্গি, এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে সূর্য্য, চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। হে গার্গি, এই অবিনাশী পুরুষের শাসনে দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। হে গার্গি, এই অবিনাশী ঈশ্বরের শাসনে নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র পক্ষ মাস ঋতু সংবৎসর বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, হে গার্গি, এই অবিনাশী পরম পুরুষের শাসনে অনেকানেক পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদী সকল শ্বেতপর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই সেই দিকে প্রবাহিত রহিয়াছে।"

"হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া যদিও ইহলোকে বহু সহস্র বৎসর হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না। হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হয়, সে কৃপাপাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হন তিনি ব্রাহ্মণ।"

"হে গার্গি, এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতিগোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন, কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন। ইহাঁ ব্যতীত দ্রষ্টা নাই, ইহাঁ ব্যতীত শ্রোতা নাই, ইহাঁ ব্যতীত মনন কর্ত্তা নাই, ইহাঁ ব্যতীত বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি, আকাশ এই অবিনাশী পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।"

তাম্বূলপ্রস্তুতি প্রণালী।

বঙ্গমহিলামাত্রই তাম্বূলপ্রিয়া। মহিলার ১ম ভাগ ১২শ খণ্ডে, "ভারতমহিলার তাম্বূলানুরাগ" শীর্ষক প্রবন্ধে তাম্বূলের বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা বাদশাহী রন্ধন ও ভোজনপ্রণালী এবং পানীয় জলের তত্ত্ব পারস্য আইন আকবরী গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া পাঠিকাদিগকে উপহার দিয়াছি, এবার উক্ত গ্রন্থ হইতে মহিলাদিগের আদরের সামগ্রী তাম্বূলের বিবরণ—তাম্বূল প্রস্তুতিপ্রণালী অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। ভোজন ও আচমনান্তেই তাম্বূলের বিশেষ প্রয়োজন। বোধ করি

মহিলাগণ এ বিষয়টি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন;—

"তাম্বূল পত্রবিশেষ, কিন্তু মর্ম্মজ্ঞ লোকেরা ইহাকে "মেওয়া" অর্থাৎ সুরস ফলস্বরূপ গণনা করেন। কবিবর আমির খোসরও কবিতায় তাম্বূলের এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 'ইহা এক উপাদেয় পত্র বিশেষ, ইহা উদ্যানের কুসুমস্বরূপ, এই পত্র ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট ফল বিশেষ। ইহাতে ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধার হ্রাস, ভোজনতৃপ্তের ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে।' তাম্বূলচর্ব্বণে মুখগহ্বর সুগন্ধ ও তৎসৌরভে সভা আমোদিত হয়, তাম্বূলে দন্তমূল দৃঢ় হইয়া থাকে। তাম্বূল নানা প্রকার হয়, এস্থলে কয়েক প্রকারের উল্লেখ করা যাইতেছে। (১) বেলহরী; ইহা শ্বেতবর্ণ ও সমুজ্জ্বল হয়, এবং ইহা রসনাকে দৃঢ় ও কঠিন করে না, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু। (২) কাকির;—ইহা তিলাঙ্কবৎ বিন্দু২ চিহ্নে চিহ্নিত, কঠিন শিরাযুক্ত শুভ্র ও পুরু, অধিক পরিমাণে এই তাম্বূল চর্ব্বণ করিলে জিহ্বার কোমলতা রক্ষা পায় না। (৩) জয়সওয়ার;—এই জাতীয় পান শ্বেত বর্ণ হয় না, পণ্যজীবিগণ লাভের প্রত্যাশায় অন্য পানের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইহা বিক্রয় করিয়া থাকে। (৪) কর্পূরী; এই তাম্বূল পীতবর্ণ, শক্ত ও শিরাযুক্ত, কিন্তু সুস্বাদু ও সুগন্ধি। (৫) কর্পূরকান্ত;—ইহা পীতাভাযুক্ত হরিদ্বর্ণ, মরিচের ন্যায় ঝাঁঝাল হয়, এই জাতীয় তাম্বূল অধিক চর্ব্বণ করা যায় না, ইহা কর্পূরের ন্যায় সুগন্ধি বিশিষ্ট। এই পান বারাণসীতে ব্যতীত অন্য কোথাও জন্মে না।' সেই স্থানেও সকল ভূমিতে উৎপন্ন হয় না। (৬) বাঙ্গলা;—এই তাম্বূল পুরু ও চৌড়া, শক্ত এবং কাগজখণ্ড সদৃশ, ইহা তীব্র ও উত্তাপক হয়।

"তাম্বূলের চাস এইরূপে হয়;—পত্রসহ ৪।৫ অঙ্গুলি পরিমাণ তাম্বূললতা কর্ত্তন করিয়া চৈত্র মাসে কৃষ্ট ভূমিতে তাহা এই ভাবে প্রোথিত করিতে হয় যেন তাহার গ্রন্থি ও পত্র ভূমির বাহিরে থাকে, তাহা হইলে ১৫ বা ২০ দিনের মধ্যে নূতন লতার অঙ্কুর উদ্গত হইতে থাকিবে। আর একটি গ্রন্থিপ্রকাশ পাইলে তাহা হইতে নূতন পত্র উদ্গত হইবে। ৭ মাস কাল পর্য্যন্ত লতা ও পল্লব জন্মিতে থাকিবে, পরে আর জন্মিবে না। প্রত্যেক তাম্বূলবল্লীতে ৩০ টির অধিক পত্র জন্মে না। লতিকা সকল নলখণ্ড অবলম্বন করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহার চতুষ্পার্শ্ব ও উপরিভাগ কাষ্ঠখণ্ড ও তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয়, তাম্বূললতা ছায়াতে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। বর্ষাকাল ব্যতীত সর্ব্বদা তাহাতে জল সেক করা আবশ্যক হয়। কখন২ তাম্বূলের ক্ষেত্রে দুগ্ধ, তিলতৈল এবং খোল নিক্ষেপ করিতে হয়। ব্রততীস্থিত তাম্বূলপত্র সাত প্রকারের অধিক নয়। কিন্তু সে সকল নয়টি নাম প্রাপ্ত। ক্রমে২ সেই সকল পত্র উদ্গত হয় ও তাহা লতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে। প্রথম কর্হজ;—ইহা বীজের জন্য বিচ্ছিন্ন করা হইয়া থাকে। ইহা পেড়ি নামও প্রাপ্ত হয়, এবং নূতন পত্রকে কতওয়া বলে।

নবাত দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। তৃতীয় শ্রেণীর তাম্বূলপত্রকে বহতি বলে। চতুর্থ শ্রেণীর সিও, পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত আধেঁয়ভা, ষষ্ঠ শ্রেণীর আম্বনিয়া; ইহাকে লেওয়ারও বলা হয়। সপ্তম শ্রেণীর পত্র করহঞ্জ। কতওয়া ব্যতীত প্রত্যেক প্রকারের তাম্বূলপত্র মাসান্তে লতা হইতে ছিন্ন করিয়া রক্ষা করা হইয়া থাকে। শেষোক্ত শ্রেণীর তাম্বূল কিয়ৎ পরিমাণ ভক্ষণ জন্য ছিন্ন করা হয়, অনেক লোক তাহা বল্লরীর সহিত বীজের জন্য রাখিয়া দেয়। উহা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু অনেক লোক পেড়িকেই উত্তম বলিয়া স্বীকার করে, তাহা অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ১১ হাজার তাম্বূল পত্রের গাঁঠরীকে লহস্সা বলা হইত, এক্ষণ ১৪ হাজারের বস্তাকে বলা হয়। যে গাঁঠরীতে ২০ সহস্র পান বাঁধা হয় তাহাকে ঢুলি বলা হইয়া থাকে। ঢুলি হইতে লহস্সা প্রস্তুত হয়।

"শীতকালে ৪। ৫ দিন অন্তে পুটুলির পান সকল অনুসন্ধান করিয়া পরিবর্ত্তন করিতে হয়, গ্রীষ্মঋতুতে প্রত্যহ তাহা করা প্রয়োজন। তাম্বূলবণিগ্‌গণ পাঁচ হইতে পঁচিশ বা তদপেক্ষা কিছু অধিক পর্ণ একটির পর একটি স্থাপন করিয়া নানা প্রকারে সাজাইয়া থাকে। একটি পত্রে কিছু গুবাক ও খয়ার এবং অপর একটি পত্রে কিঞ্চিৎ চুণ সংলগ্ন করিয়া পরস্পর জড়াইয়া রাখা হয়, কিঞ্চিৎ কর্পূর ও কস্তুরী তৎসঙ্গে যুক্ত করা হইয়া থাকে। পরে সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রে বা অপর কিছুতে তাহা সম্বদ্ধ করা হয়। ইহাকে বিড়া বলে। কখন কখন রিকাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তাম্বূল পত্রও সাজাইয়া রাখা হয়।"

সংসারে সুব্যবস্থা কিরূপে হয়?

অনেক স্বচ্ছল সম্পন্ন পরিবারে অর্থের অপব্যয়, নানারূপ বিশৃঙ্খলা, অসুখ ও অশান্তি দেখিয়া আমরা সময়ে সময়ে মনে বড় ক্লেশ পাই। গৃহিণীর গৃহকর্ম্মে নৈপুণ্য, সুবিবেচনা ও ধর্ম্মভাবের উপর সাংসারিক শৃঙ্খলা ও সুখ শান্তি এবং অর্থের সদ্ব্যবহার অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যে সংসারে গৃহিণী অবিবেচিকা ও অনিপুণা সেই সংসারে মাসিক সহস্র সহস্র মুদ্রা আয় হইলেও কিছুতেই ব্যয় সঙ্কুলন হইয়া উঠে না, দিন দিন ঋণবৃদ্ধি হয়। গৃহকর্ত্তারও অবিবেচনা দোষে অনেক সময় সংসারে সুব্যবস্থা হয় না, স্বীকার করি। কিন্তু বিষয় কর্ম্মে ব্যস্ত পুরুষ সাধারণতঃ সুশৃঙ্খলরূপে সংসার চালাইতে অপটু, তিনি হয়ত সামান্য কার্য্যে ৫৲ স্থলে ১০৲ ব্যয় করিয়া অন্য একটি গুরুতর কার্য্যে একটী পয়সা ব্যয় করিতেও একান্ত ব্যয়কুণ্ঠতা প্রকাশ করিবেন। হয়তো তিনি প্রতি বৎসর বারইয়ারি পূজায় কুৎসিত নাচ গানে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া বসিবেন। গৃহিণী ধর্ম্মভীরু বুদ্ধিমতী লক্ষ্মীস্বরূপা হইলে তাঁহাকে সৎপরামর্শ দান করিয়া তাঁহার অমিতচারিতা ও অবিমৃশ্যকারিতা নিবারণপূর্ব্বক সংসারে সুব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারেন। অতএব

গৃহকর্ত্রীর সাংসারিক কার্য্যে অধিকতর দায়িত্ব। আমরা দেখিয়াছি যে, মাসিক ৫০৲ টাকার অধিক আয় নয় এমন সংসারে গৃহিণীর দক্ষতা ও সুবিবেচনাগুণে চির সুখ ও শান্তি বিরাজ করিতেছে; প্রাত্যহিক ভোজনাদি সুনিয়মে নির্ব্বাহ হইতেছে, বালক বালিকাগণ যথোপযুক্ত শিক্ষা পাইতেছে; ভোজনপরিচ্ছদাদিতে বিলাসিতা ও আড়ম্বর না হইলেও পরিবারের অন্তর্গত কাহারও কষ্ট ও অসুবিধা নাই, সকলেই মোটা ভাত ও মোটা কাপড় পাইয়া সুখী ও সচ্ছন্দ। গৃহিণীর সুবিবেচনা গুণে একটী পয়সাও চুরি বা অন্যরূপ অপব্যয় হইতে পারে না। সেই সামান্য আয় হইতেও তিনি কিছু কিছু অর্থ বাঁচাইয়া ঈশ্বরপ্রীতি উদ্দেশ্যে, ধর্ম্মার্থে ও জন হিতকর কার্য্যে, দয়ার কার্য্যে দান করিয়া থাকে। তাঁহার ব্যবহারে পরিবারস্থ সকলের মন প্রসন্ন, গৃহে যেন স্বয়ং লক্ষ্মী বিরাজিত। আর এক দিকে দেখা যায় সংসারে ৫০০৲ আয়, কিন্তু কিছুতেই ব্যয় সঙ্কুলন হইতেছে না, প্রতি মাসে দেনা হইতেছে, গৃহে নিয়ত অশান্তি, নাই নাই খাই খাই শব্দ। মোটা বেতনে ৫টা বিশ্বাসঘাতক চোর গৃহে প্রতিপালিত হইতেছে, প্রাত্যহিক বাজার খরচের দুই টাকার মধ্যে অর্দ্ধাংশই বিশ্বাসঘাতক চাকর আত্মসাৎ করিতেছে, ৵৪ আনার জিনিষ খরিদ করিয়া গৃহকর্ত্রী হইতে সে ।০ আনা আদায় করিতেছে। ভাণ্ডার হইতে দ্রব্য সামগ্রী লুট হইতেছে, যে স্থলে ৫ জনের অন্ন ব্যঞ্জনাদি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইবে সে স্থলে ১০ জনের প্রস্তুত করিয়া লোভী পাচক পাচিকা ও ভৃত্যগণ উদরপূর্ত্তি করিয়া বড়মানুষী রকম ভোজন করিতেছে, কত জিনিষ ফেলিয়া ছড়াইয়া অপচয় করিতেছে, ভাণ্ডার ঘরে কত দ্রব্য পচিতেছে, গৃহিণীর এ বিষয়ে দৃষ্টি নাই, শাসন নাই। প্রতি দিন যে সমস্ত অর্থ ও দ্রব্যজাত নষ্ট হয় ও পাঁচভূতে লুটিয়া খায়, গৃহিণী সুশাসন ও সুবিবেচনা সহকারে সে সকল রক্ষা করিয়া বিশেষ বিশেষ দয়ার কার্য্যে সৎকার্য্যে বিনিয়োগ করিলে পুণ্য প্রতিষ্ঠা উভয়ই হয়। এইরূপে অর্থ নষ্ট করিলে গৃহস্থের কেবল অপযশের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থের এ প্রকার বিশ্বাস করা উচিত যে, ধনসম্পত্তি ভগবানের দান, তাঁহার দানের যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে এবং তাঁহার অভিপ্রেত সৎকার্য্যাদিতে ব্যয় না করিলে তাঁহার নিকটে অপরাধী হইতে হয়। অবিবেচনা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দোষে পুঞ্জ পুঞ্জ কত অর্থ যে নষ্ট হয়, তৎপ্রতি অনেক গৃহস্বামী ও গৃহিণীর ভ্রূক্ষেপ নাই। জনহিতকর কার্য্যে একটী পয়সা ব্যয় করিতে হইলে তাঁহাদের নানা দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়, ইহা যেন একটা বাজে খরচ ও অপব্যয়। যত মিতব্যয়িতা, বলিতে কি যত কৃপণতা ঘনীভূতরূপে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্যয় সঙ্কোচ করা প্রয়োজন হইলে, নিজেদের ভোগ বিলাস সামগ্রীর ও বাজে খরচের এক বিন্দুও খর্ব্ব করা হইবে না, অনাথাশ্রমে বা বিধবা ফণ্ডে কি দাতব্য চিকিৎসালয়ে অথবা দরিদ্রদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে চারি আনা

করিয়া যে চাঁদার খাতায় অঙ্কপাত করা হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িবে। আবার পরিবারের পাঠ্য নীতি বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বার্ষিক ২। ৩ টাকা মূল্যের পাক্ষিক বা মাসিক পত্রিকার গ্রাহক বা গ্রাহিকাশ্রেণীভুক্ত থাকিলে সর্ব্বাগ্রে তাহা হইতে আপনাদের নাম কাটাইয়া ব্যয় সঙ্কোচ করা হইবে। অনেকে গ্রাহক গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত থাকিয়াও উক্ত পত্রিকাদির সঙ্গে এরূপ সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রকাশ এবং এরূপ উচ্চ নীতির পরিচয় দান করেন যে, তিন বৎসরেও একটী পয়সা মূল্য প্রদান আবশ্যক মনে করেন না। ধর্ম্ম ও সুনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক পত্রিকাদি রাখিয়া মূল্য দান করা তাঁহারা এক প্রকার অপব্যয় মনে করেন। গল্পের পুস্তক ও পরনিন্দা এবং নানা উচ্ছৃঙ্খল অসার সাংসারিক সংবাদাদিতে পরিপূর্ণ সাময়িক পত্রিকাদি তাঁহাদের নিকটে আদৃত হইয়া থাকে। সংসারের নিতান্ত অসচ্ছল অবস্থায় ঋণ করিয়া হইলেও রাশি রাশি মুদ্রা দানে তাহার গ্রাহক থাকিতেই হইবে। এইত আমাদের আদর্শ বঙ্গীয় সভ্য পরিবারের অবস্থা। গবর্ণমেণ্টের নিপীড়নে বাধ্য হইয়া বা গবর্ণমেণ্টকে প্রসন্ন করিয়া রায় বাহাদুর বা রাজা মহারাজ খিতাব লাভের জন্য অনেকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে মুক্তহস্তে দান করেন বটে, কিন্তু এরূপ স্বার্থ উদ্দেশ্যে দানের কোন মূল্য নাই।

শুনিয়াছি বিলাতে একজন চাকরাণী ২০ জন লোকের পরিচর্য্যা করে। অনেক বড় বড় সাহেব বিবী সেখানে নিজেদের পরিচর্য্যার জন্য স্বতন্ত্র ভৃত্য রাখেন না। কিন্তু সাহেব হউন বা বাঙ্গালি হউন বিষয় কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হইয়া বিলাত হইতে এদেশে আসিয়া স্থূল বেতনে এক এক জনে ১৫। ২০ জন চাকর চাকরাণী রাখেন। এক এক জন ভৃত্যের এক একটী নির্দ্দিষ্ট কাজ, সেই কাজ সে অল্প সময়ের মধ্যে সারিয়া সমুদায় দিন বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করে। যাঁহার পাঁচ শত টাকা মাসিক আয় তাঁহার হয়তো একশত টাকার অধিক ভৃত্যের বেতনেই ব্যয় হয়। বাঙ্গালি সন্তানেরও এরূপ অযথা ব্যয় হয় দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হয়। দেশীয় ভাবের বড় মানুষ বাঙ্গালি পরিবারে সামান্য বেতনের দুই জন ভৃত্য দ্বারা সুশৃঙ্খলরূপে সেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বিলাত হইতে প্রত্যাগত ৪। ৫ শত টাকা মাসিক আয় এমন এক যুবা আছেন, একজন বন্ধু স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বলিলেন যে, আমি তাঁহার গৃহে তাঁহার নিজের ব্যবহার্য্য ৩০ জোড়া স্লিপার ও বুট ইত্যাদি জুতা এক স্থানে সজ্জিত, গণনা করিয়া আসিয়াছি, এক২ জোড়া বুটের মূল্য ৮।১০ টাকার ন্যূন হইবে না। নানা প্রকার নানা ফ্যাসানের শীত ও গ্রীষ্ম পরিচ্ছদে কত যে ব্যয় হয়, খলিফার খরচ কত হয়, ইহা দ্বারা অনুমিত হইবে। এমন অবস্থায় তাঁহাদের অসচ্ছলতা কেমন করিয়া দূর হইবে? তাঁহাদের ঋণজালে জড়িত না হইয়া উপায়ান্তর কি আছে? তাঁহারা কি আর স্বদেশীয় লোকের দুঃখমোচনে স্বদেশের উন্নতিকল্পে একটি কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে

সমর্থ হইতে পারেন? ইহার উপর আবার অনেকে ৫ টা ঘোড়া ৫ টা বিলাতী কুকুর পুষিয়া অকাতরে অর্থব্যয় করেন। বিবেচনা পূর্ব্বক সাবধান হইয়া চলিলে তাঁহারা অপব্যয় অনেক পরিমাণে নিবারণ করিয়া যে অর্থ বাঁচিবে অন্ততঃ তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণ সৎকার্য্যে বিনিয়োগ করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের অর্থের সার্থকতা ও জীবনে যথার্থ সুখ শান্তি লাভ হইতে পারে। পত্নীর মন্ত্রণা পতি সাধারণতঃ আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুগৃহিণী সুপত্নী এ সকল অপব্যয় নিবারণে ও সদ্ব্যয়ে উৎসাহবর্দ্ধনে স্বামীকে সুমন্ত্রণা দান করিবেন, আমারা এরূপ আশা করি।

প্রাচীনশ্রেণীর সম্পন্ন হিন্দু পরিবারের গৃহিণী ২।৪ হাজার টাকার গুরুভার সুবর্ণ আভরণ নাসিকায়, কর্ণে, হস্তে ও কণ্ঠে পরিধান করিয়া ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ও রূপের ছটা প্রদর্শন করেন, কন্যাদিগকেও এইরূপে সুসজ্জিত করিয়া থাকেন। প্রত্যহ ফকির বৈষ্ণবদিগকে মুষ্টি ভিক্ষা দান ব্যতীত অন্যরূপ দাতব্য ও জনহিতকর কার্য্য তাঁহারা প্রায় কিছুই বুঝেন না ও জানেন না, পূজা পার্ব্বণ ও দোল দুর্গোৎসব বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে সেই সকল পরিবারে বহু ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় কুটুম্বের ভোজন এবং দান দক্ষিণাদি হয়। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে সহস্র সহস্র টাকার অপব্যয় হয়, সেই সকল দান প্রায় অপাত্রে ন্যস্ত হইয়া থাকে, কন্যার বিবাহে এক এক জনে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বসেন। এ বিষয়ে অবিমৃশ্যকারিতার এক শেষ প্রদর্শিত হয়। এ দেশীয় ধনী বড় মানুষেরা বাড়ী ও গাড়ী বিলাস পরিচ্ছদের আঁক জমকে রাশি রাশি অর্থ উড়াইয়া বা মোকদ্দমা করিয়া রিক্ত হস্ত হন। কিন্তু অনেক হিন্দু পরিবারে গৃহিণীর গৃহিণীপনা গুণে পরিবারে সুশৃঙ্খলা ও প্রাত্যহিক মিতব্যয়িতা আছে। একদা একজন বন্ধু বাজার হইতে আমাদের জন্য খাবার আনিয়া দিতে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে ॥০ আনা প্রদান করেন। গৃহিণী ভাবিলেন বাজারের মিষ্টান্নাদি ভাল নয় অথচ দুর্ম্মূল্য, তিনি তখনই তৎপর হইয়া গৃহে উৎকৃষ্ট লুচি তরকারি ও মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। আমরা গরম গরম তাহা খাইয়া অতিশয় তৃপ্তি বোধ করিলাম। সেই লুচি মোহনভোগ প্রস্তুত করিতে ॥০ সম্পূর্ণ ব্যয় হয় নাই, অথচ আমাদের জলখাওয়া খুব ভাল হইল। অগ্নি মূল্যে পচা জিনিষ ও দুর্গন্ধ কচুরি ইত্যাদি ময়রারা দান করিয়া নগরস্থ এক এক পরিবারের কত অর্থ যে প্রতিদিন শোষণ করিতেছে বলিয়া উঠা যায় না। তাহা খাইয়া পরিবারস্থ অনেক লোক ও বালক বালিকা উদরাময় ও অম্বলের রোগে চিরকাল ভুগিতেছে। গৃহিণী কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নিজগৃহে মোহনভোগ গজা লুচি ইত্যাদি খাবার বস্তু সদ্য প্রস্তুত করিলে একটা প্রধান অপব্যয় নিবারিত হয়, অল্প ব্যয়ে উৎকৃষ্ট খাবার প্রস্তুত হইতে পারে। ডাক্তারের বিজিটও অনেক বাঁচিয়া যায়। গৃহিণীর এবং আলস্য ও ঔদাসীন্যে মাসে মাসে রাশি রাশি অর্থ ময়রা হরণ করিয়া

বড় মানুষ হইতেছে। দিন দিন পচা মিঠাইওলার দোকানের বৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

প্রাচীন শ্রেণীর হিন্দুসমাজে এক এক জন সদয়হৃদয় জনহিতৈষী বদান্য পুরুষ আপনাদের দয়া ও দানশীলতায় সপরিবারে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত আমরা এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি। ন্যূনাধিক ৩০ বৎসর হইল, বিক্রমপুর নিবাসী কালীকুমার দত্ত নামক একজন নিষ্ঠাবান্ সকলের শ্রদ্ধেয় হিন্দু ময়মনসিংহস্থ জজ আদালতের সর্ব্বপ্রধান উকিল ছিলেন। শুনিয়াছি ২।৩ হাজার টাকা তাঁহার মাসিক আয় ছিল। তিনি এরূপ উদারপ্রকৃতি সদয়হৃদয় বদান্য ছিলেন যে, স্বীয় উপার্জ্জিত সমগ্র অর্থ পরসেবায় ব্যয় করিতেন, নিজের ও নিজের পরিবারের ভোগ সুখের জন্য একটি কপর্দ্দকও রক্ষা করিতেন না। শত শত দুঃখী দরিদ্র ছাত্র তাঁহার আবাসে তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছে, চাকুরীর প্রার্থী বহু দীন দুঃখী ভদ্রলোককে আপন গৃহে আশ্রয় দান করিয়া অন্ন বস্ত্রাদি প্রদানে তিনি প্রতিপালন করিয়াছেন। সেই সকল আশ্রিত ও দরিদ্রলোকের সঙ্গে তিনি একবিধ ভোজন ও একবিধ শয্যায় শয়ন করিতেন। নিজের সম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষত্ব রক্ষা করিতেন না, ভোজন পরিচ্ছদাদিতে কোন প্রকার বিলাসিতা তাঁহার ছিল না। একদিন তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে ভোজনের সময় বিশেষ ভাবে দুগ্ধের পুরু সর প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া অন্য সকলকে না দিয়া কেবল তাঁহাকে উহা বিশেষ ভাবে কেন দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভগিনীকে অত্যন্ত অনুযোগ করেন। দুর্গা পূজার ছুটীর সময় দুঃখী দরিদ্র আশ্রিত লোকদিগকে তাহাদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত অর্থ ও নূতন বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট দান করিতেন। কেহ তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। তবে তাঁহার সমুদায় দানই যে সৎপাত্রে ন্যস্ত হইত ইহা আমরা বলিতে পারি না। তিনি সম্পূর্ণ ভোগবিলাসশূন্য নিঃস্বার্থ পরার্থ জীবন যে যাপন করিয়াছেন তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও তদ্ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি দীন বেশে থাকিয়া নিত্য পরসেবাতে আনন্দ লাভ করিয়াছেন। সেই পরিবারে অনেক দীন দুঃখী স্ত্রীলোক ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহিণী ভোজন পরিচ্ছদাদিতে আপনাকে তাঁহাদের তুল্যাবস্থাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একটি মূল্যবান্ সুবর্ণ অলঙ্কার পরিধান করিবার জন্য আদরপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। "আমার গৃহের অন্য আত্মীয় মেয়েদের অলঙ্কার নাই, আমি অলঙ্কার পরিতে পারি না" এই বলিয়া তিনি সেই আভরণ পরিধান করেন নাই। কেমন উচ্চ ভাব! এ সকল উচ্চ ভাব, স্বর্গীয় চরিত্র, পবিত্র জীবন জগতে থাকিয়া যায়,

চিরকাল নরনারীকে সংসারের অসারতা শিক্ষা দান করে। নতুবা লক্ষ লক্ষ টাকা লোকে নিজের ভোগবিলাসে উড়াইতেছে, কে তাহা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে? স্বর্গগত দত্ত মহাশয় পরিণামচিন্তা করিয়া স্ত্রী পুত্রের জন্য কোম্পানির কাগজ ক্রয় করেন নাই, ব্যাঙ্কে টাকাও জমা রাখেন নাই, সামান্য বিত্ত সম্পত্তি ও ঘর বাড়ী রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র ফরিদপুরে কলেক্টরী আফিসে ক্ষুদ্র কেরাণীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

আমরা একটী বিপরীত প্রকৃতি গৃহিণীর আচরণাদি এস্থলে উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। তিনি ব্রাহ্মের পত্নী, সুতরাং ব্রাহ্মিকা। তাঁহার স্বামী আমাদের পরম বন্ধু ছিলেন, তিনি কয়েক বৎসর হইল স্বর্গগত হইয়াছেন। সেই বন্ধুর সাদর নিমন্ত্রণানুসারে কখন কখন তাঁহার আবাসে যাইয়া আমরা ২। ৪ দিন স্থিতি করিয়াছি। গৃহিণী অভ্যাগত বন্ধুদিগের কখন অভ্যর্থনা করেন না, তাঁহাদের আহারাদি হইল কি না তাহার সংবাদও লন না। এমন কি তিনি আপন স্বামীরও আহারাদির সংবাদ লইতেন না। স্বামী বহির্ভবনে দুই বেলা সামান্য ভাবে আপন কর্ম্মচারীদের সঙ্গে ভোজন করিতেন। স্বামীর উত্তম বিত্ত সম্পত্তি, তাঁহার বাড়ীর পার্শ্বে বৃহৎ উদ্যান, আম জাম কাঁঠাল কুল কদলী আতা প্যারা ইত্যাদি ফল ও বিবিধ তরকারি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তখন অনেকগুলি দুগ্ধবতী গাভী ছিল, প্রতিদিন ২০। ২৫ সের দুগ্ধ দোহন হইত, তদ্ভিন্ন অন্য অনেক সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত ও উৎপন্ন হইত। গৃহিণী তৎসমুদায় ভাণ্ডারভুক্ত করিয়া রাখিতেন, কাহাকে প্রায় কিছুই দিতেন না। এক দিন গৃহস্বামী রাত্রি প্রায় ১১টার সময় কিঞ্চিৎ ডাল তরকারি ও খর্জ্জুরগুড় উপকরণ যোগে বহির্ব্বাটীতে আমাদের সঙ্গে আহার করিতে বসিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহাশয় ক্ষুধায় পেট জ্বলে যায়, সকালে বা বিকালে একটু জল খাওয়ার পাই না। ছানা ক্ষীর সন্দেশাদি প্রস্তুত হয়, রাশি রাশি সুমিষ্ট ফল ভাণ্ডারে পচিয়া যাইতেছে, গৃহিণী কিছুই বাহির করিয়া দেন না; খেতে পাই না।" এক দিন গৃহিণী স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, তখন গৃহস্বামী আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া শূন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন, ভাণ্ডার গৃহের দ্বারে কুলুপ বন্ধ ছিল না, তিনি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন কত খাবার জিনিষ পচিয়া যাইতেছে। যাহা হউক এক্ষণ কিছু চুরি করিতে হইবে। এমন ভাল ভাল আচার প্রস্তুত আছে তাহা একেবারেই রসনায় স্পর্শ করিতে পাই না। কতকগুলি আচার চুরি করিব," এই বলিয়া তিনি কয়েক প্রকারের আচার অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। উক্ত ব্রাহ্মবন্ধু একান্ত পরহিতৈষী সেবাপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার পত্নী ঠিক তাঁহার বিপরীতপ্রকৃতি, নিতান্ত স্বার্থপরা। তাঁহার জন্য বন্ধুর অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হই-

য়াছে। তিনি বড় ভাল মানুষ ছিলেন, পত্নীকর্ত্তৃক গঞ্জনা লাঞ্ছনা অনেক ভোগ করিয়াছেন।

এক্ষণ সংসারে সুব্যবস্থা কিরূপে হয় গৃহিণীগণ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। গৃহকর্ত্রী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর অলসপ্রকৃতি হইলে পরিবারমধ্যে সুব্যবস্থা কখন স্থাপিত হইতে পারে না। তিনি ধর্ম্মবুদ্ধির অনুগতা, ন্যায় প্রীতি ও হিতৈষণার বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বামী সহ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিলে অল্প আয়েও তাঁহার সংসারের সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলা রক্ষা পায়, সংসার সুখের সংসার হয়, তিনি মঙ্গলময় পরমেশ্বরের প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদ চিরকাল লাভ করিতে পারেন। স্বর্গগত কালীকুমার দত্ত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ন্যায় কেবল পরার্থ তাঁহারা সংসারধর্ম্ম পালন করিবেন এরূপ পরামর্শ আমরা তাঁহাদিগকে দিতে পারি না, তাঁহাদের নিকটে কখন এ প্রকার আশা ও করি না। তবে উল্লিখিত ব্রাহ্মিকাটীর ন্যায় কোন গৃহিণী না হন ইহা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। তাহা হইলে পরিবার একেবারে দুঃখের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, সংসার নরকতুল্য হইবে। দেবপ্রকৃতি লোকেরা পরের জন্য জীবন ধারণ করেন, পশুপ্রকৃতি নরনারী নিজের জন্য জীবন ধারণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশের অনেক লোক কেবল স্বার্থই বুঝেন, ঈশ্বরপ্রীতি উদ্দেশ্যে পরার্থ ধনব্যয়ে যে মহাপুণ্য ও আত্মপ্রসাদ লাভ হয় তাহা কিছুই বুঝেন না। স্বার্থপর কোন লোক পৃথিবীতে প্রকৃত সুখী, সমুন্নত ও গৌরবান্বিত হয় না।

ফাতেমা দেবী।

ফাতেমা দেবী আরব্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরত মোহম্মদের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভধারিণী খদিজা দেবী তাঁহার শৈশবকালেই পরলোক প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে তিনি বিশেষ স্নেহদৃষ্টি রাখিবার জন্য কুমারী ফাতেমাকে হজরতের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ফাতেমা রূপে গুণে অদ্বিতীয়া ছিলেন। খদিজার গর্ভে মহাপুরুষ মোহম্মদের আরও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফাতেমার প্রতি হজরতের সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল। ফাতেমা দেবী ঐকান্তিক পিতৃভক্তি ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যে নারীকুলের ভূষণস্বরূপা হইয়াছিলেন।

মক্কা নগর হজরত মোহম্মদের জন্মস্থান, ১৩ শত বৎসরের অধিক হইল তিনি সেই নগরে কোরেশবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তথাকার সমুদায় লোকে বিশেষতঃ হজরত মোহম্মদের জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয়গণ বহুদেববাদী ঘোর পৌত্তলিক অতিশয় দুর্নীতিপরায়ণ দুর্দ্দান্ত ছিলেন। হজরত মোহম্মদ ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া জ্বলন্ত উৎসাহসহকারে মক্কানগরে একেশ্বরবাদ ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে তাঁহার বহুদেববাদী জ্ঞাতি কুটুম্বগণ বিশেষতঃ তাঁহার কতিপয় পিতৃব্য তাঁহাকে বিষম

নির্য্যাতন আরম্ভ করে। একদিন কোরেশগণ দলবদ্ধ হইয়া এরূপ প্রতিজ্ঞা করে যে, আজ যখন কাবামন্দিরের দিকে মোহম্মদ আগমন করিবে তখন একান্তই তাহার প্রাণ সংহার করিতে হইবে। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া তাহারা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। এই সংবাদ ফাতেমা দেবী শ্রবণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হন। হজরত মোহম্মদ স্বীয় প্রাণপ্রতিমা কুমারীকে বোরুদ্যমানা শোকার্ত্তা দেখিয়া সস্নেহবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে, তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার কি দুঃখ উপস্থিত?" তাহাতে ফাতেমা বলিলেন, "পিতঃ, আজ সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কোরেশ প্রধান পুরুষেরা শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, অদ্য তোমার শিরশ্ছেদন করিবে, তাহারা তোমার প্রতীক্ষায় কাবামন্দিরের প্রাঙ্গণে বসিয়া আছে, তোমাকে দেখিতে পাইলে আর রক্ষা নাই।" এই বলিয়া কুমারী ক্রন্দন বিলাপ ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া ভগবৎপদাশ্রিত পরম বিশ্বাসী মোহম্মদ তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন, "বৎসে, তুমি স্থির হও, কেঁদ না, আমাকে বধ করে কাহার সাধ্য? পরমেশ্বর আমার সহায়, আমি অভেদ্য বিশ্বাসকবচে আবৃত, প্রার্থনারূপ অস্ত্রবলে বলী। তুমি অজুর (অঙ্গশুদ্ধির) জন্য জল উপস্থিত কর, আমি এক্ষণ উপাসনা করিব।" ইহা বলিয়া তিনি যথাবিধি হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক নমাজে প্রবৃত্ত হইলেন। উপাসনা প্রার্থনায় তিনি আশ্চর্য্য তেজ ও দৈবশক্তি লাভ করিলেন তৎপর একাকী নির্ভীক হৃদয়ে কাবামন্দিরের অভিমুখে চলিয়া গেলেন। তখন, তাঁহার মুখমণ্ডলে এরূপ প্রখর তেজ নয়নযুগলে তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া কোরেশগণ স্তম্ভিত হইয়া জড় পুত্তলিকাবৎ রহিল, তাঁহার উপরে হস্ত উত্তোলন করিবার কাহার সাধ্য হইল না। "তোমরা কিছুই করিতে পারিলে না" বলিয়া হজরত মোহম্মদ কতক গুলি ধূলি ও প্রস্তরকণা তাহাদের অভিমুখে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন। পিতাকে নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগত দেখিয়া ফাতেমার আনন্দের সীমা রহিল না। আর এক দিন হজরত মোহম্মদ প্রকাশ্য স্থানে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া ভূতলে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক স্থিরভাবে প্রণত ছিলেন, এমন সময় এক দুর্বৃত্ত কোরেশ দৌড়িয়া আসিয়া উপহাসচ্ছলে মৃত উষ্ট্রের কতকগুলি আঁত তাঁহার স্কন্ধে স্থাপন করে। ফাতেমা দূর হইতে পিতার এরূপ অবস্থা ও লাঞ্ছনা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িয়া যাইয়া সেই সকল অন্ত্র হজরতের মস্তক ও স্কন্ধ হইতে দূরে নিক্ষেপ করেন।

হজরত মোহম্মদ পূর্ণ ১০ বৎসর কাল মক্কায় একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিরোধী জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক নানাপ্রকার নিপীড়ন সহ্য করিয়া পরে নিরুপায় হইয়া সদলে মদিনা নগরে প্রস্থান করেন। সেখানে প্রবল উৎসাহে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। মদিনাতে স্বীয়

পিতৃব্যপুত্র প্রিয়তম শিষ্য ধর্ম্মবীর আলির সঙ্গে প্রিয়তমা কুমারী ফাতেমাকে তিনি উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ করেন। কোরেশ বংশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ধনবান্ লোক ফাতেমার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইয়াছিলেন, হজরত তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আলিকে ফাতেমার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। আলি নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন, বিবাহের সামান্য ব্যয় নির্ব্বাহ-জন্য তাঁহাকে স্বীয় করবাল ও কবচ বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। হজরতেরও এ কান্ত দারিদ্র্যাবস্থা ছিল, তিনি আলির কবচ ও করবাল বিক্রয়লব্ধ মুদ্রার কিয়-দংশ দ্বারা ফাতেমাকে উদ্বাহযৌতুক দান করিবার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন;—ঊর্ণাপুঞ্জে নির্ম্মিত মেসর দেশীয় শয্যা বিশেষ, একটি চর্ম্মময় গদি, একখানা কম্বল, কতকগুলি মৃন্ময় পাত্র, একটি স্ববনিকা। হজরত মোহম্মদ এই সকল সামগ্রী দর্শন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন, "পরমেশ্বর, যাহাদের মৃন্ময়পাত্র প্রিয়সামগ্রী তাহা-দিগকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর।" উদ্বাহ-ভোজের জন্য আলির প্রদত্ত ১০ মুদ্রার খোর্ম্মাফল, ঘৃত ও পনির ক্রীত হইয়াছিল। ফাতেমা দেবীর বিবাহ নিম্ন লিখিত প্রণা-লীতে সম্পাদিত হয়। হজরত মোহম্মদ মন্দিরে বেদীর উপর আরোহণপূর্ব্বক ঈশ্বরের গুণানুবাদানন্তর বলিলেন, "মোসলমান বন্ধুগণ, আমি স্বর্গীয় দূত যোগে সংবাদ পাইয়াছি যে, প্রভু পরমেশ্বর স্বর্গলোকে দেবমণ্ডলীর মধ্যে স্বীয় দাসী ফাতেমাকে আপন দাস আলির সঙ্গে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে যে, বন্ধুবর্গের সাক্ষাতে এই শুভানুষ্ঠানকে নবীভূত করিয়া তুলি, যথারীতি সাক্ষিগণের সাক্ষ্য গ্রহণ দ্বারা ইহাকে দৃঢ়ীভূত করি।" অবশেষে বলিলেন, "আলি, তুমি দণ্ডায়মান হইয়া উদ্বাহবিধি পালন কর।" আলি তৎক্ষণাৎ সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পরমেশ্বরের গুণানুবাদ ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দান পূর্ব্বক নবপত্নীর কাবিন (স্ত্রীধন) স্বরূপ স্বীয় বর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিলেন, এবং বলিলেন, "এই বিবাহে আমি সম্মতি দান করিতেছি, সভাস্থ বন্ধুগণ এ বিষয়ে আপনারা হজ-রতের সম্মতি জিজ্ঞাসা করুন, এবং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষী থাকুন।" সমাগত সম্ভ্রান্ত লোক সকল হজরতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই রূপেই কি স্বীয় কন্যার উদ্বাহক্রিয়া সম্পা-দন বিহিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন?" মহাপুরুষ মোহম্মদ হাঁ বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন সভার চতুর্দ্দিক হইতে "পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন" এই ধ্বনি উত্থিত হইল। এই রূপে বিবাহ হইয়া গেল।

ভদ্র মোসলমানসমাজে এরূপ প্রথা প্রচলিত যে, বিবাহের পরও কিয়ৎকাল পাত্রী পিত্রালয়ে বাস করেন। বিবাহ হইয়া গেলে কেহ ২।১ মাস অন্তে কেহ ২।৩ বৎসর অন্তে স্বামিগৃহে গমন করিয়া থাকেন। বিবাহের সময় পাত্রী বালিকা থাকিলে যৌবন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে

স্থিতি করেন। কন্যার প্রথম পতিগৃহে গমনের দিন তাঁহার পিত্রালয়ে আনন্দোৎ-সব হয়, সেই উৎসবকে জফাফ বলে। ফাতেমার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদনের এক মাসান্তে তাঁহার জাফাফ হইয়াছিল। জফাফের তৃতীয় দিবস অন্তে হজরত মোহম্মদ জামাতার আলয়ে উপস্থিত হইয়া ফাতেমাকে নির্জ্জনে তাঁহার স্বামীর বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ফাতেমা বলেন, "দেব, তিনি নানা সদ্গুণে ভূষিত, কিন্তু অনেক কোরেশরমণী দুঃখ করিয়া আমাকে বলেন, 'তোমার স্বামী বড় দরিদ্র।' ইহা শুনিয়া মহাপুরুষ মোহম্মদ বলেন, "বৎসে, তোমার পিতা দরিদ্র নহেন, তোমার পতিও দরিদ্র নন। পৃথিবীর ধনসম্পদ্ আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল আমি গ্রহণ করি নাই। আমি স্বর্গীয় ধনসম্পদ গ্রহণ করিয়াছি। আমি যাহা বুঝিতে পারি-য়াছি, যদি তুমি তাহা বুঝিতে পারিতে সমুদায় সংসার তোমার নিকটে তুচ্ছ বোধ হইত। আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য, তোমার স্বামী সাধুতা অনুসারে আমার সহচর বন্ধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানানুসারে তাঁহাদের অগ্রণী, ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যানুসারে তাঁহাদিগের অপেক্ষা সমুন্নত। কল্যাণি, তুমি জানিও মর্ত্ত্যবাসী-দিগের মধ্যে পরমেশ্বর দুই জনকে গ্রহণ করিয়াছেন, এক তোমার পিতা, দ্বিতীয় তোমার পতি। সাবধান! স্বামীর অবাধ্যা হইও না, সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে।" তৎপর হজরত মোহম্মদ জামাতা আলিকে নিকটে ডাকিলেন, তাঁহাকে এরূপ উপদেশ দিলেন, "তুমি ফাতেমার মন রক্ষা করিয়া চলিবে, তাঁহাকে সুখে রাখিতে যত্নবান্ হইবে। ফাতেমা আমার অংশ, ফাতেমাকে সন্তুষ্ট করিলে আমাকে সন্তুষ্ট করিবে। আমি তোমা-দিগকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিলাম।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া যান। আলি বলিয়াছেন, "ফাতেমা আমাকে কখন ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত করেন নাই, যে পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, কখন কোন রূপ অবা-ধ্যতাচরণে প্রবৃত্ত হন নাই, এবং আমিও কোন দিন তাঁহাকে ব্যথিত করি নাই।"

মদিনায় গমনের কিয়ৎকাল পরেই হজরত মোহম্মদের প্রবর্ত্তিত এস্লাম ধর্ম্ম (একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম) জয়যুক্ত হয়, সহস্র সহস্র নরনারী এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, সমগ্র আরব দেশে এস্লাম ধর্ম্মের জয় পাতাকা নিখাত হয়। বিপক্ষ কোরেশগণ বাধা দিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। পরে মক্কানিবাসী সমুদায় বহুদেব-বাদী কোরেশ পরাস্ত হইয়া এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। তখন হজরতের ধন সম্প-দের অভাব ছিল না। ইচ্ছা করিলেই তিনি, সাংসারিক সুখ সচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু পার্থিব সুখ বিলাসভোগে তাঁহার একান্ত অপ্রবৃত্তি ছিল, নিজে দরিদ্র-বেশে থাকিতেন, নীচ ভৃত্যের অনেক কার্য্য তিনি স্বহস্তে করিতেন। তাঁহার সন্তান ও সহচরগণ এইরূপ দীনবেশে জীবন যাপন করিলে তাঁহাদের প্রকৃত মঙ্গল হইবে তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল। একদা ফাতেমা হজরতকে বলিয়াছিলেন, "পিতঃ

গৃহ কার্য্য সমুদায় আমাকে স্বহস্তে করিতে হইতেছে, বাহিরের কর্ম্ম স্বামী করেন। একটী দাসী আমাকে প্রদান করিলে কাজ কর্ম্মে আমার অনেক সাহায্য হয়।" হজরত বলিলেন, "বৎসে, একটী পরিচারিকা তোমাকে অর্পণ করিব? না, পরিচারিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু তোমাকে দান করিব?" ফাতেমা বলিলেন, "তাহা অপেক্ষা উত্তম কি বলুন।" হজরত বলিলেন, "প্রতিদিন ৩৩ বার বল, সবহানাল্লা (পবিত্র ঈশ্বর), ৩৩ বার অল্ হম্দলেল্লাহে (ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা), ৩৩ বার আল্লাহো আক্বর (ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) বলিও।" এই বলিয়া তিনি বহির্গত হইয়া চলিয়া গেলেন।

একদিন পুরুষোত্তম মোহম্মদ ফাতেমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, তিনি রজতকঙ্কণ পরিধান করিয়া গৃহে বসিয়া আছেন। এতদ্দর্শনে প্রিয়তমা কন্যার বিলাসের প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া তিনি বিষণ্ণবদনে দ্বার হইতে ফিরিয়া যান। ফাতেমা জনকের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ হস্ত হইতে কঙ্কণ উন্মোচন করিয়া রাখিয়া দেন। একদা হজরত মোহম্মদ কন্যার গৃহে উপস্থিত হইলে ফাতেমা দেবী তাঁহাকে আপনাদের অনশনক্লেশ জ্ঞাপন করেন, এবং বলেন, "পিতঃ, ৩ দিন যাবৎ অন্ন যুটিতেছে না।" ইহা শুনিয়া হজরত বস্ত্রাভ্যন্তরে স্বীয় উদরের উপরি স্থিত এক খণ্ড প্রস্তর প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "বৎসে, তুমি ৩ দিন যাবৎ ক্ষুধার ক্লেশ ভোগ করিতেছ, তোমার পিতা ৪ দিন যাবৎ অনাহার। উদরে পাথর চাপা দিয়া আছে।"

ফাতেমার গর্ভে ৬টি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত হসন ও হোসেন নামক দুই পুত্র জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। মহসন নামক তাঁহার এক পুত্র অকালে প্রসূত হয়, তাহাতে ফাতেমা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন, সেই রোগেই তিনি পরলোকে যাত্রা করেন। হজরত মোহম্মদের পরলোক গমনের ৫ মাস কি ৬ মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

মহিলাদের নিকটে নিবেদন।

নিম্ন লিখিত পত্র খানিতে আমাদের বিশেষ নিবেদন সঙ্ক্ষেপে অভিব্যক্ত। এই পত্র অনেক ব্রাহ্মবন্ধু ও আত্মীয়া মহিলার নিকটে প্রেরিত হইয়াছে। ভরসা করি তাঁহারা কেহই ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না।

"সসম্ভ্রম নিবেদন—

"বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষা যে প্রণালীতে প্রদত্ত হয়, তাহা স্ত্রীজাতির উপযোগী নহে। এজন্য শ্রীমৎকেশবচন্দ্র সেন নবীন প্রণালীতে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে ভিক্টোরিয়া কলেজ ও তাহার অন্তর্গত বালিকাবিদ্যালয় অনেক দিন প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মধ্যে কতক দিন স্থগিত ছিল। সম্প্রতি আবার প্রায় তিন বৎসর ঐ

বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে। বালিকা বিদ্যালয় বিভাগে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য সত্ত্বেও অর্থের অসচ্ছলতা জন্য কলেজ ও তৎসংস্পৃষ্ট বালিকাবিদ্যালয়ের আশানুরূপ কার্য্য হইতেছে না। কলেজসংস্পৃষ্ট ছাত্রীনিবাসে কতক গুলি ছাত্রীও আছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটী ছাত্রীর শিক্ষাদি সহৃদয় ব্যক্তিগণের দয়াসাপেক্ষ। নারীজাতির যাঁহারা হিতাকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহাদিগের দয়ার উপর অনাটন নিবারণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতএব নিবেদন আপনি দয়া করিয়া কিছু নিয়মিত মাসিক সাহায্য দিয়া ঐ কার্য্যের স্থায়িত্বের পক্ষে আনুকূল্য করিবেন।"

"শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।
শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন।
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
শ্রীব্রজগোপাল নিয়োগী।
সেক্রেটরী।

২০ নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।"

দুইটী মাতৃহীনা নিরাশ্রয়া দুঃখিনী কন্যাকে ছাত্রীনিবাসে আশ্রয় দিয়া তাহাদের প্রতিপালন ও শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হওয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন ছাত্রীনিবাসাশ্রিতা একটী দুঃখিনী বিধবা কন্যার ভরণ পোষণাদির সমগ্র ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পরন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মের এমন ৩টী বালিকা ছাত্রীনিবাসে থাকিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছে যে, তাহাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদির জন্য প্রতিমাসে যে ব্যয় হয় তাহাদিগের অভিভাবকগণ সে ব্যয় সমগ্র পূরণ করিতে পারেন না, একটী বালিকার পিতা ব্যয়ের কিয়দংশ মাত্র প্রদান করেন, অবশিষ্ট সমুদয় ব্যয় ছাত্রীনিবাসের অধ্যক্ষ মহাশয় বহন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দুই জন প্রচারক সপরিবারে ছাত্রীনিবাসে স্থিতি করিয়া ছাত্রীদিগের তত্ত্বাবধান এবং ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। দরিদ্র ব্রাহ্ম বালিকার স্বল্পব্যয়ে ধর্ম্ম ও নীতি এবং বিদ্যাশিক্ষাদির সুবিধা এস্থান অপেক্ষা অন্যত্র নাই। একটী উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী দয়া করিয়া বিনা বেতনে নিয়মিত রূপে শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। অপর দুই জন শিক্ষয়িত্রীকে কিছু কিছু সাহায্য দান করিতে হয়। এক জন শিক্ষককে নিয়মিতরূপে বেতন দেওয়া হইয়া থাকে। দুই জন প্রচারক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করেন। বাড়ীভাড়া এবং ছাত্রীদিগকে প্রতিদিন স্কুলে আনয়ন ও বাড়ীতে প্রেরণে গাড়ী ভাড়ার দরুণ বহু অর্থ ব্যয় হয়। গবর্ণমেণ্টের মাসিক সাহায্য অতি সামান্য, ১২৲ মাত্র। ১৲ করিয়া ছাত্রীবেতন গৃহীত হয়, ছাত্রীবেতনে আয় অধিক হয় না। তাহাতে বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ব্যয় সঙ্কুলন হইয়া উঠে না। কলেজ বিভাগে বক্তৃতার দিন মহিলাদিগের আনয়নে ও প্রেরণে গাড়ী ভাড়া যোগাইতে হয়। সুযোগ্য বক্তা ও উপদেষ্টা মহোদয়গণ দয়া করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ বিষয়ে উপদেশ ও বক্তৃতা দান করিয়া থাকেন। বিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাসের অধ্যক্ষ ও পরিচালকগণ দরবারাশ্রিত

প্রচারক, তাঁহারা নিতান্ত নিঃস্ব ও দরিদ্র, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কেবল গুরুতর কর্ত্তব্য বোধে নারীহিতৈষী বন্ধুগণের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত প্রচারক মহাশয়গণ ঈশ্বরকৃপার উপর নির্ভর করিয়া এই মহাব্রতসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা প্রাণগত যত্ন পরিশ্রমে ছাত্রদিগের সেবা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও তাহার তত্ত্বাবধান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন। নারীজাতির উন্নতির জন্য এই বিদ্যালয়। নারীহিতৈষিণী সদাশয়া মহিলাদিগের নিকটে তাঁহারা অধিকতর সহানুভূতি ও সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করেন। যিনি এই সৎকার্য্যে মাসিক যাহা দিতে পারেন আশা করি তাহা দান করিয়া ও দানাঙ্গীকার জানাইয়া বিদ্যালয়ের সমুন্নতিবিধানে সহায়তা করিবেন। ১৲ বা ॥০ দানও আদরের সহিত গৃহীত হইবে। গৃহিণীগণ দৈনিক সাংসারিক খরচ হইতে কিছু কিছু অর্থ বাঁচাইয়া মাসে মাসে অনায়াসে এই পবিত্র কার্য্যে সাহায্য করিতে সুক্ষম, এবং বিবাহ নামকরণাদি পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য কিছু কিছু অর্থ এককালীন দান করিতে পারেন। শ্রদ্ধেয় কান্তি চন্দ্র মিত্র প্রভৃতির উপরি উক্ত পত্র পাইয়া অনেক বন্ধু ও বন্ধুপত্নী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক সাহায্যদানে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ভরসা করি সকল হৃদয় বন্ধু ও মহিলার নিকটে তাঁহারা সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহিত হইবেন। মহিলাদিগের কল্যাণ ও সমুন্নতিকল্পে এই কার্য্য, মহিলাদিগেরই সহানুভূতি ও সাহায্য বিশেষ প্রার্থনীয়।

মহামারী ও স্ত্রীলোকের ত্রাস।

গত দুই বৎসরের মধ্যে বম্বেপ্রদেশের লক্ষাধিক লোক বিউবনিক মহামারীতে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এই রোগের লক্ষণ এই যে জঙ্ঘার মূলদেশ বা কক্ষতল কিংবা অন্য কোন কোমলাঙ্গ স্ফীত হইয়া উঠে ও তীব্র জ্বর হয়; তাহাতে রোগীর অচিরে মৃত্যু হইয়া থাকে। এই রোগ যাহার হয় সে আর রক্ষা পায় না। গড়ে এক শত রোগীর মধ্যে নব্বই জনের মৃত্যু হয়। এই মহামারীতে পৃথিবীর বহু জনপদ ও নগর জনশূন্য ও উৎসন্ন হইয়াছে, ইহা ভয়ানক সংক্রামক। এই কারণে প্রজারক্ষার জন্য প্রধান ২ চিকিৎসকদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া বিশেষ ২ নিয়ম বিধি স্থাপনে গবর্ণমেণ্টকে সাবধনতা অবলম্বন করিতে হইতেছে। বম্বেবাসীদিগের অনেকে গবর্ণমেণ্টের বিধির বিরুদ্ধে চলাতে বা গবর্ণমেণ্টের কঠোর শাসনে, তথায় অত্যন্ত গোলযোগ বিপ্লব ও অশান্তি ঘটায়াছে। বর্ত্তমান বৈশাখ মাসের ১ম পক্ষে কলিকাতায় সেই মহামারীর সূচনা দেখিয়া নগরবাসিগণ বিশেষতঃ নারীগণ মহাত্রাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। শীঘ্রই গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া নগর হইতে কাহাকে রেলপথে ও জাহাজে পলায়ন করিতে দিবেন না, স্থানে স্থানে আটক ঘর করিয়া ১০ দিন বা ৭ দিন যাত্রিকদিগকে

পরীক্ষার জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন ও পুলিষে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিবে, তাঁহারা অতিশয় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবেন। এইরূপ লোকের মনে আশঙ্কা হওয়াতে এবং পথে ঘাটে নানা লোক সত্য মিথ্যা নানা প্রকার কথা বলিয়া ভয় প্রদর্শন করাতে নগরের স্ত্রীলোকমাত্রই মহাভীত হইয়া পলায়ন করিবার জন্য ব্যাকুল হন। ২ দিনের মধ্যে বোধ করি লক্ষ স্ত্রীলোক কলিকাতা হইতে পলায়ন করেন। ষ্টেশনে এবং গাড়ীতে ও জাহাজে লোকের ভিড়ে তাঁহাদের যে কি লাঞ্ছনা ও ক্লেশ অপমান হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে গাড়ী রিজার্ভ করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারা কিঞ্চিৎ সুবিধা মতে যাইতে পারিয়াছিলেন, অন্যের অসুবিধা ও কষ্টের এক শেষ হইয়াছিল। অনেকে জিনিষ পত্র হারাইয়াছেন ও মাল গাড়ীতে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। অনেক যুবতী অচির প্রসূত সন্তান ক্রোড়ে করিয়া মহা ভিড়ের ভিতরে ঠেলা ধাক্কা খাইয়া প্রাণান্ত ক্লেশে গাড়ীতে উঠিয়াছেন। অনেকের গাড়ীতে প্রসব ও গর্ভপাত হইয়াছে এরূপ শুনা গিয়াছে। আমাদের একজন বন্ধুর আসন্নপ্রসবা পত্নী গয়াতে চলিয়া যাইবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হন, এবং তথায় পাঠাইবার নিমিত্ত ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করিয়া স্বামীকে পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন, তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেই গৃহে তাঁহার সন্তান প্রসব হয়। পূর্ব্ববঙ্গের এক জন জমিদার পত্নী ৩ দিনের সন্তান ক্রোড়ে করিয়া ডাক্তার ধাত্রী ইত্যাদি লোক জন সহ ৩ খানা রিজার্ভ প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে পলায়ন করিয়াছিলেন। পথে বা কোন বিপদ্ হয় এই আশঙ্কায় সহস্র মুদ্রা দানে এক জন বিখ্যাত এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। সহস্র সহস্র নারী ষ্টেশনে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত বালক বালিকা সহ গাড়ী পাইবার প্রতীক্ষায় ষ্টেশনের পথে জড়াজড়ি করিয়া বসিয়াছিলেন। হাবড়া ও সিয়ালদহ ষ্টেশনে ভিড়ের জন্য গাড়ীতে উঠিতে না পারিয়া শত সহস্র স্ত্রীলোক কলিকাতা হইতে ৪।৫ মাইল হাটিয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশন সকলে গিয়াছেন, সেখানেও নিরাশ হইয়াছেন। রেলওয়ে ও ষ্টিমারে স্থান না পাইয়া সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। অনেকে টিকিটের মূল্য অপেক্ষা ৮।১০ গুণ বকৃশিষ বা ঘুষ দিয়া টিকিট করিয়াছেন। শ্রুত হইল একদিন এক শিয়ালদহ ষ্টেশনে ৪০ হাজার টিকিট বিক্রয় হইয়াছে। হাবড়া ষ্টেশনে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক যাত্রিক হইয়াছে। হাবড়া শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ১০।১২ খানা করিয়া অতিরিক্ত ট্রেণ চালিত হইয়াছিল। শ্যামবাজার হইতে হাবড়া ষ্টেশনে পঁহুছাইবার এক খানা ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া ২৫৲, পটল ডাঙ্গা হইতে ৮।১০ টাকা, শিয়ালদহ ষ্টেশনে পহুঁছাইতে ৫।৬ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ষ্টেশন হইতে গাড়ীতে মাল উঠাইতে

এক এক জন মুটে ২৩ টাকা পারিশ্রমিক লইয়াছে। অনেক ভদ্র মহিলা গাড়ী না পাইয়া বালক বালিকা সহ দূরতর ষ্টেশন পর্য্যন্ত হাটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদের কতিপয় আত্মীয় মহিলা গাড়ীর অভাবে দিবাভাগে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে পটলডাঙ্গা পর্য্যন্ত হাটিয়া আসিয়াছেন। মাসিক শত করা ২৫৲ সুদে কেহ কেহ টাকা ধার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, অনেক মহিলার আদরের অলঙ্কার চির কালের জন্য বন্ধক পড়িয়াছে। যে সকল মহিলা শিশু পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বিদেশে নগরে বা পল্লীগ্রামে আত্মীয় বন্ধুদিগের আলয়ে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা নিজেরাও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়াছেন, আত্মীয় বন্ধুর পরিবারকেও বিষম অসুবিধা ও ক্লেশে নিপাতিত করিয়াছেন। কত যে অর্থক্ষতি হইয়াছে তাহার গণনা কে করে? নানা প্রকার অনিয়মে ও পল্লীগ্রামের দূষিত জল বায়ু সেবনে অধিকাংশের যে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে ও অনেকের অকাল মৃত্যু ঘটিবে তাহা বলা বাহুল্য।

গত ১৮ই বৈশাখ শনিবার লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কলিকাতাস্থ মহামারী সম্বন্ধে নিয়ম বিধি প্রচার করিবেন এরূপ নির্দ্ধারিত ছিল, তজ্জন্য ধৈর্য্য ধারণ করিয়া একটি দিন প্রতীক্ষা করিতে কেহ সম্মত হইলেন না। রেলে কাহাকেও আটক করা হইবে না, পুলিষ কাহার প্রতি কোন রূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না ইত্যাদি অনেক সুনিয়ম বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মহোদয় সেই শনিবারেই বিকালে প্রচার করিয়াছেন, অধিকাংশ লোক বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এবং শনিবার নগর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। কোন স্ত্রীলোকের পীড়া হইলে স্ত্রীলোক ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা হইবে এরূপ সুনিয়ম ও হইয়াছে। উক্ত পীড়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব এখনও হয় নাই। মহামারীর বৃদ্ধি না দেখিয়া ও গবর্ণমেণ্টের সুব্যবস্থার সংবাদ পাইয়া অনেক স্ত্রীলোক ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমাদের স্ত্রীলোকেরা আপনাকে বাঁচাইবার জন্য রোদন আর্ত্তনাদ করিয়া পলায়ন করিতেছেন, এদিকে ৪ জন ইয়ুরোপীয় মহিলা এখানে বাঙ্গালি স্ত্রীলোকদিগের পীড়া হইলে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমাদের পল্লীর জন্য নারীডাক্তার এবং শুশ্রূষাকারিণী সিষ্টার কেম্বল নিযুক্ত হইয়াছেন। এরূপ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, কলিকাতায় মহামারী বৃদ্ধি পাইলে রোগীদিগের শুশ্রূষা করিবার জন্য বিলাত হইতে ৫০ জন স্ত্রীলোক আসিবেন।

স্নেহের বালিকা বুন্নু।

মহিলায় জ্ঞানধর্ম্মে প্রবীণা সতী সাধ্বী মহিলাদিগের চরিত্র বা বিশেষ বিশেষ বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়া থাকে, এবার আমরা একটী ৯ বৎসরের বালিকার চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। উক্ত বালিকার নাম মলিন্য, তাহার ডাক নাম বন্নু। পিতা তাহাকে লেখা পড়া শিক্ষার জন্য কলিকাতায় লরেটো ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। বুন্নু গত ১৭ই বৈশাখ পিতা মাতা প্রভৃতিকে শোকসন্তপ্ত করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছে। পাঠিকারা বলিতে পারেন, একটি ৯ বৎসরের বালিকার চরিত্রে এমন কি শিক্ষণীয় বিষয় আছে যে, তাহা মহিলায় বর্ণন করা আবশ্যক হইয়াছে। হাঁ সেই বালিকার অনেক সদ্গুণ ছিল, আমরা স্বয়ং আর কিছু লিখিতে চাহি না। বিগত ২২শে বৈশাখ ফরিদপুর হইতে তাহার শোকসন্তপ্ত জনক তত্রত্য সিবিল সার্জ্জন প্রীতিভাজন শ্রীমান্ প্যারীমোহন গুপ্ত তাহার সদ্গুণাদিবিষয়ে আমাদিগকে ছইয়াও ইহার লিখিয়াছেন, এ স্থলে তা।" যাহা হউক করিয়া দেওয়া গেল;— প্রতীক্ষায় প্রস্তুত

"এত হঠাৎ ভগবান্ আমবার সন্ধ্যাকা কঠিন পরীক্ষায় ফেলিবেন, তাহা পূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এই বিপদে তাঁহার দয়া ও আপনাদের আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আমাদের শান্তির আর কোন পথ নাই। ৯ বৎসর কাল আমাদের সঙ্গে থাকিয়া মা বুন্নু আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিয়া গিয়াছে। দীন দুঃখীর প্রতি দয়া, ছোট ভাই ভগ্নীদের উপর স্নেহ ও মমতা, রোগের অসহ্য কষ্টে ধৈর্য্য, এই সকল বিষয় বুন্নু আমাদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিয়া গিয়াছে। বুন্নু ঘরে থাকিলে কোন ভিখারী আমার বাড়ী হইতে খালী হাতে ফিরে যায় নাই। 'বাবা একটী অন্ধ আসিয়াছে, তাহার জন্য পয়সা দেও।' কত বার যে এই শিশুর মুখে এ কথা শুনিয়া আমার মন অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। পরলোকে যাবার ৩। ৪ দিন পূর্ব্বেও এক দিন রাত্রে ১০৩ ডিগ্রি জ্বর নিয়া তাহার মাকে বলে, "মা, আমি আজ কয় দিন যাবৎ উপাসনা করিয়া শুইতে পারি নাই, আজ উপাসনা করিয়া শুইব।" সমবয়স্কা কোন মেয়ে বাড়ী আসিলে, তাহারা না খাইয়া যাইতে পারে নাই। শ্রীনাথ বাবুর দুইটী মেয়ে ও রাজকুমার বাবুর ছোটমেয়েটী তাহাকে দেখিবার জন্য আসে। তখন তাহার ১০৫ ডিগ্রি জ্বর। টুনুকে (ছোট বোনকে) ডাকিয়া বলে 'তুই ইহাদের সঙ্গে তাহাদের এই সকল গুণের কথা মনে দৌড়িআর সুস্থির থাকিতে পারি না। মা ১লা মে শুক্রবার স্বর্গারোহণ করেন, আমার বুন্নু ও শুক্রবার ২৯ এপ্রিল স্বর্গারোহণ করিয়াছে। এই শুক্রবারই দুই বৎসর পূর্ব্বে ১লা মে ছিল। এই শোক ও কষ্ট বহন করিবার জন্য ভগবান্ আমাদিগকে বল দিন, এই আশীর্ব্বাদ করিবেন। আপনার বউ মা বড় কাতর হইয়াছেন। তাঁহার এই রুগ্ন শরীরে এত কষ্টের ভার সহ্য করা বড় সহজ কথা নয়। তবে তিনি তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া যতদূর পারেন সহ্য করিতে যত্নবতী হইয়াছেন।"

ফরিদপুর হইতে আমাদের পরম বন্ধু ভূতপূর্ব্ব কলেক্টরীর সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত কালীকুমার বসু মহাশয় বুন্নুর রোগশয্যা হইতে অন্তিম অবস্থা ও চিকিৎসাদির বৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন। স্থানাভাবে সেই পত্র উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

চাত্রায় যাত্রা।

গয়া তীর্থের বৃত্তান্ত ক্রমশঃ দুই বারে প্রকাশিত হইয়াছে, এই তীর্থসম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা লিখিবার আছে, তাহা লিখিয়া চাত্রায় যাত্রা করা যাইতেছে।

সম্বৎসরের মধ্যে ভাদ্র, কার্ত্তিক ও চৈত্র মাসে গয়ার বিশেষ মাহাত্ম্য। এই ৩ মাসেই গয়াতে যাত্রিকের মহাভিড় হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারত হইতে মহারাষ্ট্রীয় যাত্রিকগণ সাধারণতঃ নগরে মাসে গয়ায় উপস্থিত হইয়া তথায় আলয়ে কাল অবস্থানপূর্ব্বক পিণ্ডদানাদি করিয়া থাকেন। কার্ত্তিক মাসে ভারতের নানা বিভাগ হইতে যাত্রিকের সমাগম হয়। চৈত্র মাসে মধুগয়া; এই সময় অধিকতর বাঙ্গালি যাত্রিক গয়ায় উপস্থিত হন। সাধারণতঃ গয়াকার্য্য খাবরি, দর্শনী, একোদ্দিষ্ট, এই ত্রিবিধ প্রণালীতে হইয়া থাকে। যে সকল যাত্রিক খাবরি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে অন্যূন ৮ দিন গয়ায় স্থিতি করিয়া নানা স্থানে পিণ্ডদান করিতে হয়, দর্শনী ক্রিয়া ৫ দিন হইতে ৩ দিনের মধ্যে হইতে পারে। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধাদি ৩ দিন বা ১ দিনে সম্পন্ন হয়। খাবরি করিতে পারিলেই অধিক পুণ্য হয়, যাত্রিকদিগের এরূপ বিশ্বাস। যাত্রিকগণ গয়ায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ তুলসী পত্রযোগে গয়ালী ঠাকুরের চরণ পূজা করেন। সর্ব্বশেষে সুফলের জন্য গয়ালী ঠাকুরের চরণে শরণাপন্ন হইতে হয়। তাহাতে তাঁহাকে প্রচুর অর্থদানে প্রসন্ন না করিতে পারিলে সমুদায় ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়। সুফলের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহাদের অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের জন্য বিশেষভাবে প্রেতশিলায় পিণ্ড দান প্রয়োজন। গয়ার অনেক স্থানে বুদ্ধ মূর্ত্তি সকল রক্ষিত হইয়াছে। পাণ্ডারা তাহার কোনটিকে বিষ্ণুমূর্ত্তি, কতকগুলিকে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি, কোনটীকে সাবিত্রীর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া থাকে। গয়ার পশ্চিম দক্ষিণ এদিকে ৪ টী পচা পুকুর আছে, সেই বাঙ্গালিস্ত্রীলোকে যাত্রিকগণ গো দান দের সেবা শুদ্ধ তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, যেমতা পরিত্যাগদান করিলে পরলোকের পথে তপ্তমাদ্বৈতরণী নদী পিতৃপুরুষগণ সহজে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারেন।

এক্ষণ চাত্রায় যাত্রা করা যাউক। চাত্রা হইতে ৭ই পৌষ সোমবার গয়ায় পাল্কী বেহরা আসিয়া পহুঁছিবে, এরূপ স্থির ছিল। সেই দিনেই যাত্রা করিব মনস্থ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম গয়া হইতে চাত্রা ২০।২২ মাইল পথ হইবে, সকালে যাত্রা করিয়া বিকালে সেখানে যাইয়া পহুঁছিব। পরে দুইজন ডেপুটী কালেক্টর বাবুকে গয়া হইতে চাত্রা পর্য্যন্ত কত মাইল পথ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা গয়া ও ছোটনাগপুরের মানচিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, চাত্রা ন্যূনাধিক ৫০ মাইল দূরে, দুইরাত্রি পথে যাপন করিয়া তৃতীয় দিবস তথায় পহুঁছিতে পারা যাইবে।

গয়া ডিষ্ট্রিক্টের সীমায় পঁহুছিতে ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। পথের এরূপ দূরত্বের কথা শুনিয়া আমি ভাবিত ও স্তম্ভিত হইলাম। সকল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, আজই হয়তো পাল্কী বেহারা আসিয়া পহুঁছিবে, যত দূর হউক না কেন এখন চাত্রায় যাইতেই হইবে। এই ভাবিয়া যাত্রায় স্থিরসঙ্কল্প হইলাম। তখন একজন বন্ধু বলিলেন, "দূরত্ব ভাবিয়া আপনি বা চাত্রায় গমনে নিবৃত্ত হন, এই আশঙ্কাতেই আপনার চাত্রাস্থ বন্ধু গয়া হইতে চাত্রা কত মাইল আপনা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও ইহার কোন উত্তর দান করেন নাই।" যাহা হউক যাত্রার জন্য আমি পাল্কীর প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। ৭ই সোমবার সন্ধ্যাকালে চাত্রাস্থ বন্ধুর প্রেরিত পাল্কী বেহারা ও ভৃত্য আসিয়া পহুঁছিল। সেই দিন যাত্রা করার আর সুবিধা বোধ হইল না, পর দিন প্রাতঃকালে রওয়ানা হইব স্থির করিলাম। ৮ই প্রাতঃকালে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় চাত্রা হইতে আগত ভৃত্য বলিল, "৬ জন মাত্র বেহারা আসিতেছিল তন্মধ্যে একজন পীড়িত হইয়া ৩ ক্রোশ দূরে রহিয়াছে। এক জনের মোট বহন করিতে হইবে। ৩ ক্রোশ পথ হইতে সেই বেহারাকে লইয়া আসিতে হইবে, তাহা না হইলে যাওয়া হইতে পারে না।" এই বলিয়া ভৃত্যটি এক জন বেহারাকে সঙ্গে করিয়া রুগ্ন বেহারার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল। তজ্জন্য আমার আর ৮ই মঙ্গলবার প্রত্যুষে চাত্রায় যাত্রা হইল না। বেহারা আসিলে মাধ্যাহ্নিক আহারান্তে যাত্রা করিব, এরূপ স্থির করিলাম। যে সকল বেহারা আসিয়াছিল তাহারা ছোটনাগপুর প্রদেশের আদিমনিবাসী অসভ্য বন্যলোক, ইহারা জাতিতে ভুয়াঁ, প্রকৃত পক্ষে ভূত। বেলা ৯টার সময় উক্ত ভৃত্য পীড়িত বেহারাকে অনুসন্ধানে না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। অগত্যা গয়া হইতে অতিরিক্ত দুই জন হিন্দুস্থানী বেহারা লইয়া বেলা ১১টার সময় ভোজনান্তে যাত্রা করিলাম, কিয়দ্দূর গেলে পর হারাণ বেহারা আসিয়া জুটিল। তাহাকে রুগ্ন বলিয়া বোধ হইল না, সে দৌড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ৮। ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া একটি চটীতে যাইয়া পাল্কী রাখিয়া বেহারাগণ বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পর আমি ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বেহারারা বসিয়া বিলম্ব করিতেছে কেন? ভৃত্য বলিল, "ভুয়াঁরা আজ এখানে থাকিতে চায়। ৩ ক্রোশ অন্তর যে আর এক সরাই আছে তাহাতে নাকি চাউল ডাল পাওয়া যায় না। তথায় আহারের অসুবিধা হইবে।" ইহাতে আমি ভাবিলাম, এই বেহারাদিগকে লইয়া পথে আমাকে অত্যন্ত ভুগিতে হইবে, ইহারা চাত্রায় পহুঁছাইতে অতিশয় বিলম্ব করিবে। ভৃত্যকে আমি বলিলাম, এক্ষণ বেলা ৩টা কি ৩॥টা, এখানে আজ বসিয়া কাটাইবে ইহা হইতে পারিবে না। এখান হইতে চাউল ডাল সঙ্গে লইয়া এক্ষণই যাইতে হইবে। অনেক পীড়াপীড়ি করিলে পর বেহারারা

পাল্কী কাঁধে করিয়া রওয়ানা হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে করওলি নামক চটিতে পহুঁছা গেল। সেখানে চাউল ডাল ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রীর অভাব নাই, বেহারারা কেবল দুষ্টমি করিয়া আসিতে চাহে নাই। তাহারা খিচরি রাধিঁয়া প্রচুর পরিমাণে ভোজন পূর্ব্বক পৌষ মাসের সেই তীব্র শীতে তরুতলে নিদ্রায় নিশা যাপন করিল। গয়াস্থিত বধূমাতারা লুচি পিষ্টক তরকারি মিষ্টান্নাদি যত্নপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া আমার সঙ্গে দিয়াছিলেন, আমি তাহার কিয়দংশে ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়া পাল্কীতেই শয়নপূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিলাম। নিশান্তে যাত্রা করা গেল, বেলা প্রায় ৭টার সময় আমারুতনামক একটি গণ্ডগ্রাম অতিক্রম করিয়া একটি ক্ষুদ্র পল্লীর রাস্তায় পাল্কী রাখিয়া বেহারাগণ অদৃশ্য হইল, ভৃত্যটিও অন্তর্হিত। কেবল গয়া হইতে আগত একটি বেহারা আমার সঙ্গের দ্রব্যজাত আগুলিয়া বসিয়াছিল। আমি ভাবিলাম তাহারা প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনজন্য নদীকূলে চলিয়া গিয়াছে, অনেকক্ষণ তাহাদের কাহাকে আসিতে না দেখিয়া আমি উৎকণ্ঠিত হইলাম, একজন পথিককে বেহারাদিগকে দেখিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "ওয়ে লোক রস পিতেহেঁ"। (তাহারা রস পান করিতেছে) অর্থাৎ তাড়িনামক সুরা পান করিতেছে। ইহা শুনিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে লইয়া আসিবার জন্য গয়ার বেহারাটিকে পাঠাইয়া দিলাম। সেও যাইয়া তাহাদের সঙ্গে রসপানে যোগ দান করিল, ভৃত্যটিও তাড়িসেবনে মত্ত। "কা কস্য পরিবেদনা" কেউ ফিরিয়া আসিতেছে না, আমি একা পাল্কীতে বসিয়া রহিলাম। চুরি যাইবে ভয়ে জিনিষ পত্র ফেলিয়া নিজে বেহারাদের উদ্দেশ্যে যাইতে পারিতেছি না। খোরাকি নাই বলিয়া পূর্ব্বদিন গয়াতে ভুঁয়াঁরা ১৲ আনা হইতে লইয়াছিল, গয়ার বেহারা দুইজনও বোধ করি ॥০ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদ্দ্বারা তাহারা রসপানে মত্ত হইয়াছে। ৯।১০টার মধ্যে হণ্টারগঞ্জের থানায় যাইয়া স্নানোপাসনা রন্ধন ভোজন করিব, এরূপ স্থির করিয়াছিলাম, এখানেই সেই বেলা হইয়া গেল। নিকটে বসিয়া একজন তন্তুবায় মোসলমান বৃদ্ধ বস্ত্র বয়ন করিতেছিল, সেই ব্যক্তি আমাকে সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া দয়া করিয়া এক ব্যক্তিকে বেহারাদের উদ্দেশ্যে দৌড়াইয়া পাঠাইয়া দিল। তাহারও প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে মত্ত অবস্থায় উক্ত মহাপুরুষেরা আসিয়া দর্শন দিলেন। ভৎর্সনা তিরস্কার করিলে বিপরীত ফল হইবে ভাবিয়া আমি অধিক আর কিছু বলিলাম না। তাহারা পাল্কী সহ হেলিয়া দুলিয়া চলিল। নৈরঞ্জন নদীর কূলে কূলে চলিয়া বেলা প্রায় ১ টার সময় হাণ্টার গঞ্জের থানায় পহুঁছা গেল। তখন এক বেহারা আমাকে ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "বাবু, ইহাঁ দারু মিল্‌তায়, দারু পিনেকা হুকুম কিজে।" আমি ধমকাইয়া বলিলাম, মদ দিব না, মদের জন্য এক পয়সা পাবে না, মদ খেতে পাবে না। পরে বেহারারা বলিল, আমরা ভাত না খাইয়া সমস্ত দিন চলিতে

পারিব না, ডাল চাউল খরিদ করিবার পয়সা নাই। অগত্যা আমি আর এক টাকা দিয়া বলিলাম, তোমরা খিচরি রাঁধ, আমিও খিচরি রন্ধন করিতেছি। ১ ঘণ্টার মধ্যে আহার করিয়া প্রস্তুত হইয়া রওয়ানা হইতে হইবে, আজ যত রাত্রি হউক চাত্রায় পঁহুছা চাই। এই বলিয়া আমি তাহাদিগকে বাজারে বিদায় করিয়া দিয়া, থানায় এক কনেষ্টাবোলের উননে খিচরি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই থানা চাত্রা উপবিভাগের অন্তর্গত, আমি চাত্রায় যাঁহার নিমন্ত্রণানুসরে যাইতেছি, তখন তিনি এই বিভাগের পুলিষের বড় কর্ত্তা ছিলেন, ৫টী থানা ৮টী আউট পোষ্ট তাঁহার তত্ত্বাবধানাধীন ছিল। সব্ ইন্‌স্পেক্টর থানায় ছিলেন না। রাইটার কনেষ্টাবোল ছিলেন, তিনি আমার পরিচয় পাইয়া যথেষ্ট আদর সমাদর করিলেন। একদিন থানায় স্থিতি করিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি খিচরি অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিলাম। অল্পক্ষণ পরে সঙ্গের ভৃত্য ও গয়ার বেহারা দ্বয়ও আহার করিয়া আসিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। ক্রমে প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইল, ভুয়াঁ মহাশয় দিগের কোন উদ্দেশ নাই। ক্রমে হিন্দুস্থানী দুই বেহারাকে তাহাদিগকে ডাকিতে পাঠাইলাম, পরে ভৃত্যকে পাঠাইলাম, সকলেই তাহাদিগকে আনিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া নিজেই তাহাদের উদ্দেশে দৌড়িলাম। অনেক দূর পথ দৌড়িয়া যাইয়া বাজারের এক প্রান্তে তরুতলে সেই ভূত গুলিকে পাইলাম। কিছু নরম গরম কথা বলিলে পর তাহারা আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিল। রওয়ানা হইয়া নিরঞ্জন নদী পার হওয়া গেল। সে দেশীয় লোকেরা এই নদীকে নীলাজল বলে। এই নদীই উত্তরাভিমুখে বুধগয়ার নিকট দিয়া ক্রমশঃ প্রবাহিত হইয়াছে। বুধগয়ার কিয়দ্দূর উত্তরে অপর একটি ক্ষুদ্র নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া ইহা ফল্গু নাম ধারণ করিয়াছে। ফল্গুর ন্যায় নীলাজলও স্বল্পসলিলা ও সৈকতাকীর্ণা। হণ্টার গঞ্জ হইতে ন্যূনাধিক ৬ মাইল অন্তর জাড়িনামক আউট পোষ্টে সূর্য্যাস্ত গমনের সময় পহুঁছা গেল। জড়িতে রাত্রি যাপন করা যায়। জড়ি হইতে চাত্রা ১০ মাইল দূরে। প্রত্যূষে যাত্রা করা গেল। এখানেও ২ জন বেহারা হারাইয়া ব্যতিব্যস্ত হওয়া গিয়াছিল। এ স্থান হইতে চাত্রা পর্য্যন্ত অধিকাংশ পথ দুর্গম। নীলাজলের শাখা বিশেষ ২৩টী নদী পার হইতে হইল। প্রস্তরাকীর্ণ ক্রমনিম্ন বন্ধুর পথে অরণ্যময় পর্ব্বতের উপর অনেক বার অরোহণ ও তথা হইতে অবরোহণ করিতে হইয়াছিল। এস্থান অতি ভয়ঙ্কর। চাত্রার বৃত্তান্তের সঙ্গে অত্রত্য গিরিসঙ্কটের বৃত্তান্ত পরে বিবৃত হইতে পারে। এবার মহিলা নিজ কলেবরে স্থান দিতে পারিলেন না বলিয়া জড়ি হইতে চাত্রা পর্য্যন্ত পথের অনেক বৃত্তান্ত বিবৃত হইতে পারিল না। সেই দিন বেলা ১১টার সময় চাত্রায়

পহুঁছা গেল। আমি গৃহদ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র অন্তঃপুরে শঙ্খধ্বনি হইল। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি আমার জন্য সজ্জিত উচ্চাসন ও সম্মুখ ভাগে পুষ্পাধারে পুষ্পস্তবক স্থাপিত, যেন বর আসিয়া উপস্থিত, বরের অভ্যর্থনা হইতেছে। আমার লজ্জা হইতে লাগিল, আমি আর উক্ত উচ্চাসনে বসিলাম না। গৃহকর্ত্রীর উল্লাস ও উৎসাহের সীমা ছিল না। কিয়ৎক্ষণ আমার প্রতীক্ষা না করিয়া গৃহস্বামী ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অনুযোগভাজন হইলেন।

কুসুমহার।

নারীমাত্রেই সৌন্দর্য্যপ্রিয়া। মানুষের সৌন্দর্য্য ত্রিবিধ, আত্মিক সৌন্দর্য্য, মানসিক সৌন্দর্য্য, দৈহিক সৌন্দর্য্য! ভগবদ্ভক্তি, বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতাদিতে আত্মিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, সরলতা অমায়িকতা সৌজন্যাদিতে মানসিক সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি, নেত্র নাসিকা ও আননাদি অঙ্গের গঠনসৌষ্ঠব ও তপ্তকাঞ্চনকান্তি এবং মণিমুক্তাখচিতস্বর্ণাভরণাদিতে দৈহিক সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। পাঠিকা, তুমি কোন্ সৌন্দর্য্যের প্রার্থিনী?

কে না স্বীকার করিবে যে' উত্তম শ্রেণীর সতীসাধ্বী পুণ্যবতী নারী আপনার ও আপনার পতি পুত্রাদির আত্মিক সৌন্দর্য্যের অভিলাষিণী হন। মধ্যম শ্রেণীর নারীগণ মানসিক সৌন্দর্য্যকে সর্ব্বস্ব মনে করেন। অধম শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা শরীরসর্ব্বস্বা, তাঁহারা শারীরিক সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া বেড়ান। ভগিনি, ভাবিয়া দেখ তুমি কোন শ্রেণীর অন্তর্গতা।

উত্তম শ্রেণীর নারী উপাসনা সাধনা সৎ প্রসঙ্গ সদনুষ্ঠানাদিতে অনন্ত কালের স্থায়ী সৌন্দর্য্যে আত্মার ভক্তি বিশ্বাস প্রেম পুণ্যাদির সমুন্নতি বিধানে অনুরাগ প্রকাশ করেন, পতি পুত্র কন্যাগণও সেইরূপ সৌন্দর্য্য সম্পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হয়। মধ্যম শ্রেণীর মহিলা অমায়িকতা শিষ্টতা ও লোকানুরাগাদি প্রকাশ করিয়া মানসিক ঐহিক সৌন্দর্য্যের পরিচয় দান পূর্ব্বক মনস্বিনী যশস্বিনী হইতে অভিলাষিনী। অধম শ্রেণীর নারী কেবল কেশ বিন্যাস অঙ্গরাগ বস্ত্রালঙ্কারাদি অনিত্য অসার সামগ্রী লইয়াই নিয়ত ব্যস্ত। তিনি গহনার বাক্স ও বোম্বাই শাড়ীর পুটুলি ভিন্ন জগতে আর কিছুই চাহেন না, উত্তম শ্রেণীর সৌন্দর্য্য হইলে আনুষঙ্গিক মধ্যম শ্রেণীর সৌন্দর্য্য হয়, কিন্তু অধম শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে উত্তম শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের কোন সম্পর্ক নাই। অধম শ্রেণীর সৌন্দর্য্যে অনাসক্তি ও মিতাচারিতা হইলে দূষ্য নহে।

সংবাদ।

ভিক্টোরিয়া নারী বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় দুই মাসের গ্রীষ্মাবকাশ হইয়াছে। মহামারীবৃদ্ধি না পাইলে যথাসময়ে স্কুলের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইবে এরূপ আশা করা যায়।

অনেক মহিলার প্রবন্ধ এবারও স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে না পারিয়া আমরা লজ্জিত আছি। কতকগুলি সময়ের উপযোগী বিষয় প্রকাশ করাতে স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

৩য় ভাগ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫; জুন, ১৮৯৮। [১১ সংখ্যা।

রাজ্ঞী মিরাবাই।

মিরাবাই চিতোরাধিপতি মহাপ্রতাপান্বিত রাণাকুম্ভের মহিষী ছিলেন। তিনি রাজপুতনার অন্তর্গত মেরোতানামক গ্রামে প্রায় ৪০০ বৎসর হইল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা একজন সম্ভ্রান্ত সামন্ত ছিলেন। মিরার রূপ লাবণ্য অলৌকিক, কণ্ঠস্বর সুমধুর এবং প্রাণ হরিপ্রেমে মত্ত ছিল। বাল্যকাল হইতে তিনি হরিপ্রেমে প্রমত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুমধুর স্বরে সঙ্গিনীগণ সহ নিয়ত ভগবদ্গুণগানে রত থাকিতেন। তিনি এমন প্রেমবিগলিত ভাবে মধুর স্বরে হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতেন যে, তৎশ্রবণে শ্রোতৃবর্গ মোহিত হইয়া পড়িত। মিরার ভক্তিবিগলিত ভাব দর্শন ও সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিবার জন্য দেশ দেশান্তর হইতে উর্দ্ধশ্বাসে নরনারী মিরার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইত। সেখানে প্রতিদিন উৎসব, প্রাতঃসন্ধ্যা মহাজনতা ছিল। ক্রমে মিরাবাইয়ের অনুপম রূপ লাবণ্য ও ভক্তিরসসিক্ত অমৃতস্রাবী ভগবৎসঙ্গীতের কথা চিতোরের যুবরাজ রাণাকুম্ভের কর্ণগোচর হয়। তখন মিরাবাইয়ের যৌবনের ঊষাকাল। রাণাকুম্ভ মিরাকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তিনি ছদ্মবেশে মেরোতা গ্রামে আসিয়া মিরার পিত্রালয়ে আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক মিরাকে দর্শন ও তাঁহার প্রেমার্দ্রহৃদয়ের সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ করেন। মিরার স্বর্গীয় কান্তি ও অনুপম সঙ্গীত মাধুর্য্যে রাণাকুম্ভ একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তিনি ভাবিলেন মিরা মানবী নয় দেবী, স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণা। তিন দিন সামন্তের আলয়ে অবস্থিতি করিয়া রাণাকুম্ভ মিরার সঙ্গে কথোপকথন ও প্রণয় সম্ভাষণাদি করেন। পরে মিরার পিতার নিকটে আত্মপরিচয় দান করিয়া বলেন,

"চিতোরের রাজসিংহাসন আমি আপনার কন্যা দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে চাহি, বোধ করি ইহাতে আপনার আপত্তি হইবে না।" মিরা বাইয়ের পিতা রঠ্ঠোর সামন্ত, মহা সম্মানিত চিতোরাধিপতি ছদ্মবেশে তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি যথোপযুক্তরূপে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে পারেন নাই ভাবিয়া একান্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং আনন্দ সহকারে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন। অচিরে শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। মিরা চিতোরের রাজপ্রাসাদ আলোকিত করেন। যুবরাজ রাণাকুম্ভ অনতি বিলম্বে সমগ্র চিতোর রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া মহারাণা উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজমহিষী মিরা রাজপ্রাসাদে অতুল ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের মধ্যে থাকিয়া কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছিলেন না। মেরোতা গ্রামে পিত্রালয়ে তিনি প্রকাশ্যে স্বাধীন ভাবে হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া ও আপামর সাধারণ সকল লোককে হরিনামামৃত পান করাইয়া পরম তৃপ্তি ও আনন্দ সম্ভোগ করিতেছিলেন, চিতোরের রাজমহিষী হওয়া অবধি সেই সুযোগ আর নাই। রাজপুরীর ভোগ বিলাস সুখ সম্পদ্ বিষদিগ্ধ কণ্টকের ন্যায় তাঁহার অন্তরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। হরিনামশূন্য পুরী তিনি শ্মশানের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন। ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তন না করিতে পারিয়া তাঁহার প্রাণ একান্ত অস্থির ও আকুল হইয়া পড়িল। তিনি অনুনয় বিনয়ে মহারাণার সম্মতি গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরের সংলগ্ন বহির্দ্দেশে এক হরিমন্দির স্থাপন করিয়া অনুক্ষণ সেখানে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পরে সাধারণ লোক সেই কীর্ত্তনে যোগ দান করিবার অধিকার পাইল। তদবধি রাজ্ঞীর দিন দিন ভাবের গভীরতা ও প্রেমের মত্ততা বাড়িতে লাগিল; তিনি দিবানিশি হরিপ্রেমসুধারসে প্রমত্তা ছিলেন, রাজ্যসুখৈশ্বর্য্যসম্ভোগে তাঁহার স্পৃহামাত্র ছিল না। মহারাণার নিকটেও তিনি অধিকক্ষণ স্থিতি করিতেন না। ইহা দেখিয়া মহারাজ ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠেন, তিনি রাজ্ঞীর কীর্ত্তনাদিতে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আর্য্যা মিরাকে নানা প্রকার সুখভোগে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার মনের পরিবর্ত্তনসাধনে প্রথমতঃ চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যে হৃদয় স্বর্গীয় সুধা পান করিয়াছে, সে কি আর সংসারের বিষ পান করিতে পারে? পরে রাণাকুম্ভ রাজ্ঞীকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "আমি শৈব, শিবের উপাসক, তোমাকে হরিভক্তি ও হরিকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া মহাদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। হরির প্রতি আমার ভক্তি বিশ্বাস নাই, হরিনামে আমার বিতৃষ্ণা, তুমি আমার আজ্ঞানুসারে না চলিলে আমি দারান্তর গ্রহণ করিব, পরে তোমাকে বিষম নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে।" মিরার হরিপ্রেমে মত্ত মন এই সকল বিভীষিকায় ভীত হইল না। তিনি বিনীত ভাবে করপুটে স্বামীর নিকটে নিবেদন করিতে লাগিলেন, "আমাকে হরিনাম ভিক্ষা দিতে হইবে, আমি হরিনাম

ছাড়িতে পারিব না।" তাঁহার এই কাকুতি মিনতিতে রাণাকুম্ভের পাষাণ হৃদয় কিছুতেই বিগলিত হইল না। তিনি রাজ্ঞীকে অনেক দুর্ব্বাক্য বলিলেন, এবং তাঁহাকে নানা প্রকার ক্লেশদানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে মহারাণা বিবাহের জন্য আর এক জন সামন্তের কন্যাকে হরণ করিয়া অন্তঃপুরে আনিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বিশেষ বিঘ্ন হওয়াতে তাঁহার পানিগ্রহণ করিতে পারেন নাই। ক্রমে রাজ্ঞী মিরা বাইয়ের প্রতি দিন দিন কঠিন শাসন হইতে লাগিল, তাঁহার অপমান লাঞ্ছনার এক শেষ হইল। পরিশেষে তিনি অন্তঃপুর হইতে তাড়িত হইলেন। রাজরাণী পথের ভিখারিণী হইলেন, তিনি দীন কাঙ্গালিনীর বেশে নয়নজলে অভিষিক্ত হইয়া প্রেমার্দ্র হৃদয়ে হরিগুণকীর্ত্তন করিতে করিতে বৃন্দবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যে ব্যক্তি তাঁহার রূপ দেখিয়াছে, এবং তাঁহার মুখে সুমধুর হরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির ভাবে রহিয়াছে। তিনি নানা স্থানে নানা কষ্ট বিপদ ভোগ করিয়া বহুদিন পরে বৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হন। সেখানে প্রেমে মত্ত হইয়া নাম গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকেন। প্রতিদিন শত সহস্র লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত ও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার মুখে ভগবদ্‌গুণগান শ্রবণ করিত। তিনি সঙ্গীতযোগে স্বয়ং নাম সুধা পান করিয়া ও অন্যকে পান করাইয়া কৃতার্থ হইতেছিলেন।

দেবী মিরাবাই জগৎপূজ্যা হইয়াছিলেন। মিরার পদাবলী সকল ভক্তিপথাশ্রিত বৈষ্ণবদিগের নিকটে অতিশয় আদরের সামগ্রী। মোগল সম্রাট আকবরের সময় মিরা জীবিত ছিলেন। সম্রাট ও যাইয়া মিরাকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনধামে সময়ে সময়ে মিরা রূপ গোস্বামীর আশ্রমে যাইয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন।

বহুকাল পরে রাণাকুম্ভের চৈতন্যোদয় হয়, তিনি স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর প্রতি যেরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন তজ্জন্য অতিশয় অনুতপ্ত হন। তখন বুঝিতে পারিলেন, মিরা ক্ষুদ্র চিতোর রাজ্যের অধীশ্বরী নহেন, বহু বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বরী। চিতোরের রাজসম্মান তাঁহার নিকটে তুচ্ছ। মিরা স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, শত সহস্র চিতোরের রাজমহিষীর ভাগ্যে সেই সুখ সৌভাগ্য ঘটে না। অতঃপর রাণাকুম্ভ ভিক্ষুক বৈষ্ণবের বেশে বৃন্দাবনে যাইয়া মিরার নিকটে উপস্থিত হন। মিরা বৈষ্ণবকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হন। তৎপর ছদ্মবেশী রাণাকুম্ভ আত্মপরিচয় দান করিয়া করজোড়ে মিরার নিকটে স্বীয় অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখন পতি পত্নীর পুনর্ম্মিলনে আনন্দোৎসব হয়। রাজমহিষী মিরা মহারাজের সঙ্গে চিতোর রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার আগমনের পর চিতোরের গৃহে গৃহে হরিসঙ্কীর্ত্তন হইতে থাকে। রাজপুরীতে প্রেম ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হয়,

চিতোর স্বর্গের শোভা ধারণ করে। দেবী মিরা বাইয়ের জীবনকাহিনী বিস্তৃত, আমরা তাহার সারমাত্র পাঠিকাদিগকে উপহার দিলাম।

পুরাঙ্গনাদিগের অঙ্গসজ্জা।

পুরাকালে ভারতের পুরাঙ্গনাগণ বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত মোগল সীমন্তিনীগণ অঙ্গরাগ-বিলেপন, বেশ বিন্যাস ও অলঙ্কারাদি পরিধান দ্বারা যেরূপ অঙ্গসজ্জা করিতেন, তদ্বিবরণ আভরণাদির প্রতিকৃতি সহ আইনআক্‌বরী গ্রন্থে বিবৃত আছে, আমরা তাহার সার এস্থলে সঙ্কলন করিলাম। গত বারে তাম্বূলের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; আহারান্তে তাম্বূলসেবনের পরই যুবতীগণ সচরাচর বেশ বিন্যাস ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকেন। এবার এই বিবরণটি প্রকটন করা অসঙ্গত নয়। আইন-আক্‌বরীতে ৩০। ৪০ প্রকারের মণি-মুক্তাদি খচিত উৎকৃষ্ট আভরণের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

"যোষিদ্বর্গের অঙ্গসজ্জা ষোড়শ প্রকার। (১) স্নান প্রক্ষালন, (২) তৈলমর্দ্দন, (৩) কেশবিন্যাস, (৪) আভরণ দ্বারা মস্তকের শোভা সম্পাদন, (৫) চন্দন-বিলেপন, (৬) পরিচ্ছদ পরিধান, * (৭) তিলক ধারণ (অনেক স্থলে মুক্তা ইত্যাদির যোগে তিলকের শোভাবর্দ্ধন করা হয়), (৮) কজ্জল ধারণ, (৯) কর্ণাভরণ পরিধান, (১০) মুক্তাখচিত অলঙ্কারে নাসার শোভা-বর্দ্ধন, (১১) গলদেশে আভরণ পরিধান, (১২) মুক্তার হার কণ্ঠে ধারণ, (১৩) কটি-দেশে ক্ষুদ্র ঘুঙ্ঘুরযুক্ত আভরণ বিশেষ পরিধান, (১৪) চরণে অলঙ্কার ধারণ, (১৫) করতল আধক্তিম করা, (১৬) তাম্বুল-সেবন। কিন্তু পদতল অলক্তরঞ্জিত করার কোন উল্লেখ নাই।

অলঙ্কার নানা প্রকার, এ স্থলে কতিপয় অলঙ্কারের উল্লেখ করা যাইতেছে;—(১) সপোসফুল, ইহা গাঁধাফুলের সদৃশ হয়, ইহাদ্বারা মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের শোভা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। (২) মাঙ্গ, ইহা প্রমুক্ত কেশের শোভা বর্দ্ধন করে। (৩) কোটবলদার, এই আভরণ ললাটে স্থাপিত হয়। (৪) সিহরা, ইহা মণিমাণিক্য খচিত পুষ্পসংযুক্ত সপ্তাধিক মৌক্তিক ঝালর, এই আভরণ ললাটের উপরিভাগে বন্ধন করা হয়, তাহা দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ পরিণয়কালে ও প্রসবের সময়ে ইহা ব্যবহৃত হয়। (৫) দোরবচা, ইহা কর্ণের কুণ্ডল। (৬) পিপলপত্তে, ইহাও

* পরিচ্ছদ নানা প্রকার, কতক অঙ্গাচ্ছাদনের আস্তিন অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কতকগুলির আস্তিন কফোণি পর্য্যন্ত। অধিকাংশ অঙ্গাচ্ছাদনের অধোভাগ অনধিক আলম্বিত, এ সকলকে আঙ্গিয়া বলে। নানা আকারের পায়জামা পরিধান হয়, তদুপরি দীর্ঘ বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহা মস্তক পর্য্যন্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক কটীদেশে অঞ্চল বন্ধন করা হয়। ইহা অনেক প্রণালীতে পরিহিত হইয়া থাকে। আঙ্গিয়া জাঙ্গিয়া বা পায়জামা, এবং দীর্ঘ বস্ত্র এই ত্রিবিধ পরিচ্ছদ পরিধান একান্ত প্রয়োজন।

কর্ণভূষণবিশেষ। (৭) বালি, ইহা মুক্তাখচিত মণ্ডলাকৃতি কর্ণাভরণ বিশেষ। (৮) চম্পককলি, ইহা আরক্তিম ক্ষুদ্রতর পুষ্প সদৃশ, এই আভরণ কর্ণলতিকায় পরিহিত হইয়া থাকে। (৯) তাউস-শকলী, এই আভরণ নাসিকার শোভা বর্দ্ধক, প্রশস্ত সুবর্ণপত্রের উপরিভাগে একটি বৃহৎ মুক্তা স্থাপিত হয়, অপর দিকে সুবর্ণ তারে মুক্তা ঝুলান হইয়া থাকে। (১০) ফুলি, ইহার নিম্ন ভাগ পুষ্প সদৃশ, এই অলঙ্কার নাসিকায় সংলগ্ন হয়। (১১) লওঙ্গ, ইহা লবঙ্গাকার, এই অলঙ্কারও নাসিকার শোভাবর্দ্ধনকারী। (১২) নথ, ইহা স্বর্ণময় মণ্ডলাকৃতি, ইহার মধ্যস্থ দুই কি ততোধিক মুক্তাফলের অভ্যন্তরে একটি সমুজ্জ্বল মণি স্থাপিত হয়, নাসিকায় ছিদ্র করিয়া সীমন্তিনীগণ এই অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকেন। (১৩) গলোবন্দ, ইহা পুষ্পাকৃতি পাঁচ বা সাতটি সুবর্ণ পত্র, এ সকল রেশমী সূত্রে সম্বদ্ধ করিয়া গলদেশে বাঁধা হইয়া থাকে। ১৪) হাঁসলী, ইহা মণ্ডলাকার কণ্ঠভূষণ। (১৫) মুক্তার হার, ইহা কণ্ঠভূষণ। (১৬) কঙ্কণ, ইহা হস্তাভরণ। (১৭) গোজরা, ইহা মুক্তাখচিত স্বর্ণময় হস্তাভরণ, মণিবন্ধে ধারণ করা হয়। (১৮) জওয়ি, ইহা করাভরণবিশেষ, পাঁচটি সুবর্ণ তার রেশমী সূত্রে সম্বদ্ধ করিয়া উভয় হস্তে বন্ধন করা হইয়া থাকে। (১৯) চোর, ইহাও করাভরণ, করগ্রন্থির উপরিভাগে পরিহিত হয়। (২০) বাহু, ইহা চোরাভরণ সদৃশ, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব। (২১) চওরিশ, ইহা কিঞ্চিৎ লঘুভার হস্তাভরণ ৭। ৮টি সুবর্ণ চক্র পরস্পর সংলগ্ন। (২২) বাজুবন্দ, বাহুর ভূষণ, ইহা নানাপ্রকার হইয়া থাকে। (২৩) তাড়, বাহুর ভূষণবিশেষ, ইহা শূন্যগর্ভ মণ্ডলাকার হয়। (২৪) অঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক, ইহা নানাপ্রকার হইয়া থাকে। (২৫) ছোদরখণ্টকা, ইহা কটীভূষণ, ক্ষুদ্র২ সুবর্ণ ঘণ্টাসকল স্বর্ণতারে সংযুক্ত করিয়া কটীদেশে সম্বদ্ধ করা হয়। (২৬) কটমেখলা, ইহাও হিরণ্ময় কটীভূষণ। (২৭) জেহর, ইহা স্বর্ণময় মণ্ডলাকৃতি ভূষণ, এই অলঙ্কার গুল্‌ফের উপরিভাগের শোভাবর্দ্ধন করে, ইহা তিন প্রকার হয়। ১ম চোড়া, ২য় ডোগুনি, ৩য় মঙ্গুহরি, এই সকল অলঙ্কারে নানা কারুকার্য্য হইয়া থাকে। (২৮) পায়েন, ইহা পদভূষণ, ইহার অপর নাম খলখাল, পাজেব বা গুজরি। (২৯) ঘুঙ্ঘরো, ইহা ক্ষুদ্রাকৃতি স্বর্ণময় ঘুঙ্গুর, এই ঘুঙ্গুর ৬।৭টী রেশমী সূত্রে বদ্ধ করিয়া জেহর ও খল্‌খালের মধ্যস্থলে ধারণ করা হয়। (৩০) বাঙ্গ, এই আভরণ ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণবিশিষ্ট, ইহা পাদপৃষ্ঠের শোভাবর্দ্ধক। (৩১) বেছরা, ইহা পদাঙ্গুলির ভূষণ, অর্দ্ধাকৃতি ঘুঙ্গুরের ন্যায় হয়। (৩২) অনুট, এই অলঙ্কার পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর শোভাদায়ক।

উল্লিখিত প্রত্যেক অলঙ্কার সাদা বা নানা প্রকার কারুকার্য্যযুক্ত হয়। এ সকল অলঙ্কারনির্ম্মাণে সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে শিল্পিগণ অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বর্ণকারগণ প্রত্যেক তোলায় এক একটি স্বর্ণমুদ্রা পারিশ্রমিক পাইয়াছেন।

সম্রাট্ আক্‌বর নানাপ্রকার নূতন নূতন প্রণালীতে অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়াছেন। সেই সকল অলঙ্কারের ৩০। ৪০ প্রকার সুন্দর সুন্দর ছবি প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ছবি দেখিলে পাঠিকাদের অনেকেরই তদনুরূপ অলঙ্কার পরিধানের সাধ হইতে পারে। সাধ হইলে কি হইবে? মণিমুক্তা-খচিত এক এক খানা অলঙ্কারের মূল্য দুই লক্ষ চারি লক্ষ টাকা। মহিলার এরূপ কয় জন পাঠিকা আছেন যে, তাহার এক খানা প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিতে পারেন? সেই অলঙ্কার পরিধান মনে মনেই থাকুক। অলঙ্কারের ছবি দেওয়া গেল না, ছবি পাঠিকাদের না দেখাই ভাল।

সম্রাট্ আক্‌বরের সমকালীন ভদ্র-পুরুষদিগের অঙ্গসজ্জার বিষয় সঙ্ক্ষেপে উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে। তাঁহাদের অঙ্গসজ্জা ১২ প্রকার। (১) শ্মশ্রুবিন্যাস। (২) দেহ-প্রক্ষালন। (৩) তিলকধারণ। (৪) অঙ্গে সুগন্ধি তৈলমর্দ্দন। (৫) সুবর্ণ কুণ্ডল কর্ণে ধারণ, (৬) পরিচ্ছদ পরিধান। (৭) মকটনামক সুবর্ণ অলঙ্কার বিশেষ উষ্ণীষে ধারণ। (৮) স্কন্ধে করবাল ধারণ। (৯) জমধর ও অপর অস্ত্র কটীদেশে বন্ধন। (১০) অঙ্গুরীয়ক ধারণ। (১১) তাম্বূল-সেবন। (১২) মুজা ও পাদুকা পরিধান।

আয়াশা দেবী।

দেবী আয়াশা আরব্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম আবুবেকর। আবুবেকর মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রচার-বন্ধু ও প্রধান সহচর ছিলেন, উক্ত মহা-পুরুষের পরলোকান্তে তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া একেশ্বরবাদ প্রচার ও এস্‌লাম রাজ্য শাসন করিয়া-ছিলেন। হজরত মোহম্মদের প্রথমা সহধর্ম্মিণী খাদিজা দেবীর মৃত্যুর পর ৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কুমারী আয়াশা হজরতের পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হন। আয়াশা রূপে গুণে অতুলনীয়া ছিলেন। তাঁহার প্রখরবুদ্ধি; অটল ধর্ম্মবিশ্বাস ও অসাধারণ পতিভক্তি ছিল। তিনি নানা সদ্গুণে স্বামীর হৃদয়কে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে কোন সন্তান প্রসূত হয় নাই। মহাপুরুষ মোহম্মদ যখন পরলোকগত হন, তখন আয়াশা দেবীর যৌবন কাল, তিনি স্বামীর স্বর্গগমনের পর দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহার জন্ম মক্কা নগরে হইয়াছিল, জীবন যাপন মদিনা নগরে হয়। আয়াশা হজরতের একান্ত বিশ্বস্তা ও প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন, হজরত মোহম্মদ অনেক বিষয়ে তাঁহার মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া-ছেন। হজরতের সহচরবৃন্দ তাঁহাকে মাতৃতুল্য ভক্তি করিতেন। এক সময়ে কয়েক জন দুষ্টলোক আয়াশা দেবীর চরিত্রে অযথা কলঙ্কারোপ করে। তদ্বিবরণ এ স্থলে বিবৃত হইতেছে। মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবনচরিত পুস্তক হইতে এই অংশটি গৃহীত হইল;—আয়াশা দেবী বলিয়াছেন;—

"মরাল্ ইসার যুদ্ধযাত্রাকালে * * * আমি তাঁহার (হজরতের) সঙ্গিনী হইয়া-ছিলাম। সেই সময় যোষিদ্বর্গের অবরোধ সম্বন্ধীয় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল। আমার জন্য একটি হাওদা নির্ম্মিত হয়, সেই হাওদা উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্থাপন ও আবশ্যকমতে তাহা হইতে অবতারণ করা হইত। উক্ত সংগ্রামনিষ্পত্তি হইলে পর আমরা ফিরিয়া অসিতেছিলাম, নানা গ্রাম ও প্রান্তর অতিক্রম করিয়া মদিনার সন্নিকটে আসিয়া রাত্রি যাপন করি। রজনীর অবসানসময়ে যাত্রার ধ্বনি হইল। তখন প্রাতঃকৃত্য সমধা করিবার জন্য আমি শিবির হইতে কিয়দ্দূর অন্তর চলিয়া গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া আমি বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া দেখি কণ্ঠাভরণ নাই, তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থানে দৌড়িয়া গেলাম, অনেক অনুসন্ধান করিয়া তথায় উক্ত আভরণ প্রাপ্ত হইলাম। যে সময়ে আমি তাহা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তখন আমার হাওদাবাহকগণ মনে করিয়াছিল যে, আমি হাওদার ভিতরেই আছি। আমার বয়স অল্প ছিল, শরীর গুরুভার বিশিষ্ট ছিল না, বিশেষতঃ পথে ক্রমাগত কয়েক দিন অল্পা-হার করাতে দৈহিক ভারের অনেক লাঘব হইয়াছিল। তজ্জন্য বাহকগণ যখন হাওদা উঠাইয়া পশুপৃষ্ঠে স্থাপন করিতেছিল, তখন আমি যে তন্মধ্যে নাই অনুভব করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা হাওদা উঠাইয়া চলিয়া যায়, আমি সে স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি যে, সমুদায় লোক চলিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমি সেখানে স্থিতি করিলাম। ভাবিলাম যে, আমাকে না পাইয়া আমার অনুসন্ধানে অবশ্য এখানে লোক আসিবে। কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলাম, পরে নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলাম, চাদর দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিলাম। সৈন্যশ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগে সফাওয়াননামক ব্যক্তি হজরত কর্ত্তৃক নিযুক্ত ছিল, তাহার প্রতি এই কার্য্যের ভার ছিল যে, কেহ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া থাকিলে তাহাকে সৈন্যশ্রেণীতে লইয়া যাইবে, বা কেহ কোন দ্রব্য হারা-ইলে তাহা কুড়াইয়া আনিয়া তৎস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবে। প্রাতঃকালে সফ্‌ওয়ান তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, সে আমাকে শয়িত দেখিয়া উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিল। আমি তাহার নিনাদে জাগরিত হইলাম। সফ্‌ওয়ান স্বীয় উষ্ট্র বসাইয়া দূরে দণ্ডায়মান হইল, এবং আমাকে বলিল, 'উষ্ট্রোপরি আরোহণ কর।' আমি আরূঢ় হইলাম। সফওয়ান কোন কথা না বলিয়া উষ্ট্রের রজ্জু আকর্ষণ করিয়া চলিল। যখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রখর কিরণ বিকিরণ করিয়া ধরাপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করিয়া-ছিল, তখন শিবিরে উপস্থিত হইলাম। সেই সময় সেনাবৃন্দ গমনে নিবৃত্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল। দৈবাৎ কপট লোকদিগের পটমণ্ডপের নিকট দিয়া আমার গতি হইয়াছিল। তাহারা আমার সম্বন্ধে যে সমস্ত কুৎসিত ভাব আপনাদের হৃদয়ে উদ্ভিত হইল, পরস্পর বলিতে লাগিল। আবুসলুলের পুত্র আবদোল্লা প্রথমতঃ দুর্নাম রটনা করে, হস্‌সার ও

মস্তাহ প্রভৃতি মোসলমানগণও এই কুৎসিত আন্দোলনে তাহার সঙ্গে যোগ দান করিয়াছিল। আমি মদিনায় পঁহুছিয়া পীড়িত হই, লোকসমাজে যে কলঙ্ক রটনা হইয়াছিল আমি তাহার কিছুই জানিতাম না। কিন্তু এই পীড়ার অবস্থায় আমার প্রতি হজরতের ভাবের অনেক ব্যতিক্রম দেখিতে পাইলাম। পীড়িত হইলে পূর্ব্বে যেমন তিনি আমার সংবাদ লইতেন, আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেন, এবার সেরূপ করিলেন না, তাহার কারণ কিছুই জানিতে পারিলাম না। এক দিন রাত্রিতে আমি মস্তাহের মাতার সঙ্গে প্রকোষ্ঠান্তরে যাইতেছিলাম, চাদরে পা জড়িত হওয়াতে সে ভূতলে পড়িয়া যায়, পতিত হইয়া স্বীয় পুত্রকে গালি দিতে থাকে। আমি বলিলাম, তোমার যে পুত্র বদরের যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তুমি তাহাকে গালি দিতেছ কেন? সে বলিল, 'আয়শা, তুমি শ্রবণ কর নাই যে, সে কিরূপ কুকথা বলিয়াছে?' জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বলিয়াছে আমি কিছুই জানি না। তখন মস্তাহের মাতা মস্তাহ কর্ত্তৃক আমার কলঙ্ক রটনার কথা আমাকে জ্ঞাপন করিল। তচ্ছ্রবণে আমার পীড়া বৃদ্ধি হইল, তৎক্ষণাৎ জ্বর হইল, যে জন্য প্রকোষ্ঠান্তরে যাইতেছিলাম তাহা বিস্মৃত হইলাম, নিদারুণ মনঃপীড়ায় বোধ হইতে লাগিল যে, এক প্রকার বিষম শিরঃপীড়া হইয়াছে, সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম, কিয়ৎক্ষণানন্তর চৈতন্য লাভ করিয়া যথা স্থানে ফিরিয়া আসিলাম। হজরত আমার নিকটে আসিলেন, 'আমি তাঁহা হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলাম। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার নামে কেন ভয়ানক কথা রটিল? মাতা বলিলেন, 'বৎসে, দুঃখ করিও না, শান্তভাবে থাক। কোন গৌরবান্বিতা যুবতীর প্রতি তাহার স্বামী একান্ত অনুরক্ত হইলে সেই যুবতীর যদি বহু সপত্নী থাকে তবে সচরাচর তাহার সম্বন্ধে এই প্রকার কথা রটনা হয়।' আমি বলিলাম, সবহান আল্লা, জনসমাজে এ কি ভয়ানক কথা রটিয়াছে, প্রেরিত পুরুষের কর্ণগোচর হইয়াছে, আমার পিতাও শ্রবণ করিয়াছেন। আমি ইহার বিন্দুমাত্র জানি না। ইহা বলিয়াই আমি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। আমার পিতা গৃহাভ্যন্তরে কোরাণ পাঠ করিতেছিলেন। তিনি আমার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জননী বলিলেন, 'যে জনরব হইয়াছে সে এক্ষণ শুনিতে পাইয়াছে।' ইহা শুনিয়া পিতা ক্ষণকাল রোদন করিলেন, পরে আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, 'অধৈর্য্য হইও না, স্থির হও। দেখ পরমেশ্বর এ সম্বন্ধে কিরূপ আদেশ করেন।' সেই দিন রাত্রিতে আমার নিদ্রা হইল না, উভয় নয়ন হইতে অবিরল ধারে অশ্রুবর্ষণ হইল। তৎপর হজরত আমার চরিত্রবিষয়ে আমার দাসী বুরিদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন। সে নিবেদন করে, 'দেব' যে ঈশ্বর আপনাকে সত্যতঃ প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার নামে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, 'একাল পর্য্যন্ত

আমি আয়াশার সঙ্গে আছি, কখন তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ দর্শন করি নাই। আমি তাঁহাকে চিরকাল শুদ্ধচরিত্রা বলিয়া জানি। সুবর্ণবণিক্ আরক্তিম সুবর্ণকে যেমন কলঙ্কবর্জিত বিশুদ্ধ ব্যতীত অন্য কিছু মনে করে না, আমিও আয়াশাদেবীকে বিশুদ্ধ ভিন্ন জানি না। বরং প্রশুদ্ধ কাঞ্চন অপেক্ষা আয়াশাদেবী পবিত্রা। লোকে যাহা বলিতেছে তাহা সত্য হইলে অবশ্য পরমেশ্বর আপনাকে জ্ঞাপন করিতেন।' যুরিদার মুখে এই কথা শ্রবণানন্তর হজরত আপন প্রচারবন্ধু ওমর, ওস্মান ও আলিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা সকলেই আমার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়া আমার শুদ্ধতা সমর্থনপূর্ব্বক দুষ্ট কপটাচার লোক সকল মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়াছে এরূপ দৃঢ়তার সহিত বলেন। হজরত তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া আমার পিত্রালয়ে উপস্থিত হন। আমি গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিলাম।' ইতিমধ্যে তিনি আমার নিকটে আসিয়া সেলাম করেন, এবং আমার সম্মুখে উপবিষ্ট হন। প্রায় এক মাস যাবৎ কলঙ্করটনা হইয়াছিল, তিনি তদবধি আমার নিকটে কখন বসেন নাই। এবার হজরত উপবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরগুণানুবাদানন্তর আমাকে বলিলেন, 'আয়াশা, লোকে তোমার সম্বন্ধে আমাকে এই সকল কথা বলিতেছে, তুমি এই কলঙ্ক হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিলে পরমেশ্বর অচিরেই তোমার শুদ্ধতা প্রকাশ করিবেন। তোমা হইতে অপরাধ হইয়া থাকিলে, ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুতাপ কর, এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, যে ব্যক্তি অনুতাপ ও আপন পাপ স্বীকার করে, পরমেশ্বর তাহার অনুতাপ গ্রাহ্য করেন, তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন।' হজরত এইরূপ উক্তি করিলে আমি অশ্রু বর্ষণ করিয়া পিতৃদেবকে বলিলাম, প্রেরিত পুরুষের কথার উত্তরস্বরূপ তুমি কিছু বল। পিতা বলিলেন, 'আমি জানি না, কি উত্তর করিব।' পরে বলিলেন, 'অজ্ঞানতার অবস্থায় আমরা যখন পুত্তলপূজক ছিলাম, ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে জানিতাম না, তখন কোন ব্যক্তি আমাদের কুলে এরূপ গর্হিত কলঙ্কারোপ করিতে পারে নাই, এক্ষণতো আমাদিগের গৃহ এস্লাম ধর্ম্মের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্, আমাদিগের হৃদয়াগার তত্ত্বজ্ঞান ও একত্ববাদের আলোকে আলোকিত হইয়াছে, তথাপি আমাদিগের সম্বন্ধে লোকে এরূপ বলিতেছে। প্রেরিতপুরুষ, এ বিষয়ে আমি আর কি বলিব?' তৎপর আমি জননীকে বলিলাম, মা, তুমি আমার পক্ষ হইয়া হজরতকে উত্তর দান কর। মাতা বলিলেন, 'আমি অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিতা কি বলিব জানি না।' অবশেষে আমি স্বয়ং উত্তর দানে সমুদ্যত হইয়া বলিলাম, নাথ, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, যে ভয়ানক কথা তুমি শ্রবণ করিয়াছ, এবং তাহা তোমার অন্তরে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে ও তুমি সত্য মনে করিয়াছ, এ অবস্থায় যদি বলি আমি নির্দ্দোষ, আমার নির্দ্দোষিতা ঈশ্বর

জানিতেছেন, তুমি অবশ্য বিশ্বাস করিবে না। বরং যে বিষয় হয় নাই, তাহা হইয়াছে বলিয়া যদি স্বীকার করি, তুমি প্রত্যয় করিবে। ইয়ুসোফের পিতা ইয়কুব যেমন বলিয়াছিলেন, 'ধৈর্য্য ধারণ করিতেছি, দেখি প্রভুর করুণা কি কার্য্য করে।' আমিও তাহাই বলিতেছি। আমার যখন অপরাধ নাই, তখন আমি এরূপ মনে করিতেছি যে, ঈশ্বর আমার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সমর্থন করিবেন। আমি হজরতকে এই প্রকার বলিলাম, কিন্তু মনে করি নাই যে, আমার সম্বন্ধে কোরাণের বচন অবতীর্ণ হইবে, এবং চিরকাল জনসমাজে তাহা পঠিত হইবে। যেহেতু আমি মহিমান্বিত পরমেশ্বরের মহোচ্চপ্রতাপ ও গৌরব জানি, এবং নিজের দীনতা দুর্ব্বলতা ও নিরাশ্রয়তার প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল। পরমেশ্বর আমার সম্বন্ধে কথা কহিবেন, আমি আপনাকে তাহার অনুপযুক্ত মনে করিতাম। এক্ষণও হজরত গাত্রোত্থান করেন নাই, কোন ব্যক্তি গৃহ হইতে চলিয়া যায় নাই, ইতিমধ্যে প্রত্যাদেশের লক্ষণ হজরতের মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইল, তিনি বিহ্বল হইয়া শয়ন করিলেন। হজরত যখন প্রত্যাদিষ্ট হইতেন তখন নিকটে যাহারা উপস্থিত থাকিত তাঁহার শরীরের লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিতে পারিত যে, প্রত্যাদেশ হইতেছে। তদ্রূপ লক্ষণের প্রকাশ দেখিয়া আমার জননী একটি উপাধান তাঁহার মস্তকের নিম্নে স্থাপন করিলেন ও এক খানা চাদর দ্বারা তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর হজরত স্বয়ং আপনার মুখ হইতে চাদর অপসারিত করিলেন। তখন মুক্তাবিন্দুর ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দু সকল তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে নির্গত হইতেছিল। তিনি হাসিয়া প্রথমতঃ এই কথা বলিলেন, 'আয়াশা, পরমেশ্বর তোমাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়াছেন, এবং তোমার শুদ্ধতাবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন।' তখন জননী বলেলেন, 'বৎসে, উঠ, হজরতের সম্মুখে যাও, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান ও তাঁহার গুণানুবাদ কর।' আমি বলিলাম, না মা, এই ব্যাপারে আমি একমাত্র পরমেশ্বরকে দেখিতেছি, তাঁহারই গুণানুবাদ করিব, অন্য কাহারও নয়। যেহেতু তিনি আমার শুদ্ধতাসংস্থাপনের জন্য আয়ত (প্রবচন) পাঠাইয়াছেন। অনন্তর হজরত সেই আয়ত পাঠ করিলেন, যথা—'নিশ্চয় যাহারা তোমার সম্বন্ধে অপবাদ উপস্থিত করিয়াছে, তাহারা তোমাদের একদল, তোমরা তাহা আপনার নিমিত্ত অকল্যাণ মনে করিও না, বরং তোমাদের জন্য তাহা কল্যাণ। (অপবাদ দ্বারা) তাহারা যে পাপ উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, এবং তাহাদিগের যে ব্যক্তি উহাকে জঘন্যতর করিয়াছে তাহার জন্য মহাশাস্তি আছে।' এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বচন কোরাণের 'সুরানুরে' ব্যক্ত হইয়াছে। হজরত এই সকল আয়ত পাঠ করিলে পর পিতৃদেব আবুবেকর উঠিয়া আমার মস্তক চুম্বন করিলেন। হজরত গৃহ হইতে বাহির হইয়া মন্দিরে গেলেন, এবং বন্ধুবর্গকে

আহ্বান করিয়া আনিয়া খোতবা পাঠানন্তর আমার সম্বন্ধীয় নবাবতীর্ণ আয়ত সকল উচ্চারণ করিলেন। তাহাতে সকলের হৃদয়দর্পণ হইতে সংশয়কালিমা নিষ্কাশিত হইল।"

সূচী কার্য্য।

আজ কাল এ দেশে কার্পেট বুনন ও উলের কার্য্যের বড় বাড়াবাড়ি। নিতান্ত পাড়াগাঁয়ে যাও, সেখানেও দেখিবে পূর্ব্বে যে সকল দরিদ্র রমণী অবসর পাইলেই কোন কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্তা হইতেন, সূতা কাটিতেন, কিন্তু এখন তাঁহাদের অনেকে কার্পেট বুনেন। এই কার্পেট বুনা ও মুজা বুনায় গৃহস্থের যে কি বিশেষ লাভ হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বরং দেখি প্রবাসী স্বামীর একটি ফরমাইস বৃদ্ধি মাত্র। পূর্ব্বে তাঁহার আর্শি চিরুণী প্রভৃতি আনিলেই চলিত, এখন সর্ব্বাগ্রে উল কাঁটা ক্যানভিস্ প্রভৃতি ক্রয় করা তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন। উলের কার্য্যে যে সময় অতিবাহিত হয় সেই সময়ে গৃহিণীর এমন অনেক কার্য্য থাকে যাহা করিলে অধিক উপকার হইতে পারে। আমরা এ সকল শিল্পের এককালীন বিরোধী নহি। ভাল শিখিতে পারিলে ভাল, কিন্তু যে গুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাতেই অগ্রে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। সামান্য একটা জামার বোতাম লাগাইতে হইলে আমাদের খলিফার সাহায্য লইতে হয়। সামান্য চেষ্টা করিলে অবসর ক্রমে বালিসের খোল, মশারি, ছেলেদের সামান্য জামা ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি গৃহিণী স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। ইহাতে অনেক পরিমাণে ব্যয়েরও লাঘব হয়।

স্বাধ্বী অঘোরকামিনী*।

বর্ত্তমান সময়ে সাধ্বী অঘোরকামিনীর চরিত্র মহিলাকুলের পক্ষে বিশেষরূপে হিতকর। তিনি আমাদিগের নিকট পরিচিতা ছিলেন, এবং আমাদিগের পরমাত্মীয়া ছিলেন। উত্তরপূর্ব্ব বাঙ্গালার টাকী নামক পল্লীতে কায়স্থকুলে অনুমান ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়, এবং ১৮৯৫ শকে বাঁকিপুর নগরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বাল্যকালে তাঁহার কোনরূপ বিদ্যা শিক্ষা হয় নাই, এবং দশবৎসরমাত্র বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু যে ব্যক্তির হস্তে তাঁহার ভার অর্পিত হয় তিনি অতি সুপাত্র ও সদাশয়। টাকীনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় অঘোর কামিনীকে বিবাহ করিয়া অনতিবিলম্বে তাঁহার জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা কার্য্যে মনযোগী হইয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই অঘোর কামিনীর ধর্ম্মে মতি

* সাধ্বী অঘোরকামিনীর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত মহিলার প্রথম ভাগ ১২ সংখ্যায় একবার আমরা প্রকাশ করিয়াছি। আবার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু সম্প্রতি তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। ইহাতে কয়েকটী নূতন বিষয় আছে, যাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই।

জন্মে। ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা হয়, তখন হইতেই তাঁহার প্রবল ধর্ম্মতৃষ্ণা জন্মে। তিনি ধর্ম্মিষ্ঠ স্বামীর সঙ্গে একব্রতা হইতে যত্নবতী হন, এবং পরদুঃখে সহানুভূতি ও সহায়তা করিবার জন্য আত্মনিগ্রহে নিযুক্ত হন। এই সময়ে বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া একটী প্রকাণ্ড ঝড় হয়, এবং তাহাতে লোকে যারপর নাই ভীত হইয়াছিল। তাহাদের কষ্ট নিবারণ জন্য অঘোর কামিনী অর্থাভাবে আপনার স্বর্ণ তাবিচ অকাতরে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার পরহিতপরায়ণ স্বভাবের ইহাই প্রথম পরিচয়। অঘোরকামিনী নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই স্বামীর কর্ম্মস্থানে বিহার প্রদেশে বাস করেন। মতিহারী ও বাঁকিপুর, বিশেষতঃ বাঁকিপুর তাঁহার কর্ম্মভূমি হয়, যখন যেখানেই বাস করিতেন দয়া ও পরোপকারপ্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। অতি সামান্য বিষয়েও পরসুখে মনযোগিনী হইতেন। যদি কেহ তাঁহাকে কোন প্রকার ফল, মূল, কি মিষ্টান্ন উপহার দিত, তিনি তাহা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাগ করিয়া অনেকের গৃহে পাঠাইতেন, এবং তাহার একাংশমাত্র নিজ পরিবারের জন্য রাখিতেন। বিহার অঞ্চলে নারিকেল বড় দুষ্প্রাপ্য বস্তু। একবার অঘোর কামিনী দুই চারিটী নারিকেল উপহার পাইয়া তদ্দ্বারা একপ্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিলেন, এবং নিকটস্থ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইলেন। ছাত্রেরা প্রবাসে অতি সামান্য আহার করিয়া থাকে, এই নিমন্ত্রণে সুস্বাদু মিষ্টান্ন ভোজনে অতিশয় আহ্লাদিত হইল। এই সামান্য বিষয়ের উল্লেখ এই জন্য করা যে, অঘোর কামিনী অতি শীঘ্রই পরোপকার ব্রতে এতাধিক অনুরাগিণী ও উৎসাহী হইলেন যে, অন্যের সেবা তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। যেরূপ লোক হউক না কেন, উচ্চ পদস্থ হউক আর অতি নীচ জাতীয় হউক, বিপন্ন হইলেই সাধ্বী অঘোর কামিনী তাহাদের সেবায় আত্ম-সমর্পণ করিতেন। এক দিন সমাচার আসিল যে, বাঁকীপুরের কোন উচ্চ কর্ম্ম-চারীর পত্নী প্রসব শয্যায় পীড়িত অবস্থায় পড়িয়া আছেন, তাঁহাকে এবং তাঁহার রুগ্ন শিশুকে সেবা করিবার কোন লোক নাই। অঘোর কামিনী তখনও আহার করেন নাই, কিন্তু শুনিবামাত্র তিনি সেই স্থানে গমন করিলেন, এবং যদিও এই পরিবার তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি এরূপ যত্নের সহিত প্রসূতি ও শিশুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন যে, লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। অনাহারে সমস্ত দিন ইহাঁদের সেবা করিলেন, কিন্তু শিশুটিকে বাঁচাইতে পারিলেন না। তিনি আর এক দিন শুনিলেন, একটী অতি নীচজাতীয় স্ত্রী-লোক প্রসবান্তে অতিশয় রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। দ্রুতগতি সেখানে গিয়া দেখেন প্রসূতি একজন কয়লা বিক্রেতার পত্নী, একটি অতি ক্ষুদ্র অতি অপরিষ্কার কুটীর মধ্যে বাস করে, আবার সে কুটীরের অর্দ্ধাংশ অঙ্গাররাশিতে পরিপূর্ণ, ঘরে ভয়ানক দুর্গন্ধ, শয্যা নাই, বস্ত্র নাই, ঔষধ নাই,

পথ্য নাই। উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি নিজপরিচিত চিকিৎসকের জন্য লোক পাঠাইলেন, নিজগৃহ হইতে শয্যা ও বস্ত্র আনাইলেন, এবং স্বহস্তে ঝাঁটা লইয়া মলিন ঘর পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত হইলেন। দুঃখী গৃহস্থেরা অনেক নিষেধ করিল, তিনি শুনিলেন না, বলিলেন "এই দুই হস্ত কিসের জন্য?" শীঘ্র কুটিরবাসিনীকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন, এবং যত দিন সে সবল না হইল তাহার শুশ্রূষা করিলেন। কোন আগন্তুক অতিথি অঘোরকামিনী দেবীর গৃহে নিরাশ্রয় হইয়া আসিলে ফিরিত না। একবার একদল সারকাস্ অভি-নেতার মধ্যে একজন পীড়িত হইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইল। এপ্রকার লোকের সঙ্গে তাঁহার কখন কোন সংস্রব ছিল না, তথাপি পীড়িত দেখিয়া তাহাকে তখনই গৃহে স্থান দিলেন, এবং যত্নসহকারে আরোগ্য করিয়া বিদায় করিলেন। এই প্রকারে অনেক লোক তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইত, এবং সময়ে সময়ে ঘোর অকৃতজ্ঞতা ও স্বার্থপরতা প্রকাশ করিত, কিন্তু এক দিনের জন্য তিনি পরসেবায় বিরত হয়েন নাই। তাঁহার নিজ পরিবারে বিংশতিটী বালিকা প্রতিপালিত হইত। তাহারা নানা স্থান ও নানা পরিবার হইতে সংগৃহীত। তাহাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সদাচার সমু-দায়ের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। আপনার পাঁচটী সন্তানদের সঙ্গে তাহাদিগকে রক্ষণ ও পালন করি-তেন, এবং আশ্চর্য্য এই যে, নিজের পুত্র কন্যাদের সঙ্গে পালিত সন্তানদের কোন প্রকার প্রভেদ রাখিতেন না। যদি কেহ বলিত, "তোমার অবিবাহিতা কন্যার হাতে কাচের চুড়ী খুলিয়া একজোড়া সোণার বালা পরাইয়া দেও।" তিনি বলিতেন, "তা হলে অপর দশটী কন্যা কি ভাবিবে? পাছে তারা মনে দুঃখ পায়, আমি এরূপ ইতরবিশেষ করিতে পারিব না।" অঘোর কামিনী নিজের পরিধানের জন্য অতি সামান্য এবং রুচিবিরুদ্ধ বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখিয়া অনেক লোক নিন্দা ও বিদ্রূপ ব্যঙ্গ করিত, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি কর্ণপাত করিতেন না। প্রকাশ বাবু উচ্চ দরের ডেপুটী কালেকটর, তাঁহার উচ্চ বেতন, কিন্তু তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ছোবান থান পরেন, মাসের শেষ পর্য্যন্ত বেতনের টাকা কুলায় না, সাধারণের হিতকর কার্য্যে সমুদায় ব্যয় হইয়া যায়। বাঁকিপুরে একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে, তাহার শিক্ষকতা ও তত্ত্বাবধান কার্য্যে অঘোরকামিনী সারা দিন ব্যস্ত থাকিতেন, এবং তাহার ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য তাঁহার মাসিক আয়ের অনেক টাকা তাঁহাকে দণ্ড দিতে হইত। আমরা সকলেই ইহা জানিতাম, কিন্তু তিনি নিজে কখন ইহার উল্লেখ করেন নাই। এই বিদ্যালয়সম্পর্কে একটী অপূর্ব্ব কাহিনী আছে। ইহা স্থাপনের কিছুকাল পরে অঘোর কামিনী ভাবিলেন যে, বিদ্যালয় চালাইতে গেলে নিজের উচ্চ শিক্ষা আবশ্যক। "আমার উচ্চ শিক্ষা নাই, শিক্ষা করিতে হইবে।" তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর, এই বয়সে পঞ্চ

সন্তানের মাতা হইয়া, সম্পন্ন ব্যক্তির ভার্য্যা হইয়াও তিনি কিয়ৎকালের জন্য বাঁকিপুর ত্যাগ করিলেন ও লক্ষ্ণৌ নগরে মিসনরীদিগের স্ত্রীবিদ্যালয়ে মহা উৎসাহে ছাত্রীরূপে ভর্ত্তি হইলেন। সেখানে ৯ মাস কাল পরিশ্রম করিয়া নিজ পরিবারে ফিরিয়া আসিলেন, এবং বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্য নূতন উদ্যমে পুনরারম্ভ করিলেন।

অঘোর কামিনীর এই সমস্ত হিতৈষণার উল্লেখ করিলাম বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, তিনি তাঁহার নিজ পরিবারের প্রতি একদিনও উপেক্ষা কিংবা অযত্ন করিয়াছিলেন, স্বামী ও সন্তানদের জন্য তিনি কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতেন ও তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন, সমস্ত পরিবার সজল নয়নে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া ফুরাইতে পারে না। প্রকাশ বাবুকে সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে হইত। অঘোরকামিনী চিরদিন তাঁহার অনুগামিনী হইতেন ও পথ ভ্রমণের শত অসুবিধা অকাতরে বহন করিতেন। একবার প্রকাশ বাবুর অতি উৎকট পীড়াতে প্রাণসংশয় হয়, সাধ্বী অঘোর কামিনী ছয় মাস পর্য্যন্ত দিন রাত্রি তাঁহার চিকিৎসা পথ্যের জন্য এরূপ অবিশ্রান্ত সেবা করিয়াছিলেন যে, যে তাহা দেখিয়াছে সে কখন ভুলিবে না। অথচ অঘোর কামিনী স্বামীর সঙ্গে সর্ব্ব প্রকার দৈহিক সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীর বাহিক সেবা তিনি জীবনের প্রধান কার্য্য মনে করিতেন না, স্বামীর ধর্ম্মভাগিনী হওয়াই প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিতেন। স্বামীর নিকট সম্পূর্ণ বাধ্যতা তাঁহার প্রধান ব্রত। প্রকাশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে একজন প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার নিষ্ঠা, ভক্তি, সচ্চরিত্রতা সকলেই জানেন, তাঁহার অনেক ধর্ম্মবন্ধু আছেন, কিন্তু তাঁহার পত্নীর ন্যায় ধর্ম্মবন্ধু তিনি অপর কাহাকেও কখন পান নাই। নিত্য উপাসনায়, নিত্য ধর্ম্মপ্রসঙ্গে, ধর্ম্মবিশ্বাসে, ধর্ম্মসাধনে, ধর্ম্মপ্রচারে অঘোর কামিনীর অবিশ্রান্ত উৎসাহ। বাঁকিপুরে কোন সাধু ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অঘোর কামিনীর সুসজ্জিত গৃহমন্দিরে মহাসমারোহ পড়িয়া যাইত, সেবার ও আদরের সীমা থাকিত না। অঘোর কামিনী প্রতিবৎসর অনেকগুলি আত্মীয় বন্ধু সঙ্গে করিয়া রাজগৃহনামক বৌদ্ধতীর্থ পর্য্যটন করিতে যাইতেন। ধর্ম্মসাধন করাই এই পর্য্যটনের একমাত্র লক্ষ্য। দুই তিন দিন সেখানে প্রবল উৎসাহে ধর্ম্মোৎসব করিতেন, গম্য পথে লোকদিগের নিকট প্রকাশ্য উপদেশ ও নগর সংকীর্ত্তন করিতেন। এইরূপে তিনি ধর্ম্মাত্মা স্বামীর সঙ্গে নিগূঢ় ভক্তি, নিষ্ঠা ও উচ্চব্রত পালন করিয়াছেন। ঈশ্বরোপাসনায় অঘোর কামিনীর অসামান্য ভক্তি দেখিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্র অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার ধর্ম্মভাব হইতেই তাঁহার পরসেবার প্রবৃত্তি, ভগবদ্ভক্তি এবং লোকসেবা সমান পরিমাণে তাঁহার চরিত্রকে গঠিত করিয়া ছিল।

অঘোর কামিনীর দৃষ্টান্তে বাঁকীপুরস্থ

মহিলামণ্ডলীতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। আজ রেলগাড়ী ভ্রমণকারিণী স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিশ্রাম গৃহ, কাল স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচারী দুরাচারদিগের শাসন জন্য গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করা, আজ সাংবৎসরিক ধর্ম্মানুষ্ঠান, এরূপ নানাপ্রকার সৎকার্য্যে তাঁহাদের সর্ব্বদা বিপুল উৎসাহ ছিল। কিন্তু বহুদিন হইতে অঘোর কামিনীর শরীর অসুস্থ হইতেছিল; নানা পরিশ্রমে ও নানা কষ্টভার গ্রহণ জন্য তিনি বার বার রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। শেষে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, ভয়ানক জ্বরবিকার হইল। তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই বুঝিলেন যে, এবার আরোগ্যের কোন ভরসা নাই। সকলেই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন; চিরজীবন তিনি লোকের সেবা করিয়াছিলেন, লোকে এ অসময়ে কি তাঁহার গুণ ভুলিতে পারে? তাঁহার স্বামী ও সন্তানগণ অবিশ্রান্ত তাঁহার সেবার জন্য পরিশ্রম করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দেবী অঘোর কামিনী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, ১৫ জুন দিবসে ভগবানের পবিত্র স্তোত্র শুনিতে শুনিতে ও করিতে করিতে ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। আজ আর বাঁকীপুর সে বাঁকীপুর নাই। বালিকা বিদ্যালয় আছে, ব্রহ্মসমাজ আছে, স্ত্রীমণ্ডলী, লোকমণ্ডলী সকলই রহিয়াছে, কিন্তু দেবী অঘোর কামিনীর অভাবে সকলই অঙ্গহীন, তেজোহীন, প্রাণহীন। অঘোর কামিনী সুশিক্ষিত মহিলা ছিলেন না, সুরুচি কি সভ্যতার জন্য বিখ্যাত হয়েন নাই, সকল বিষয়ে সদ্বিবেচনাও করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার পরসেবায় আত্মসমর্পণ, সৎকার্য্যে উৎসাহ, বৈরাগ্য, চিত্তশুদ্ধি, পাতিব্রত্য, ধর্ম্মবিশ্বাস, ও অসাধারণ ভগবদ্ভক্তি, যে শুনিবে, তাহারই অনুকরণীয় হইবে। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়, তাঁহাকে সহধর্ম্মিণীরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তিনি প্রকাশ চন্দ্রকে পতিরূপে পাইয়া ধন্যা হইয়াছিলেন, এবং আমরা তাঁহাদের উভয়কে শ্রদ্ধা প্রীতি করিয়া সুখী হইয়াছি, উপকৃত হইয়াছি, কৃতজ্ঞ হইয়াছি।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

চাত্রা।

আমি চাত্রায় যাইয়া সপ্তাহকাল অবস্থিতি করিয়াছিলাম। তথায় যে ব্রাহ্মবন্ধুর পরিবারের মধ্যে বাস করিয়াছিলাম, সেই পরিবারে অতি সুনিয়ম ও সুব্যবস্থা, ভক্তবিশ্বাসী পরিবারের—আদর্শ ব্রাহ্মপরিবারের কার্য্যপ্রণালীর অনুরূপ সেই পরিবারের প্রাত্যাহিক কার্য্যপ্রণালী। উহা দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে বিশেষ আহ্লাদ হইয়াছে। প্রথমতঃ এই পরিবারের বিবরণ সঙ্ক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

গৃহস্বামী পুলিশের ইনস্পেক্টর, তাঁহার প্রতি গুরুতর কার্য্যভার অর্পিত, তিনি সর্ব্বদা আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যস্ত। তাঁহার সাধুতা ও কার্য্যদক্ষতার জন্য পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাঁহার

প্রতি একান্ত বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান্, তজ্জন্য তিনি তাঁহার হস্তে পুলিশ সম্পর্কীয় অনেক গুরুতর কার্য্য ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি এই কার্য্যনৈপুণ্য ও বিশ্বস্ততার জন্য তাঁহাকে চাত্রা উপবিভাগ হইতে সদরে লইয়া গিয়াছেন। এই গুরুতর কার্য্য বাহুল্য মধ্যেও গৃহস্বামী সপরিবারে প্রতিদিন প্রাতে ২।৩ ঘণ্টা ভক্তি নিষ্ঠার সহিত উপাসনায় যাপন করেন। চাত্রায় অবস্থান কালে দেখিয়াছি তিনি প্রতিদিন নিয়মিত রূপে প্রাতে ৮টার সময়ে স্নানান্তে সপরিবারে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উপাসনার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট, সেখানে প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট আসন ও বেদী এবং ধর্ম্মগ্রন্থাদি রক্ষিত। ধর্ম্ম ও উপাসনা অপেক্ষা এই পরিবারে কোন সাংসারিক কার্য্যের গুরুত্ব স্বীকৃত হয় না। অন্য শত কার্য্যের বাধা উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে ভক্তিবিগলিত ভাবে উপাসনা করেন। উপাসনায় তাঁহাদের বিশেষ অনুরাগ আগ্রহ দেখিয়া আমার আহ্লাদ হইয়াছে। গৃহিণী প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত উপাসনায় যোগদান করেন ও স্বামীর প্রার্থনান্তে প্রত্যহ সুমধুর প্রার্থনা করিয়া থাকেন। গৃহস্বামীর ভ্রাতৃজায়াকেও আদ্যোপান্ত উপাসনায় যোগদান করিতে দেখিয়াছি। আমার তথায় গমনের মাসাধিক কাল পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় প্রচারক ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে স্থিতি করিতেছিলেন, তিনি উপাসনার মাত্রা সেই পরিবারে অনেক অধিক বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন।

গৃহিণী প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কুটন কুটা ও রন্ধনের আয়োজন এবং তত্ত্বাবধানাদি করিয়া স্নানান্তে ঠিক সময়ে উপাসনায় যাইয়া বসিতেন। ইহার প্রাক্কালে উপাসনার ঘর পুষ্পপল্লবাদিতে সাজাইতেন। তিনি উপাসনান্তে স্বামী ও অভ্যাগত দিগকে এবং ৩টী বালকবালিকাকে * ভোজন করাইয়া যা সহ ভোজন করিতেন। বেতনভোগী পাচক ব্রাহ্মণের রন্ধনে তাঁহার মন সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইত না, সুযোগ মতে স্বামী ও অভ্যাগত প্রভৃতির জন্য ২।১টি উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া লইতেন। আহারান্তে গৃহস্বামী স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, গৃহিণী তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ অর্থাৎ তাঁহার আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকটে প্রয়োজনীয় পত্রাদি লেখা হিসাবপত্র রাখা ইত্যাদি কার্য্য করিতেন, এবং সংসারের নানা কর্ম্ম ও জলখাবার লুচি মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইতেন।

রন্ধন কার্য্যে ও ময়রার কার্য্যে তাঁহার নৈপুণ্য আছে বলিয়া এই দুই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ। আমি ভাই নন্দলালসহ বহির্ভাগের এক প্রকোষ্ঠে স্থিতি করিতেছিলাম, অপরাহ্ণে গৃহকর্ত্রী প্রচুর জলখাবার প্রস্তুত করিয়া অন্তঃপুরে যাইবার জন্য আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমি তখন সঙ্কটে পড়িতাম, পুনঃ পুনঃ লোকের পর লোক আসিয়া "আপনাকে মা ডাকিতেছেন" বলিত। বাড়ীর ভিতর গেলেই অনুরোধ রক্ষা না করিয়া

* গৃহ স্বামীর জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র ও কন্যা।

থাকিতে পারা যাইবে না, এই ভাবিয়া যেদিন উদর দেবতার বিরাগ দেখিয়াছি, সেই দিন গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছি। পরে ভৃত্য আসিয়া আর আমাকে খুঁজিয়া পায় নাই। গৃহকর্ত্রী অবশ্য তাহাতে ক্ষুণ্ণা হইয়াছেন। ভাই নন্দলাল উৎসাহ সহকারে গৃহস্বামিনীর অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। বরং সময়ে সময়ে তিনি পিষ্টক পরমান্নাদি প্রস্তুতির ভাব আকার ইঙ্গিতে গৃহকর্ত্রীর মনে জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে এরূপ সেবাতে মহিলাদিগকে বাধা না দেওয়া বরং উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য। এই পরিবারে ভাণ্ডার-রক্ষার সুব্যবস্থা আছে, এখানে কোন দ্রব্য অপচিত হইতে পারে না। গয়া হইতে আমার সঙ্গে ৪।৫টি বৃহৎ বেগুণ ও কিছু মটরসুটি আনীত হইয়াছিল, মনে হয় সপ্তাহ কাল দুইবেলা ভোজনের সময় নানা আকারে উহা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার পরও বোধ হয় কয়েক দিন ছিল। গৃহিণী প্রতিদিন রাত্রিতে শিশিরে রাখিয়া ও যত্নপূর্ব্বক জলসেক করিয়া সে সকল সরস রাখিয়া ছিলেন। তিনি নানা-প্রকার আচার ও অপর খাবার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ভাণ্ডার সাজাইয়া রাখেন। সন্ধ্যার পরই অন্তঃপুরে যাইবার জন্য আমাদের আহ্বান হইত। তখন গৃহিণী যাসহ আমাদের সম্মুখে বসিয়া যোগভক্তি ঈশ্বর দর্শন শ্রবণাদি বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিতেন। কিয়ৎক্ষণ ধর্ম্মালোচনায় যাপন হইলে পর রাত্রি ৯টার সময় তথায়ই ভোজ্যপাত্র স্থাপিত হইত। তিনি সেই স্থানে লৌহচুল্লী স্থাপন করিয়া লুচি ভাজিয়া গরম গরম আমাদিগের ভোজ্য-পাত্রে অর্পণ করিতেন, পাচক উপকরণাদি যোগাইত। এইরূপে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ভোজনে চাত্রায় আমার সপ্তাহকাল সুখে যাপিত হয়।

চাত্রা প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান, এক সময় এস্থানে ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনর বাস করিতেন। চাত্রার অদূরে পুরাকালীন কোন রাজার রাজধানী ছিল। রাজপুরীর কোন কোন চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। এই স্থান স্বাস্থ্যকর, সাগরের জলসীমা হইতে ন্যূনাধিক ২ সহস্র ফিট উচ্চ। চাত্রা বাণিজ্যপ্রধান স্থান, এ স্থানে বিশেষভাবে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা ও খয়ের প্রস্তুত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হয়। এ নগরে অনেকগুলি লাক্ষা প্রস্তুতির কার্য্যালয় আছে। চাত্রার ইতস্ততঃ পর্ব্বত সকল ঘন পলাশ বনে সমাচ্ছন্ন। ব্যবসায়ী লোকেরা পলাশ বৃক্ষের বা কুল বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় লাক্ষাকীটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ স্থাপন করে, উহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া শাখা প্রশাখা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। উক্ত কীট সকলের গাত্র হইতে নির্গত আরক্তিম নির্য্যাসে লাক্ষা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই আরক্তিম নির্য্যাস সকলকে সেই জৌপোকার রাসা বলা যায়। উহা শুষ্ক হইলে শাখা হইতে আহরণ করিয়া উদূখলে কোটা হয়, পরে ধৌত প্রক্ষালন ও পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করা হইয়া থাকে। তাহার পরে রাজবর্ত্মে জলসেকের মিউনিসিপালিটির নলের ন্যায় ক্যানভিসের দীর্ঘ নলের

ভিতরে উক্ত চূর্ণ সকল পূরিয়া নলের ধাতুময় অগ্রভাগ জ্বলন্ত চুল্লীতে স্থাপনপূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগ হইতে এক জন নল ঘুরাইতে থাকে, আর লাক্ষাচূর্ণ সকল ক্রমশঃ উহার মুখদ্বারা নির্গত হইয়া অগ্নির উত্তাপে গলিয়া যায়, অপর এক ব্যক্তি কোদালীর আকার লৌহপাত্র বিশেষে চাপ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরু চাদরের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দেয়। উহাই বিক্রয়ার্থ বিলাতে প্রেরিত হয়। চাত্রার পর্ব্বতশ্রেণীতে খয়ের বৃক্ষেরও অভাব নাই। খয়ের তাম্বূলের মসলা বিশেষ, বঙ্গমহিলা দিগের আদরের সামগ্রী। খয়ের কিরূপে প্রস্তুত হয় বোধ করি অনেকেই অবগত নহেন। বাবলা তরুর সঙ্গে খদির তরুর অনেক সাদৃশ্য আছে। খদির বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ আরক্তিম সারভাগ খণ্ডশঃ কর্ত্তন করিয়া তাহা অগ্নির উত্তাপে জলে সিদ্ধ করিতে হয়, তাহাতে এক প্রকার নির্য্যাস নিঃসৃত হইয়া থাকে। সেই নির্য্যাস জল হইতে পৃথক করিয়া জ্বাল দিলেই খয়ের প্রস্তুত হয়। চাত্রার অদূরেই নিবিড় অরণ্য, তাহাতে ব্যাঘ্র ভল্লুকের অভাব নাই। সময়ে সময়ে ব্যাঘ্র নগরে প্রবেশ করিয়া গো মহিষ ঘোটকাদিকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কিছুকাল হইল একজন ডাকের রণারকে ব্যাঘ্র আক্রমণ করিয়া তাহার স্কন্ধ হইতে চিঠির ব্যাগ কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল, রণার প্রাণে বাঁচিয়াছিল। শার্দ্দূল দন্ত ও নখাঘাতে উক্ত ব্যাগ ও চিঠি পত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

চাত্রার পশ্চিমাংশ অনুচ্চ শৈলশ্রেণীতে আচ্ছন্ন, সেই সকল পর্ব্বত নির্জ্জন ও নিবিড় অরণ্যাকীর্ণ, সেই গিরিসঙ্কুল অতিক্রম করিয়াই আমাকে চাত্রা নগরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। এই গিরিসঙ্কটকে ভুরাঘাট বলে। এই গিরিবর্ত্মে অনেক সময় পথিকগণ দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়। গতবৎসর চাত্রা উপবিভাগে ১৮টী ডাকাতি হইয়াছে, অধিকাংশ ডাকাতি উপরিউক্ত শৈলসঙ্কটে ঘটিয়াছে। আমি অজ্ঞতাবশতঃ এই পথে অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে চলিয়া আসিতে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলাম। তখন বেহারাগণ কিছুতেই সম্মত না হওয়াতে তাহা হয় নাই। পরদিন দিবাভাগে সেই ভীষণ স্থান দেখিয়া মনে মনে ভাবিয়া ছিলাম, রাত্রিতে এই পথে আসিলে না জানি কি সঙ্কটেই পড়িতে হইত।

চাত্রার প্রাকৃতিক প্রধান দৃশ্য মালুদার জলপ্রপাত এবং খাইয়াবানারুর জলপ্রণালী। ভারতবর্ষের নানা পর্ব্বতে বড় বড় জলপ্রপাত অনেক দেখিয়াছি, মালুদার সামান্য জলপ্রপাত দর্শনে আমার তত আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ১২ই পৌষ রাত্রি ৯টার সময় গৃহস্বামী ও ভাই নন্দলাল পরদিন প্রত্যূষে মালুদায় গমন স্থির করিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা তখনই একজন কনেষ্টাবোলকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, রাত্রি ৩টার সময় ১৪জন বেহারা যেন হাজির থাকে। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া দেখি, বেহারাগণ দ্বারে উপস্থিত। একখানা পাল্কি দুই খানা ডুলিতে আমরা ৩জন মালুদা অভিমুখে প্রাতঃকালে যাত্র

করিলাম। উপাসনার আসন, জলখাবার সামগ্রী ইত্যাদি সঙ্গে চলিল। ৪৫ মাইল নৈঋত কোণে সমতল ও অরণ্যাকীর্ণ পার্ব্বত্য বন্ধুর ভূমি, পাল্কী ও ডুলিযোগে পার হইয়া, পরে যষ্টির উপর ভর করিয়া পদব্রজে দুর্গম পথে কায়ক্লেশে অনেক দূর নিম্নে আমাদিগকে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। তৎপর আমরা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া সেই জলপ্রপাতের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ৪০।৫০ ফিট উর্দ্ধ গিরিচূড়া হইতে একটি প্রবল জলস্রোত মহাবেগে ভীমনাদে নিম্নে নিপতিত হইতেছে। সেই স্থানে শৈলের প্রান্তভাগ প্রাকারবৎ সোজাসোজি অর্দ্ধ মণ্ডলাকারে উর্দ্ধে উঠিয়াছে। উক্ত পর্ব্বতের পাদদেশে কুণ্ডবৎ একটি গর্ত্ত আছে, সেই গর্ত্তে জলপ্রপাতের কিয়ৎপরিমাণ জল সঞ্চিত। তাহাতে নামিয়া স্নানাবগাহন করা যাইতে পারে, কিন্তু উহার জল হিমশিলার ন্যায় অত্যন্ত শীতল। সেই স্থানের নিস্তব্ধতা, গাম্ভীর্য্য ও রমণীয়তা বর্ণনাতীত। আমি উক্ত কুণ্ডের সুশীতল জলে স্নান করিয়া শীতে বিকম্পিত হইলাম। সাহসী ভাই নন্দলাল জলপ্রপাতের নিম্নে শিলাপট্টে উপবিষ্ট হইয়া উহার খরস্রোত মস্তকে ধারণ করিলেন। ইন্ধনপুঞ্জ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি উদ্দীপন করা হইয়াছিল। স্নানান্তে প্রজ্বলিত অনলের পার্শ্বে, সিকতাক্ষেত্রে জলপ্রপাত ও কুণ্ড সম্মুখে করিয়া বসিয়া ঈশ্বরোপাসনায় মগ্ন হওয়া গেল। ভাই নন্দলাল ভাবে বিহ্বল হইয়া সুমধুর স্বরে স্থান, অবস্থা ও সময়োচিত গান করিলেন। উপাসনান্তে জলযোগ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করা গেল। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে উক্ত প্রচারক ভাই গৃহকর্ত্রী ও তাঁহার যাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়া উপাসনায় ৩।৪ ঘণ্টা যাপন ও বনভোজন করিয়াছিলেন। এই দুর্গম বন্ধুর পথে মেয়েরা কেমন করিয়া নামিয়াছিলেন, আমি তাহা ভাবিতেছিলাম। উৎসাহে অসম্ভব সম্ভব হয়। এখানকার শৈলশ্রেণীর অধিকাংশ প্রস্তর চিত্রবিচিত্র (Granite), বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। শাল, মৌওয়া, খদির, কিংশুক, বদরী, আমলকী এবং নানা জাতিয় পুষ্পতরু ও পাতা বাহারের বৃক্ষরাজীতে এই গিরিশ্রেণী সমাচ্ছন্ন। আচার প্রস্তুতির জন্য গৃহকর্ত্রীর ফরমাইশ মতে আমলকী তরুর ডাল ভাঙ্গিয়া এক ঝুড়ী আমলকী লওয়া গিয়াছিল, এবং কয়েক প্রকারের পাতাবাহার ও বন্যকুসুম চয়ন করিয়া এবং শ্বেত পীত নীলাদি বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড কতকগুলি কুড়াইয়া সঙ্গে আনয়ন করা হইয়াছিল। আমরা বেলা প্রায় ২টার সময় গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ভোজন করিয়াছিলাম। সময়াভাবে খাইয়াবানারুতে আমার যাওয়া হয় নাই। শুনিয়াছি তথায় গিরিগাত্রনিঃসৃত জলের বেগে প্রস্তর ক্ষয় পাইয়া কালক্রমে ৩০।৩৫ হস্ত গভীর প্রণালী হইয়াছে, এবং তাহার ভিতর দিয়া নানা আকারে জলস্রোত চলিয়াছে। চাত্রা হইতে সেই স্থান ৫।৬ মাইল দূরে, অনেকে তাহা দেখিতে যান। উহা দর্শনযোগ্য রমণীয়। ভাই নন্দলাল চাত্রাস্থ

বন্ধুর পরিবারসহ একবার সেখানে গিয়া প্রায় ৫ ঘণ্টাকাল উপাসনা ও ধ্যানে যাপন করিয়াছিলেন।

চাত্রায় একজন মুন্‌সেফ আছেন, তিনি সব্‌ডিবিজনল আফিসরের ক্ষমতা প্রাপ্ত। বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে এখানে ১০।১৫ জন বাঙ্গালি বাবু স্থিতি করেন। কয়েক জন ভদ্র মোসলমান কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এখানে একদিন উর্দ্দূ বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

১৬ই পৌষ মাধ্যাহ্নিক ভোজনান্তে পাল্কীযোগে আমি হাজারিবাগ অভিমুখে যাত্রা করি। ভাই নন্দলাল ইহার দুই দিন পূর্ব্বে রাঁচি অঞ্চলে ও গৃহস্বামী এক দিন পূর্ব্বে কার্য্যোপলক্ষ্যে স্থানান্তরে চলিয়া-গিয়াছিলেন। যাত্রাকালীন গৃহকর্ত্রী মাঘোৎসবের দান ২০৲ উক্ত উৎসবের ভোজের জন্য এক টিন পূর্ণ ১০ সের উৎকৃষ্ট ঘৃত এবং প্রচারক পরিবারের জন্য কতকগুলি আচার এবং আরও কি কি বস্তু আমার নিকটে উপস্থিত করিলেন। গিরিডি পর্য্যন্ত এক শত মাইলের অধিক পথ আমাকে পাল্কী ও পুস্‌পুস্ নামক মানুষঠেলা গাড়ীতে যাইতে হইবে! আমি এই সকল জিনিষপত্র লইয়া কেমন করিয়া যাই ভাবিতে লাগিলাম। লইয়া না গেলে গৃহকর্ত্রীর মনে বিষম ক্লেশ হইবে ভাবিয়া অগত্যা সম্মত হইলাম। গৃহকর্ত্তার মাসিক আয় ২০০৲ মাত্র। ইহাঁর ও ইহাঁর সহধর্ম্মিণীর হৃদয় অতিশয় প্রশস্ত ও প্রেমার্দ্র। দীন প্রচারক পরিবারের সঙ্গে ইহাঁদের আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতি। প্রচারক পরিবারকে যথাশক্তি অর্থ সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন না। একজন প্রচারক বালককে বিশেষরূপে সাহায্য দান করেন। ভিক্টোরিয়া নারী-বিদ্যালয়ের মাসিক সাহায্যের জন্য শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় প্রভৃতি ৪ জন প্রচারক বহু আত্মীয় মহিলাকে বিশেষ অভাব জ্ঞাপন পূর্ব্বক পত্র লিখিয়া তাঁহাদের অনেকের নিকট হইতে উত্তর পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই, আর উপরি উক্ত গৃহিণী পত্র প্রাপ্তি মাত্র আহ্লাদের সহিত মাসিক ২৲ দানাঙ্গীকার করিয়াছেন। ইহাঁরা প্রচার কার্য্যালয়ের পত্রিকা সকলের মূল্য না চাহিতেই বৎসরের প্রারম্ভে অগ্রিম পাঠাইয়া দেন। ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উড়িষ্যা হইতে ২।৩ বার চাত্রায় গমনাগমন এবং আমার যাতায়াতে এই পরিবারের ১৫০৲ টাকারও অধিক ব্যয় হইয়া থাকিবে। গৃহস্বামী নিজালয়ে স্থিত বৃদ্ধা জননীর সেবার জন্য মাসিক ২৫৲ পাঠাইয়া থাকেন। স্বদেশস্থ ২টী দরিদ্র ভদ্র পরিবারের অন্ন বস্ত্রের ব্যয়, এবং ২।৩টি ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় তাঁহাকে যোগাইতে হয়। তদ্ভিন্ন তাঁহার গোপনীয় দান আর কি কি আছে জানি না। অথচ তাঁহার মাসিক আয় দুই শত টাকা মাত্র। পাঠিকারা ভাবিয়া দেখুন হৃদয় থাকিলে, ঈশ্বরেচ্ছা সম্পাদনে অনুরাগ থাকিলে সামান্য অবস্থায়ও কি না হইতে পারে। বিনয়, বিশ্বাস, ঈশ্বরভক্তি, সাধুভক্তি, পরসেবা, দাতব্য, গৃহকর্ম্মে নৈপুণ্য ইত্যাদি এই ক্ষুদ্র

পরিবারে প্রত্যক্ষ করিয়া মন পুলকিত হয়। গৃহস্বামী ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী তাঁহাদের বিষয় এতদূর ব্যক্ত করাতে দুঃখিত ও সঙ্কুচিত হইতে পারেন, কিন্তু জগতে তাঁহাদিগকে প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত করা আমার লেখার উদ্দেশ্য নহে। অনেক পরিবারের নিজেদের জীবনের প্রতি একটু দৃষ্টিপড়ে এই উদ্দেশ্যে লেখা।

সাগরপারে নববর্ষসমাগম।

(ব্রহ্মদেশপ্রবাসী বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

"দখিনা বায়" বহিয়া বহিয়া চলিয়া যায় যায় হইয়াছে, কিন্তু সে কুহুস্বর তো শুনি নাই। পাঠিকা, তোমাদের প্রাচীরের পার্শ্বে নিমগাছে বসিয়া কোকিল যে কুহুরব করে সেতো আজও গায় নাই। তার সে "পঞ্চম স্বর বুঝি এদেশবাসী বুঝে না বলিয়া সে কুহুরব কখনও শুনিলাম না। সে যাহা হউক, মার্ত্তণ্ডদেব প্রচণ্ড তেজে দুর্দ্দান্ত গ্রীষ্মের দুন্দুভি নাদ ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নিশীথে নীলাকাশ উন্মুক্ত মুখী চন্দ্রমার করজালে স্নিগ্ধদর্শন থাকিলেও ঘনঘটার আর অধিক বিলম্ব নাই। এদিকে একটী ঘটনারাজী পূর্ণ মহা আন্দোলনময় বৎসর চলিয়া যায় দেখিয়া, সন্ধ্যার সময় বসিয়াছি, এবং পাঠিকা, তোমাদিগকে সুদূর ব্রহ্মদেশের নববর্ষের দুইটা কথা বলিতে আসিয়াছি।

তোমাদের নূতন বৎসর আছে, আমরা ব্রহ্মদেশবাসী, আমাদেরও আছে। আমরা এখন ১২৫৯ সাল উত্তীর্ণ হইয়া ১২৬০ সালে পড়িলাম। তোমাদের চেয়ে সাল হিসাবে কয়েক বৎসরের ছোট হইলেও একবিষয়ে আমরা "গরব" করিতে পারি। তোমাদের ভোর না হইতে ৩১ মিনিট আগে সূর্য্য মামা আসিয়া আমাদের ভোর করিয়া দেন; মাদ্রাজের উপর সূর্য্যমামার বড় রাগ, (বোধ হয় অত কালো বলে) তাই পুরো ১ ঘণ্টা ৪ মিনিট পরে ওদের কাছে যান। তা এখন বর্ষসমাগমের কথা বলিতে গিয়া এদেশের দুএকটা পর্ব্বের কথাও বলিয়া ফেলিব দেখিতেছি; কারণ পর্ব্ব লইয়াই বৎসর। হিন্দুর বার মাসের তের পার্ব্বণ, মুসলমানের ইদ, বকরিদ, খ্রীষ্টানের বড়দিন, নবদিন, আর আমাদেরও "পোয়েনে" আছে। যেমন বাঙ্গালায় চৈত্র সংক্রান্তির পর নববর্ষের বৈশাখ মাস, তেমনই ব্রহ্মে "টবাঁউলার" (চৈত্র মাসের) "লাবি" (সংক্রান্ত) উত্তীর্ণ হইলে "তগুলা" (বৈশাখমাস) পড়িল; ঠিক একদিনে দুইটী বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শকাব্দের নববর্ষ পড়ে! কেমন আশ্চর্য্য নয়?

ব্রহ্মদেশবাসী ও বাসিনী এখন সাগর প্রান্ত হইতে চীনসীমা পর্য্যন্ত এক নূতন আমোদ ও উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছেন। সমস্ত স্কুল আফিষ প্রায় দুই সপ্তাহ বন্ধ আছে। হোলিতে যেমন আবিরাদি দিয়া দুরন্ত ছেলেরা পথিক ও পরিচিত লোক দিগকে বিব্রত করিয়া ফেলে, এদেশে তেমনই এখন পরিষ্কার জলে, হে পান্থ, তোমার আপাদমস্তক সিক্ত করিয়া দিবার জন্য ঐ কুটীল নয়না, ব্রহ্মবাসিনী জলপাত্র লইয়া

অগ্রসর হইতেছেন, তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? পুরুষ স্ত্রীলোকের গাত্রে জল দেয়, স্ত্রীজাতি পুরুষকে জল দান করে, ইহাতে তুমি দেশীয় হও, বা বিদেশী হও; স্বধর্ম্মী হও, বা বিধর্ম্মী হও, কিছু বলিতে পারিবে না। যদি পাঠক, তুমি পথে যাইতে যাইতে এইরূপ আচম্বিতে জলসিক্ত হইয়া বিরক্তির সহিত কষায়িত লোচনে ভ্রূকুটি করিয়া জলদাত্রীর প্রতি কেবল মাত্র চাহিয়া ফেল, নিশ্চয় জানিও তোমার ভাগ্য মন্দ; তোমার চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে অগণ্য কিশোরী ও যুবতীগণ তোমাকে আপাদ মস্তক স্নান করাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইবে, তুমি কি বলিবে? "হেন যুদ্ধে কে কবে জিনিয়াছে।" আর পাঠিকারও অবাক হইবার কিছু নাই; হিন্দু-বিবাহ-বাসরে অপরিচিত বরের কাণমলা যেমন ভগিনীগণের পক্ষে লজ্জাকর নয়, বৎসরান্তে এদেশে রমণীদের ঈদৃশ জলকৌতুকও সেইরূপ নিন্দাবহ নহে। এই দুরন্ত গ্রীষ্মে এরূপ জলপাত আমার বিবেচনায় দেশীয় হোলি অপক্ষা unholey নয়। জলাভিষেক, জলসত্র প্রভৃতি হইতেই এ পদ্ধতির উৎপত্তি হইয়াছে মনে হয়। আজও হিন্দুভারতবাসী কলসী উৎসর্গ ও পূর্ব্বপুরুষকে জলদান প্রভৃতি অনুষ্ঠানে নববর্ষে পল্লীগ্রামে এক গম্ভীর দৃশ্য দেখাইয়া থাকে। এখানে উৎসাহী ও রঙ্গাভিলাষী সম্ভ্রান্ত যুবক যুবতীগণ এই সময়ে প্রাতর্ভোজনের পর দল বাঁধিয়া নানা বাদ্যসহকারে সংসাজিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহে গমন পূর্ব্বক নানারূপ কৌতুকাবহ নৃত্যাদি দেখাইয়া ও জল দিয়া অর্থসংগ্রহ করেন। আমাদেরও দুপয়সা খরচ হয়। কেহ কেহ জলের সঙ্গে আতর গোলাপ মিশাইয়া দেন। এইরূপে সংগৃহীত অর্থদ্বারা বৈশাখে দরিদ্রদিগকে ভোজন করান ও ফুঙ্গি (বৌদ্ধ পুরোহিত) দিগকে দান করা হয়। ১লা বৈশাখে প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষ সস্ত্রীক বৌদ্ধমন্দিরে যাইয়া নববর্ষের ফল কামনা করেন; পরস্পরের মনোমালিন্য থাকিলেও এই দিনে ঈদৃশ যুগল প্রার্থনা একান্ত বিধি। সন্ধ্যাসমাগমে প্রায় প্রত্যেক দম্পতীর মন্দিরে যাতায়ত নয়নগোচর হয়। বাঙ্গালায় যেমন চড়ক নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ও নূতন বৎসরের আমোদটা কেবল দোকানদারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, এদেশে সেরূপ না হইয়া বালকবালিকা যুবক যুবতী সকলেরই মধ্যে নানারূপ আমোদ উচ্ছ্বাসে ও কতকটা ধর্ম্মানুষ্ঠানে নববর্ষ বিরাজিত রহিয়াছে। এটির মত দেশমাতান উৎসব ব্রহ্মবাসীর আর একটিও নাই। শরৎ ও হেমন্ত উৎসবের কথা বারান্তরে বলিব মনে করিয়া এই খানে নববর্ষে বিদায় লইলাম।

মহিলার রচনা।

বসন্ত।

শীত ঋতু হল শেষ, নিসর্গের নব বেশ,
শীত অবসানে হইল উদয়;
মনোহর শোভা চারু, নব পত্রে শোভে তরু,
কোকিলকাকলী মোহিছে হৃদয়।

জীব তরু প্রফুল্লিত, চারি দিক আমোদিত,
সুন্দর সুন্দর কুসুম নিচয়;
বিকশিত হয়ে সবে, বন উপবন শোভে
দরশনে সবে প্রফুল্ল হৃদয়।
স্নিগ্ধ মৃদু সুমীরণ, সেবি সবে হৃষ্টমন,
শরীরের তায় সুস্থতাসাধন;
নাতি গ্রীষ্ম নাতি শীত, জীব মন পুলকিত,
প্রকৃতিরূপ সুন্দর দর্শন।
বসন্তের চারু শোভা, অপরূপ মনোলোভা,
বর্ণিতে অক্ষম এ ক্ষুদ্র লেখনী;
বিধাতার নব সৃষ্টি, ভক্তি প্রেমে করি দৃষ্টি,
মম মন মত্ত দিবস রজনী।
ভক্তিমতী ভগ্নীগনে, প্রেম ভক্তি পূর্ণ মনে,
দেখ তাঁর শোভা আরো মনোহর;
এ সবার স্রষ্টা যিনি, যাঁর শোভা বিশ্ব জিনি
যুগে যুগে ব্যাপ্ত ভুবনাভিতর।

বর্ষা।

বর্ষা ঋতু সমাগত, মেঘরাশি ঘনীভূত,
বরষে শীতল বারি অজস্র ধারায়;
তপনতাপিত ধরা বর্ষাজলে হলো ভরা,
নদ নদী মাঠ ঘাট পূর্ণ হলো তায়।
মেঘে ঢাকা রয় রবি, আকাশের রাঙ্গা ছবি,
আর না এখন তাহা হয় দরশন;
ঝম্ ঝম্ রবে বারি, বর্ষে দিবা বিভাবরী,
জলবাসী জীবগণ হরষিত মন।
ডাকে ভেক দলে দলে, পরিপূর্ণ বর্ষাজলে
তান লয়ে গান সবে করিছে নিয়ত;
বরষার নব জলে, রাজ হংস দলে দলে,
সন্তরে, বিচরে সরসীতে অবিরত।
আশাযুক্ত প্রাণে চাষা, না মানি ভীষণ বর্ষা,
দল বেঁধে হল কাঁধে চলে মাঠে তারা;
বর্ষাজল শিরে করি, সুললিত গীত ধরি,
মাঠে ব'সে খাটে চাষা যেন আত্ম হারা।
বর্ষাজল সুশীতল, তাঁর প্রেম অবিরল,
ঘোষণা করিছে সদা শীতল ধারায়;
তাঁহার গুণের কথা, কহে সবে যথা তথা,
পরিপূর্ণ এ পৃথিবী তাঁহার দয়ায়।

সমস্তিপুর শ্রীমতী সুঃ—

কুসুমহার।

বালক বালিকাগণ স্বভাবশতঃ গল্প প্রিয়, জননী চতুরতার সহিত গল্প করিতে পারিলে গল্প চ্ছলে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও নৈতিক তত্ত্ব তাহাদিগকে অনেক শিক্ষা দান করিতে পারেন। "ছেলে ধরার দেশ," "ন্যাংটার দেশ" "চাঁদের ভিতরে বসিয়া বুড়ী সূত কাটে" "মেঘ সকল শালপাতা খাইবার জন্য পাহাড়ে যায়" প্রভৃতি কল্পিত কথার পরিবর্ত্তে ভূগোল ও ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয় অদ্ভুত ব্যাপার সকল বর্ণন করিলে, সান্ত্বনার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের কত জ্ঞান শিক্ষা হয় তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

রামায়ণ মহাভারত না পড়িয়াও প্রত্যেক হিন্দুসন্তান ঐসকল পুরাণ গ্রন্থের মূল বৃত্তান্ত গুলিতে অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন, জননী ও পুরনারীগণের মুখে শ্রবণ করিয়াই তাঁহাদের সেই শিক্ষা হইয়াছে।

নানাবিধ উপকথা দ্বারা শিশুদিগকে সন্তুষ্ট রাখা সকল দেশেই প্রচলিত। কুরুচিমূলক অলীক উপন্যাসের পরিবর্ত্তে ইতিহাসাদিতে বর্ণিত নীতিমূলক নানাবিধ প্রসঙ্গে যে কত উপকার হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। তাহা করিলে আমোদের

সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে শিশুগণ যে কত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, ইহা কে না স্বীকার করিবেন।

সংবাদ।

আমেরিকানিবাসী কুমারী উইলার্ড মাতালদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি দেশে দেশে যাইয়া সভাসমিতি স্থাপন পূর্ব্বক সুরাপানের বিরুদ্ধে নানা উপায়ে আলোচনা করিয়াছেন। অনেক স্থানে তাঁহার যত্ন চেষ্টার আশাতীত শুভ ফল ফলিয়াছে। তিনি একবৎসরে এই উদ্দেশ্যে ৩০ সহস্র মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ উদ্যোগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুরাপান নিবারিনী সভা স্থাপিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় কিছু দিন হইল এই পুণ্যবতী নারী পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিগত ২৪শে মে (১১ই জ্যৈষ্ঠ) ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেবীর ৭৯ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইয়াছে। সেই দিন কার্য্যালয় সকল বন্ধ ছিল, নগরে নগরে তোপধ্বনি ও সৈন্যদিগের কাওয়াত ইত্যাদি হইয়াছে। তদুপলক্ষে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত শত শত উপযুক্ত ব্যক্তি রাজামহারাজা ইত্যাদি উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। কুচবিহারের মহারাজ সি, বি, এই মহাসম্মানিত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিধান সমাজের প্রচারকগণ সেদিন বিশেষ ভাবে মহারাণীর মঙ্গলার্থ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন।

বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উদার নৈতিক দলের প্রধান মন্ত্রী মহামতি গ্লাডষ্টোন সাহেব ৯০ বৎসর বয়সে ঐহিক জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মহাজ্ঞানী ধার্ম্মিক সর্ব্বজনহিতৈষী ভুবনবিখ্যাত অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তাঁহার অভাবে পৃথিবী অভাবগ্রস্ত শোকগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় আড়াই লক্ষ লোক লণ্ডনে তাঁহার শব দর্শন করিতে গিয়াছিল। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মহাসমারোহে উক্ত মহামতির শব ভূগর্ভে সমাহিত হইয়াছে। যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস এবং তাঁহার পত্নী ও পুত্র এবং মহারাণীর অপর পুত্রগণ, মন্ত্রিবর্গ, লর্ডসভা ও জনসাধারণ সভার সভ্যগণ এবং বিদেশীয় রাজদূত প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত লোক শবের সঙ্গে সঙ্গে সমাধিক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। মহারাণী স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিয়া উক্ত প্রধান মন্ত্রীর পত্নীকে তারযোগে তাঁহার শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তৎসহ এরূপ জানাইয়াছেন যে, প্রধান মন্ত্রী রাজপরিবারের কল্যাণার্থ অনেক যত্ন পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবেন, এবং তিনি ইহা মনে করেন যে, তাঁহার রাজত্বকালে যে কয়জন বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী কার্য্য করিয়াছেন, গ্লাডষ্টোন তাঁহাদের মধ্যে একজন।

মহামারীর ভয়ে আমাদের যন্ত্রালয়ের অনেক কর্ম্মচারী পলায়ন করাতে অল্প কয়েক জন কর্ম্মচারী দ্বারা অতিরিক্ত কাজ করাইয়া বহুকষ্টে কোনরূপে পত্রিকাদি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা যাইতেছে। নিয়মিত কাজের অতিরিক্ত অন্য কাজ প্রায় কিছুই করিয়া উঠা যাইতেছে না। মহিলার ক্রোড় পত্র আপাততঃ বাহির হইতে পরিতেছে না।

বিজ্ঞাপন।

১ম ও ২য় বৎসরের মহিলা ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ নামে পুস্তকাকারে সম্বদ্ধ হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। প্রত্যেক ভাগের মূল্য ১৷৷০ ডাক মাসুল ৵০ আনা।

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

৩য় ভাগ] আষাঢ়, ১৩০৫; জুলাই, ১৮৯৮। [১২ সংখ্যা।

রাজ্ঞী অহল্যাবাই।

রাজ্ঞী অহল্যাবাই ভারতবর্ষে কাহারও নিকটে অপরিচিত নহেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এমন তীর্থস্থান নাই যে, তথায় অহল্যাবাইয়ের কোন না কোন বিশেষ কীর্ত্তি স্থাপিত নাই। গয়াতীর্থস্থ বিশাল বিষ্ণুমন্দির অহল্যাবাইয়ের মহাকীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ বিদ্যমান। সেই বিষ্ণুমন্দিরে শ্বেতপাষাণে নির্ম্মিত অহল্যামূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। দেবী বলিয়া অনেক হিন্দু তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। দেবী অহল্যাবাইয়ের মনস্বিতা, প্রজাবাৎসল্য, দানধর্ম্ম, ব্রতনিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি ও বৈরাগ্য অসাধারণ ছিল। তজ্জন্য তিনি সমুদায় লোকের হৃদয়াসন অধিকার করিয়াছিলেন।

অহল্যাবাই বঙ্গীয় নারী নহেন, তিনি মহারাষ্ট্রীয় কন্যা। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মালব দেশের অন্তর্গত একটী সামান্য পল্লীতে সিন্ধিয়াবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সামান্যাবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার বিশেষ পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না। ইন্দোরাধিপতি মলহর রাওয়ের একমাত্র পুত্র খণ্ডে রাওয়ের সঙ্গে বাল্যকালে অহল্যাবাইয়ের বিবাহ হয়। মলহর রাওয়ের জীবদ্দশাতেই ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে খণ্ডে রাও কোন দুর্গ অবরোধ করিতে যাইয়া সংগ্রামে নিহত হন। তখন দেবী অহল্যার বয়ঃক্রম ঊনবিংশতি বৎসর মাত্র। তাঁহার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অহল্যাবাইয়ের বৈধব্যদশাপ্রাপ্তির একাদশ বৎসর পরে তাঁহার শ্বশুর ইন্দোরাধিপতি সুবেদার মলহর রাও পরলোকগত হন, তখন দেবী অহল্যার ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম। শ্বশুর মলহর রাও যে পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, অহল্যাদেবী হিন্দুকুলের বধূর ন্যায় অন্তঃপুরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, শ্বশুরের

মৃত্যুর পর সমগ্র রাজ্যশাসনের গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হয়, তিনি অতিশয় মনস্বিতা, তেজস্বিতা ও ধার্ম্মিকতা সহকারে প্রজাপালন করিয়া তাহাদের সুখ শান্তি ও কল্যাণ বর্দ্ধন করেন। মলহর রাওয়ের অনেক শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাঁহার রাজত্বসময়ে রাজ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ ও অশান্তি বিপ্লব ঘটিত, কিন্তু মনস্বিনী অহল্যাবাইয়ের যত্ন কৌশলে শত্রুর উপদ্রব অনেক পরিমাণে নিবারিত ও রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হওয়ার পরই দেবী অহল্যা দেব-ব্রাহ্মণের সেবায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন, কোন সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইবেন না, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার বিধিচক্রে পড়িয়া তাঁহাকে রাজ্যশাসনের গুরুভার বহনে ব্যস্ত থাকিতে হইল। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা শোক দুঃখের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তিনি রাজ্ঞী হইয়াও সংসারে সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র মল্লরাও অতিশয় অমিতাচারী দুরাচার হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার দুর্ব্ব্যবহারে তিনি অন্তরে সর্ব্বদা বিষম বেদনা অনুভব করিতেন। মল্লরাও অধিক দিন জীবিত-ছিলেন না, সিংহাসনপ্রাপ্তির পর এক-বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। শ্বশুর ও পুত্রের মৃত্যুতে অহল্যার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হয়। পুত্রের পরলোকযাত্রার অব্যবহিত পরেই, তাঁহার কূটবুদ্ধি স্বার্থপর প্রধানমন্ত্রী গঙ্গাধর যশোবন্ত রাও তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। রাজ্ঞী অহল্যাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তিনি একটি শিশুকে মল্লরাওয়ের দত্তক-স্বরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং রাজত্ব করিবার জন্য যত্ন প্রয়াস করেন। তাহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। মহারাণী অহল্যা স্বীয় সেনাবৃন্দের নেতৃত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ যোগে অসমসাহসে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে সংগ্রামে তিনিই জয়লাভ করেন। অনেক সময় অনেক শত্রু দ্বারা তিনি ঘোর বিপাকে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু নিজের বুদ্ধি কৌশলে ও অসম সাহসিকতায় ঈশ্বরকৃপা-বলে সমুদায় বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে রাজ্যসুখ-স্পৃহার লেশমাত্র ছিল না, কেবল কর্ত্তব্য-বোধে প্রজাদিগের কুশলশান্তির জন্য রাজ্যশাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুত্র মল্লরাওয়ের মৃত্যুর পরও দুহিতা মুক্তাবাই ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্র অহল্যা-দেবীর হৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনাস্থল ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে মুক্তাবাইয়ের পুত্রটি অকালে প্রাণত্যাগ করিল। এই দৌহিত্রকে অহল্যাদেবী নিকটে রাখিয়া পরম যত্ন ও স্নেহে প্রতিপালন করিতেছিলেন। সেই বালকটি মাতামহীর চক্ষুর সম্মুখেই পরলোক যাত্রা করিল। ইহার কিয়দ্দিন পরে জামাতার মৃত্যু হইল, মুক্তাবাই তাঁহার অনুমৃতা হইলেন। তিনি স্বামীর চিতানলে আত্মজীবন আহুতি দানে উদ্যতা হইলে, দেবী অহল্যা বহু অনুনয় বিনয়ে তাহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য যত্ন চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন। প্রিয়তমা কন্যার মৃত্যুতে শোকভারে অহল্যাবাইয়ের শরীর একান্ত ভগ্ন, মন শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার জীবনে আর কোন সুখ ছিল না। রাজ্যশাসনকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে তিনি একান্ত অনিচ্ছু হইয়াও নানা গুরুতর কারণে তাহাতে প্রবৃত্ত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় পূজা অর্চ্চনা ও দানধর্ম্মাদিতে রত থাকিতেন, অতুল ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও দীনবেশে কালযাপন করিতেন।

দেবী অহল্যাবাই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, তদ্ভিন্ন তিনি ভূচর, খেচর ইত্যাদি সর্ব্ববিধ জীবের সেবাতে অনুরাগের সহিত নিযুক্ত থাকিতেন। প্রত্যহ দীন দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইতেন, বিশেষ বিশেষ দিনে অতিশয় হীন জাতীয় লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া পর্য্যাপ্তরূপে খাওয়াইতেন। শীতকালে দরিদ্র বৃদ্ধ বৃদ্ধাদিগকে শীতবস্ত্র দান করিতেন, গ্রীষ্মঋতুর কয়েক মাস তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জল দান করিবার জন্য পথে পথে শীতল জলপূর্ণ কুম্ভ সহ লোক সকল নিযুক্ত রাখিতেন। কৃষকদিগের পরিশ্রান্ত গো মহিষদিগকে জল দান করিতেন। তিনি একটি বৃহৎ ক্ষেত্রে পক্ষীদিগের আহার্য্য শস্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্যদিগের আহারের জন্য তাঁহার আদেশে নর্ম্মদানীরে গোধূম মণ্ড ও শক্তু নিক্ষিপ্ত হইত। তীর্থযাত্রার সময় তিনি নানাবিধ শস্যের বীজ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন, এবং পথপ্রান্তে সযত্নে তাহা রোপণ করিবেন। আতপ-তাপিত পথিকগণ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিবে এবং ক্ষুধার্ত্তগণ ফল ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইবে, তাঁহার এরূপ বৃক্ষ রোপণের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তীর্থস্থানে দুঃখী দরিদ্রদিগের জন্য জলছত্র, অন্নছত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। সর্ব্বজীবে এ প্রকার দয়া সেই পুণ্যবতী সতীরাজ্ঞী অহল্যাবাই ব্যতীত অন্য কাহারও দেখা যায় না। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে দেবী অহল্যাবাই স্বর্গগত হন। অহল্যার পবিত্র জীবনের সামান্য কয়েকটী কথা আমরা এস্থানে উল্লেখ করিলাম। সেই পুণ্যবতী সতীর জীবনকাহিনী বিস্তৃত, তাহাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। যে সকল মহিলা অহল্যার পবিত্র চরিত্র বিস্তারিত অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা যেন বৈদ্যনাথ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক বিরচিত অহল্যাবাইয়ের জীবনচরিত পুস্তক পাঠ করেন।

বাদশাহী অন্তঃপুর।

মোসলমান সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের কঠিন অবরোধের বৃত্তান্ত আমরা দুই তিন বার মহিলায় বিবৃত করিয়াছি। এবার বিশেষ ভাবে বাদশাহী অন্তঃপুরের সমালোচনা করা যাইতেছে।

এক বৃহৎ দুর্গের মধ্যে সুখপ্রদ সুরম্য-

হর্ম্ম্য সকল অন্তঃপুরিকাদিগের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এক এক জন বাদশার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র নারী স্থিতি করেন। প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ স্থাপিত হয়। বিশুদ্ধ চরিত্র স্ত্রীলোকসকল অভ্যন্তর ভাগে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। তন্মধ্যে এক জন উপযুক্ত নারী তাহাদের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করে। প্রত্যেক অন্তঃপুরিকার সহস্র সহস্র বা শত শত মুদ্রা মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। কতক পরিচারিকা ৫০৲, কতক কিঙ্করী ৪০৲, বা ১০।১২, কিংবা তদপেক্ষা ন্যূন বেতন পাইয়া থাকে। অভ্যন্তর ভাগে শয়নাগার সকলের ইতস্ততঃ সতর্ক নারীগণ পাহারা দেয়, কতিপয় সুদক্ষা বিশ্বস্তা নারী বেগম (রাজমহিষী)-দিগের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকে। দ্বারের বাহিরে খোজা সকল প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করে। কিয়দ্দূর অন্তর বিশ্বস্ত পুরুষগণ প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। তৎপর আর এক শ্রেণীর পুরুষ শ্রেণীবদ্ধ-রূপে দণ্ডায়মান থাকে। বাহিরের চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দলে২ প্রহরীর কার্য্য করিয়া থাকে। এই সকল প্রহরী সত্ত্বেও স্বয়ং বাদশা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে ত্রুটি করেন না। কি ভয়ঙ্কর!

যখন বেগমগণ এবং অন্তঃপুরের অপর সম্ভ্রান্ত মহিলা সকল ইচ্ছুক হন, বাদশার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনাদি করেন, তখন অন্তঃপুরের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকটে তাহা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন, তাঁহার সম্মতি প্রাপ্ত হইলে, আপনাদের আবেদন দরবারের পেশকারের নিকটে প্রেরণ করেন। তাঁহাদ্বারা বাদশা আবেদনের মর্ম্ম অবগত হন। বিশেষ দরবারে এরূপ এক জন প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকেন যে, তিনি অন্তঃপুরে অর্থাদি আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন ও নগদ টাকা ও তৈজস পত্রাদির হিসাব লিখিয়া থাকেন। অন্তঃপুরিকাদিগের অর্থসম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে অভিলাষ হইলে তাহারা আপনাদের নির্দ্ধারিত মাসিক বৃত্তির অনুরূপ অন্তঃপুরস্থ ভাণ্ডারাধ্যক্ষের নিকটে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তৎপর বাহিরস্থ প্রধান কর্ম্মচারীর নিকটে স্মৃতিলিপি উপস্থিত হয়, তিনি তাহা দৃষ্টি করিয়া উহা সাধারণ কোষাধ্যক্ষের নিকটে প্রেরণ করেন। উক্ত কোষাধ্যক্ষ বার্ষিক বৃত্তির সমষ্টি করিয়া তাহার চুম্বক লিখেন, এবং প্রধান কর্ম্মচারীদিগের মোহর তাহাতে অঙ্কিত করেন। তদনন্তর সম্রাটের খাস মোহর দ্বারা তাহাতে ছাপ দেওয়া হইয়া থাকে। এই নিদর্শন পত্র অনুসারে সাধারণ কোষাধ্যক্ষ সাধারণ তহবিলদারের নিকটে টাকা অর্পণ করেন। তিনি উহা মুন্‌শি দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া সাধারণ হাওলদারের হস্তে প্রদান করিয়া থাকেন। তথা হইতে উহা অন্তঃপুরে প্রার্থিনীর নিকটে প্রেরিত হয়। মোগল সম্রাট আক্‌বর বাদশার অন্তঃপুরের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল, অপর বাদশাদিগেরও ন্যূনাধিক এই প্রকার অন্তঃপুরের ব্যবস্থা হইবে।

চতুরা রাজ্ঞী নওশাবা।

ভুবনবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী রোম সম্রাট সেকেন্দর নানা দেশ জয় করিয়া সসৈন্যে বর্দ্দা নামক রাজ্যে উপস্থিত হন। তখন সেই রাজ্যে নওশাবা নাম্নী মহা প্রতাপান্বিতা পরম গুণবতী রূপবতী যুবতী রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজধানীর অদূরে সম্রাট সেকন্দর আগমন করিয়াছেন, তিনি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বহু উপাদেয় উপঢৌকন সামগ্রী সহ স্বীয় কতিপয় প্রধান অনুচরকে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন। সেকন্দর রাজ্ঞীর রূপ গুণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করিতে সমুৎসুক হন। তিনি নিজের বক্তব্য জ্ঞাপনের জন্য তাঁহার নিকটে দূত না পাঠাইয়া স্বয়ং দূতবেশে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পর দিন প্রাতঃকালে সম্রাট দূতের পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক রাজ্ঞীর প্রাসাদের বহিস্তোরণে উপনীত হন। তাঁহার আগমনমাত্র প্রতিহারী রাণীকে যাইয়া নিবেদন করে যে দ্বার দেশে রোম সম্রাটের এক জন তেজস্বী দিব্যকান্তি দূত উক্ত সম্রাটের সন্দেশ মহারাণীকে জ্ঞাপন করিবার জন্য উপস্থিত; কি আজ্ঞা হয়। এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ সভামণ্ডপ সুসজ্জিত করিলেন। রাণীর আদেশে পারিষদবর্গ ও কিঙ্কর কিঙ্করীগণ বেশভূষা করিয়া সভাগৃহের ইতস্ততঃ উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হইলেন। নওশাবা স্বয়ং মণিমুক্তাখচিত বহুমূল্য বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া রত্নখচিত সমুজ্জ্বল সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক অনুচরদিগের প্রতি আদেশ করিলেন যে সম্রাটের প্রেরিত বার্ত্তাবহকে আমার নিকটে উপস্থিত কর। আজ্ঞামাত্র তাহারা তাঁহাকে রাজ্ঞীর সম্মুখে আনয়ন করিল। দূতবেশী সেকন্দর আসিয়া সিংহাসনপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, মস্তক অবনত করিয়া বিনয় প্রকাশ করিলেন না, গর্ব্বিত ও অসঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি প্রাসাদের শোভা ও ঐশ্বর্য্যাড়ম্বর দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন বুঝি ভূতলে অমরপুরী অবতীর্ণা।

চতুরা রাজ্ঞী দূতের ভাবগতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই গম্ভীর প্রকৃতি তেজস্বীপুরুষ কেন আমার প্রতি যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিল না, আমাকে দেখিয়া অণুমাত্র বিনীত ও সঙ্কুচিত হইল না, ইহার সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক। পরে তিনি সমাগত পুরুষের আপাদ মস্তক স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষণানুসারে বুঝিতে পারিলেন যে, ইনি দূত নহেন, সমুচ্চ সিংহাসনের শোভাবর্দ্ধক, ভুবনবিজয়ী স্বয়ং সম্রাট। চিনিতে পারিয়াই নওশাবা লজ্জিত ভাবে মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বিশেষ কিছুই বলিলেন না, মনে মনে বলিলেন, নরবর যাইবে কোথায়, আজ তুমি আমার হস্তে বাঁধা পড়িয়াছ।

সেকন্দর দূতের নিয়মানুসারে যথারীতি রাজ্ঞীর গুণানুবাদ করিয়া নিজের বক্তব্য

ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বলিলেন, "সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি পরম যশস্বী সম্রাট্ সেকন্দর, অয়ি রাজ্ঞি বরাননে, আপনাকে জানাইবার জন্য এ সকল কথা বলিয়াছেন,—"তুমি কেন আমার প্রতি বিমুখ হইয়াছ, আমার নিকটে এক দিন ও উপস্থিত হও নাই। তুমি আমার কি ত্রুটি পাইয়াছ যে, অবাধ্যা হইলে; আমি কি অন্যায় করিয়াছি যে তুমি শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিলে? আমার করবাল অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর করবাল কাহার আছে? আমার বাণ অপেক্ষা অনলোদ্দীপক বাণ কাহার যে, তুমি আমা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তোমার পক্ষে শ্রেয় যে, এক্ষণ আসিয়া আমার শরণাপন্ন হও ও আমার নিকটে উপস্থিত হও, এবং আমার ভয়ে ভীত হও। এ রাজ্যে আমার শুভাগমন হওয়াতে ইহার উপর সম্পদের ছায়া পতিত হইয়াছে। তুমি কেন আমার দরবারে বিনীত ভাবে উপস্থিত হইলে না? কি কারণে আমার প্রতি পরাঙ্মুখ হইয়া রহিলে? ফল পুষ্প ও নানা খাদ্য সামগ্রী উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছ। প্রথমে যাহা করিয়াছ তাহা তোমার ভদ্রতা বলিয়া মানিয়া লইলাম, এক্ষণ শুভবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমার অনুগ্রহ ভাজন হও। আগামী কল্য দরবারের সময়ে রাজাধিরাজের দরবারে তোমাকে উপস্থিত হইতে হইবে।"

সম্রাট্ আত্মসমাচার জ্ঞাপন করিয়া যখন উত্তরের প্রত্যাশায় নিস্তব্ধ ভাবে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিলেন, তখন চতুরা রাজ্ঞী নওশাবা উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "ধন্য! অসমসাহসী মহারাজ, সিংহবিক্রমে তুমি নিজের সংবাদ নিজে প্রচার করিতেছ। হে বীরপুঙ্গব, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি দূত নও, স্বাধীন রাজা, প্রেরিত নও, প্রেরক। তোমার কথা তীক্ষ্ণ অসির ন্যায় আঘাত করিয়া থাকে, কাহার সাধ্য যে আমার প্রতি এরূপ অসি চালনা করে। তুমি সেকেন্দরর কৃপাণের ভয় আমাকে কি প্রদর্শন করিতেছ। তুমি স্বয়ংই সেকন্দর, এক্ষণ নিজের উপায় চিন্তা কর। তুমি আমাকে ডাকিতে আসিয়া স্বয়ং জালে পতিত হইয়াছ; পাকা দৃষ্টি করিয়া দেখ বড় কাঁচা কাজ করিয়াছ। আমার ভাগ্য তোমাকে আমার নিকটে আনিয়াছে, আমার আশ্চর্য্য সম্পদ্‌জনক ভাগ্য।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া দূতরূপী সেকন্দর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "রাজ্ঞি, সেকন্দর সাগরস্বরূপ, আমি ক্ষুদ্র পল্লল-সদৃশ। তুমি মহাপ্রভান্বিত প্রভাকরে ছায়ার আরোপ করিও না। তুমি কিরূপে আমাকে সেই ব্যক্তির তুল্য করিতেছ? তুমি তাঁহার দরবারে মাদৃশ বহু ক্ষুদ্র ভৃত্য প্রাপ্ত হইবে। তুমি নিজ অন্তরকে এই নীচ কল্পনা হইতে মুক্ত কর, সেই মহিমান্বিত সম্রাট্‌কে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা কর। সেকন্দর কি এমন হীন যে, নিজে নিজের সংবাদবাহক হইলেন? তাঁহার দরবারে দৌত্যকার্য্যের জন্য

লোকের অভাব নাই তাঁহার স্বয়ং বার্ত্তাবাহক হইবার কি প্রয়োজন?"

পুনর্ব্বার সেই সুবুদ্ধি রাজ্ঞী স্বীয় বসন উন্মুক্ত করিলেন এবং বলিলেন, "অতঃপর আর তুমি প্রতারণায় প্রবৃত্ত হইও না, অসত্যের সঙ্গে যোগ দান করিও না। তুমি খ্যাতনামা পুরুষ, এ বিষয়ে তোমার আর বাগ্মিতা করা সমুচিত নয়, তুমি সহামান্য ব্যক্তি, শৃগালের চর্ম্মে আর শার্দ্দূলকে লুক্কায়িত করিও না। কোন দূতের ক্ষমতা নাই যে আমার সঙ্গে এ প্রকার গর্ব্বিত ভাবে কথা কহে, এবং অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া আমার নিকটে মস্তক অবনত না করে। নরপাল ব্যতীত অন্য কাহার সাধ্য যে আমার সাক্ষাতে এরূপ গর্ব্ব ও তেজ প্রকাশ করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন আমার নিকটে গুপ্ত নিদর্শন আছে, তাহাতে রহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়িবে।"

ইহা শ্রবণ করিয়া অসমসাহসী সম্রাট্ বলিলেন, "শশকযোগে সিংহের সংবাদ প্রচার হয় না। আমি তোমার দৃষ্টিতে মহাগৌরবান্বিত হইলেও সেকেন্দর নহি, তাঁহার বার্ত্তাবাহক ভৃত্যমাত্র। যদি কথায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাইয়া থাকে তবে যে ব্যক্তি এই সকল কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন তজ্জন্য তিনি দায়ী। আমি দৌত্যকার্য্যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দান করিয়া থাকিলে অন্যায় হয় নাই, আমি দুর্ব্বল শশকের নিকট হইতে বিপুল-বিক্রম সিংহসন্নিধানে উপস্থিত হই নাই। নরপালদিগের ব্যবস্থানুসারে বার্ত্তাবাহক দূতের সম্বন্ধে অভয় আছে, তাঁহারা দণ্ডনীয় হইতে পারেন না। আমি দিগ্বিজয়ী সম্রাটের বক্তব্য তোমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছি, তুমি আর তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। আমাকে তুমি উত্তর দান কর, তাহা হইলে আমি চলিয়া যাই।"

সেই সিংহবিক্রম পুরুষপুঙ্গবের ব্যবহারে নওশাবা উত্ত্যক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আশ্চর্য্য! দিবাকরকে কর্দ্দম-দ্বারা আবৃত করিতে চাহে, তিনি তৎক্ষণাৎ নির্ভয়ে তেজের সহিত মহারাজের কথার উত্তর দান করিলেন, "আমার নিকটে সত্য-গোপনে তোমার কি লাভ? সূর্য্যমণ্ডলকে কেন তুমি পঙ্কাবৃত করিতে প্রয়াস পাইতেছ?" ইহা বলিয়াই তিনি এক কিঙ্করীকে আদেশ করিলেন, "চিত্রার্পিত নৃপমণ্ডলীর প্রতিমূর্ত্তি সকল আমার নিকটে সত্বর উপস্থিত কর।" পরিচারিকা, প্রতিমূর্ত্তি সকল উপস্থিত করিলে পর রাজ্ঞী নওশাবা সেকন্দরের আলেখ্য দূতরূপী সেকন্দরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "এই ছবিটি গ্রহণ কর, দেখ ইহা কাহার আকৃতি। যদি তোমার আকৃতির অনুরূপ হয় তবে আর অধিক কথা কহিও না ও গোলযোগ করিও না। যদি তোমার আকৃতি নাহয় চলে যাও তুমি বিপদ হইতে মুক্ত হইলে, সম্রাট সেকন্দরকে যাইয়া আমার উত্তর দান ও আমার অভিবাদন জ্ঞাপন কর।"

রাজ্ঞী নওশাবার কথানুসারে দূতবেশী সেকন্দর আলেখ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার আবরণ উন্মুক্ত করিলেন, তাহাতে নিজের

ছবি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন আজ সাম্রাজ্য শত্রুর হস্তগত। আর বাগ্বিতণ্ডা করা সঙ্গত মনে করিলেন না, একেবারে নিরুত্তর হইলেন। তাঁহার অন্তরে ভয় হইল, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি পরম শরণ্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন।

যখন নওশাবা জানিলেন যে, এই পরাক্রমী কেশরীর আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি বিনীত ভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভুবন বিখ্যাত মহারাজ, কালচক্রে অনেক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, আপনি ভীত ও চিন্তিত হইবেন না, আমার আন্তরিক প্রেম আপনাকে অভ্যর্থনা করিতেছে, আমার এই নিকেতন আপনার নিজের নিকেতন বলিয়া জানিবেন। আমি আপনার সেবিকা, কি এখানে কি সেখানে আমি আপনার চিরদাসী।" ললনাকুল ললামভূতা নওশাবা এরূপ অনেক অনুনয় বিনয় বাক্য বলিয়া নৃপকুলতিলক সেকন্দরকে নানা প্রকারে আদর অভ্যর্থনা করিলেন, এবং স্বয়ং সিংহাসন হইতে নিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক আদর করিয়া তাঁহাকে নিজের সিংহাসনে বসাইলেন। অতঃপর তিনি সম্রাট্ সেকন্দরের পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হইলেন।

জননী কর্ত্তৃক শিশুর শিক্ষা।

ধাতু দ্রবীভূত থাকিতে থাকিতে ছাঁচে ঢালিতে হয়, মৃত্তিকা নরম থাকিতে থাকিতে ইচ্ছামত পুত্তলিকা গড়ান যায়, বৃক্ষ চারা থাকিতে থাকিতে ইচ্ছামত নোয়ান যায়, লতা যে স্বভাবতঃ নমনশীল, তাহাও অধিক দিনের হইলে শক্ত হইয়া যায়। দেশ ও রুচি ভেদে অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে হইলেও শৈশব কালেই উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। চিনে লোকেরা শৈশবকালেই শিশুর পায়ে লৌহ পাদুকা পরায়, ও ক্ষীণকটী প্রিয়েরা শিশুকাল হইতে কটীদেশ ক্ষীণ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। মস্তক ও নাসিকার গঠন সুন্দর করিবার জন্য সূতিকাগারেই প্রসূতিগণ যত্ন করিয়া থাকেন। অতএব ইচ্ছামত চরিত্র-গঠন করিতে হইলেও যে শৈশবেই তদুপযোগী সতর্কতা আবশ্যক, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? বাল্যে কুদৃষ্টান্তের মধ্যে থাকিয়াও, পরে শিক্ষা ও সৎসঙ্গদ্বারা অনেকে সচ্চরিত্রতার দৃষ্টান্ত দেখান বটে, কিন্তু তাঁহাদের বাল্যশিক্ষিত কুঅভ্যাসের বীজ সকল যে হৃদয় হইতে এককালীন দূরীভূত হয়, এমত বিশ্বাস করিতে পারি না। এদেশে সচরাচর বালকদিগের নীতি শিক্ষার দিকে দৃষ্টিরাখার প্রথা নাই বলিলেও হয়। 'স্তন্যপায়ী শিশুগুলি যখন পথে ঘাটে মাথা নাড়িয়া মর্ম্মভেদী কুৎসিত সঙ্গীত গায়, এবং ভারত চন্দ্রের ও নিধুবাবুর কবিতা ও টপ্পার সুর ধরে, তখন বাস্তবিকই হৃদয় বিদীর্ণ হয়! অনেক ভাল ভাল বড় বড় লোকের বাটীতেও যখন বালকগণ পিতা পিতামহের ক্রোড়ে বসিয়া পিশাচীদিগের নানা প্রকার ঘৃণিত

অঙ্গভঙ্গীর সহিত অশ্রাব্য সঙ্গীতগুলি শ্রবণ করে ও আগ্রহের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে, তখন বাস্তবিকই নিরাশার অশ্রু অনিবার্য্য হয়! সুরাপায়ী বাবুদিগের শিশুগুলি যখন আপন আপন বয়স্যদিগের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে বাবুদের নৈশলীলার অভিনয় করে, তখন ভারতের আসন্ন মহাপ্রলয়ের ভয়ে মন ভীত ও অস্থির হইয়া থাকে। আজ কাল প্রায় অনেকেরই ধারণা যে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই পিতা মাতার কর্ত্তব্য শেষ হইল।

সন্তানের সম্বন্ধে পিতা মাতার যে গুরুতর দায়িত্ব তাহা কয় জনে বুঝেন? বয়স্থ সন্তানদিগের সুশিক্ষা কেবল পিতার প্রযত্নে সুসিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার বীজ বপনোপযোগী কোমল হৃদয় শিশুগণ অহোরাত্র কেবল জননীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হয়, জননীর প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক দৃষ্টান্তটি শিশুর মানসক্ষেত্রে ভাবী জীবনের জন্য এক একটী স্থায়ী চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখে, সেই প্রকৃত শিক্ষার সময় এবং মাতাই শিশুর সুশিক্ষার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। শিশু যেমন মাতার প্রত্যেক স্তন্যবিন্দু হইতে স্বীয় দেহরক্ষার্থ শোণিত বিন্দু সঞ্চয় করে, তদ্রূপ প্রত্যেক কথাবার্ত্তা আকার ইঙ্গিত দৃষ্টিতে আপনার চরিত্র গঠনোপযোগী স্বভাব, সংস্কার ও অভ্যাস লাভ করে। শিশুর বেদশাস্ত্র মাতার জীবন। বেদের প্রত্যেক আদেশ যেমন হিন্দুমাত্রেরই অবিচার্য্যরূপে পালনীয়, মাতার প্রত্যেক ব্যবহার সেইরূপ শিশুর অবিচার্য্যরূপে অনুকরণীয়। এখন দেখুন বেদরূপিণী জননীদিগের দায়িত্ব কত কঠিন। ফলতঃ জাতীয় সংস্কারের মূল অন্তঃপুরসংস্কার। স্ত্রীজাতির উপরেই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। চরিত্রই মনুষ্যত্ব। মনুষ্য হইতে তাহার চরিত্র বিয়োগ কর, যাহা থাকিবে, তাহা পশুত্ব। সংসর্গ ও দৃষ্টান্তই এই চরিত্রের মূল, এবং বাল্যকালই চরিত্র-গঠনের সময়। অতএব বেদরূপিণী জননীর প্রত্যেক কার্য্য, কথা, ও আচরণ যাহাতে বিশুদ্ধভাবে গ্রহণ করিয়া ভাবী জীবনে শিশু-চরিত্র অর্থাৎ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, ইহা প্রত্যেক হিতাকাঙ্খিণী জননীর প্রতিনিয়ত স্মরণ রাখা আবশ্যক।

স্বভাব, সংস্কার ও অভ্যাসের সমষ্টিতে চরিত্র। যে সমুদয় স্বাভাবিক মনোবৃত্তির বীজ লইয়া শিশু পৃথিবীতে আইসে, ব্যবহার ও চালনার তারতম্যানুসারে তাহাদের শক্তির তারতম্য হয়। এই জন্যই ছাগশিশু দেখিলেই শাক্তবালক খড়্গের জন্য ধাবিত হইয়া থাকে ও বৈষ্ণবশিশু দয়ায় আর্দ্র হয়। এই জন্যই ঘাতকপুত্রের দয়াবৃত্তি নিস্তেজ। যে রাজপুতরমণী যুদ্ধব্যয়ার্থ দেহ হইতে অলঙ্কার মোচন করিয়া দেন, হাস্য-মুখে সন্তানকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেন ও পলায়িত স্বামীর বিরুদ্ধে গৃহদ্বার রুদ্ধ করেন, তাঁহার সন্তান যে দ্বাদশবর্ষ বয়সেই অসাধারণ রণনৈপুণ্য দেখাইবে, ইহা আশ্চর্য্য কি? আর তেত্রিশকোটি দেবতা ও অগণ্য অপদেবতাদিগের ভয়ে সতত শঙ্কিত

বঙ্গীয় মাতার সন্তান যে, আপন ছায়া দর্শনেই মূর্চ্ছিত হইবে, একটি অশ্বারোহীর ভয়ে মুখের গ্রাস ত্যাগ করিয়া যে পলাইবে, ইহাই বা আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ শার্দ্দূলীপালিত নরশিশু শার্দ্দূল স্বভাবই লাভ করে। অতএব বাল্যশিক্ষা দ্বারা যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহাতে সংশয় নাই। সংস্কারসম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম। উচ্চ শিক্ষা ও বিজ্ঞানসাহায্যে আমরা যত কেন ভূত প্রেতাদিতে অবিশ্বাস করি না, কিন্তু ঘোর অন্ধকার নিশাতে একাকী শ্মশানাদি স্থানে কাহার না শরীর রোমাঞ্চিত হয়? ছোট বেলার ভূতের গল্পগুলি মনে পড়িয়া কে না ভীত হয়? শিশু যাহা দেখে যাহা শুনে, তাহাই আগ্রহের সহিত অনুকরণ করে। পুনঃ পুনঃ অনুকরণ দ্বারা অভ্যাস জন্মে। অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব, "Habit is second nature," একটা অভ্যাস জন্মিলে তাহা দূর করা সহজ নহে। এইরূপ শৈশবেই স্বভাব সংস্কার ও অভ্যাসের যোগে আমাদের চরিত্র গঠিত হইতে আরম্ভ হয়। যৌবনে ইহার পক্বতা জন্মে ও সমুদয় জীবন ইহার ফলভোগ করিতে হয়। অতএব শিশুর ভাবী জীবনের সুখ দুঃখ মাতার সদ্দৃষ্টান্ত ও সুশিক্ষার উপর নির্ভর করে।

যে জ্ঞান ও বুদ্ধির বীজ লইয়া শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার অঙ্কুরোদ্গম শিশুকালেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই অঙ্কুর উপযুক্ত জল বায়ু তেজ আদি পাইলে শীঘ্রই সতেজ ও বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু বিদলিত হইলে এককালীন নষ্ট হইয়া যায়। শিশুর জ্ঞানলালসা অতি আশ্চর্য্য। যাহা দেখে তাহারই তত্ত্বানুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হয়। ক্ষুধায় যেমন শিশু কাতর হয়, অনেক সময়ে জ্ঞানপিপাসায়ও তদ্রূপ কাতর হইতে দেখা যায়। ক্ষুধার সময় যেমন অপকৃষ্ট আহার দিলে বা অনাহারে রাখিলে শিশুর দৈহিক অমঙ্গল ঘটে, জ্ঞানপিপাসায় কাতর শিশুকেও তদ্রূপ তাহার প্রশ্নরাশির সদুত্তর না দিলে গুরুতর মানসিক অশুভ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু শিশুর প্রশ্নাবলীর সদুত্তর দ্বারা তাহার জ্ঞানবৃদ্ধির তৃপ্তি সাধন করিতে কয় জন মাতার ক্ষমতা আছে, বরং অনেক সময় কৌতূহলাক্রান্ত অনুসন্ধিৎসু শিশুদিগের প্রশ্নের এরূপ জঘন্য উত্তর দিতে দেখিতে পাই যে, তদ্দ্বারা তাহার অশেষ কুসংস্কার ও অজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। মাতার উপযুক্ত শিক্ষা না থাকাতেই এ প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। অতএব এ বিষয়ে প্রত্যেক জননীর মনোযোগিনী হওয়া কর্ত্তব্য।

রাজ রাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া।

প্রথম সন্তান।

১৮৪০ সন ২১ নবেম্বর অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা প্রসব করেন। সেই সময়ে রাজমন্ত্রী ও অভিজাতবর্গ রাজপ্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজধাত্রী সেই বালিকাটীকে ক্রোড়ে করিয়া মন্ত্রিবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন

সকলে নবকুমারীকে দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুত্রসন্তান না হইয়া কন্যা সন্তান হওয়াতে রাজকুমার এল্‌বার্টের মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ হইয়াছিল, তিনি মহারাণীকে বলিয়াছিলেন প্রজামণ্ডলী কন্যা প্রসূত হওয়াতে ক্ষুব্ধ হইয়া থাকিবেন। তাহাতে মহারাণী সস্মিতবদনে এরূপ বলিলেন, "ভাবিবার বিষয় নহে, আগামী বারে পুত্রই প্রসূত হইবে।" রাজ্ঞী যে কয়দিন সূতিকাগারে ছিলেন রাজকুমার বিশেষভাবে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনি নিকটে বসিয়া আমোদজনক পুস্তকাদি মহারাণীকে পড়িয়া শুনাইতেন, ও হাস্যোদ্দীপক গল্পাদি করিতেন। তাঁহাকে উঠাইতে বসাইতে হইলে স্বয়ং ক্রোড়ে করিয়া সোফায় আনিয়া বসাইতেন। মহারাণীর শুশ্রূষার জন্য রাজকুমার এল্‌বার্ট দিবসের অধিকাংশ সময় সূতিকাগারে স্থিতি করিতেন। তিনি প্রাসাদের অপর কোন প্রকোষ্ঠে থাকিলেও কোন কার্য্য উপস্থিত হইবামাত্র সূতিকাগারে দৌড়িয়া যাইতেন। তিনি প্রাণগত যত্নে ব্রিটিশ রাজ্যাধীশ্বরীর সেবা করিতেন। সেই সময় রাজকীয় অনেক লেখাপড়ার কার্য্যে রাজকুমার মহারাণীর সাহায্য করিয়াছেন। রাজ্ঞী বলিয়াছেন যে, "জননীতুল্য আগ্রহ ও ব্যস্ততা সহকারে প্রিয়তম এল্‌বার্ট আমার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছেন।" রাজ্ঞী যথা সময়ে সূতিকাগার হইতে বহির্গত হইয়া রাজকীয় নানা প্রকার গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

সন্তান প্রসবের ২ মাস অন্তে ২৬শে জানুয়ারী দিবসে মহারাণী পার্লেমেণ্টের মহাসভায় উপস্থিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার কিয়দ্দিন পরেই মহাসমারোহে নবকুমারীর নামকরণ হয়। নাম করণের পূর্ব্বদিন মহারাণী ও রাজকুমার এল্‌বার্ট ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত মহিলা রাজবাটীর পার্শ্বস্থ সরোবরে বরফের উপর ক্রীড়া করিয়া আমোদ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ বরফরাশি সরিয়া যাওয়াতে রাজকুমারের জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। উপস্থিত মহিলাগণ সকলেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধিবলে ধীরতা সহকারে কৌশল করিয়া মহারাণী সেই আসন্ন বিপদ হইতে রাজকুমারকে রক্ষা করিলেন। নতুবা তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। সেই বৎসর মহারাণী স্বামী সমভিব্যাহারে রঙ্গভূমিতে গমনাগমন করেন। তাঁহার পদার্পণে ও সদ্দৃষ্টান্তে রঙ্গভূমি সকল সংশোধিত ও পবিত্র হয় ও ইংলণ্ডীয় নাট্যশালায় যে সকল দুর্নীতি ও অনাচার ঘটিত তাহার প্রশমন হয়।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

হাজারিবাগ।

১৬ই পৌষ মাধ্যাহ্নিক ভোজনান্তে আমি চাত্রা হইতে পাল্কীযোগে হাজারিবাগ অভিমুখে যাত্রা করি। পথে পাল্কী বেহারাগণ কোন গোলযোগ না করিতে

পারে এই উদ্দেশ্যে চাত্রাস্থ বন্ধু এবার এক জন কনেষ্টবলকে আমার সঙ্গে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যাত্রার সময় বধূ ঠাকুরাণী আমাকে এরূপ বলেন, "কনেষ্টবলের হস্তে টাকা পয়সা প্রদত্ত হইল, বেহারাদের আহারাদির ব্যবস্থা কনেষ্টবল করিবে, ভুঁয়া বেহারাদের হস্তে আপনি একটী পয়সাও দিবেন না। আপনার কিছুই করিতে হইবে না, পুলিষই তাহাদিগকে শাসন করিবে ও চালাইবে এবং ইহাও বলিলেন আপনি হাজারিবাগ হইতে গিরিডিহিতে যাইয়া থানায় উপস্থিত হইবেন, সেখানকার পুলিষ ইন্‌স্পেক্টরের নামে এখান হইতে পত্র যাইবে, তিনি আদর করিয়া আপনাকে স্থান দান করিবেন এবং যত্ন পূর্ব্বক রেল গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন।" ৬ ভূত (ভুঁয়া) আমাকে কাঁধে করিয়া রওয়ানা হইল। কনেষ্টবলটি কাণপুরী ব্রাহ্মণ দোবে বা চৌবে। তিনি একটি স্ফীতোদরা আসন্নাপ্রসবা খর্ব্বাঙ্গী ঘোটকীর উপর আরোহণ করিয়া আমার অনুসরণ ক্রমে চলিলেন। উড়ে বেহারাগণ যেমন পাল্কী বহন করিবার সময় বিকট বিকৃত স্বরে নানা বুলি বলিয়া আরোহীকে জ্বালাতন করে, ভুঁয়ারা সেরূপ কুৎসিত শব্দ করে না। তাহারা চলিবার সময়ে মৃদুস্বরে হুঁ হুঁ শব্দ করিয়া চলে, পাহাড়ে চড়িবার সময় ঈষদ্ উচ্চধ্বনিতে "মারে জুরি, মারে ভাই, মারে ভাদর" এইরূপ কয়েকটি কথা মাত্র বলে। আমরা সূর্য্যাস্তগমনকালে চাত্রা হইতে ১৫ মাইল দূরে গাৎপুরের ফাঁড়িতে পহুঁছিয়া সেখানে নিশা যাপনের উদ্যোগ করি, ভুঁয়া মহাশয়গণ তরুতলে খিচুড়ি রন্ধনের আয়োজন করেন। আমাদিগকে গিধরের থানা অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছিল। গিধর হইতে কনেষ্টবল ভুঁয়াদিগকে ডাল চাউল ইত্যাদি ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। ৵৬ চাউল ৵১ ডাল এক কাচ্চা লবণ, এবং ৬টি কাঁচা লঙ্কা যোগে আমার সঙ্গের ৬ জন বেহারার খিচুড়ি প্রস্তুত হইল। এক এক জন ভুঁয়া বেহারা কেমন অল্পাহারী! ৵৬ সের চাউলে একসের কড়াইয়ের ডাল ও ৬টী কাঁচা লঙ্কা এবং ১ কাঁচ্চা লবণমাত্র উপকরণে কেমন অপূর্ব্ব খিচুড়ি হইয়াছিল, সুপাচিকা পাঠিকারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এবার তাঁহারা ঘৃত তৈল মশালাদি ব্যতীত কড়াইয়ের ডালের সুরস খিচুড়ি রন্ধনের প্রণালী শিক্ষা করুন। সেই বাদশাহী খিচুড়ি রন্ধনের প্রণালী ইতিপূর্ব্বে মহিলায় যে মহিলাগণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা কি ইহার নিকটে দাঁড়াইতে পারে? ভুঁইয়ারা পলাশপত্রে খিচুড়ি ঢালিয়া ভোজন করিলেন। চাত্রাস্থ বধূ ঠাকুরাণী আমার সঙ্গে লুচি মিষ্টান্নাদি দিয়াছিলেন, আমি তদ্দ্বারা জলযোগ করিয়া ফাঁড়ির একটি গৃহপ্রান্তে শয়নপূর্ব্বক নিশাযাপন করিলাম।

গাৎপুর হইতে পর দিন প্রত্যূষে যাত্রা করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছি, এমন সময় কনেষ্টবলজি আসিয়া বলিলেন, আমার ঘোড়া পলাইয়াছে, ঘোড়া খুঁজিয়া

পাই না। আপনি অগ্রসর হউন, বল্‌বল নদীর কূলে যাইয়া আমার অপেক্ষা করিবেন, আমি ঘোড়ার অনুসন্ধানে যাইতেছি, সত্বরই আপনার নিকটে পহুঁছিব। কনেষ্টবল সাহেব মাঠে ঘাস খাইবার জন্য রাত্রিতে অশ্বিনীটিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তজ্জন্য কিঞ্চিৎ প্রতীক্ষা করিলাম, ইতিমধ্যে ঘোটকী হস্তগত হইল। তখন যাত্রা করিয়া ৫ মাইল অন্তর বল্‌বল নামক নদীর কূলে উপস্থিত হইলাম। উক্ত নদীর তীরে রাস্তার পার্শ্বেই একটি উষ্ণ প্রস্রবণ, পাল্কী-হইতে অবতরণ করিয়া সেই প্রস্রবণ দর্শন করিতে গেলাম সঙ্গের কনেষ্টবলটিও দেখিতে গেল। পরস্পর সন্নিহিত দুইটি উৎস উৎসারিত হইতেছে, জল ঈষদ্ নীলবর্ণ ও বিস্বাদ, তাহাতে গন্ধকের গন্ধ অনুভূত হয়, হস্তে স্পর্শ করাতে বিলক্ষণ উষ্ণ বোধ হইল, কিন্তু মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী সীতাকুণ্ডের জলের ন্যায় তীব্র উষ্ণ নহে। এই উষ্ণপ্রস্রবণের তাপ পরিমাণ ১১০ ডিগ্রি। ইহা প্রাচীরে আবেষ্টিত, জল দুই ফুটের অধিক গভীর নহে, অতিরিক্ত জল নহরযোগে বাহিরে নিঃসৃত হয়। অল্প অল্প বুদ্বুদ ও বাষ্প সেই প্রস্রবণ বারির উপর লক্ষিত হইয়া থাকে। এই জল চর্ম্মরোগের মহৌষধ-স্বরূপ। উক্ত প্রস্রবণের নাম দেওয়ারি। হাজারিবাগ জেলার ইতস্ততঃ অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। হাজারিবাগ নগর হইতে বার মাইল দক্ষিণে বোকারিনালা নামক এক উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, তাহার তাপ পরিমাণ ১০২, হাজারিবাগের দশ ক্রোশ দূরে বেলপাকিগ্রামের নিকটে পরস্পর সন্নিহিত তিনটি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, উহার একটির তাপ পরিমাণ ১৬৯, দ্বিতীয়টির ১৭০ তৃতীয়টির ১৯০ ডিগ্রি। ইহাদের জলের উত্তাপ এরূপ যে নেকড়ায় চাউল বাঁধিয়া তাহাতে কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দিলে অন্ন প্রস্তুত হয়। এই তিন প্রস্রবণকে সূর্য্যকুণ্ড বলে। হাজারিবাগ নগরের উত্তরাংশে ধানওয়ার নামক স্থানের পনর মাইল দক্ষিণে এক উষ্ণ প্রস্রবণ বিদ্যমান, উহার তাপ পরিমাণ ১৮২ ডিগ্রি। সেই প্রস্রবণের নাম কেশরী। হাজারিবাগ জেলার ইতস্ততঃ জল প্রপাতও অনেক আছে।

আমি উষ্ণ প্রস্রবণ দর্শন করিয়া রাস্তায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি ছয় ভূতের একভূত নাই। কিয়ৎক্ষণ তাহার নাম ধরিয়া তারস্বরে পাঁচজন কাহার ডাকিয়া কোন উত্তর ও উদ্দেশ পাইল না। কয়েক মিনিট আমাকে ও কনেষ্টবল্‌কে অন্যমনস্ক দেখিয়া এক ভূত দ্রুতগতি পলায়ন করিয়াছে, পুলিষের চক্ষে ধুলি দিয়া সে আশ্চর্য্যরূপে অদৃশ্য হইয়াছে। এখান হইতে ১৭।১৮ মাইল চলিলে হাজারিবাগে পঁহুছিতে পারিব, পাঁচজন মাত্র বেহারা এত দূর পথ পাল্কী বহন করিয়া যাইতে অক্ষম। কিন্তু পুলিষের তাড়ায় অনিচ্ছাসত্ত্বে তাহারা পাল্কী উঠাইয়া রওনা হইল, কিয়দ্দূর চলিলে পর পথে অপর এক ভুঁয়াকে দেখিতে পাইয়া কনেষ্টবলজি

তাহাকে বেগার ধরিল। দশ মাইল অন্তর জলমা নামক স্থান পর্য্যন্ত পাল্কী বহন করিয়া সেই ভূত যাইতে বাধ্য হইল। পুলিষ সঙ্গে না থাকিলে আমাকে হয়তো বল্‌বলের কূলেই পড়িয়া থাকিতে হইত। চাত্রা হইতে কোথাও ডুলি বা পাল্কী যোগে গমনাগমন করিতে হইলে ভুঁয়া বেহারাদের সাহায্য গ্রহণ না করিলে উপায়ান্তর নাই।

বল্‌বল্ পার হইয়া আমি দেখি বহু-দূর পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড অভ্র শুভ্র কাচখণ্ড সকলের ন্যায় পর্ব্বত পৃষ্ঠে কি যেম চক্‌চক্ করিতেছে। জানিতে পাইলাম ত্রখানে ও নিকটে অন্য অনেক স্থানে কিয়দ্দূর প্রস্তর ও মৃত্তিকার নিম্নে অভ্রের খনি আছে। হাজারিবাগ ডিষ্ট্রিক্টের ইতস্ততঃপর্ব্বত সকল মহামূল্য-বান্, তাহাতে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র লৌহ সীসা ইত্যাদি ধাতুর আকর আছে। পাথরী কয়লার তো সীমাই নাই। বহু দূর পর্য্যন্ত দুর্গম পথ বলিয়া দেশান্তরে চালানের অসুবিধা বশতঃ এই সকল খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতেছে না। ধাতু দ্রব্যকে ভূগর্ভ হইতে উঠাইয়া বিশুদ্ধ করিয়া লওয়াও বহু ব্যয়সাধ্য। অপরাহ্ণ দুইটার সময়ে আমরা জলমা নামক স্থানে পঁহুছিয়া একটি মুদির দোকানে খিচুড়ি রন্ধন করিয়া ভোজন করি। ডাল চাল মশলা ইত্যাদি চাত্রা হইতে আমার সঙ্গে আসিয়াছিল। কনেষ্টবল ঠাকুরই আমাকে খিচুড়ি রাঁধিয়া দেন। বধূঠাকুরাণী দুইটী বৃহৎ বেগুণ সঙ্গে দিয়াছিলেন, তাহার একটি কাটিয়া দেখিলাম যে পোকায় জড়িত হইয়া আছে, উহা ছুড়িয়া ফেলিতে ছিলাম, সঙ্গের এক ভূত আগ্রহ সহকারে আমার হাত হইতে লইয়া গেল এবং ভাগাভাগি করিয়া দুই ভূতে সেই পোকায় খাওয়া কাঁচা বেগুন পাকা কলার ন্যায় পরমানন্দে চিবাইয়া উদরস্থ করিল। ভোজনান্তে, যাত্রা করা গেল। এখান হইতে হাজারিবাগ ছয় মাইল। বেগার ধরা ভুঁয়াকে এক বেলার খোরাকি দান করিয়া এখান হইতে বিদায় দেওয়া গেল। পাঁচ ভুঁয়াই পাল্কী বহন করিয়া চলিল। চাত্রা হইতে হজোরিবাগ গমনের তিনটী পথ, আমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ, এইপথের দৈর্ঘ্য ৩৭কি ৩৮ মাইল। এই অরণ্যময় পার্ব্বত্য প্রদেশে গভর্ণমেণ্ট বহু যত্ন ও বহু ব্যয়ে ইতস্ততঃ প্রশস্ত পথ সকল প্রসারিত করিয়াছেন। চাত্রা হইতে হাজারিবাগ যাইতে একটি গিরি-সঙ্কট অতিক্রম করিতে হয়, তাহার নাম কট্‌কমসারি ঘাট। হাজারিবাগ ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে এমন কি ছোটনাগপুর প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত পরেশনাথ পাহাড়, এই পর্ব্বতের উচ্চতা ৪, ৪৭৯ ফিট। হাজারিবাগ হইতে গিরিডি যাইতে পরেশনাথের নিকট দিয়া যাইতে হয়। আমি সেই দিন (১৭ই পৌষ) অপরাহ্ণ ৫ টার সময় হাজারিবাগে উপস্থিত হই। তত্রত্য প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রকুমার গুপ্ত মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য

গ্রহণ করি। তিনি ইতিপূর্ব্বে আমি যে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইব এই সংবাদ ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যোগে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গিরীন্দ্র বাবু প্রকাশ্যে ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত না হইলেও ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করেন। বিদেশ হইতে কোন ব্রাহ্ম দুই চারি দিনের জন্য হাজারিবাগে উপস্থিত হইলে সচরাচর তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমি দুই দিন তাঁহার গৃহে সাদরে অবস্থিতি করিয়াছিলাম।

ছোটনাগপুর প্রদেশের মধ্যে ৫টী ডিষ্ট্রিক্ট; হাজারিবাগ, প্রধান নগরের নামও হাজারিবাগ। লোহারডাগা, প্রধান নগর রাঁচি। সিংভূমী, প্রধান নগর চাই-বাসা। মানভূম, প্রধান নগর পুরুলিয়া। পালামো, প্রধান নগর ডল্‌টান্‌গঞ্জ। এই পাঁচটী জিলার মধ্যে হাজারিবাগ আয়তনে বৃহৎ। ইহার আয়তন ৭০২০ স্কোয়ারবর্গ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা ১১,৬৪,৩২১। ভূমির বিস্তৃতি অনুসারে জনসংখ্যা অতিশয় অল্প। অধিকাংশ স্থল অরণ্যাকীর্ণ, প্রস্তরময়, অকৃষ্ট ও অনুর্ব্বর। এখানে শস্যক্ষেত্র ও ফলবান্ বৃক্ষ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। ধানওয়ারের রাজা এ জিলার প্রধান জমীদার, তাঁহার জমীদারীর আয়তন ৫ সহস্রবর্গ মাইল। ভূঁয়া, কাহার, কোল, ও সাওঁতাল, ঘাটওয়ার প্রভৃতি এখানকার আদিমনিবাসী। ইহারা কৃষ্ণকায় অসভ্য। এই সকল লোক এ অঞ্চলের প্রকৃত নিবাসী। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী লোক বিষয় কর্ম্ম ও বাণিজ্যাদি উপলক্ষে নগরে অবস্থিতি করিয়া থাকে। হাজারিবাগ নগরে সম্ভবতঃ শতাধিক বাঙ্গালি ভদ্রলোক বাস করেন। অনেকে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়িরূপে স্থিতি করিতেছেন। কলিকাতাস্থ অনেকে মনে করেন, এখানকার অরণ্যে হাজার বাঘ বাস করে, তজ্জন্য নগরের নাম হাজারিবাগ হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে। বর্ত্তমান নগরের পার্শ্বে হাজারি নামক এক ব্যক্তির বাগ অর্থাৎ উদ্যান ছিল, রীতি মত ডিষ্ট্রিক্ট হওয়ার পূর্ব্বে সেখানে সার্ব্বে সংক্রান্ত ও অন্য ২ বিভাগের সাহেবগণ আসিয়া ক্যাম্প স্থাপন পূর্ব্বক স্থিতি করিতেন, তদনুসারে পরে নগরের নাম হাজারি বাগ হইয়াছে। হাজারিবাগ সমুদ্রের জল সীমা হইতে ২ সহস্র ফিট উচ্চ। কলিকাতা হইতে এই নগর ২৮০ মাইল দূরে, নগরটি স্বাস্থ্যকর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অতি সুন্দর, রাজবর্ত্ম সকল প্রশস্ত। বঙ্গদেশ হইতে অনেক বাঙ্গালি বাবু বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ এখানে আসিয়া থাকেন, অনেকে এখানে স্থায়ী আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গিরিডি সব্‌ডিবিজন হইতে ৭২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পুস্ পুস্ নামক ঠেলা গাড়ীযোগে হাজারিবাগ আসিতে কষ্ট ও ব্যয় সাধ্য, নচেৎ স্বাস্থ্য প্রত্যাশী বহুবাঙ্গালির এখানে জনতা হইত। ২৫ বৎসরেরও অধিক হইবে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন হাজারিবাগে আসিয়া কিয়ৎকাল স্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর অত্রত্য বাঙ্গালি বাবুরা তাঁহার নামে একটি

হল ও লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন। কেশবহলটি রমণীয়, দেখিয়া আনন্দ বোধ হইল। সেখানে একদিন ক্ষুদ্র বক্তৃতা হইল। এখানকার সভা সমিতি ও প্রকাশ্য বক্তৃতাদি প্রায়ই কেশবহলে হইয়া থাকে। এখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে। ব্রাহ্মসমাজগৃহটিও সুন্দর। অত্রত্য সেণ্ট্রল জেলের দ্বিতল বৃহৎ অট্টালিকা বহুদূর হইতে দৃষ্টি গোচর হয়। শুনিলাম, ১১ শত বন্দী এই কারাগারে আবদ্ধ আছে। এখানে উত্তম অবস্থাপন্ন ২টী এণ্ট্রেন্স স্কুল আছে। এ নগর পাদরি সাহেবদিগের বিশেষ কার্য্যক্ষেত্র পেন্‌সন প্রাপ্ত অনেক ইংরেজ এখানে স্থিতি করিয়া থাকেন।

সাধারণ সমাজের পলাতক প্রচারক বাবু রামকুমার ভট্টাচার্য্য "রামানন্দ স্বামী" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক, শাক্ত মহান্ত সাজিয়া হাজারিবাগে শ্রীপাট স্থাপন করিয়া বসিয়াছেন, এখানে তাঁহার মহাপ্রভাব, তিনি অনেক লোককে মন্ত্র দানে শিষ্য করিয়াছিলেন। বড় বড় উপাধিধারী উকিল তাঁহার শিষ্য। শুনিয়াছি কোন কোন উচ্চ পদস্থ ভক্তিমান্ শিষ্য নাকি উক্ত স্বামীজির কাষ্ঠ পাদুকা পূজা করিয়া থাকেন। অনেক নব্য শিক্ষিত স্বামিভক্ত লোকের দুর্গতি দেখিয়া হৃদয় ব্যথিত হয়। এক্ষণে অনেক স্বামী গোস্বামীর বড় বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িয়াছে। কাশীর সুবিখ্যাত বৃদ্ধা কীর্ত্তিমান্ স্বামীজি এখন শ্রীমন্দিরে বাস করিতেছেন।

হাজারিবাগ ডিষ্ট্রিক্টে দুইটী সবডিবিজান, গিরিডি ও চাত্রা, নিজ সদরের অন্তর্গত ৮ টি থানা ৫ টি আউট পোষ্ট। থানার ঘরগুলি অতি সুন্দর, বঙ্গদেশের থানা সকল এরূপ জমকাল নয়। এখানে খড় ও ভাল ভাল কাঠ একান্ত সুলভ বলিয়া সামান্য ব্যয়ে সুন্দর সুন্দর বৃহৎ গৃহ প্রস্তুত হয়। ছোটনাগপুরের শৈলশ্রেণী হইতে বহু উত্তরবাহিনী নদ নিঃসৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে নীলাজল বল্‌বল্ এবং বরাকের বৃহৎ। নীলাজল, হাজারিবাগ জিলার পশ্চিম প্রান্তে, বল্‌বল্ মধ্যভাগে, বরাকের পূর্ব্ব প্রান্তে প্রবাহিত। এ জিলার ভুঁয়া প্রভৃতি আদিমনিবাসিগণ রোগবিপদাদি উপস্থিত হইলে তাহার শান্তির জন্য কুক্কুটাদি বলিদান পূর্ব্বক ভূতের পূজা করিয়া থাকে।

১৯শে পৌষ রাত্রি আটটার পর পুষ্পরথে (পুস্ পুস্ গাড়ীতে) হাজারিবাগ হইতে আমি গিরিডি অভিমুখে যাত্রা করি।

মহিলাদিগের রচনা।

বাল বিধবার প্রতি সান্ত্বনা।

কেন কেন হেন বিরস বদন,
ললাটে কেন রে বিষাদ রেখা
নয়ন যুগল করে ছল ছল,
আপাঙ্গেতে অশ্রু দিতেছে দেখা।
কথায় কথায় অভিমানে ভরা,
মরমেতে যেন মরিয়া যাও;
বুক ফাটে যদি মুখ ফোটে নাতো,
নীরবে নীরবে কাঁদিতে চাও।

উৎসাহ অনল আশা ভরসায়,
সকলি নিবাও নয়ন জলে;
জগতে একাকী আমি কারো নই,
সুধু এই ভাব হৃদয় তলে।
জান না প্রণয় পতি বা কেমন,
কার তরে থাক এ দুঃখ সয়ে;
হিন্দুর ভবনে কুপ্রথা শাসনে,
রয়েছ কেবলি শঙ্কিত হয়ে।
উছলে হৃদয় দুঃখের আবেগে,
নিন্দলো বিধিরে সতত হায়;
জনমি ভারতে এরূপে তোমার,
দুঃখের জীবন দুঃখেতে যায়।
আহা! ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে,
অজ্ঞানা দুঃখিনী রমণী কত;
মলিন হৃদয়ে বিরাগ জীবনে,
যাপিছে জীবন তোমারি মত।
হেন দুঃখময় বিশুষ্ক হৃদয়,
হেরি না ব্যথিত হৃদয় কার;
কার নাহি সাধ ও প্রাণের দুঃখ,
ঘুচাতে মুছাতে নয়নাসার।
যে শূন্য হৃদয় শ্মশানের প্রায়,
ঘোর বিষাদের আলয় মত,
সুখ শান্তি হারা তমস আকারা,
দুখের সাগরে ভাসিছে নিয়ত।
কত মহামতি ভারত সন্তান,
দেখি ও প্রাণের অসীম দুখ,
উৎসুক পরাণ সাধিতে কল্যাণ,
পাশরেন কত আপন সুখ।
কত অপযশ কতই বিপদ,
অসীম সাহস ধরিয়া শিরে,
সহেন যাতনা সে সব কেবল,
মুছাতে দুঃখিনীনয়ননীরে।
নয় রে উদ্দেশ্য পরিণয়ই সুধু,
তাঁদের যতন আশার ফল,
জ্ঞানলাভ করে পাবে শান্তি সুখ,
হৃদয় হইবে সুনিরমল।
দেশ দেশান্তরে যেই ভারতের,
রমণীগণের গৌরব ঘোষে,
সে ভারতে আজ কেহ যেন কভু,
পবিত্র রমণীনামে না দোষে।
কতরে রমণী রমণীভূষণ,
পুণ্যবতী সতী দেবীর প্রায়,
কুমারী জীবন আলিঙ্গন করে,
সুখেতে জীবন যাপিয়া যায়।
তারা ত ভাবে না তব সম বোন,
এ জগত সুধু বিষাদময়,
বৃথাই জনম বৃথাই করম,
যা করি সকলি বৃথাই হয়।
সে প্রশান্ত হৃদি উন্নত উদার,
পূর্ণ ব্রহ্মানন্দে আনন্দে রয়,
কত দেবভাবে ভূষিত সে প্রাণ,
স্মরিলে জীবন পবিত্র হয়।
অনন্তের সনে মিশায়ে অন্তর,
মনের আনন্দে সময় হরে,
প্রশস্ত অন্তরে বিপদসাগরে,
ঢেলে দেয় প্রাণ পরের তরে।
প্রীতিপ্রস্রবণ পবিত্র হৃদয়,
শত ধারে পড়ে জগতময়,
আমি সবাকার সবাই আমার,
এ সুখ বারতা সবারে কয়।
এ অবনী যেন তাহারি সকল,
সব যেন তার স্নেহের ধন,
সব (ই) যতনের ভালবাসাময়,
শুনিলে পুলকে পূরয় মন।

প্রাণের উৎসাহ স্নেহ প্রেম দয়া,
জগতের তরে উথলে যায়,
মরি সে প্রকৃতি মধুর কেমন,
বিমল স্বরগকিরণ তায়।
তাই বলি বোন মানবজনম,
বৃথাই জনম বলো না আর,
নিরানন্দে সদা মগন হইয়ে,
করো না করো না হৃদয়ভার।
সব দুঃখ দূরে করিয়া ক্ষেপণ,
পরমেশ পদে পরাণ দাও,
বিশাল জগতে কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে,
বিবেক সহায়ে চলিয়া যাও।
সুখ তরে মোরা অন্বেষি সবাই,
কোথায় সে সুখ খুঁজিতে যাই,
সুখতো হৃদেই দিয়েছেন বিধি,
খুঁজিলে সহজে দেখিতে পাই।

শ্রীমতী শ—

আমাদের আত্মা সীতা।

রামায়ণ সীতাদেবীর চরিত্র কত সুন্দররূপে প্রকাশিত আছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। সীতাচরিত্র কি পুস্তকে আবদ্ধ রহিয়াছে, না আর কোথায় উহা দৃষ্ট হইয়া থাকে? যদি একটু অনুধাবন পূর্ব্বক দেখা যায়, তবে সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে, আমাদের আত্মার ভিতরে সীতাচরিত্রের প্রতিভা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে; সীতার মহৎ চরিত্র এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, সকল মনুষ্যের ভিতরে ঐ মনোহর চরিত্র আছে। অধুনা সীতা চরিত্রের সহিত আমাদের আত্মা সীতার তুলনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সীতাদেবীর জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল আমাদের আত্মা সীতাতেও সেই সকল ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে। সীতাদেবী জনকরাজদুহিতা, জনকস্নেহে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। আর আমাদের আত্মা সীতা পরম পিতা পরমেশ্বরের কন্যা এবং তাঁহার স্নেহে প্রতিপালিতা ও রক্ষিতা হইয়া রহিয়াছে। সীতাদেবী মিথিলা হইতে অযোধ্যাপুরীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, আর আমাদের আত্মা সীতা আপন পিতৃদেশে ছাড়িয়া এই পৃথিবীরূপ অযোধ্যা পুরীতে আসিয়া বাস করিতেছে। বাস্তবিক আমাদের আত্মার এ জন্মস্থান নয়। আমরা দুদিনের জন্য আসিয়া আপন পিত্রালয় ভুলিয়া মায়াতে মুগ্ধ হইয়া দিন অতিবাহিত করিতেছি। সীতাদেবী বনবাসিনী হইয়াছিলেন, আর আমাদের আত্মা সীতাও এই ভীষণ সংসার মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া কতভাবে কতরূপে না বিড়ম্বিত হইতেছে! দেহরূপপঞ্চবটীনামক স্থানে ভগ্নহৃদয়রূপকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতেছে, আবার মধ্যে২ মায়ারূপী মায়ামৃগ আসিয়া চিত্তকে প্রলুব্ধ করিয়া কত বিপদে না নিক্ষেপ করিতেছে? কিন্তু তবু সীতা প্রাণারামের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতেছে, অথচ তাঁহা হইতেও বঞ্চিত করিবার জন্য কত রিপুকুল রাক্ষসকুল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জনকদুহিতা সীতা লক্ষ্মণকৃত গণ্ডীর ভিতর অবস্থিতি করিতেন। যাই

গণ্ডীর বাহির হইয়াছিলেন, ভিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন, অমনি দুরাত্মা রক্ষকুলপতি রাবণ কর্ত্তৃক অকস্মাৎ অপহৃত হইয়াছিলেন, এবং রাবণ কর্ত্তৃক অশোকবনে আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু আমাদের আত্মা সীতা নিত্য তাদৃশ ঘটনাস্রোতে পড়িয়া কত বিড়ম্বিত হইতেছে, চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই অনুভব করিতে পারেন। সুবুদ্ধিরূপ লক্ষ্মণ আমাদের আত্মাকে নিত্য জ্ঞানগণ্ডী দিয়া রাখিতেছে, কিন্তু আমাদের আত্মা যাই প্রলোভনে পড়িয়া জ্ঞানগণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহির হয়, অমনি সংসারাসক্তিরূপরাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। যতক্ষণ জ্ঞানগণ্ডীর ভিতরে বাস করে, তত ক্ষণ কোন বিঘ্ন আসিতে পারে না, কিন্তু সেই গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাই বাহিরে আইসে, অমনি প্রাণারামের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া কিরূপ ভয়ানক বিপদে পড়িয়া ক্রন্দন করে, এবং শত প্রকারে যন্ত্রণা পাইয়া আকুলিত হয়, তাহা একবার হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আত্মার কি অবস্থা হইয়াছে অন্বেষণ করিলে সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। আত্মা আত্মারামের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই ইন্দ্রিয়পুরী লঙ্কাপুরী মধ্যে একাকী মহাদুঃখে ভীষণ সমুদ্রের কূলে বাস করিতেছে; যিনি দেখিতে চাহেন তিনি দেখিতে পাইবেন। রামায়ণে প্রকাশিত আছে যে, সীতাদেবী রাবণের অন্ন জল গ্রহণ করেন নাই, দেবতাগণ তাঁহাকে সুধা ভোজন করাইয়া যাইতেন এবং তিনি পুরীর মধ্যে বাস করেন নাই, অশোকবনে বাস করিতেন। আমাদের আত্মা সীতাও সংসারের কোন বস্তু ভোজন করে না এবং গ্রহণ করে না। সংসার কত ধন দেখায়, কত দাস দাসী মান মর্য্যাদা দেখায়, কত রাজসিংহাসন দেখায়, সুন্দর সুন্দর বস্তু দেখায়, কিন্তু আত্মা কি তাহার কথায় আর ভুলিতে পারে? সুতরাং সে উহার কোন বস্তু গ্রহণ করে না। সে অশোক বনে থাকিয়া—যথায় শোক নাই সেই বনে থাকিয়া—ঈশা মুষা গৌর গৌতম ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি দেবগণসহ নিত্য উপাসনায় সুধা ভোজন করিয়া থাকে, ও নিত্যপ্রাণারাম রামচন্দ্রের ধ্যান করে। এই ইন্দ্রিয়পুরী লঙ্কাপুরীতে আত্মার আপনার বলিবার আর কেহ নাই, ও কথা কহিবারও কেহ নাই, কেবল সরমরূপিণী সরমা আসিয়া আমাদের আত্মার সহিত কথা কহিতে থাকে, এবং বলে যে 'তুমি ইহাদের কথায় কখন ভুলিও না, ইহারা আপনার দাসী করিবার জন্য দেবকন্যাগণকে ছলে বলে আনিয়া আপন সম্পদ দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করে। এই ধূর্ত্তদের কথায় যাহারা ভুলিয়া যায় তাহারা ইচ্ছা করিয়া আপনার মৃত্যু ডাকিয়া আনে। তাই বলি আত্মা সীতা তুমি কখন ইহাদের কথায় ভুলিও না এবং তুমি একাকিনী এইভাবে আর থাকিও না, তোমার চিরসঙ্গিনী অচলা ভক্তিকে স্মরণ কর, নিশ্চয় তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে; তোমার কথা প্রাণারামকে সমস্ত বল, এবং তুমি

নিশ্চিন্ত হইয়া প্রণারামের ধ্যানে নিমগ্ন থাক, অবিলম্বে তোমার দুঃখ দূর হইবে। তখন আত্মা চিরসঙ্গিনী অচলাভক্তিকে স্মরণ করিতে লাগিল। ভক্তি আসিয়া যোগসেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিল, সেই সেতু যোগে রামসৈন্য সকল ইন্দ্রিয়পুরী লঙ্কা পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল, এবং বিশ্বাসরূপ অগ্নি জ্বালাইয়া আসক্তির স্বর্ণপুরী পোড়াইয়া ছারখার করিল। তখন কাহার হাত পুড়িল, কাহার মুখ পুড়িল, যাহারা বড়াই করিয়া এত দিন স্ফীত হইয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের অহঙ্কার চূর্ণ হইল। আত্মার প্রাণে এইবারে অপূর্ব্ব আনন্দ উদিত হইয়া হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। হৃদয়রাজ্যে নিত্য সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কত অতিকায়, শতনিশট বধ হইল; কত মুণ্ড গড়াগড়ি যাইল। যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, হৃদয়রাজ্যে নিত্য কত অসুর নিধন হইতেছে, কত রক্তপাত হইতেছে, কত বিকটাকার ইন্দ্রিয়রূপ রাক্ষসগণ প্রাণারামের ভয়ে পালায়ন করিতেছে। এত আয়োজন কেন হইল? কেবল আমাদের আত্মার উদ্ধারের জন্য। তাই বলি আমাদের আত্মা স্ত্রীতা।

শ্রীমতী স.....বসু।

নূতন পত্রিকা ও পুস্তক।

স্বাস্থ্য;—ইহা মাসিক পত্রিকা, কি কি উপায়ে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে তদ্বিবরণ সরল ভাষায় উৎকৃষ্ট প্রণালিতে এই পত্রিকায় বিস্তারিতরূপে বিবৃত হয়। কুচবিহার মহারাজের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস গুপ্ত এম্, বি, কর্ত্তৃক ইহা সম্পাদিত হইতেছে। স্বাস্থ্যের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা গত বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল আছে;—নববর্ষ, স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ, বাসগৃহ, সহরের ধূলা, কলিকাতার প্লেগ, পরিচ্ছন্নতা, রোগী পৃথক্ করণ, রোগবীজ বিনাশ, প্লেগে টীকা গ্রহণ, প্লেগ সম্বন্ধে কয়েকটী সার কথা, প্লেগ বিস্তৃতি নিবারণ বিধি, প্লেগ সংবাদ। সময়ের ও অবস্থার উপযোগী স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয় সকল এই পত্রিকায় বিশেষ ভাবে বিবৃত হয়। গৃহিণীগণ ইহা পাঠ করিলে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। ইহার মূল্য সামান্য, বার্ষিক ১৲ মাত্র। কলিকাতা ২৩ নং মদন মিত্রের লেন স্বাস্থ্যকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

ব্রহ্মকন্যা;—ইহা একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক; ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী আপন স্বর্গগতা জননীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠ্য। ইহা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। ১০ ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে ইহা বিদেশস্থ গ্রাহকগণ পাইতে পারেন।

হরিলীলা রসামৃত সিন্ধু ১ম খণ্ড এই পুস্তক টাঙ্গাইলস্থ উকিল শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার কর্ত্তৃক বিরচিত। উপাসনা ও সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর

প্রাচীন বিধান সকলের ঐতিহাসিকতত্ত্ব ও বিধান প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের এবং প্রধান২ বিধান প্রচারক ও বিধানান্তর্গত প্রধান২ সাধকদিগের জীবনচরিত সুলিলিত পদ্যে এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। ইহা পাঠে ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়। মহিলাগণ পাঠ করিলে অশেষ উপকার লাভ করিতে পারেন। এই গ্রন্থে এস্‌লাম বিধান অর্থাৎ মহাপুরুষ মোহম্মদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ বিধান পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, আর দুই খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। এই প্রথম খণ্ড রয়েল ৮ পেইজি স্মল পাইকা অক্ষরে ২৫৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য ১৲ মাত্র, বিধানবাদী শশী বাবু বিধানের কার্য্যে গলদঘর্ম্ম পরিশ্রম করিতেছেন। তিনি নব সংহিতা পুস্তকও সরল পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার বিধানে অনুরাস, অভিজ্ঞতা এবং রচনানৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি বিধান বিশ্বাসীদিগের একান্ত কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

কুসুমহার।

বিবাহ এক দিনে হয় না। যে দিন পিতা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিলিত হইয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করেন, সেই দিন সেই কন্যার বিবাহের সূত্রপাত মাত্র।

নরদেহ নারীদেহকে বিবাহ করে না, আত্মা আত্মাকে বিবাহ করে। প্রকৃত বিবাহ পার্থিব নয়, স্বর্গীয়। স্বামী স্ত্রীর আত্মা ঈশ্বরেতে সম্মিলিত হইলেই যথার্থ বিবাহ হয়।

দম্পতী ধর্ম্মে সমুন্নত না হইলে পবিত্র পরিণয় সুখ প্রাপ্ত হন না। যখন তাঁহারা এক হৃদয় এক প্রাণ হইয়া ঈশ্বরের পদাশ্রিত হইবেন, তখন তাহাদের বিবাহ হইল বলা যাইতে পারে, পরিণয় সম্ভূত নির্ম্মল আনন্দ তখনই তাঁহারা সম্ভোগ করেন। পুণ্য প্রেম বিশ্বাসে আত্মার ক্রমোন্নতিতে উহা সাধিত হয়।

সংবাদ।

বিগত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ মজফ্‌ফারপুর নিবাসী দ্বারভাঙ্গার ডিপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মদেব নারায়ণ আপনার একমাত্র প্রিয়তমা কন্যা শ্রীমতী সূর্য্যকুমারীকে চট্টগ্রাম [illegible] হাইকোর্টের উকিল শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রলাল কাস্তগিরির সঙ্গে নবসংহিতানুসারে ভাগলপুর নগরে মহা সমারোহে পবিত্র পরিণয় সূত্রে বদ্ধ করিয়াছেন। পাত্রী বিহারী কায়স্থ কুলোদ্ভবা পাত্র বাঙ্গালী বৈদ্যবংশ সম্ভূত। উভয়েই সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ। এই বিবাহ প্রকৃত অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছে। বিবাহে পাত্রপক্ষ বাঙ্গলায়, পাত্রী-পক্ষ হিন্দিতে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। বাবু ব্রহ্মদেব নারায়ণ কন্যাকে কলিকাতায় রাখিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দান পূর্ব্বক উপযুক্ত বয়সে সৎপাত্রে অর্পণ করিয়া অতি সৎসাহসের পরিচয় দান করিয়াছেন। বিহার প্রদেশে এই ইহা

একটি উচ্চ দৃষ্টান্ত। প্রজাপতি পরমেশ্বর নবদম্পতীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করুন।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের মহিলায় আমরা "সাধ্বী অঘোরকামিনী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে উক্ত সাধ্বীর দয়া ও দাতব্যের দুই একটী কথা উল্লিখিত হয় নাই। মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় তত্রত্য নিরন্ন লোকদিগেকে সাহায্য দানার্থ হস্তে নগদ টাকা না থাকাতে তিনি নিজের স্বর্ণময় বালা প্রিয়তম স্বামী বাবু প্রকাশচন্দ্র রায়ের হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, এই বালা বিক্রয় করিয়া অর্থ দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে অর্পণ কর। প্রকাশ বাবু জিজ্ঞাসা করেন পুনর্ব্বার তো বালা প্রস্তুত করিতে হইবে? অঘোরকামিনী বলেন, না আর তাহা প্রস্তুত করিতে হইবে না। সেই বালা বিক্রয়ে শতাধিক টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোক দিগের সাহায্যার্থ প্রদত্ত হয়। বাঁকিপুরস্থ ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থ অর্থ সাহায্য করা আবশ্যক হইলে প্রকাশ বাবু সাধ্বী অঘোরকামিনীকে বলেন, ৩০০৲ মাসিক আয় মাত্র, তাহা ব্যয় হইয়া যায়। ব্রহ্মমন্দিরের জন্য একশত টাকার অধিক দেওয়া যাইতে পারে না। অঘোরকামিনী বলেন, ২০০৲ দিতে হইবে। আমি ১০০৲ টাকায় কোন প্রকারে এক মাসের ব্যয় নির্ব্বাহ করিব। এক মাস বৈ তো নয়। এক মাস কোনরূপে চলিবে; ঋণ বা বাজার দেনা হইবে না তিনি আহারাদি নানা বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া ২০০৲ বাঁচাইয়া ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থ দান করিয়াছিলেন।

আমরা দুঃখের সহিত পাঠিকাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি—বিগত ২৭ আষাঢ় রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় মঙ্গলপাড়ায় আমাদের কন্যা শ্রীমতি হরিদাসী বসু, ইহলীলা পরিত্যাগ করিয়াছেন। হরিদাসী অনেক দিন হইতে উৎকট ক্ষয়কাস রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন তাঁহার স্বামী শ্রীমান্ গৌরী প্রসাদ বসু স্ত্রীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি স্ত্রীর সেবাতে রত ছিলেন। সাধ্যের অতীত অনেক অর্থব্যয় করিয়াছেন। ডাক্তার কবিরাজ যখন যাহা বলিয়াছেন তিনি প্রাণপণে তাহা পালন করিতে ত্রুটী করেন নাই; স্ত্রীর মন ভাল রাখিবার জন্য তিনি রীতিমত চেষ্টা করিয়াছেন। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ও প্রচারক মহাশয়দিগকে অতি যত্নের সহিত ডাকিয়া আনিয়া ভাল কথা, ভাল সংগীত ও প্রার্থনা শ্রবণ করাইয়াছেন। হরিদাসী যখন নিজের পীড়া আরোগ্য হইবার নয় বুঝিতে পারিলেন তিনি সেই সময় হইতেই জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। সংগীত প্রার্থনা যখন যিনি করিতেন অতি ভক্তির সহিত তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া পরম সুখী হইতেন। মৃত্যুর দুই তিন মিনিট পূর্ব্বেও তিনি বেশ জ্ঞান পূর্ব্বক দয়াময়ী জননীর নাম গান শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি একটি ২ বৎসরের কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। স্নেহময়ী জগজ্জননী তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার রোগের সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি তাঁহার স্বামীর মনে সান্ত্বনা বিধান করুন।

বিজ্ঞাপন।

মহিলার তৃতীয় বৎসর সমাপ্ত হইল। গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা মূল্য প্রদান করেন নাই, ভরসা করি তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মহিলার তৃতীয় বর্ষের নির্ঘণ্ট।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩০৪।	
মহিলার তৃতীয় বর্ষ	১
একটী সুপত্নী	,,
চপলার মাতার বৈবাহিকের বাড়ীর তত্ত্ব	৩
পৃথিবী	৫
কন্যার প্রতি উপদেশ	৮
ক্রীতদাসকে কণ্ঠাসপ্রদান	১০
বৈধব্য ব্রত	১২
ভাইবোন	,,
পঞ্চম্বার দৃশ্য	১৫
রমণীর দয়ার কার্য্য	১৮
স্বর্গগতা কুসুমকুমারী	২১
মহিলার রচনা—রাজা রামমোহন রায়	২২
কুসুমহার	২৩
সংবাদ	,,
ক্রোড়পত্র	
২য় সংখ্যা ভাদ্র।	
একটী সুমাতা	২৫
ইংলণ্ডের নানা বিষয় ও তত্রত্য লোকদিগের পারিবারিক জীবন	৩০
রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া	৩৪
স্বর্গগতা মহারাণী স্বর্ণময়ী	৪০
কন্যার প্রতি উপদেশ	৪৩
চারিটা মাতৃহীনা বালিকা	৪৫
মহিলার রচনা—সদসৎসঙ্গ	৪৬
,, তুমি	৪৭
কুসুমহার	,,
সংবাদ	৫৮
ক্রোড়পত্র	
৩য় সংখ্যা, আশ্বিন।	
একটী মহিলার পরসেবা	৪৯
চীন দেশীয় লোকের ভোজনপান	৫১
ইংলণ্ডের নানা বিষয় ও তত্রত্য লোকদিগের পারিবারিক জীবন	৫৪
রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া	৫৭
বিহার প্রদেশস্থ নারীদিগের অবস্থা	৬১
আত্মোৎসর্গ	৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহিলার রচনা—সঙ্গীত	৬৮
,, মহারাণী স্বর্ণময়ী	৭০
কুসুমহার	,,
সংবাদ	৭১
৪র্থ সংখ্যা, কার্ত্তিক।	
ধার্ম্মিক দম্পতী	৭১
সুখের হিন্দুপরিবার	৭৪
নারী জাতির প্রকৃত উন্নতি কিরূপে হয়	৭৮
বিহার প্রদেশস্থ নারীদিগের অবস্থা	৮০
এক নারীর বীরত্ব	৮৩
স্ত্রী ও স্বামীর প্রসঙ্গ	৮৭
মহিলার রচনা—নারীজীবনের কর্ত্তব্য	৮৯
,, কাতরে	৯৩
,, ভাইদ্বিতীয়া	,,
কুসুমহার	৯৪
সংবাদ	৯৫
ক্রোড়পত্র	
৫ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ।	
সাবিত্রীর চরিত্র	৯৭
মাংস রন্ধন ও ভক্ষণ	১০০
বিহার প্রদেশস্থ নারীদিগের অবস্থা	১১০
রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া	১১৪
মহিলার রচনা	১১৭
সংবাদদাতার পত্র—একটী সুসমাচার	১১৮
কুসুমহার	১১৯
সংবাদ	১২০
৬ষ্ঠ সংখ্যা পৌষ।	
সীতাদেবীর পতি ভক্তি	১২১
মোসলমান মহিলাদিগের অবরোধ	১২৪
এই কি রমণীর দয়ার কার্য্য	১২৭
জননীর জীবনের দায়িত্ব	১৩০
এক আরব্য পুরুষের দারপরিগ্রহ	১৩২
ভ্রমণবৃত্তান্ত আরা	১৩৩
হাস্যামোদ	১৩৫
চীনদেশীয় মহিলা	১৩৭
বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম ও দয়া ভিক্ষা	১৩৮
নূতন পুস্তকের সমালোচনা	১৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহিলার রচনা—আমাদের অবস্থা	১৪১
কুসুমহার	১৪২
সংবাদ	১৪৩
৭ম সঙ্খ্যা, মাঘ।	
দ্রৌপদী দেবী	১৪৫
রন্ধন প্রণালী	১৪৭
রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া	১৫০
বীর নারী হেন্দা	১৫২
সূর্য্য গ্রহণ	১৫৫
মহিলাদিগের দানাঙ্গীকার	১৬০
ভ্রমণবৃত্তান্ত—বক্সার	১৬১
মাতা ও সন্তান	১৬৪
মহিলার রচনা—নারীজাতির কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত	১৬৫
কুসুমহার	১৬৭
সংবাদ	১৬৮
৮ম সঙ্খ্যা, ফাল্গুন।	
আর্য্যনারী রাজ্ঞী দময়ন্তী	১৬৯
রন্ধনপ্রণালী	১৭৩
খ্রীষ্টীয়কুমারীদিগের পরসেবা	১৭৬
পরিপাকক্রীয়া	১৭৮
আচার্য্যপত্নী জগন্মোহিনী দেবী	১৮১
ভ্রমণবৃত্তান্ত—গয়া	১৮৫
মহিলার রচনা—ছায়ার পুতলী	১৯০
কুসুমহার	১৯১
সংবাদ	১৯২
৯ম সঙ্খ্যা, চৈত্র।	
ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী	১৯৩
বঙ্গনারী ও জলের ব্যবহার	১৯৫
রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া	২০০
স্বর্গগতা দেবী শ্রীমতী হরিদাসী	২০২
একটী মহিলার দান	২০৩
ভ্রমণবৃত্তান্ত—গয়া ও বুধগয়া	২০৪
মহিলাদিগের রচনা—বজ্রাঘাত	২১১
,, পূজনীয়া দেবী	২১২
নূতন পুস্তকের সমালোচনা	২১৩
কুসুমহার	,,
সংবাদ	২১৪
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
১০ম সঙ্খ্যা, বৈশাখ, ১৩০৫ শক।	
পণ্ডিতা গার্গীদেবী	২১৭
তাম্বুল প্রস্তুতি প্রণালী	২১৮
সংসারে সুব্যবস্থা কিরূপে হয়?	২২০
ফাতেমা দেবী	২২৩
মহিলাদের নিকটে নিবেদন	২৩০
মহামারী ও স্ত্রীলোকের ত্রাস	২৩২
স্নেহের বালিকা বুনু	২৩৪
ভ্রমণ বৃত্তান্ত—চাত্রায় যাত্রা	২৩৬
কুসুমহার	২৪০
সংবাদ	,,
১১ সঙ্খ্যা, জ্যৈষ্ঠ।	
রাজ্ঞী মিরা বাই	২৪১
পুরাঙ্গনাদিগের অঙ্গসজ্জা	২৪৪
আয়শা দেবী	২৪৬
সূচীকার্য্য	২৫১
সাধ্বী অঘোর কামিনী	,,
ভ্রমণবৃত্তান্ত—চাত্রা	২৫৫
সাগরপারে নববর্ষ সমাগম	২৬১
মহিলার রচনা—বসন্ত	২৬২
বর্ষা	২৬৩
কুসুমহার	,,
সংবাদ	২৬৫
১২ সঙ্খ্যা, আষাঢ়।	
রাজ্ঞী অহল্যাবাই	২৬৫
বাদশাহী অন্তঃপুর	২৬৭
চতুরা রাজ্ঞী নওশাবা	২৬৯
জননী কর্ত্তৃক শিশুর শিক্ষা	২৭২
রাজ রাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া	২৬৪
ভ্রমণবৃত্তান্ত—হাজারিবাগ	২৭৫
মহিলার রচনা—বাল বিধবার প্রতি সান্ত্বনা	২৮০
আমাদের আত্মা সীতা	২৮২
নূতন পত্রিকা ও পুস্তক	২৮৪
কুসুমহার	২৮৫
তৃতীয় বৎসরের মহিলার নির্ঘণ্ট	২৮৭